

















# অশ্রুপদার্থকথা

ষমক বর্গ

---

( বাংলা অনুবাদ সমেত )

শ্রীশীলালঙ্কার শ্রবির

কর্তৃক অনুবাদিত।

---

প্রথম সংস্করণ

চট্টগ্রাম বাকখালী নিবাসী—

শ্রীবরদা চরণ চৌধুরী

ও

চট্টগ্রাম সাতবাড়ীয়া নিবাসী—

শ্রীহারাণ চন্দ্র চৌধুরী

কর্তৃক প্রকাশিত।

---

প্রথম খণ্ড

রেজুন বৌদ্ধ-মিশন প্রেসে মুদ্রিত।

২৪৭৮ বুদ্ধাব্দ

---

১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দ



## উৎসর্গ পত্র

যিনি আমাকে শুভ ইচ্ছায় বুদ্ধশাসনে উৎসর্গ  
করিয়া দিয়াছেন, বাঁহার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আমি  
লক্ষ্য-ব্রহ্মার শিক্ষা লাভ করিয়া নব্বন্ধে যৎসামান্য  
হইলেও অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে পারিয়াছি, বাঁহার  
সহায়তায় আজ আমি “ধর্মপদার্থকথা” বঙ্গানুবাদ  
করিবার সাহস পাইতেছি, সেই আমার সর্ব মঙ্গল-  
কামী পবিত্রচেতা পিতার শ্রীকব কমলে এই গ্রন্থ থানি  
সাদরে অর্পণ করিলাম :

শীলালঙ্কার স্থবির ।





শ্রীশীলানন্দার স্ববির





## নিবেদন

ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মে সুবিজ্ঞ শাক্যমুনি ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধের শ্রীমুখ-পঞ্চজ-নিঃসৃত এক একটি ধৰ্ম্মোপদেশ এক একটি রত্নখনি সদৃশ । ধৰ্ম্মপদ সম্বুদ্ধের বহু অমূল্য উপদেশ-সম্ভারে পরিপূর্ণ । ইহাতে মোক্ষ প্রদায়ক নীতি গৰ্ভ ৪২৩টি গাথা বা শ্লোক আছে । ইহা সূত্র পিটকে ক্ষুদ্র নিকায়েৰ অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ । এই ধৰ্ম্মপদ বৌদ্ধদের অমূল্য সম্পদ । সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম, চীন, জাপান, তিব্বত ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি বৌদ্ধদেশে ইহা খুব সমাদৃত । এই ধৰ্ম্মপদ ২৬ বর্গে বিভক্ত । যথা—যমক, অঙ্গমাদ, চিহ্ন, পুঙ্খ, বাল, পণ্ডিত, অরহন্ত, সহস্র, পাপ, দণ্ড, জরা, অন্ত, লোক, বুদ্ধ, সুখ, পিয়, কোষ, মল, ধম্মাট্ট, মঙ্গ, পক্কিগক, নিরয়, নাগ, তণহা, ভিক্ষু ও ব্রাহ্মণ বর্গ ।

ধৰ্ম্মপদের এক একটি গাথার উপমা-যুক্তি সময়য়ে উপাখ্যান যুক্ত বিস্তৃত ব্যাখ্যাকে “ধৰ্ম্মপদার্থকথা” বলে । এই ধৰ্ম্মপদার্থকথা প্রথম সঙ্গীতি কারক অর্হৎ মহাকশ্যপ হ্রবির প্রমুখ প্রতি-সম্ভিদা প্রাপ্ত পঞ্চশত ক্ষীণাশ্রব কর্তৃক সংগৃহীত হইরাছিল । লঙ্কায় বুদ্ধশাসন প্রতিষ্ঠাপক অর্হৎ মহেন্দ্র হ্রবির এই ধৰ্ম্মপদার্থকথা লঙ্কায় লইয়া গিয়া সিংহলী ভাষাতেই প্রতিষ্ঠাপিত করেন । অতঃপর সেই সিংহলী ভাষায় পরিবর্তিত ধৰ্ম্মপদার্থকথা অগ্ৰাণ্য দেশবাসীর কোন হিত সাধন হইতেছে না দেখিয়া

কুমারকণ্ঠপ শ্রবিরের আরাধনায় লঙ্কার মহাবিহারবাসী ত্রিপিটক পারদর্শী মহাবৈয়াকরণিক মহাজ্ঞানী স্থপণ্ডিত অনুবুদ্ধ “বুদ্ধবোধ” শ্রবির বিস্তার ও পুনরুক্তি বাদ দিয়া মনোরম পালি ভাষায় ৭২ ভাগবার যুক্ত “ধর্মপদার্থকথা” লিখিয়াছিলেন।

এই ধর্মপদার্থকথা অতি মৃদু-মধুর ভাষায় বর্ণিত ধর্মপদের গাথা সমূহের কুশলাকুশল-বিপাক সন্দীপনী চিত্তাকর্ষক চক্ষুপাল শ্রবিরাদি ২৯৯টি উপাখ্যানে পরিপূর্ণ এক সুবৃহৎ গ্রন্থ।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে যখন আমি কলিকাতা ধর্মাসুর বিহারে অবস্থান করিতেছিলাম, তখন আমার গুরুদেব বিনয়াচার্য্য শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক মহাশ্রবির কর্তৃক আদিষ্ট ও উদ্বুদ্ধ হইয়া ধর্মপদার্থকথার প্রথম ষমক বর্গ বঙ্গানুবাদ করিতে কৃত সক্ষম হই। এই ষমক বর্গ ২০টি মূল গাথা ও ১৪টি উপাখ্যানে সম্পূর্ণ।

ধর্মাসুর বিহারে বিবিধ কার্য্যে ব্যাপ্ত থাকার এই ধর্মপদার্থকথার ষমকবর্গ শেষ করিতে আমার প্রায় এক বৎসর সময়ের প্রয়োজন হইয়াছিল। ইহার অনুবাদ সাহায্যে সরল ও সুখবোধ্য হয় তজ্জন্ম চেষ্টার ক্রটি করি নাই।

আমার গুরুদেব অতিশয় যত্নের সহিত ইহার পাণ্ডুলিপি সংশোধন করিয়া দিয়া ও একখানা সুবিস্তৃত সারগর্ভ ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাকে চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীযুত রাজেন্দ্র বিনোদ বড়ুয়া বি, এ, বি, এল মহোদয় অত্যধিক সহিষ্ণুতার সহিত পাণ্ডুলিপির আত্মপাস্ত উত্তমরূপে দেখিয়া অনেকটি শব্দ পরিবর্তন ও সংশোধন করিয়া দিয়া আমাকে চিরানুগৃহীত করিয়াছেন। তজ্জন্ম তাঁহার সর্বদাসীন মঙ্গল কামনা

করিতেছি। আকিয়াব বঙ্গীয় বৌদ্ধ বিহারাধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ  
ধর্ম্মতিলক শ্রবির মহোদয় ইহার শুদ্ধিপত্র লিখিয়া দিয়া  
প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্ম তাঁহার নিকটও কৃতজ্ঞ  
রহিলাম।

চট্টগ্রাম বাঞ্চালী নিবাসী উদারচেতা ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুত  
বরদা চরণ চৌধুরী ও সাতবাড়ীয়া নিবাসী শ্রীযুত হারাণ চন্দ্র  
চৌধুরী মহোদয়দ্বয়ের অর্থানুকূল্যে পুস্তকটি যথাশীঘ্র প্রকাশ  
করিতে সমর্থ হইলাম। তাঁহারা ইহার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন  
করিয়াছেন। বলা বাহুল্য তাঁহাদের এই মহৎ দান বৌদ্ধ-মিশন  
তথা বৌদ্ধ-সমাজের মহত্বপূর্ণ সাধন করিল। তাঁহারা এই  
উদারতা গুণে বাঞ্চালা ভাষা-ভাষীদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হই-  
য়াছেন। তজ্জন্ম তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও তাঁহাদের  
সর্বস্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করিতেছি। তাঁহাদের এই বদান্যতা বৌদ্ধ  
সমাজের একান্ত অনুকরণীয়।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও অপ্রাস্ত গ্রন্থ প্রকাশ করিতে পারিলাম  
না। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও গ্রন্থের অনেক স্থানে মুদ্রাকর প্রমা-  
দাদি ত্রুটি-বিচ্যুতি রহিয়া গেল। সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ  
তজ্জন্ম দোষ গ্রহণ করিবেন না। এই গ্রন্থ জন সাধারণ কর্তৃক  
সমাদৃত হইলে আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

শ্রাবণী পূর্ণিমা

• ৭ই ভাদ্র, ২৪শে আগষ্ট,  
২৪৭৮ বুদ্বাদ, ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ।

শ্রীশীলালঙ্কার শ্রবির

ধর্ম্মদূত বিহার  
বেঙ্গুন।

## গ্রন্থ-পরিচয়

শ্রীশ্রী সর্বজ্ঞ বুদ্ধ-দেশিত সমগ্র বৌদ্ধ-শাস্ত্রখানি ধর্ম ও বিনয় নামে কথিত। ধর্ম বলিতে সূত্র ও অভিধর্মকে বুঝায়। বিনয় বলিতে সমগ্র বিনয় পিটককে বুঝায়। আবার \* সমগ্র বিনয় পিটককে (আণাদেসনা) আজ্ঞা দেশনা বলা হয়, কেননা ইহাতে আজ্ঞা প্রদান করিবার ষোণ্য ভগবান্ বহুলভাবে আজ্ঞা করিয়া বিনয় সম্বন্ধে উপদেশ করিয়াছেন। সূত্র পিটককে (বোহার দেশনা) ব্যবহার দেশনা বলা হয়, কেননা ব্যবহার কুশল ভগবান্ বহুলভাবে ইহাতে ব্যবহার বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। অভিধর্ম পিটককে (পরমর্থ দেশনা) পরমার্থ দেশনা বলা হয়, কেননা পরমার্থ কুশল ভগবান্ বহুলভাবে পরমার্থ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

আবার সমগ্র ত্রিপিটক খানি ত্রি শি ক্ষার অন্তর্গত। কারণ বিনয় পিটকে শীল বিষয়ক শিক্ষা প্রাধান্য বিধায় ইহা অধিশীল শিক্ষা নামে অভিহিত। সূত্র পিটকে চিত্ত (ধ্যান-সমাধি) বিষয়ক শিক্ষার প্রাধান্য বিধায় ইহা অধি চিত্ত শিক্ষা নামে

---

\* এখ হি বিনয়পিটকং আণারহেন ভগবতা আণাবাহুল্যতো দেসিতত্তা আণাদেসনা, সূত্রপিটকং বোহারকুসলেন ভগবতা বোহার বাহুল্যতো দেসিতত্তা বোহার দেশনা, অভি-ধর্মপিটকং পরমর্থ কুসলেন ভগবতা পরমর্থবাহুল্যতো দেসিতত্তা পরমর্থদেশনাতি বুচ্চতি।  
ইতি অট্টমালিনী।

অভিহিত । অভিধর্ম্য পিটকে প্রজ্ঞা বিষয়ক শিক্ষা প্রাধাত্য বিধায়  
ইহা অ ধি প্র জ্ঞা শি ক্সা নামে অভিহিত ।

মূল ত্রিপিটকের মধ্যে বিনয় পিটক উভয় বিভাগ, উভয়  
খন্ডক ও পরিবার ভেদে পাঁচখণ্ড । সূত্রপিটকে পঞ্চ নিকায় ।  
অভিধর্ম্য পিটক সপ্ত প্রকরণে বিভক্ত । এই সতরখানি মূল  
গ্রন্থের বিবরণ পূর্ববর্তী গ্রন্থকারগণ বহুবার আলোচনা করি-  
য়াছেন । এখানে কেবল অ ঠ ঠ ক থা ও টী কা গুলি কাহাঘারা  
প্রণীত উহাই সংক্ষেপে বলা হইতেছে ।

ক্রীমৎ বুদ্ধঘোষ শ্রবির প্রণীত—

- ১ । দীঘনিকায়ট্টকথা সুমঙ্গল বিলাসিনী ।
- ২ । মজ্জিম নিকায়ট্টকথা পপঞ্চ সুদনী ।
- ৩ । সংযুক্ত নিকায়ট্টকথা সারথপ্পকাসিনী ।
- ৪ । অঙ্গুত্তর নিকায়ট্টকথা মনোরথ পূরণী ।
- ৫ । জাতকট্টকথা ।
- ৬ । সুত্তনিপাতট্টকথা পরমথ জ্যোতিকা ।
- ৭ । ধম্মপদট্টকথা সঙ্কম্ম জ্যোতিকা ।
- ৮ । খুদ্দকপাঠট্টকথা পরমথ জ্যোতিকা ।
- ৯ । বিনয়ট্টকথা সমস্ত পাসাদিকা ।
- ১০ । ধম্মসঙ্গনী অট্টকথা অট্টসালিনী ।
- ১১ । বিভঙ্গট্টকথা সম্মোহবিনোদনী ।
- ১২ । পঞ্চপ্লকরণট্টকথা ।
- ১৩ । কথাবিতরণী টীকা ।

শ্রীমৎ ধর্মপাল স্ববির প্রণীত—

- ১ । ইতি বৃত্তকট্টকথা পরমথ দীপনী ।
- ২ । বিমানবথু অট্টকথা " "
- ৩ । পেতবথু অট্টকথা " "
- ৪ । খেরপাথার্ট্টকথা " "
- ৫ । খেরীগাথার্ট্টকথা " "
- ৬ । উদানট্টকথা " "
- ৭ । চরিয়পিটকট্টকথা " "
- ৮ । নেতিগ্নকরণট্টকথা ।
- ৯ । বিমুক্তিমগমহাট্টিকা ।
- ১০ । দীঘনিকায়ট্টকথা টিকা ।
- ১১ । মজ্জিমনিকায়ট্টকথা টিকা ।
- ১২ । সংযুক্তনিকায়ট্টকথা টিকা ।
- ১৩ । বিনয় বিমতিবিনোদনী টিকা ।
- ১৪ । সচ্চসম্বোধ ।

শ্রীমৎ উপসেনা স্ববির প্রণীত—

- ১ । চুলনিদেসট্টকথা সঙ্কম্পপঞ্জোতিকা ।
- ২ । মহানিদেসট্টকথা " "

শ্রীমৎ মহানাম স্ববির প্রণীত—

- ১ । পটিসত্তিদা মগট্টকথা সঙ্কম্পকাসনী ।
- ২ । মহাবংশ ( ১ম ভাগ ) ।

অন্যতর শ্রবির প্রণীত—

১। অপাদানচর্চকথা বিম্বজ্ঞানবিলাসিনী ।

শ্রীমৎ বুদ্ধদত্ত শ্রবির প্রণীত—

১। বুদ্ধবংসচর্চকথা মধুরথ বিলাসিনী ।

২। বিনয় বিনিচ্ছয়ো ( সম্পূর্ণ বিনয়ার্থকথা পড়ে ) ।

শ্রীমৎ সারীপুত্র শ্রবির প্রণীত—

১। \* বিনয় সারথদীপনী টীকা ।

২। পানিমুক্তক বিনয় বিনিচ্ছয়ো ও ঐ টীকা ।

শ্রীমৎ বজ্রিরাম শ্রবির প্রণীত—

১। বিনয় বজ্রিবুদ্ধি টীকা ।

শ্রীমৎ জাগর শ্রবির প্রণীত—

১। বিনয়চর্চকথা সমস্তপাসাদিকা যোজনা ।

শ্রীমৎ বুদ্ধনাগ শ্রবির প্রণীত—

১। কথ্যাবিতরণী টীকা বিনয়থ মঞ্জুসা ।

শ্রীমৎ ধর্মশ্রী শ্রবির প্রণীত—

১। ধূমসিদ্ধা ।

২। মূলসিদ্ধা ।

শ্রীমৎ সজ্বরকিত শ্রবির প্রণীত—

১। ধূমসিদ্ধা টীকা শ্রমজলপ্সাদনী ।

২। মূলসিদ্ধা টীকা " "



ব্রহ্মদেশের তম্বদীপ রাজ্যে রতনপুত্র নগরে তিরিয় পর্বত-  
বাসী জনৈক ত্রিপিটকাচার্য্য স্ববির কর্তৃক ২১০১ স্মৃগত বর্ষে  
লিখিত—

১। বিনয়ালঙ্কার টীকা।

শ্রীমৎ আৰ্য্যবংশ স্ববির প্রণীত—

১। স্তুতসঙ্গহর্টিকথা।

শ্রীমৎ অনুরুদ্ধ স্ববির প্রণীত—

১। অভিধম্মথ সঙ্গহো।

শ্রীমৎ সুমঙ্গল স্ববির প্রণীত—

১। অভিধম্মথসঙ্গহ টীকা বিভাবনী।

২। " " পরমথদীপনী।

( লেডি ছেয়াদকৃত )

৩। " " অঙ্গুর ( বিমল স্ববির কৃত )।

৪। " " অতুল বিমোদনী।

( অতুল স্ববির কৃত )

৫। " " মণিসার মঞ্জুসা।

## ধম্মপদ

ধম্মপদ সূত্রপিটকান্তর্গত ক্ষুদ্রক নিকায়ের দ্বিতীয় গ্রন্থ।  
ভারতীয় ভাষার মধ্যে সর্ব প্রথম শ্রীযুত চারু চন্দ্র বসু ইহার  
মূল ও বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন ( ১৯০৪ ইং ) ; তৎপর হিন্দী  
ভাষায় ইহার ছয়টি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীসূর্য্য কুমার  
বর্মা ( ১৯০৪ ইং ) ; চন্দ্রমণি স্ববির ( ১৯০৯ ইং ) , সামী সত্যদেব

পরিব্রাজক, শ্রীবিষ্ণু নারায়ণ ( ১৯৮৫ সংবৎ ), গঙ্গাপ্রসাদ  
 উপাধ্যায় ( ১৯৩২ ইং ), রাহুল সাংকৃত্যায়ন ( ১৯৩৩ ইং ) ও আরও  
 দুই খানি বাঙ্গালা পণ্ডে ইহার পছন্দানুবাদ প্রকাশিত হয় । ১৮৫৫  
 খৃষ্টাব্দে ডেনমার্কবাসী সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ফজ্জবোল ধম্মপদের  
 এক অত্যুৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশ করেন । ঐ সময়ে তিনি লাতিন  
 ভাষায় এই গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিত মণ্ডলীর  
 চিন্তাকর্ষণ করেন । তদনন্তর বার্নফ, গগালি, উফম, ওয়েষার  
 প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ধম্মপদ গ্রন্থ ফরাসী, ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ  
 করিয়া উহার প্রচার বৃদ্ধি করেন । ১৮৭৯ খৃঃ অব্দে অধ্যাপক  
 মোক্ষমূলর ইংরেজী ভাষায়, ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে ফার্নান্দ হু ফরাসী  
 ভাষায়, ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে রেভারেণ্ড বীল্ চীনভাষায়, সুপ্রসিদ্ধ  
 সিন্ফনার তিব্বতীয় ভাষায় ও ১৮৯৮ খৃঃ অব্দে এই ধম্মপদ  
 কলিকাতা বুদ্ধিষ্ট টেম্প সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয় । রেভারেণ্ড  
 বিল্ বলেন—চীনভাষায় ধম্মপদ গ্রন্থের চারিখানি অনুবাদ  
 পাওয়া যায় । বলা বাহুল্য এই মহামূল্য গ্রন্থ পৃথিবীর নানা  
 ভাষায় অনুবাদিত হইয়া বুদ্ধের বাণী প্রচারে যে সহায়তা  
 করিয়াছে, ইহাই অতিশয় গৌরবের বিষয় । এই ধম্মপদ ২৬  
 অধ্যায়ে বিভক্ত । ৪২৩টি গাথা এই মূল গ্রন্থে আছে ।

## ধম্মপদটীকথা

ধম্মপদের অ টী ক থা খানি খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর  
 প্রারম্ভে অনুবুদ্ধ বুদ্ধঘোষ স্রবির কর্তৃক লিখিত হয় । খ্রীষ্টীয়  
 ৪১০—৪৩২ অব্দে মহানাম নামক পণ্ডিত মহা বং স নামে

সিংহলের এক ইতিহাস রচনা করেন। প্রথম ৩৭ অধ্যায় মহা-  
নামের রচিত। এই ৩৭ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, “বুদ্ধঘোষ মগধ  
হইতে সিংহলের অন্তর্গত অনুরাধাপুর নগরে গমন করেন এবং  
সিংহলীয় অর্ট ক থা হইতে পালি ভাষায় ইহার অনুবাদ করেন।”

লঙ্কাধীপে বুদ্ধশাসন প্রতিষ্ঠাতা মহামহীন্দ শ্রবির ঋক্ষপূর্ব  
২৪১ অব্দে সিংহলী ভাষায় ত্রিপিটকের যে ব্যাখ্যা লিখিয়া  
গিয়াছেন, উহা অবলম্বন করিয়া বুদ্ধঘোষ শ্রবির ধর্ম্ম পদ টী  
ক থা পালি ভাষায় পরিবর্তন করেন। তাই তিনি স্বীয় রচিত  
গাথায় গ্রন্থারম্ভে প্রকাশ করিয়াছেন যে—“সিংহলী ভাষায় ইহার  
অর্ট ক থা থাকাতে বিভিন্ন দেশীয় লোকের উপকারে আসি-  
তেছে না, আমি কুমার কশ্যপ শ্রবির কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া ইহা  
বিশুদ্ধ মাগধী ভাষায় পরিবর্তনে অগ্রসর হইলাম।”

কেহ কেহ বলেন, ধর্ম্ম পদ টী ক থার প্রণেতা মহানাম  
রাজার সমসাময়িক। কেহ বলেন তাঁহার পরবর্তী কালে অশ্ব  
বুদ্ধঘোষ কর্তৃক ইহা পরিবর্তিত হইয়াছে। ইহা পণ্ডিতগণের  
বিবেচ্য।

এই মাগধী ভাষা সম্বন্ধে পূর্ববর্তী পণ্ডিতগণের বহু  
মতানৈক্য দৃষ্ট হয়। কোন কোন পণ্ডিতগণের মতে মাগধী  
ভাষা মূল ভাষা নামে অভিহিত। কারণ আদি কল্লোৎপন্ন  
মনুষ্টিগণ, ব্রহ্মগণ, সম্বুদ্ধগণ এবং যাহারা কোন বাক্যালাপ  
শ্রবণ করে নাই, এতাদৃশ ব্যক্তিগণ যাহা দ্বারা কথা বলিয়া  
থাকেন সেই মাগধী ভাষাই মূল ভাষা। তাই গাথায় বর্ণিত  
হইয়াছে :—

“স। মাগধী মূল ভাষা নর। য়ায়াদিকল্পিকা,  
ত্রক্ষানো চ-স্তুতালাপা সম্বন্ধাচাপি ভাসরে ।”

ইহা আবার মগধ রাজ্যের ব্যবহৃত ভাষা বলিয়াও মা গ ধী ভাষা নামে প্রকাশিত। কিন্তু ইহার বিশুদ্ধতা ও কোমলতা ছিল না। বলিয়া দেশীয় মা গ ধী নামে কথিত। বুদ্ধের উৎপত্তির পূর্বে ও সময়ে লোকজন যদিও এই ভাষায় আলাপ সালাপ করিত, তাহা বুদ্ধ ও শ্রাবকগণের ভাষার ন্যায় স্তম্ভাজিত নুহে। বুদ্ধ ও শ্রাবকগণ যেই মাগধী ভাষা ব্যবহার করিতেন, তাহা শ্রুতি মধুর ও লালিত্য গুণ বিধায় শুদ্ধ মা গ ধী নামে কথিত। এই যে পালি নামধেয় মাগধীভাষা উহা মুখ্যতঃ সম্যকসম্বুদ্ধ-বর্ণিত ধর্ম্য বিনয়ের ভাষা বলিয়া বুদ্ধ ভাষা নামেও অভিহিত।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে পাটি পাটি বা পঙ্ক্তি ক্রমে বুদ্ধ প্রমুখ শ্রাবকগণের দেশনায় সমাগতা ভাষাই পা লি ভাষা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কেহ কেহ মগধ পল্লীর ভাষা বলিয়াও পা লি ভাষা আখ্যা দিয়া থাকেন।

বুদ্ধ পরম্পরা ত্রিপিটক গ্রন্থের টীকা, অনুটীকা, যোজনা প্রভৃতি গ্রন্থ ধারাবাহিক রূপে যে ভাষায় লিখিত হইয়াছে ঐ ভাষাকে মা গ ধী পা লি বলিয়া কথিত হয়। কোন কোন সংস্কৃতচার্য্য গণের গ্রন্থেও পালি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। এ সম্বন্ধে ক্রীষুত বিধু শেখর শাস্ত্রী তাঁহার প্রণীত পালি প্রকাশ ব্যাকরণের প্রবেশক খণ্ডে বহু গবেষণা পূর্ণ তথ্য দিয়াছেন। সে যাহাই হউক বুদ্ধের নিব্বাণের ২৪৭৭ বৎসর পর্য্যন্ত পালি বিশারদ

আচার্য্যগণ বুদ্ধলীলায় বর্ণিত শু ক মা গ ধী ভাবাকে আজ পর্য্যন্ত  
শ্রেষ্ঠাসন দান করিয়া আসিতেছেন ।

বহুমান প্রতিপাদ্য ধ্ম প দ ট্ট ক থা খানির ২৬ বর্গে  
২৯৯টি উপাখ্যান আছে । ইহা ৭২ ভা গ বা রে বিভক্ত । ৫ লক্ষ  
৭৬ হাজার অক্ষর এই গ্রন্থে আছে । তাই কথিত হইয়াছে—

খেরেন বুদ্ধঘোসেন ধীমতা রচিতা অয়ং,  
ধ্মপদট্টকথা চ সোদন্তাভিধানক ।  
সতেবীস চতুসতা চতুসচ্চ বিভাবিনা,  
সতন্তয়মিহ বপ্পনং একেনুন সমুট্ঠিতা ।  
তাসং অট্টকথং এতং করোন্তেন স্তুনিম্মলং,  
দ্বাসন্ততি পমাণায় ভাগবারেহি পালিয়া ।

পূর্বে বক্ত ২৯৯টি উপাখ্যানে মূল গাথার সংখ্যা ৪২০টি,  
উপগাথার সংখ্যা ২৯৫টি । লক্ষাধিপতি শীলমেঘ বর্ণাভয় কশ্যপ  
সিংহলী ভাষায় এই ধ্ম প দ ট্ট ক থার একখানি গ ট্ঠি প দ-  
থ ব ল্ল না সম্পাদন করাইয়াছিলেন । কিন্তু ইহার পূর্বে শ্রীমৎ  
ধ্মসেন শ্রবির র ত না ব লী নামে ধ্মপদট্টকথার এক সিংহলী  
ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন । এই র ত না ব লী হইতেই ধ্মপদট্ট-  
কথা লিখিত হইয়াছে বলিয়া প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন ।  
কিন্তু ভা ব থ সূ দ নী নামে একখানি সিংহলী ভাষ্য ছিল বলিয়া  
কোন কোন পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন ।

যিনি যেরূপ অভিমত পোষণ করুন না কেন, কিন্তু আমরা  
মহামনসী আচার্য্য অনুবুদ্ধ বুদ্ধঘোষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি ।  
তিনি এই উপাখ্যান গুলি এমন প্রাজ্ঞল ভাষায় ভাবসম্পদে পূর্ণ

করিয়া রচনা চাতুর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন যে পালিভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত মাত্রেই তাঁহার নিকট ঋণী থাকিবেন । এতগুলি নীতি বিষয়ক উপাখ্যানের সমষ্টি অশ্রুত বিরল বলিলেও অভ্যুত্তি হয় না । বৌদ্ধ প্রধান দেশে পালি শিক্ষার্থীরা সর্বপ্রথম এই গ্রন্থ পড়িয়া পালি সাহিত্য অধ্যয়নে রত হয় । দুঃখের বিষয় ভারতীয় কোন ভাষায় এই গ্রন্থের মূল কিম্বা অনুবাদ এখনও প্রকাশিত হয় নাই । আমি এই মহৎ অভাব পরিপূর্ণ করিবার জন্য ব্রতী হই, যখন আকিয়াব বৌদ্ধ বিহারে অবস্থান করি, তখন অশ্রুত গ্রন্থ প্রকাশে ব্যস্ত থাকায় আমার সেই আশা চাপিয়া যায় । আবার যখন কলিকাতায় ধর্ম্মাঙ্কুর বিহারে অবস্থান করি, তখন আমার এই গ্রন্থ প্রকাশের ইচ্ছা বলবতী হয় । পুনরায় মিলিন্দপ্রশ্ন অনুবাদের ভার আমার উপর গৃহীত হওয়ায় ধর্ম্মপদট্টকথার অনুবাদ ভার আমার প্রিয় শিষ্য শ্রীমান শীলালঙ্কারের উপর অর্পণ করি । তাহার অক্লান্ত পরিশ্রমে ও প্রকাশক শ্রীযুত বরদা চরণ চৌধুরী এবং শ্রীযুত হারাণ চন্দ্র চৌধুরীর বদান্ধ্যতায় আজ ধর্ম্মপদট্টকথার যমক বর্ণ মাত্র বাঙ্গালী পাঠকদের হাতে অর্পিত হইল ।

যদি বরদা বাবু ও হারাণ বাবুর মত সঙ্কল্প প্রকাশের ভার কোন কোন প্রজাবান দায়ক গ্রহণ করেন, যথাক্রমে অপর ২৫ অধ্যায়ও প্রকাশিত হইবে ।

আশা করি সমাজের অশ্রুত বদান্ধ ব্যক্তিরা এক একজন অন্ততঃ এক একটি পরিচ্ছেদ প্রকাশের অর্থ সাহায্য করিয়া

সকল প্রচারে সহায়তা করিবেন ও জাতীয় মহাপ্রতিষ্ঠান  
বুদ্ধ-মিশনকে অনুবল প্রদান করিবেন ।

আষাঢ়ী পূর্ণিমা

বিদর্শনারাম

কানাইমদারী

২৫।৭।৩৪ইং

}

শ্রীপ্রজ্ঞালোক স্থবির

## সুদ্বি পত্রং

( সংখ্যাগুলি পৃষ্ঠা ও পঙ্ক্তি বোধক )

২—৪ দীপভাসায়, ১৩—৭ পদ্মসেনাসনাভিরতজ, ২০—১০  
ভস্মা, ২৪—১৮ আশ্রয়, ২৮—১ কতপটিসম্ভারো, ২৮—৬  
আগমিঅতি, ৩৩—৪ ষট্ঠিকোটীগহণ কিচ্চং, ৪১—২ নব-  
বর্জায়, ৪১—৯ চক্ৰমামীতি, ৪৬—৫ নিঅভ নিজ্জীব.  
৪৬—১৫ তন্মধ্যে, ৪৯—৮ বচীতুচ্ছরিতমেব, ৪৯—১২ দ্বিভিত্ত.  
৫০—২ চতুস্ত, ৫৮—১০ কহং একপুস্তকা ( দুইবার হইবে ),  
৬০—১৮ করাণ, ৬১—১২ সূর্যোর, ৬৩—১১ স্মৃতসিদ্ধ,  
৭৪—৬ সেনিসেট্টো, ৭৮—২০ হইয়া স্থলে করিয়া, ৯১—৪  
কেচি, ১০৯—২ মুসাবাদী, ১১২—১ বিগাহেন, ১১২—১৯  
সৌজ্ঞ, ১২৩—৭ আনন্দথেরো, ১২৬—৫ কোসম্বকা.  
১৭০—১৯ শিবিকা, ২১৭—১৮ দশবিষয়িনী, ২২৪—১৫  
দুঃখিত, ২৪৮—৬ ভিক্ষু, ২৫৩—১৬ বাধা, ২৭৭—১ আয়স্মন্তং.  
২৯০—১৪ আবার, ৩০৭—১৭ মার্গফল ।

---



ব্যবহৃত সাক্ষেতিক অক্ষর ।

ইঃ = ইংরেজী পুস্তক ।

ত্রঃ = ত্রাশদেশীয় পুস্তক ।

লঃ = লক্ষা বা সিলোন মুদ্রিত পুস্তক ।

হঃ = হস্ত লিখিত পুস্তক ।

---

# সুচিপত্র

ষমক বঙ্গগো ( ১ )

বন্ধু সংখ্যা, কথাবন্ধু	পিট্টকো
১। চক্ষুপালথের বন্ধু ... ..	৪
২। মটুকুণ্ডলী বন্ধু ... ..	৫২
৩। খুল্লতিঙ্গথের বন্ধু ... ..	৭৭
৪। কালিয়স্থিনিয়া বন্ধু ... ..	৯৩
৫। কোসম্বক বন্ধু ... ..	১০৭
৬। চুলকাল মহাকাল বন্ধু ... ..	১৩১
৭। দেবদত্তজ বন্ধু ( ১ম ) ... ..	১৪৯
৮। অগসাংক বন্ধু ... ..	১৬০
৯। নন্দথের বন্ধু ... ..	২১৯
১০। চন্দসূরিক বন্ধু ... ..	২৪০
১১। ধর্মিক উপাসকজ বন্ধু ... ..	২৪৭
১২। দেবদত্তজ বন্ধু ( ২য় ) ... ..	২৫৬
১৩। স্মনা দেবিয়া বন্ধু ... ..	২৯২
১৪। দে সহায়ক ভিক্ষু নং বন্ধু ... ..	২৯৯



# THE PALI ALPHABET

## IN BENGALI CHARACTER.

### Vowels.

অ a    আ ā    ই i    ঐ ī    উ u    ঊ ū    এ e    ও o

### Consonants.

ক ka	খ kha	গ ga	ঘ gha	ঙ na
চ ca	ছ cha	জ ja	ঝ jha	ঞ na
ট ta	ঠ tha	ড da	ঢ dha	ণ na
ত ta	থ tha	দ da	ধ dha	ন na
প pa	ফ pha	ব ba	ভ bha	ম ma
য ya	র ra	ল la	ব va	স sa
হ ha	ল la	অ an		

---

কা ka    কি ki    কী ki    কু ku    কূ ku    কে ke'    কো ko'

খা kha    খি khi    খী khi    খু khu    খূ khu    খে khe'    খো kho'

গা ga    "    "    "    "    "    "

ক kka    ক্খ kkha    ক্য় kya    ক্রি kri    ক্খ kva

খ্য khya    খ্খ khva    গা gga    গ্ঘ gggha    গ্রা gra

ক nka    ক্খ nkha    ———    জ nga    জ্জ nggha

চ cca    চ্চ ccha    জ্জ jja    জ্জ jgha    ঞ্ণ nna'

ঞ্হ nha    ঞ্চ nca    ঞ্জ ncha    ঞ্জ nja    ঞ্জ njha

ট tta    ট্ঠ ttha    ড় dda    ড় ddha    ণ nna

ণ্ট nta    ণ্ঠ ntha    ণ্ড nda    ণ্ঠ nha    ত tta

থ ttha    ত tva    ত্র tra    দ্ধ dda    ক্ধ ddha

ড dra    দ dva    ধ dhva    ত্ত nta    ত্ত ntba

ন্দ nda    ক্ন্দ ndha    ণ্ণ nna    ন্হ nha    ণ্ণ ppa

প্প ppha    ব্ভ bba    ব্ভ bbha    ব্র bra    ম্প mpha

ম্ফ mpha    ম্ভ mba    ভ্ভ mbha    ম্ম mma    ম্হ mha

য়্য yya    য্হ yha    ল্ণ lla    ল্য lya    ল্হ lha

ঝ wha    ঞ ssa    স্ম sma    স্ব swa    ক্হ hma

হ্হ hva    ল্হ lha

। a    fi    । i    u,    u    e'    o'

# ধর্মপদউত্তকথা ।

নমো তস্মৈ ভগবতো অরহতো

সম্মা সম্বুদ্ধস্স ।\*

মহানোহ তমোনঙ্কে লোকে লোকন্ত দস্সিনা,  
য়েন সদ্ধম্ম পজ্জাতো জালিতো জলিতিক্কিনা ।  
তস্মৈ পাদে নমস্সিত্বা সম্বুদ্ধস্স সিরীমতো,  
সদ্ধম্মঞ্চস্স পূজেষ্বা কথা সজ্জস্স চ স্তুতিং ।  
তং তং কারণমাগম্ম ধম্মা ধম্মেস্স কোবিদো,  
সম্পাদ্ত সদ্ধম্মপদো সত্ত্বা ধম্মপদং সুত্তং ।

## ধর্মপদ-অর্থকথা ।

সেই ভগবান অর্হৎ সম্যক্ সম্বুদ্ধকে নমস্কার ।

অহা মোহ-তমাচ্ছন্ন জালিয়াছে লোকে যেই.  
দীপ্ত-ঋদ্ধি লোকধর্মী সদ্ধর্মের ছাতি সেই ।  
শ্রীনং সম্বুদ্ধ পদে করি ভক্তি নমস্কার,  
সদ্ধর্মেরো করি পূজা কৃতাজ্জলি সজ্জ আর ।  
ধর্মাবশ্মে স্ত্রকোবিদ্ সম্প্রাপ্ত সদ্ধর্ম পদ,  
তত্ত্বং কারণ জেনে শাস্তা \* শুভ ধর্ম পদ ।

শাসন কর্তা, বুদ্ধ ।

## ধম্মপদটীকথা

দেসেসি করুণাবেগ      সমুদ্রাহিত মানসো,  
 যং বে দেবমনুজ্ঞানং      পীতি-পামোজ্জ বন্ধনং ।  
 পরম্পরাভতা তজ্জ      নিপুণা অণুবরুনা,  
 য়া তম্বপল্লি দীপমিহ      দীপভাষায় সত্তিতা ।  
 ন সাধয়তি সেশানং      সন্তানং হিতসম্পদং,  
 অগ্নেবনাম সাধেয়্য      সম্বলোকজ্জ সা হিতং ।  
 ইতি আসিংসমানেন      দন্তেন সমচারিনা,  
 কুমারকজ্জপেনাহং      থেরেন থিরচেতসা ।  
 সদ্ধম্মট্ঠিতিকামেন      সদ্ধচ্চঃ অভিযাচিতো,  
 তং ভাসং অতিবিথার      সত্তঞ্চ বচনকমং ।

কবেছেন উপদেশ প্রীতি-মুদ বিবর্দ্ধন,  
 দেব-নরে সমুৎসাহে করুণার বরিষণ ।  
 নিপুণ বিবৃতি তা'র পরম্পরা সনাহৃত,  
 তাম্রপর্ণী দীপে \* বাহা দীপ-ভাবে † অবস্থিত ।  
 অপর লোকের নাহি সাধিছে সম্পদ-হিত,  
 সমস্ত লোকের ইহা সাধিবে নিশ্চয় হিত ।  
 সমচারী স্থিরচিত্ত কুমার কজ্জপ দনী x ,  
 স্ববির কর্তৃক হয়ে সদ্ধর্মের হিতকামী ।  
 এ'রূপে অকজ্জ্যমান, সম্মেহে যাচিত আর,  
 ত্যজি' যত্নে আমি অতি বিস্তৃত বচন-হার ।

সহায়ারোপস্বিত্বান তন্তু ভাসং মনোরমং,  
 গাথানং ব্যঞ্জনপদং যং তথ ন বিভাবিতং ।  
 কেবলং তং বিভাবেদ্য সেসং তমেব অথন্তো,  
 ভাসন্তুরেন ভাসিঅং আবহন্তো বিভাবিতং ;  
 মনসো পীতিপানোজ্জং অথধম্মপনিমিত্তস্তি ।

মনোরম তন্তু-ভাষা + করি' ভাষ্য আরোপিত,  
 গাথার ব্যঞ্জন-পদ অপ্রকট প্রকটিত ।  
 সমস্ত প্রকাশ করি সেই অর্থ অনুসারে,  
 পণ্ডিত জনের চিত্ত বিনোদন করিবারে ।  
 সুখী-মন-প্রীতি-মুদ অর্থ-ধম্ম অনুযুত,  
 মাগধী § ভাষায় হবে এই ধর্ম্ম সুভাসিত ।





## ষমক বর্গ । ১

### চক্খুপালথের বন্ধু । ১

“মনোপুৰুষমা ধম্মা মনোসেট্ঠা মনোময়া,  
মনসা চে পহুট্ঠেন ভাসতি বা করোতি বা ;  
ততো নং দুক্কমম্বেতি চক্কং ব বহতো পদং” তি

অয়ং ধম্মদেসনা কথ ভাসিতাতি ? সাবণিয়ং ।

কং আরহ্ণাতি ? চক্খুপালথেরং ।

---

## ষমক বর্গ । ১

### চক্খুপাল স্থবিরের উপাখ্যান । ১

মনস্পূৰ্ণকম ধম্মচয়,

মনঃশ্রেষ্ঠ মনোময় ;

দোষযুক্ত মনে যদি কোন এক জন,

বলে কোন কথা কিছু করে বা করম ;

শকটের চক্ৰ যথা বৃষ পদে যায়,

দুঃখ তার অবিরাম পাছে পাছে যায় ।

এই ধর্মোপদেশ কোণায় বলা হইয়াছিল ? শ্রাবস্তীতে । কাহাকে উপলক্ষ  
করিয়া ? চক্খুপাল স্থবিরকে ।

১। সাবথিয়ং কির মহাসুব্বো নাম কুটুম্বিকো অহোসি  
অভো মহানো মহাভোগো অপুত্রকো। সো একদিবসং নহান-  
তিথং গন্ত্বা নহাত্তা আগচ্ছন্তে। অন্তরামগ্গে সম্পন্নসাথং একং  
বনস্পতিং ১ দিস্বা “অয়ং মহেসক্কায় দেবতায় অধিগ্গহীতো  
ভবিঅতী”তি। তস্ম হেট্ঠাভাগং সোধাপেহা পাকারপরিচ্ছেপং  
কারাপেহা বালিকং ২ ওকিরাপেহা বজ্জপতাকং উস্সাপেহা বন-  
স্পতিং ১ অলঙ্করিত্বা “পুত্রং বা ধীতরং বা লভিত্বা তুহাং  
মহাসংকারং” করিস্সামী”তি পথনং কত্ত্বা পঙ্কামি।

২। অথস্স ভরিয়ায় কুচ্ছিয়ং গত্তো পতিট্ঠাসি। সা গরুস্স পতিট্ঠিত  
ভাবং এত্তা তস্ম অরোচেসি। সো তস্সা গরু পরিহারং অদাসি।

১। শ্রাবস্তীতে মহাসুব্বর্ণ নামে এক মহাবনী, মহাভোগী, ধনাঢ্য  
কুটুম্বিক ছিলেন। তিনি ছিলেন অপুত্রক। একদিন তিনি স্বানতীর্থে গমন  
পূর্বক স্বান করিয়া আসিবার সময় পশ্চিমবো শাপাসম্পন্ন এক বনস্পতি \*  
দেখিতে পাইলেন। “এই বৃক্ষটিকে হস্তে কোন শক্তিয়ান দেবতা আশ্রয়  
করিয়া থাকিবেন,” এই ভাবিয়া তিনি ইহার তলদেশ পরিষ্কার করাইলেন,  
চারিদিকে প্রাকার বেষ্টিত করাইয়া দিলেন, বালি বিকীর্ণ করাইলেন এবং  
স্বজাপতাকা উড়ীন করাওত বনস্পতিকে সনলঙ্কৃত করিয়া “পুত্র বা কন্তা  
লাভ করিলে আপনার মহাসংকার করিব।” এইরূপ প্রার্থনা করিয়া প্রস্থান  
করিলেন।

২। অনন্তর তাঁহার ভাৰ্য্যা অন্তঃসত্ত্বা হইলেন। ভাৰ্য্যা গর্ভ সঞ্চার হইয়াছে  
জানিয়া তাঁহাকে কহিলেন। তিনি তাঁহাকে গর্ভ রক্ষার সুযোগ করিয়া দিলেন।

১। ম—বনস্পতিং। ২। ম—বালুকং,

\* পুষ্পহীন ফলদ বৃক্ষ : মহাফ্রম।

সাঁ দসমাসচ্চয়েন পুত্তং বিজায়ি । সেট্ঠি অন্তনা পালিতং বন-  
স্পতিং নিজায় লঙ্কন্তা তজ্জ ‘পালিতো’তি নামং অকাসি । অপর-  
ভাগে অত্রং পুত্তং লভি । তজ্জ ‘চুল্লপালো’তি নামং কহ্মা  
ইতরজ্জ ‘মহাপালো’তি নামং অকরি । তে বয়স্সন্তে ঘরবন্ধনেন  
বন্ধিস্সু ।

৩ । তস্মিং সময়ে সখা পবন্তবরধম্মচকো অমুপুস্সেনা-  
গহ্মা অনাথপিণ্ডিকেন মহাসেট্ঠিনা চতুপপ্পাস কোটি ধনং  
বিজ্ঞেহা কারিতে জেতবন মহাবিহারে বিহরতি মহাজনং  
সগ্গামগো চ মোক্ষমগো চ পতিট্ঠাপয়মানো । তথাগতো হি  
মাতিপস্সত্তো ১ অসীতিয়া পিতিপস্সত্তো অসীতিয়া’তি ষেঅসীতি  
ঞাতিকুল সহজেহি কারিতে বিহারে একমেব বজ্জাবাসং বসি ।

তিনি দশমাস পরে একটি পুত্র প্রসব করিলেন । শ্রেষ্ঠী আপনার প্রতি-  
পালিত বনস্পতির প্রসাদে তাহাকে লাভ করিয়াছেন মনে করিয়া তাহার  
নাম রাখিলেন ‘পালিত’ । কিছু দিন পরে তিনি আর এক পুত্র লাভ  
করিলেন । তাহার ‘চুল্লপাল’ নাম রাখিয়া ছোট্টের নাম পরিবর্তন করিয়া  
‘মহাপাল’ রাখিলেন । তাহারা প্রাপ্তবয়স্ক হইলে তাহাদিগকে বিবাহ-  
সূত্রে আবদ্ধ করিলেন ।

৩ । তখন শাস্তা ধর্ম্মচক্র প্রবর্তনের পর ক্রমে নানাদেশ পর্য্যটন  
করিয়া প্রাবর্তীতে আসিয়াছিলেন । অনাথপিণ্ডিক মহাশ্রেষ্ঠী কর্তৃক  
চুয়ান্ন কোটি সুবর্ণ মুদ্রা ব্যয়ে নিশ্চিত জেতবন বিহারে জনগণকে স্বর্গমার্গে  
ও মোক্ষমার্গে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইতেছিলেন । তথাগত  
মাত্র পক্ষের অশীতি সহস্রও পিহ পক্ষের অশীতি সহস্র, এই দ্বি অশীতি  
সহস্র জ্ঞাতিকুল দ্বারা নিশ্চিত বিহারে মাত্র এক বর্ষা বাস করিয়াছিলেন ।

অনাথপিণ্ডিকেন কারিতে জেতবন মহাবিহারে একুনবীসতি,  
বিসাখায় সন্তবীসতি কোটিধন পরিচ্যাগেন কারিতে পুষ্কারামে  
ছ বজ্রাবাসে'তি, দ্বিন্নং কুলানং গুণমহন্ততং পটিচ্চ সাবখিং  
নিজায় পঞ্চবীসতি বজ্রাবাসে বসি। অনাথপিণ্ডিকো'পি  
বিসাখা'পি মহাউপাসিকা নিবন্ধং দিবসজ ঘেবারে তথাগত্তস  
উপট্ঠানং গচ্ছন্তি। গচ্ছন্তা চ —“দহর সামণেরা নো হথে  
ওলোকেঅন্তী”তি তুচ্ছহথা নাম ন গতপুৰ্ব্বা। পুরেতত্তং গচ্ছন্তা  
খাদমীয়াদীনি গাহাপেতাব গচ্ছন্তি, পচ্ছাতত্তং পঞ্চভেসজ্জানি  
অর্টি চ পানানি। নিবেসনেসু পন তেসং দ্বিন্নং ১ ভিক্ষুসহজ্জানং  
নিচপপ্ৰস্তানেনেবাসনানি হোন্তি; অন্নপান তেসজ্জেসু

অনাথপিণ্ডিক নির্মিত জেতবন বিহারে ঊনবিংশতি বর্ষা, বিশাখা কর্তৃক  
সপ্তবিংশতি কোটি মদ্রা ব্যয়ে নির্মিত পূর্বারাম বিহারে ছয় বর্ষা, এই  
দুই কলের গুণমহত্ত্বের তুল্য প্রাবর্তী আশ্রয়ে পঞ্চবিংশতি বর্ষাপান করিয়াছিলেন।  
অনাথপিণ্ডিক ও মহাউপাসিকা বিশাখা নিত্য দিবসে দুইবার তথাগতের  
সেবা করিতে যাইতেন। “তক্লণ সামণের গণ কিছু প্রাপ্তির আশায়  
আমাদের হাতের দিকে তাকাইবেন” এই মনে করিয়া তাঁহারা  
কখনও মূরিত হস্তে যাইতেন না। পূর্বাহ্নে গেলে সঙ্গে করিয়া  
অনেক খাদ্যদ্রব্য লইয়া যাইতেন ও অপরাহ্নে পঞ্চ ভৈষজ্য \* ও  
অষ্ট পানীয় লইয়া যাইতেন। তাঁহাদের আবাসেও নিত্য দুই  
সহস্র ভিক্ষুর কল্প আসন প্রস্তুত থাকিত। অন্ন, পানীয় ও ভৈষজ্য

১। ন— দ্বিন্নং দ্বিন্নং।

\* বৃত, মাখন, তৈল, মধু ও গুড়।

† মধু, কিশুমিশ্র, শালুক, কাঠালীকলা, আটিকলা, আম, জাম ও পানীফল  
এই অষ্টবিধ ক্ষুদ্র জাতীয় ফলের রস অগ্নিপক না করিয়া হাঁকিয়া ভিক্ষুরা ইচ্ছা করিলে  
বিকালে পান করিতে পারেন।

যো যং ইচ্ছতি তস্য তং যথিচ্ছিতমেব সম্প্রজ্জতি । তেস্য  
 অনাথপিণ্ডিকেন একমেব দিবসপি সখা পঞং অপুচ্ছিত  
 পুৰো । সো কির—“তথাগতো বুদ্ধসুখমালো খত্তিয়সুখমালো,  
 উপকারো মে গহপতী”তি ময়ং ধম্মং দেসেত্তো কিলমেয়্যা”তি  
 সখরি অধিমত্ত সিনেহেন পঞং ন পুচ্ছতি । সখা পন তস্মিং  
 নিসিন্নমত্তে য়েব “অয়ং সেট্ঠি মং অরক্ষিতবট্টানে রক্ষতি ।  
 অহং হি কল্পসত্তসহস্রাধিকানি চত্তারি অসংখ্যেয়্যানি অনঙ্কত-  
 পটিখন্তং অন্তনো সীসং ছিন্দিয়া অস্বীনি উপ্পাটেহা হৃদয়মাংসং  
 উদ্ধভেহা ১ পাণসমং পুত্তদারং পরিচ্ছজিয়া পারমিয়ে পুরেত্তো  
 পরেসং ধম্মদেসনথমেব পুরেসিং, এস মং অরক্ষিতবট্টানে  
 রক্ষতী”তি—একং ধম্মদেসনং কথেতি য়েব ।

যিনি যাহা চাহিতেন তিনি তাহা যথেষ্ট লাভ করিতেন । এতদিনের মধ্যে  
 অনাথপিণ্ডিক শাস্ত্রকে একদিনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন নাই । তিনি ভাবিতেন—  
 “বুদ্ধ সুহ্মার ক্ষত্রিয় সুহ্মার তথাগত ‘গৃহপতি আমার উপকারক’ ইহা মনে  
 করিয়া আমাকে ধর্ম উপদেশ দিতে ক্লান্ত হইবেন ।” এই মনে করিয়া শাস্ত্র  
 প্রতি স্নেহাধিক্য বশতঃ তিনি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন না । কিন্তু তিনি  
 বসিবা মাত্র শাস্ত্র “এই শ্রেষ্ঠী আমাকে অহানে রক্ষা করিতেছে । আমি  
 যে লক্ষ্যধিক চারি অসংখ্য কল্পকাল নিজের অনঙ্কত প্রতিমণ্ডিত শির ভেদন  
 করিয়া চক্ষুবৃণল উৎপাটন করিয়া, হৃদয় মাংস ছিন্ন করিয়া ও প্রাণদম  
 স্ত্রী-পুত্র পরিত্যাগ করিয়া পারমী পূর্ণ করিয়াছি, তাহা পরকে ধর্মদেশনা  
 করিবার জন্তই করিয়াছি । এই শ্রেষ্ঠী আমাকে অরক্ষণীয় কারণে রক্ষা  
 করিতেছে ।” ইহা চিন্তা করিয়া ধর্মোপদেশ দিতেন ।

৪। তদা সাবথিয়ং সন্তমমুস্ককোটিয়ো বসন্তি । তেহু সপ, ধম্মকথং সুহা পঞ্চকোটিমত্তা মমুস্কা অরিয়সাবকা জাতা, বে কোটিমত্তা পুথুজ্জনা । তেহু অরিয়সাবকানং বেষেব কিচ্চানি অহেসুং, পুরেভত্তং দানং দেন্তি, পচ্ছাভত্তং গন্ধমালাদিহথা বণ- ভেসজ্জ-পানকাদিং গাহাপেত্তা ধম্মসবণথায় গচ্ছন্তি ।

৫। অথেকদিবসং মহাপালো অরিয়সাবকে গন্ধমালাদিহথে বিহারং গচ্ছন্তে দিম্বা “অয়ং মহাজনো কুহিং গচ্ছতী”তি পুচ্ছিদ্বা “ধম্মসবণায়”তি সুহা “অহম্পি গমিআমী”তি গম্বা সপারং বন্দিদ্বা পরিসপরিয়ন্তে নিসীদি ।

৪। তখন শ্রাবস্তীতে সাতকোটি লোক বান করিত । তাহাদের মধ্যে পাঁচকোটি শাস্তার ধর্মোপদেশ শুনিয়া আর্ঘ্যশ্রাবক হইয়াছিল ; দুইকোটি মাত্র পৃথক্জন \* ছিল । ভোজনের পূর্বে আহাৰ্য্য বস্ত্র দান দেওয়া এবং আহাৰ্য্যান্তে বস্ত্র, ভৈষজ্য ও পানীয়াদি সঙ্গে নিয়া, গন্ধদ্রব্য ও মালাদি হস্তে করিয়া ধর্মশ্রবণের জন্য বিহারে যাওয়া— এই দুইটি আর্ঘ্যশ্রাবকদের কর্ম ছিল ।

৫। একদিন মহাপাল দেখিলেন, বহু আর্ঘ্যশ্রাবক গন্ধদ্রব্য ও পুষ্পমালা হস্তে বিহারে বাইতেছেন । তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—“এতলোক কোথায় বাইতেছে ?” প্রত্যুত্তরে শুনিলেন— “ধর্মশ্রবণ করিতে বাইতেছেন ।” তাহা শুনিয়া “আমিও যাইব” এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া আর্ঘ্যশ্রাবকদের সঙ্গে সঙ্গে বিহারে গিয়া শাস্তাকে বন্দনাপূর্বক সমাগত জনমণ্ডলীর একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন ।

\* বাহার্য্য নিকর্য্যের কোন স্তর প্রাপ্ত হয় নাই ।

৬। বুদ্ধাচ নাম ধর্ম্য দেসেন্তা সরণসীলপরজ্জাদীনঃ উপ-  
 নিজয়ঃ ওলোকেহা অজ্জাসয়বসেন ধর্ম্য দেসেন্তি । তস্মা তং দিবসং  
 সখা তস্ম উপনিজয়ঃ ওলোকেহা ধর্ম্য দেসেন্তো আশুপুব্বীকথং  
 কথেসি ; সেয়াখীদং—দানকথং সীলকথং সগ্গকথং কামানং আদীনবং  
 ওক্করং সংকিলেসং নেকুথস্মে চ আনিসংসং পকাসেসি । তং  
 সূদা মহাপালো কুটুস্থিকে। চিহ্নেসি—“পরলোকং গচ্ছন্তং পুত্ত-  
 ধীতরো বা ভোগা বা নামুগচ্ছন্তি, সরীরপ্পি অন্তনা সন্ধিং ন গচ্ছতি,  
 কিম্মে ঘরাবাসেন ? পরজিজ্ঞাসামী”তি । সো দেসনা পরিয়োসীনে,  
 সথারং উপসংকমিত্তা পরজ্জং য়াচি । অথ নং সখা “নথি তে কোচি  
 আপুচ্ছিতব্বয়ুত্কো এগাতী”তি আহ ।

“কনিট্ট ভাতা পন মে ভন্তে, অখী”তি ।

৬। বুদ্ধগণ ধর্মদেশনা করিবার সময় শ্রোতার শরণ, শীল ও প্রব্রজ্যা-  
 দির উপনিশ্রয় (হেতু) অবলোকন করিয়া তাহার অধ্যায় অনুসারে উপদেশ দিয়া  
 থাকেন। তদ্বত্তে সেইদিন শাস্তা মহাপালের উপনিশ্রয় অবলোকন করিয়া  
 ধর্মদেশনা করিতে করিতে আত্মপূর্ব্বিক কথা कहিলেন ; যথা— দানকথা,  
 শীলকথা, স্বর্গকথা, কাম (গুণ) সমূহের দোষ, অপকারিতা ও ক্লেশ এবং  
 নৈষ্কর্ম্যের উপকারিতার বিষয় বিবৃত করিলেন। তাহা শুনিয়া মহাপাল  
 কুটুস্থিকের মনে ভাবের উদয় হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—“পরলোক  
 পমন কালে পুত্র, দুহিতা বা ভোগ-সম্পদ কিছুই সঙ্গে যায় না, শরীর ও  
 নিশ্চের সঙ্গে যায় না, গৃহবাসে আমার কি হইবে ? আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ  
 করিব ।” দেশনাবসানে তিনি শাস্তার সমীপে যাইয়া প্রব্রজ্যা যাচ্ছা করি-  
 সেন। অতঃপর শাস্তা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“তোমার কি বিদায়  
 নিয়া আসার মত কোন আত্মীয় নাই ?”

“আমার কনিট্ট ভাই আছে ভন্তে ।”

“তেনহি তং আপুচ্ছা”তি ।

৭। সো‘সাধু’তি সম্পটিচ্ছিহ্মা সখ্যারং বন্দিহ্মা গেহং গন্ত্वा  
কণিষ্ঠং পক্ষোসাপেহ্মা “তাত, যং ইমস্মিং কুলে সবিশ্রাণকাবি-  
শ্রাণকং ধনং কিঞ্চি অথি সৰ্বস্তুং তব ভারো, পট্টিপজ্জাহি-  
নং” তি ।

“তুমহে পন কিং সামী”তি ?

“অহং সখুসন্তিকে পক্কজিআমী”তি ।

“ কিং কথেসি ভাতিক ! হং মে মাতরি .মতায় মাতা বিয়,  
পিতরি মত্তে পিতা বিয় লদ্ধো ; গেহে বো মহাবিতবো, সদ্ধা  
গেহং,অজ্জাবসন্তেহেব পুত্রানি কাভুং, মা এবং অরুপা”তি ।

“তাত, ময়া সখুসম্মদেসনা সূতা, সখারা হি সগ্গহসুখুমং  
তিলস্বংগং আরোপেহ্মা আদিমক্কপরিয়োসানে কল্যাণধম্মো দেসিতো,

“তবে তাহার নিকট হইতে বিদায় নিয়া আস ।”

৭। তিনি সাধুবাদের সহিত অমুমোদন করিয়া শাস্তাকে বন্দনা  
পূর্বক গৃহে গমন করিলেন এবং কনিষ্ঠকে ডাকাইয়া কহিলেন— “ভাই,  
এই কুলে স্থাবর-অস্থাবর যাহা কিছু ধন আছে সেই সমস্তের ভার তোমার উপর,  
‘তুমি তাহা গ্রহণ কর ।”

“দাদা, আপনি কি ?”

“আমি শাস্তার নিকট প্রব্রজিত হইব ।”

• “কি বলিতেছেন দাদা ! মাতার মৃত্যুতে আপনাকে মাতার গ্রাম,  
পিতার মৃত্যুতে পিতার গ্রাম পাইয়াছি । আপনার গৃহে মহাষিভব বর্তমান ।  
গৃহে বাস করিয়াও পুণ্য করা যায়, আপনি এইরূপ করিবেন না ।”

“ভাই, আমি শাস্তার ধর্মদেশনা শুনিয়াছি ; তিনি আদি, মধ্য ও অবসানে  
কল্যাণময় ধর্ম ত্রিলকণ আরোপিত করিয়া স্ফাণুহস্ত ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন ।



ন সন্ধা সো আগারমঞ্জে বসন্তেন পুরেতুং ; পব্বজিআমি তাতা”তি ।

“ভাতিক, তরুণা পি চ তাবথ মহল্লককালে পব্বজিঅথা”তি ।

“তাত, মহল্লকঅ হি অন্তেনো হথপাদাপি অনঅবা হোন্তি ন  
বসে বন্তন্তি, কিমঅপন এণাতকা । স্বাহং তব বচনং নকরোমি,  
সমগপটিপত্তিং পুরেআমী”তি

“জরাজজ্জরিতা হোন্তি হথপাদা অনঅবা,  
য়অ সো বিহতথামো কথং ধম্মং চরিসত্তী”তি ।

“পব্বজিআমেবাহং তাতা”তি তঅ, বিরবন্তুজ্জৈব  
সথু সন্তিকং গন্তা পব্বজ্জং য়াচিঅা লঙ্কপব্বজ্জ-  
পসম্পদো আচরিয়ুপজ্জায়ানং সন্তিকে পক্কবজ্জানি বসিত্তা

গৃহে থাকিয়া তাহা পালন করা যায় না ; আমি প্রব্রজিত হইব  
ভাই ।”

“দাদা, এখনও আপনি তরুণ, পরিণত বয়সে প্রব্রজিত হইবেন ।”

“বৎস, বৃদ্ধের আপন হস্তপদও অনধীন হয়, বশে থাকে না,  
জ্ঞাতিগণের আর কথাইবা কি ! তাই তোমার কথা রক্ষা করিতে আমি  
অপারগ, শ্রমগত পালন করিব ।”

“জরাজজ্জরিত হয়, হস্তপদ অনধীন ;  
কেমনে সে আচরিবে ধম্ম, যিনি শক্তিহীন” ।

“বৎস, নিশ্চয় আমি প্রব্রজিত হইব ।” কনিষ্ঠের রোদন সন্ধ্যেও  
তিনি শাস্তার নিকট যাইয়া প্রব্রজ্যা বাজ্ঞা করিলেন এবং প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা  
লাভ করিয়া আচার্য্য ও উপাধ্যায়ের নিকট পাঁচ বৎসর বাস করিলেন ।

বুখবজ্রো পবারেজ্ঞা সখারং উপসঙ্কমিত্বা বন্ধিত্বা পুচ্ছি—“ভন্তে, ইমস্মিং শাসনে কতি ধুরানী”তি ?

“গম্ভধুরং বিপজ্ঞানাধুরন্তি হে য়েব ধুরানি ভিক্ষু”তি ।

“কতমং পন ভন্তে, গম্ভধুরং, কতমং বিপজ্ঞানাধুরং”তি ?

“অন্তনো পঞ্জানুরূপেন একং কা হে বা নিকায়ে, সকলং বা পন তেপিটকং বুদ্ধবচনং উগ্গাণিত্বা তস্ম ধারণং কথনং বাচনন্তি ইদং গম্ভধুরং নাম । সন্নহকবুদ্ভিনো পন পন্তসেনাসনাভিরতস্ম অন্তভাবে খয়বয়ং পট্টপেহা সাতচকিরিয়বসেন বিপজ্ঞনং বড্ভেজ্ঞা অরহন্তগহুণন্তি ইদং বিপজ্ঞানাধুরং নামা”তি ।

অনন্তর তিনি বর্ষাবাস \* শেষ করিয়া প্রবারণার † পর শাস্তার নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে বন্দনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“ভন্তে, এই শাসনে কয়টি ধুর ?”

“গ্রহধুর ও বিদর্শনধুর দুইধুর ভিক্ষু।”

“ভন্তে, গ্রহধুর ও বিদর্শনধুর কি ?”

“নিজের জ্ঞান অনুসারে এক বা দুই নিকায়ে বা সমগ্র ত্রিপিটক বুদ্ধবচন শিক্ষা করিয়া, তাহার ধারণ, কথন ও শিক্ষাদানের নাম গ্রহধুর । লঘুভোজী হইয়া গ্রামের প্রান্তসীমান্ত বিশ্রামস্থানে বাস করিয়া আপনার শরীরে ক্ষয়ব্যাযের ভাব অবলোকন করা হইতে অদম্য উদ্যমে বিদর্শন বাড়াইয়া অর্হন্ত গ্রহণের নাম বিদর্শনধুর।”

\* আষাঢ়ী পূর্ণিমা হইতে আশ্বিনী পূর্ণিমা পর্যন্ত এই তিন মাস ভিক্ষুদের বর্ষাবাসের সময় ।

† দোষ হইলে বলিবার জন্ত অপরকে জ্ঞাপনা করা ।

“ভস্বে, অহং মহল্লককালে পব্বজিতো গম্বধুরং পুরেভুং  
ন সঙ্কিমামি বিপজ্জনাদুরং পন পুরেঙ্গামি কস্মট্টানস্মে কথেনা”তি ।

৮ । অথঙ্গ সখা য়াব অরহত্তা ১ কস্মট্টানং কথেসি । সো  
সখারং বন্দিত্বা অন্তনা সহগামিনো ভিক্ষু পরিযেসন্তো সট্ঠি  
ভিক্ষু লতিহা তেহি সঙ্কিং নিস্কমিত্বা বীসংয়োজনসতং মগং  
গম্বা একং মহন্তং পচ্চত্তগামং পত্তা তথ সপরিবারো পিণ্ডায়  
পাবিসি । মনুজ্জা বন্তসম্পন্নো ভিক্ষু দিস্বা পসন্নচিত্তা অসনানি  
পঞ্জাপেত্তা নিসীদাপেত্তা পণীতেনাহারেন পরিবিসিহা “ভস্বে,  
কুহিং অয়্যা গচ্ছন্তী”তি পুচ্ছিহা “য়থা কাস্মকট্টানং উপাসকা”তি

“ভস্বে, আমি অধিক বয়সে প্রব্রজ্যা নিয়াছি, গ্রন্থধুর পূর্ণ করিতে  
পারিব না, বিদর্শন ধুরই পূর্ণ করিব ; আমাকে ‘কর্মস্থান’ + সম্বন্ধে বলুন ।”

৮ । অতঃপর ভগবান তাঁহাকে অরহত্ত্ব কর্মস্থান পর্য্যন্ত বলিলেন ।  
তিনি শাস্ত্রকে বন্দনা করিয়া তাঁহার সহগামী ভিক্ষু আছেন কি না  
অন্বেষণ করিলেন । ষাটজন ভিক্ষু তাঁহার সহগামী হইলেন, তিনি তাঁহা-  
দের সহিত নিষ্ক্রমণ করিলেন । তাঁহারা ১২০ যোজন পথ অতিক্রম  
পূর্ব্বক এক বৃহৎ প্রত্যস্ত গ্রামে উগনীত হইয়া তথায় ভিক্ষার জগু প্রবেশ  
করিলেন । লোকেরা নিয়মপরায়ণ ভিক্ষুদিগকে দেখিয়া প্রসন্ন মনে আসন  
সজ্জিত করাইলেন এবং তাঁহাদিগকে বসাইয়া উপাদেয় আহার পরিবেশন  
করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“ভস্বে আর্হ্য, আপনারা কোথায় বাইতেছেন?”  
“সুবিধা জনক স্থানে উপাসকগণ ।”

বুস্তে পণ্ডিতমহুজা বজ্রাবাসং সেনাসনং পরিবেশন্তি ভদন্ত্য'তি  
 এত্বা “ভন্তে, সচে অয়া ইমং তেমাং ইধ বসেয়াং ময়ং সরণেস্ত  
 পতিট্ঠায় সীলানি গণেহয়্যামা”তি আহংস্ত। তেপি “ময়ং ইমানি  
 কুলানি নিজ্যায় ভবনিঅরণং করিআমা”তি অধিবাসেস্তং। মনুজা  
 তেসং পটিগ্রং গহেত্বা বিহারং পটিজ্জগিত্বা রত্তিট্ঠান দিবাট্ঠা-  
 নানি সম্পাদেত্বা অদংস্ত। তে নিবন্ধং তমেব গামং পিণ্ডায়  
 পবিসন্তি। অথ তে একো বেজেজা উপসংকমিত্বা “ভন্তে, বহুসং  
 রসনট্ঠানে অফাস্তকাম্প নাম হোত্তি, তস্মিৎ উপলম্বে ময়ং কথেষ্যাথ,  
 ভেসজ্জং করিআমী”তি পবারেসি। থেরো বঙ্গপনায়িক দিবসে

এইরূপ বলিলে বুদ্ধিমানেরা বুঝিলেন যে ভিক্ষুরা বর্ষাবাসের উপ-  
 বোগী বাসস্থানের অব্বেষণ করিতেছেন। তখন তাঁহারা বলিলেন—“ভন্তে  
 আর্ঘ্য, আপনারা যদি এই তিন মাস এখানে বাস করেন, আমরা শরণে  
 প্রতিষ্ঠিত হইয়া শীল গ্রহণ করিব। ভিক্ষুরাও “এই কুল সমূহের আশ্রয়ে  
 থাকিয়া ভবদুঃখের অবসান করিব” এই মনে করিয়া তাঁহাদের প্রস্তাবে  
 সম্মত হইলেন। লোকেরা তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়া বিহার সংস্থার  
 করিয়া রাত্রি স্থান দিবা স্থান সম্পাদন করিয়া দিলেন। তাঁহারা নিত্যই  
 সেই গ্রামে পিণ্ডের জ্ঞাত প্রবেশ করিতেন। অনন্তর এক বৈজ্ঞ আসিয়া  
 তাঁহাদিগকে কহিলেন—“ভন্তে, বহুজন একত্রে বাস করিতে গেলে অশু-  
 চ্ছ; আপনারদের অশুচ হইলে আমাকে বলিবেন, আমি ঔষধ দিব;”  
 এই বলিয়া নিমন্ত্ৰণ করিলেন। স্থবির মহাপাল বর্ষাবাস আরম্ভ দিবসে

তে ভিক্ষু আমন্ত্বেয়া পুচ্ছি—“আবুসো ইমং তেমাংসং কতীহি ইরিয়াপথেহি বীতিনামেজ্জা”তি ?

“চতুহি ভন্তে”তি ।

“কিং পনেতং আবুসো, পতিরূপং ? নমু অগ্নমন্ত্বেহি ভবিত্বং ? ময়ং হি ধরমানস্স বুদ্ধস্স সন্তিকে ১ কস্মট্টানং গহেহা আগতা, বুদ্ধা চ নাম ন সন্ধা সাঠেয়োন আরাধেতুং, কল্যাণ-  
জ্ঞাসয়েন হেতে আরাধেতব্বা । পমত্তস্স চ নাম চত্তারো অপায়া সকেগেহ সদিসা, অগ্নমন্ত্ভা হোথাবুসো”তি ।

“তুমেহ পন ভন্তে”তি ?”

“অহং তীহি ইরিয়াপথেহি বীতিনামেজ্জামি, পিট্ঠিং

ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“আবুস, + তোমরা এই তিন মাস কয় ‘ইর্যাপথে’ \* অতিবাহিত করিবে ?”

“চারি ইর্যাপথে ভন্তে ।”

“আবুস, ইহা কি প্রতিক্রপ হইবে ? অপ্রমত্ত হওয়া উচিত নহে কি ? আমরা জীবন্ত বুদ্ধের নিকট কস্মস্থান নিয়া আসিয়াছি ; বুদ্ধগণকে শঠতার দ্বারা আরাধনা করা যায় না, কল্যাণ অদ্যাশয়ের দ্বারাই তাঁহাদের আরাধনা করিতে হয় । চারি অপায় × প্রেমভেদের পক্ষে সীম গৃহ ১ সদৃশ হয়, তোমরা অপ্রমত্ত হও আবুস !”

“আপনি ভন্তে ?”

“আমি তিন ইর্যাপথে অতিবাহিত করিব, পৃষ্ঠ

১। ম—সন্তিকা ।

১ ভিক্ষুদের মধ্যে বয়কনিষ্ঠের প্রতি আহ্বান ; বদ্ধ ।

\* শয়ন, উপবেশন, গমন ও দাঁড়ান এই চারি অবস্থাকে ইর্যাপথ বলে ।

× নরক, ত্রিধাগু, প্রেত ও অহুর লোক ।

ন পসারেআমি আবুসো”তি।

“সাধু ভন্তে, অপ্রমত্তা হোথা”তি।

৯। খেরজ নিদ্রা অনোকমন্তজ পঠমনাসে অতিকন্তে  
অশ্বিরোগো উল্লঙ্ঘি; হ্রিদ্ঘটতো উদকধারা বিয় অক্ষীহি ধারা  
পগ্বরন্তি। সো সর্বরন্তিঃ সমগধস্যঃ কদা অরুণুগমনে গন্তঃ  
পবিসিতা নিসীদি। ভিক্ষু ভিক্ষাচারবেলায় খেরজ সন্তিকঃ  
উপসংকমিত্বা “ভিক্ষাচারবেলায় ভন্তে”তি আহংসু।

— “তেনহাবুসো গণ্হথ পত্তচীবরং”তি অন্তনো পত্তচীবরঃ  
গাহাপেদ্বা নিশ্বসি। ভিক্ষু তস্য অক্ষী পগ্বরন্তে দিস্বা “কিমেতঃ  
ভন্তে”তি পুচ্ছিংসু।

“অক্ষী মে আবুসো, বাতা বিজ্ঞান্তা”তি।

প্রদারিত করিব না আবুস।”

“সাধু ভন্তে, অপ্রমত্ত হউন।”

৯। স্ববির নিদ্রা যাইতেন না, তাই প্রথম নাস অতিক্রান্ত হইলেই  
তাঁহার চক্ষুরোগ উৎপন্ন হইল। হ্রিদ্ঘট হইতে জলধারার স্রাব চক্ষু  
যুগল হ্রিদ্ঘটে অক্ষধারা বহিতে লাগিল। তিনি দারারাত্রি প্রমগধস্যঃ  
অনুষ্ঠান করিয়া অরুণোদয়ের সময় কক্ষে প্রবেশ পূর্বক উপবেশন করিলেন।  
ভিক্ষুগণ ভিক্ষার বাহির হইবার সময় হইলে স্ববিরের নিকট গমন করিয়া  
কহিলেন—“ভন্তে, ভিক্ষার সময় হইয়াছে।”

“তবে আবুস, পাত্র-চীবর গ্রহণ কর” এই বলিয়া তিনি নিজের  
পাত্র-চীবর গ্রহণ করাইয়া বাহির হইলেন। ভিক্ষুগণ তাঁহার সজলধার-  
চক্ষু দেখিয়া হিজাসা করিলেন—“ভন্তে, এ কি?”

“আবুস, আমার চক্ষু বারুবিদ্ধ হইয়াছে।”

“নমু ভন্তে, বেজ্জমমহা পবারিতা ? তস কথেনা”তি ।

“সাধাবুলো”তি ।

১০ । তে বেজ্জস কথয়িত্ব সো তেলং পচিহা পেসেনি ।  
থেরো নাসায় তেলং আসিকন্তো নিগিহকোব আসিকিহা অন্তো-  
গামং পাবিসি । বেজ্জো দিস্বা আহ— “ভন্তে, অয়স কির অক্কী  
বাতো বিক্কতী”তি ?

“আম উপাসকা”তি ।

“ভন্তে, ময়া তেলং পচিহা পেসিতং, নাসায় বো হাসিবং”তি ?

“আম উপাসকা”তি ।

“উদানি কীদিসং”তি ?

“কুজতেব উপাসকা”তি ।

“ভন্তে, বৈথ না আমাদের চিকিৎসার জন্ত নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন ?  
তাঁহাকে আমরা বলিব ।”

“সাধু আবুস ।”

১০ । ভিক্কুরা বৈথকে কহিলেন । তিনি তৈলপাক করিয়া পাঠাইলেন ।  
হবির উপবিষ্ট অবস্থায় নাসিকায় তৈল সিঞ্জন করিয়া গ্রানে প্রবেশ  
করিলেন । বৈথ তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন— “ভন্তে, “আমোর  
চোখে না-কি বাতাস সহ্য হইতেছে না ?”

“হাঁ, উপাসক ।”

“ভন্তে, আমি ত তৈল পাক করিয়া পাঠাইয়াছি, উহা কি  
নাকে দিয়াছেন ?”

“হাঁ, উপাসক ।”

“এখন কেমন লাগিতেছে ?”

“এখনও বেদনা করিতেছে উপাসক ।”

১১। বেজ্জা “ময়া একবারেনেব বৃপসমনসমথং তেলং পহিতং, কিমুখো রোগো ন বৃপসন্তো”তি চিস্তেহা “ভন্তে, নিসীদিহা বো আসিত্তং নিপজ্জিহা”তি পুচ্ছি। থেরো তুণ্হী অহোসি, পুনন্নুনং পুচ্ছিয়মানোপি ন কুথেসি। সো “বিহারং গত্ত্বা থেরস্স বসনট্টানং ওলোকেস্সামী”তি চিস্তেহা “তেনহি ভন্তে, গচ্ছথা”তি থেরং বিস্সজ্জেহা বিহারং গত্ত্বা থেরস্স বসনট্টানং ওলোকেন্তো চক্কমণ-নিসীদনট্টানমেব দিস্সা সয়নট্টানমদিস্সা “ভন্তে, নিসীমেহি বো আসিত্তং নিপারেহী”তি পুচ্ছি। থেরো তুণ্হী অহোসি।

---

১১ বৈজ্ঞ চিন্তা করিলেন—“আমি একবার প্রয়োগেই উপশম-সক্ষম তৈল প্রেরণ করিয়াছি, রোগ উপশম না হইবার কারণ কি?” চিন্তা করিয়া স্থবিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“ভন্তে, তৈল বসিয়া দিয়াছিলেন, না শুইয়া দিয়াছিলেন?” স্থবির নীরব রহিলেন, পুনঃপুন জিজ্ঞাসা করিলেও কিছু কহিলেন না। চিকিৎসক মনে মনে স্থির করিলেন—“বিহারে গিয়া স্থবিরের বাসস্থান দেখিতে হইবে।” প্রকাণ্ডে কহিলেন—“তাহা হইলে ভন্তে, ‘আপনি এখন যান।’ স্থবিরকে বিদায় দিয়া তিনি বিহারে গেলেন। সেইখানে স্থবিরের বাসস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার চক্কমণস্থান ও উপবেশন স্থান মাত্র দেখিতে পাইলেন, শয়নস্থান দেখিলেন না। তিনি স্থবিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“ভন্তে, আপনি কি বসিয়া তৈল সেচন করিয়াছেন, না শুইয়া?” স্থবির নীরব রহিলেন।



“মা ভন্তে, এবমকথ সমগধম্মো নাম সরীরে যাপেন্তে সকা কাভুং, নিপজ্জিহা আসিদ্ধথা”তি পুনপ্পুনং য়াচি।

১২। “গচ্ছথাবুসো মন্তেহা জানিআমী”তি। খেরজ চ তথ নেব এণাতী ন সালোহিতা অথি, কেন সন্ধিং মন্তেয়া? করজকায়েন পন সন্ধিং মন্তেস্তো—“বদেহি তাব আবুসো পালিত, ইং কিং অক্ষী ওলোকেঅসি উদাহ বুদ্ধশাসনন্তি? অনন্নতগন্নিং হি সংসারবট্টে তব অনঙ্খিককালজ গণনা নথি। অনেকানি পন বুদ্ধমতানি বুদ্ধসহজানি অতীতানি, তেহু তে একবুদ্ধোপি-য়ু পরিচিণ্ণো, ইদানি ইমং অন্তোবজাং তয়ো মাসে ন নিপজ্জিআমী”তি তে মানসং বঝং; তস্মা চক্ষুনি তে নজন্তু বা ভিজ্জন্তু বা বুদ্ধশাসনমেব ধারেহি মা চক্ষুণী”তি। ভূতকায়ং ওবদন্তো

চিকিৎসক পুনঃপুনঃ অন্বেষণ করিয়া কহিলেন— “ভন্তে, আর এমন করিবেন না, শরীর রক্ষা করিলেই শ্রমধর্ম পালন করিতে পারিবেন; শুইয়া তৈল দিবেন।”

১২। “যাও আবুন, আমি পরামর্শ করিয়া ঠিক করিব।” সেই-পানে স্থবিরের জ্ঞাতি বা সলোহিত কেহই নাই, পরামর্শ করিবেন, কাহার সঙ্গে? স্থবির অশ্রুত কাণের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন— “আবুস পালিত, বল ত হেথি, তুমি কি চক্ষু চাও, না বুদ্ধশাসন চাও? আদি-অন্ত বিরহিত সংসারবর্ত্তে কত কাল যে চক্ষুহীন ছিলে তাহার গণনা নাই। কত শতসহস্র বুদ্ধ অতীত হইয়াছেন, তাঁহাদের একজনের সঙ্গেও তোমার সাক্ষাৎ নাই, এখন এই বর্ষার মধ্যে তিন মাস শয়ন করিব না বলিয়া দঙ্গল করিয়াছ; কাজেই তোমার চক্ষু নষ্ট হউক বা বিদ্ধ হউক, বুদ্ধ শাসন-কেই ধরিয়া থাক, চক্ষুকে নয়।” তিনি ভৌতিক দেহকে উপদেশ দানচ্ছলে

ইমা গাথা অভাসি :—

“চক্ষুনি হায়ন্তি মমায়িতানি  
সোতানি হায়ন্তি তথৈব দেহো,  
সব্বস্পিদং হায়তি দেহনিজিতং  
কিং কারণা পালিত হং পমজ্জসি ?

চক্ষুনি জীরন্তি মমায়িতানি  
সোতানি জীরন্তি তথৈব কায়ো,  
সব্বস্পিদং জীরতি কায়নিজিতং  
কিং কারণা পালিত হং পমজ্জসি ?

চক্ষুনি ভিজ্জন্তি মমায়িতানি  
সোতানি ভিজ্জন্তি তথৈব রূপং,

এই সকল গাথা ভাষণ করিলেন :—

“ক্ষয় হয় আঁখি মমতাবৃত্ত,  
কাণ ক্ষয় হয়, তেমতি দেহ ;  
ক্ষয় হয় সব শরীরাপ্রিত,  
কিহেতু পালিত প্রমত্ত রহ ?

জীর্ণ হয় আঁখি মমতাবৃত্ত,  
কাণ জীর্ণ হয়, তেমতি কায় ;  
জীর্ণ হয় সব শরীরাপ্রিত,  
কি হেতু পালিত প্রমত্ত হায় ?

ভিন্ন হয় আঁখি মমতা বৃত্ত,  
কাণ ভিন্ন হয়, তেমতি রূপ ;

সব্বস্পিদং ভিজ্জতি রূপনির্জিতং

কিং কারণা পালিতং ঙ্গং পমজ্জসী ?”তি ।

১৩। এবং তীর্হি গাথাহি অভুনো ওবাদং দহা নিসিন্নকোব  
নথুকস্মাং কহা গামং পিণ্ডায় পাবিসি । বেজ্জো দিস্বা “কিং  
ভন্তে, নথুকস্মাং কতং ?”তি পুচ্ছি ।

“আম উপাসকা”তি ।

“কৌদিসং ভন্তে”তি ।

“রুজ্জতেব উপাসকা”তি ।

“নিসীদিহা বো ভন্তে, কতং নিপজ্জিহা”তি ?

১৪। থেরো তুণ্হী অহোসি । পুনঞ্চুনং পুচ্ছিয়মানোপি  
ন কিঞ্চি কথেসি । অথ নং বেজ্জো “ভন্তে, তুমেহ সন্ধ্যায়ং ন

ভিন্ন হয় সব শরীরাপ্রিত,

কি হেতু পালিত প্রমত্ত এ’রূপ ?”

১৩। এইরূপে গাথাত্রয়ে নিজকে উপদেশ দিয়া উপবিষ্ট অবস্থায়ট  
নাসিকায় তৈল সিঞ্জন করিয়া তিষ্কার জন্ত গ্রামে প্রবেশ করিলেন ।  
চিকিৎসক তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— “ভন্তে, নথু  
নিয়াছেন ত ?”

“হাঁ, উপাসক ।”

“এখন কেমন বোধ হইতেছে ভন্তে ?”

“এখনও বেদনা করিতেছে উপাসক ।”

“শুইয়া নিয়াছেন, না বসিয়া নিয়াছেন ?”

১৪। স্থবির নীরব রহিলেন । পুনঃপুন জিজ্ঞাসা করিলেও কিছু  
বলিলেন না । অনন্তর বৈজ্ঞ তাঁহাকে কহিলেন—“ভন্তে, আপনি ভাল

করোথ, অজ্ঞপট্টায় অন্তরেন মে তেলং পক্খন্তি মাবদিত্তা,  
অহম্পি ময়া বো তেলং পক্খন্তি ন বজ্জামী”তি আহ। সো  
বেজ্জেন পক্খাতো বিহারং গন্তা “বেজ্জেনাপি পক্খাতোসি  
ইরিহাপথং মা বিজ্জ সমণা”তি।

“পটিক্কিত্তো তিকিচ্ছায় বেজ্জেনাসি বিবজ্জিতো,  
নীয়তো মচ্চুরাভস্স কিং পালিত গমজ্জসী”তি।

১৫। ঈমায় গাথায় অভানং ওবদিত্তা সমণধম্মং অকাসি।  
অথস্স মজ্জিমে য়ামে অতিকন্তে অপুৰং অচরিমং অজ্জীনি চেব  
কিলেসা চ পভিজ্জিৎসু। সো স্ফুস্কবিপজ্জকো অরহা তহা গব্বং  
পবিসিত্তা নিসীদি। ভিক্কু ভিক্খাচারবেলায় আগন্তা

“ভিক্খাচারকালো ভন্তে”তি আহংসু।

করিতেছেন না, অথ হইতে বলিবেন না যে, অমুক আমাকে তেল  
পাক করিয়া দিয়াছিল; আমিও বলিব না যে, আমি আপনার ভক্ত  
তেল পাক করিয়াছিলাম।” তিনি বৈথ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া বিহারে  
গমন পূর্বক নিজকে সন্ধান করিয়া কহিলেন— “বৈথও তোমাকে ভাগ  
করিল, ‘ইর্যাপথ’ ভাগ করিওনা শ্রমণ।”

“বৈথ বিবজ্জিত হ’লে, ত্যক্ত চিকিৎসায়,

পালিত, নিম্নত নৃত্য, রহেছ কি মন্ত্যায় ?”

১৫। এই গাথায় নিজকে উপদেশ দিয়া শ্রমণ’ ধর্ম্ম আচরণ করিতে  
লাগিলেন। অনন্তর স্বাত্রির মধ্যম যাম অতিক্রান্ত হইলে পূর্বেরও নয়  
পরেরও নয় এক সঙ্গেই চক্ষু ও ক্লেশ (পাপ) ছুই নষ্ট হইল। তিনি  
স্বপ্নবিদর্শক অর্হং হইয়া কক্ষে প্রবেশ পূর্বক উপবেশন করিলেন। ভিক্কার  
সময় উপস্থিত হইলে ভিক্কা গিয়া তাঁহাকে কহিলেন— “ভণ্টে, ভিক্কার  
সময় হইয়াছে।”

“কালো আবুসো”তি ?

“আম ভন্তে”তি ।

“তেন হি গচ্ছথা”তি ।

“তুমহে পন ভন্তে”তি ।

“অক্কানি মে আবুসো পরিহীনানী”তি

১৬ । তে তস্স অক্কানি ওলোকেহা অঙ্গু পুন্নেনত্তা হুহা “ভন্তে, মা চিন্তুয়িথ ময়ং বো পটিজ্জিগ্গামা”তি খেরং অঙ্গাসেহা কন্তব্ববুত্তকং বত্তপটিবত্তং কহা গামং পবিসিংস্তু । ম’মুজ্জা খেরং অদিস্বা “ভন্তে, অম্মহাকং অয়্যো কুহিং”তি পুচ্ছিহা তং পবত্তিং স্তহা রাগুং পেসেহা সয়ং পিণ্ডপাতং আদায় গন্তু খেরং

“আবুস, সময় হইয়াছে ?”

“হাঁ ভন্তে ।”

“তবে তোমরা যাও ।”

“আপনি ভন্তে ?”

“আবুস, আমি চকুহীন হইয়াছি ।”

১৬ । তাঁহার তাঁহার চকু দেখিয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে কহিলেন— “ভন্তে, আপনি চিন্তা করিবেন না; আমরা আপনার সেবা করিব ।” তাঁহার হৃদয়কে আশ্বস্ত করিয়া এবং যথাকর্তব্য তাঁহার সেবাশ্রবণ করিয়া গ্রামে প্রবেশ করিলেন । লোকেরা তাঁহাদের সঙ্গে হৃদয়কে দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল— “ভন্তে, আমাদের আধা কোথায় ?” তাঁহার তাঁহাদের মুখে সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহার ভক্ত যাগু পাঠাইয়া দিল এবং স্বয়ং নিজেরা তাঁহার ভক্ত আহাধ্য লইয়া বিহারে গমন করিল । বিহারে যাইয়া হৃদয়কে

বন্দিরা পাদমূলে পবটুমানা রোদিরা “ময়ং ভন্তে, পটিক্কাগিআম তুম্হে মা চিন্তুয়িথা”তি সমজাসেদা পক্কাংম্হু । ততো পট্টায় নিবন্ধং য়াশুভত্তং বিহারমেব পেসেস্তি ; থেরোপি ইতরে সট্ঠিতিজ্জু নিরন্তরং ওবদতি, তে তয়োবাদে ঠায়া উপকট্টায় পবারণায় সকেব সহপটিসস্তিদাহি অরহত্তং পাপুণিংম্হু । তে বুথবজ্জা চ পন-সথারং দট্টুকামা হরা থেরং আহংম্হু— “ভন্তে, সথারং দট্টুকামমহা”তি । থেরো তেসং বচনং স্মরা চিন্তেসি “অহং দুব্বলো ভাস্তুরামগো চ অমহুঅপরিগাহীতা অটবী অথি, ময়ি এতেহি সন্ধিং গচ্ছন্তে সকেব কিলমিঅন্তি, ভিক্কম্পি লভিতুং ন সন্ধিঅন্তি, ইমে পুরেতরমেব পেসেজামী”তি । অথ নে আহ—

বকনঃ করতঃ তাঁহার পাদমূলে পতিত হইয়া কাদিতে লাগিল । তাহারা বলিল—“ভন্তে, আপনি চিন্তা করিবেন না, আমরা আপনার তত্ত্বাবধান করিব ।” তাহারা তাঁহাকে এইরূপে সমাশ্বাসিত করিয়া চলিয়া গেল । সেই হইতে তাহারা নিয়মিত ভাবে বিহারেই য়াশু ও ভাত পাঠাইতে লাগিল । স্থবিরও অপর ষাটজন ভিক্ষুকে নিরন্তর উপদেশ দিতে লাগিলেন । তাঁহারা স্থবিরের উপদেশানুবর্তী হইয়া প্রবারণার সমীপবর্তী সময়ে সকলেই প্রতীসস্তিদা সহ অর্হত্ত প্রাপ্ত হইলেন । বর্ষাবাস শেষ হইলে তাঁহারা শান্ত্যাকে দর্শন করিতে ইচ্ছুক হইয়া স্থবিরকে কহিলেন— “ভন্তে, আমরা শান্ত্যাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করি ।” স্থবির তাহাদের কথা শ্রবণ করিয়া চিন্তা করিলেন— “আমি চুর্কল, পৰিমণ্যে অমহুঅ পরিগৃহীত বন আছে ; আমি যদি ইহাদের সঙ্গে বাই, সকলেরই কষ্ট হইবে, ভিক্ষাও পাইবে না, ইহাদিগকে পূর্কেই পাঠাইবা দিব ।” অতঃপর তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন—

“আবুসো তুমহে পুরতো গচ্ছথা”তি ।

“তুমহে পন ভন্তে ?”তি ।

“অহং দুবলো অন্তরামগো চ অমমুদ্রপরিগহীতা অটবী অথি, ময়ি তুমহেহি সন্ধিঃ গচ্ছন্তে সবে কিলমিঅথ, তুমহে পুরতো গচ্ছথা”তি ।

“মা ভন্তে, এবং করিথ, ময়ং তুমহেহি সন্ধিপ্রেব গমিআমা”তি ।

“মা বো আবুসো, এবং রুজিথ এবং সন্তে ময়হং অকানুকং ভবিঅতি, ময়হং কণিটো তুমহে দিস্বা পুচ্ছিঅতি, অথঅ মম চক্ষুঃ পরিহীনভাবং আরোচেয়্যাথ; সো ময়হং সন্তিকং কন্ধিদেব পহিগিঅতি, তেন সন্ধিঃ আগচ্ছিআমি,

“আবুস, তোমরা পূর্বে যাও ।”

“আপনি ভন্তে ?”

“আমি দুর্বল, পথিমধ্যে অমমুদ্রাশ্রিত বন আছে, আমি তোমাদের সঙ্গে গমন করিলে সকলেই কষ্ট পাইবে, তোমরা পূর্বে যাও ।”

“ভন্তে, এইরূপ করিবেন না, আমরা আপনার সঙ্গেই যাইব ।”

“আবুস, তোমরা এমন রুচি করিও না, এমন হইলে আমার অসুবিধা হইবে । আমার ছোট ভাই তোমাদিগকে দেখিলে আমার কথা জিজ্ঞাসা করিবে, তাকে বলিও আমি চক্ষুহীন হইয়াছি । সে আমার নিকট কাহাকেও পাঠাইবে, আমি তাহার সাহিত্য যাইব ।

তুমহে মম বচনেন দসবলঞ্চ অসীতিমহাথেরে চ বন্দথা”তি তে উয়োজ্জেসি।

১৭। তে থেরং ধমাপেহা অন্তোগামং পবিসিংসু। মমুজ্জা তে নিসীদাপেহা ভিক্ষং দহা “কিং ভন্তে, অয়্যানং গমনাকারো পপ্রায়তী”তি ?

“আম উপাসকা সথারং দট্টুকামমহা”তি।

তে পুনপ্পুনং যাচিহা তেসং গমনচ্ছন্দমেব এহা অমুগত্তা পরিদেবিহা নিবত্তিংসু। তেপি অমুপুকেবন জেতবনং গত্তা স্পথারঞ্চ মহাথেরে চ থেরঅ বচনেন বন্দিহা পুনদিবসে যথ থেরঅ কণিটেঠা বসতি তং বীথিং পিণ্ডায় পবিসিংসু

তোমরা আমার আদেশে দশবল \* ও অসীতি মহাহাবিরকে বন্দনা করিবে।” এই বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে বিনায় দিলেন।

১৭। তাঁহাদের কোন ক্রটি হইয়া থাকিলে হাবিরকে ক্ষমা করিতে বলিয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মমুজ্জেরা তাঁহাদিগকে উপবেশন করাইয়া ভিক্ষা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“ভন্তে, আপনারা যেন কোথাও যাইবেন এইরূপ দেখা যাইতেছে যে?”

“হাঁ উপাসকগণ, আমরা শাস্তাকে দেখিতে ইচ্ছুক হইয়াছি।”

তাঁহারা ভিক্ষুদিগকে থাকিবার জগ্ন পুনঃপুন বলিয়াও যখন জানিল যে একান্তই তাঁহাদের যাওয়ার ইচ্ছা, তখন তাহারা কিছুদূর তাঁহাদের অমুগমন করিয়া ক্রন্দন করিয়া প্রত্যাবর্তন করিল। তাঁহারা ক্রমে ক্রমে পথ চলিয়া জেতবনে উপনীত হইলেন এবং শাস্তাকে ও মহাহাবির দিগকে হাবিরের কথা নিবেদন করিয়া বন্দনা করিলেন। পরদিবস হাবিরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা যথায় বাস করিতেছে সেই পথ ধরিয়া ভিক্ষায় বহির্গত হইলেন।



কুটুস্থিকো তে সঞ্জানিহা নিসীদাপেহা কতপটিসন্তারো “ভাতিক-  
থেরো মে কুহিং”তি পুচ্ছি । অথন তে তং পবন্তি আরোচেস্থং ।  
সো তেসং পাদমূলে পবট্টেস্তো রোদিহা পুচ্ছি— “ইদানি ভস্তু,  
কিং কাওকং”তি ?

“থেরো ইতো কঅচি গমনং পচ্চাসিংগতি, গতকালে  
তেনসন্ধিং অগমিঅতী”তি ।

“অয়ং মে ভস্তু, ভাগিনেয়ো পালিতো নাম এতং  
পেসেথা”তি ।

“এবং পেসেতুং ন সন্ধা মগে পরিপম্বো অপি ; পব্বাজেহা  
পেসেতুং বটুতী”তি ।

“এবং কহা পেসেথ ভস্তু”তি ।

কুটুস্থিক ‘চুল্লপাল’ তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার গৃহে সন্মানের সহিত  
উপবেশন করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— “আমার ভ্রাতা হুবির কোথায় ?”  
তাঁহারা ভাহাকে সকল বৃত্তান্ত বলিলেন । তিনি তাঁহাদের পাদমূলে  
আবহিত হইয়া রোদন পূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন— “ভস্তু, এখন কি করা  
কর্তব্য ?”

“হুবির এখান হইতে কাহারও গমন প্রত্যাশা করিতেছেন,” কেহ  
গেলে তাহার সহিত আসিবেন ।”

“ভস্তু, এ আমার ভাগিনেয়, ইহার নাম পালিত ; ইহাকে  
পাঠাইয়া দেন ।

“এইরূপে পাঠাইতে পারিব না, পথে বাধা আছে ; প্রব্রজিত  
করাইয়া পাঠাইতে হইবে ।”

“সেইরূপ করিয়া পাঠান ভস্তু ।”

১৮। অথ নং পৰ্ব্বাজেহা অঙ্কমাসমন্তং চীবরগহণাদীনি সিদ্ধা-  
পেহা মগ্গং আচিচ্ছিত্বা পহিণিংসু । সো অমুপুবেন তং গামং  
পহা গামদ্বারে একং মহল্লকং দিয়া “ইমং গামং নিয়ায় কোচি  
আরপ্রকো বিহারো অথী?”তি পুচ্ছি ।

“অপি ভন্তে”তি ।

“কো তথ বসতী”তি ?

“পালিতপেরো নাম ভন্তে”তি ।

“মগ্গম্মে আচিচ্ছিত্বা”তি ।

“কোসি হং ভন্তে”তি ?

“থেরঙ্গ ভাগিনেয়োমহী”তি ।

১৮। অনন্তর তিকুগণ তাহাকে প্রব্রজিত করিয়া অঙ্কমাস যাবৎ  
চীবর পরিধানাদি শিক্ষা দিয়া পথের সন্ধান বলিয়া পাঠাইয়া দিলেন ।  
সে অনুক্রমে সেই গ্রামে উপনীত হইয়া গ্রামদ্বারে এক বৃদ্ধকে দেখিতে  
পাইল এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল— “এই গ্রামকে আশ্রয় করিয়া  
কোন অরণ্য বিহার আছে কি?”

“আছে ভন্তে ।”

“তথায় কে বাস করেন?”

“পালিত স্থবির ভন্তে ।”

“আমাকে পথ দেখাইয়া দেন ।”

“আপনি কে ভন্তে?”

“আমি স্থবিরের ভাগিনের ।

১৯। অথ নং গহেহা বিহারং নেসি। সো খেরং বন্দিহা অন্ধমাস-  
মন্তং বস্তপটিবস্তং কহা খেরং সম্মা পটিজগিহা “ভন্তে, মাতুল  
কুটুম্বিকো মে তুমহাকং আগমনং পচ্চাসিংসতি, এথ গচ্ছামা”তি  
আহ।

“তেন হি মে য়ট্ঠিকোটিং গণহাহী” তি।

সো য়ট্ঠিকোটিং গহেহা খেরেন সন্ধিং অন্তোগামং পাবিসি।  
মমুআ তে নিসীদাপেহা “কিং ভন্তে, গমনাকারো বো পঞ্জা-  
য়তী”তি পুচ্ছিংসু।

“আম উপাসকা গম্মা সখারং বন্দিম্মামী”তি।

২০। তে নানধকারেন যাচিহা অলভন্তা খেরং, উয়োজ্জন্তা  
উপজ্জপথং গম্মা রোদিহা নিবত্তিংসু।

১৯। অতঃপর বৃদ্ধ তাহাকে লইয়া বিহারে গেলেন। শ্রামণের স্থবিরকে  
বন্দনা করিল এবং অর্দ্ধমান যাবৎ ব্রত-প্রতিব্রত সম্পাদন করিয়া স্থবিরের  
সম্যকরূপে সেবা-শুশ্রূষা করিল। তৎপর বলিল— “ভন্তে, আমার মাতুল  
কুটুম্বিক আপনার আগমন প্রত্যাশা করেন, চলুন আমরা যাই।”

“চল তবে, আমার যষ্টির অগ্রভাগ ধারণ কর।”

সে যষ্টির অগ্রভাগ ধারণ করিয়া স্থবিরের সহিত গ্রামমধ্যে প্রবেশ  
করিল। লোকেরা তাঁহাদিগকে উপবেশন করাইয়া কহিল— “কি ভন্তে,  
আপনি যেন কোথাগুও যাইতেছেন বলিয়া বোধ হইতেছে?”

“হাঁ উপাসক, শাস্তাকে বন্দনা করিতে যাইব।”

২০। তাহার। স্থবিরকে নানাপ্রকারে সেখানে থাকিবার জন্ত প্রার্থনা  
করিয়াও যখন তাঁহার সম্মতি পাইল না অগত্যা তাঁহাকে বিদায় দিল,  
কিন্তু অর্দ্ধপথ পর্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিল। অতঃপর তাহার। রোদন  
করিতে করিতে প্রত্যাবর্তন করিল।

সামণেরো খেরং যট্ঠিকোটয়া আদায় গচ্ছন্তো অন্তরামণে  
অটবিয়ং কট্টনগরং নাম খেরেন উপনিজ্জায় বৃথপুৰ্বগামং সম্পাপুণি।  
সো ততো নিস্কমিত্বা অরণ্যে গায়িত্বা গায়িত্বা দারুনি উদ্ধরন্তিয়া  
একিজ্জা ইথিয়া গীতসদং স্তুত্বা সরে নিমিত্তং গণিহ।

২১। ইথিসদো বিয় হি অরণ্যে সদো পুরিসানং সকল সরীসৃপ  
ফরিত্বা ঠাতুং সমথো নাম নথি। তেনাহ ভগবঃ—

“নাহং ভিক্ষবে, অগ্রং একসদম্পি সমনুপজ্জামি যো এবং  
পুরিসজ্জ চিত্তং পরিয়াদায় তিট্ঠতি, যথয়িদং ভিক্ষবে, ইথিসদো”  
তি। সামণেরো তথ নিমিত্তং গহেত্বা যট্ঠিকোটং বিজ্জিত্বা  
“তিট্ঠথ তাব ভন্তে, কিচ্চম্মে অথী”তি তস্মা সন্তিকং গতো।

শ্রামণের হাবিরের যট্ঠিকোট ধারণ করিয়া বাইতে যাইতে পথে বনমধ্যে  
কাঠনগরে উপনীত হইল। পূর্বে হবির এই গ্রামকে আশ্রয় করিয়া  
বাস করিয়াছিলেন। শ্রামণের সেই গ্রাম অতিক্রম করিল। জনৈক  
স্ত্রীলোক অরণ্যে গান করিতে করিতে কাঠ আহরণ করিতেছিল। সে  
তাহার গীতশব্দ শুনিয়া তাহার চিত্ত চঞ্চল হইল।

২১। পুরুষদের সমস্ত শরীর বিস্থত হইয়া স্থিত থাকিবার স্ত্রী শব্দের  
জ্ঞায় অল্প কোন শব্দের সামর্থ্য নাই। তাই ভগবান বলিয়াছেন :—“কে  
ভিক্ষুগণ, আমি অল্প এক শব্দও সম্যক্রূপে দেখিতেছি না, বাহা এই-  
রূপ ভাবে পুরুষের চিত্ত আকৃত করিয়া স্থিত থাকিতে পারে; যেমন  
এই স্ত্রী শব্দ।” শ্রামণের সেই স্ত্রী শব্দে নিমিত্ত \* গ্রহণ করিয়া যট্ঠির  
অগ্রভাগ ছাড়িয়া দিয়া কহিল—“ভন্তে, আপনি একটু দাঁড়ান,  
আমার কাজ আছে।” এই বলিয়া সে স্ত্রী লোকটির নিকট গেল।

স্বা তং দিশ্বা তুগ্ধী অহোসি । সো ভায় সন্ধিং সীলবিপত্তিং পাপুণি ।  
 খেরো চিন্তেসি— ইদানেবেকো গীতশব্দো সুখিৎ, সো চ খো ইথিয়া ।  
 সামণেরোপি চিরায়তি ; সো সীলবিপত্তিং পন্তো ভবিম্মতী”তি ।  
 সোপি অন্তনো কিস্সং নিট্টাপেত্তা আগত্তা গচ্ছাম ভন্তে”তি আহ ।  
 অথ নং খেরো পুচ্ছি— “পাপো জাতোসি সামণেরা”তি ?  
 সো তুগ্ধী হত্তা পুনপ্পুনং পুচ্ছিতোপি ন কিস্সি কথেসি । অথ  
 নং খেরো আহ :— “তাদিসেন পাপেন মম বট্টকোটীগহণ কিস্সং  
 মথী”তি । সো সংবেগপ্তস্তো কাসায়াণি অপনেত্তা গিহীনীয়ামেন পরিদ-  
 হিত্বা “ভন্তে, পুৰ্বে অহং সামণেরো, ইদানি পনমিহ গিহী জাতো ;  
 পব্বজন্তোপি চাহং ন সদ্ধায় পব্বজিতো, মগ্গপরিপত্ত ভয়েন  
 পব্বজিতো, এথ গচ্ছামা”তি আহ ।

---

স্ত্রীলোকটি তাহাকে দেখিয়া গান বন্ধ করিল । সে তাহার সহিত সীলবিপত্তি  
 প্রাপ্ত হইল । তখন হৃবির চিন্তা করিলেন— “এই মাত্রই এক গীতশব্দ  
 শুনিতেছিলাম ; তাহাও স্ত্রীর গীতশব্দ । শ্রামণেরও বিলম্ব করিতেছে,  
 বোধ হয় সে সীলব্রষ্ট হইয়াছে ।” সেও আপন কাজ শেষ করিয়া  
 আসিয়া কহিল— “ভন্তে, চলুন আমরা যাই ।” অতঃপর হৃবির তাহাকে  
 জিজ্ঞাসা করিলেন— “তুমি কি পাপ কাজ করিয়াছ শ্রামণের ?” সে নীরব  
 রহিল । পুনঃপুন জিজ্ঞাসা করিলেও কিছুই বলিল না । অতঃপর হৃবির  
 তাহাকে কহিলেন— “সেইরূপ পাপী আমার যষ্টির অগ্রভাগ গ্রহণের কোন  
 প্রয়োজন নাই ।” শ্রামণেরের সংবেগ উৎপন্ন হইল । সে চীৎকার করিয়া  
 গৃহীর ভায় পরিধান করিয়া কহিল— “ভন্তে, পূর্বে আমি শ্রামণের ছিলাম,  
 এখন গৃহী হইয়াছি । প্রব্রজ্যা গ্রহণের সময়ও সদ্ধায় প্রব্রজিত হই নাই,  
 পথে বিপদের ভয়ে প্রব্রজ্যা নিরাছি, আমরা যাই ।”

আবুসো, গিহীপাপোপি পাপো, সমগপাপোপি পাপো-  
ষেব, স্বঃ সমগভাবে ঠকাপি শীলমন্তঃ পুরেতুঃ নাসন্ধি,  
গিহী হুহা কিং নাম কল্যাণং করিঙ্গসি ? তাদিসেন পাপেনু মে  
ষট্ঠিগহগকিচ্চঃ নথী”তি ।

“ভস্বে, অমমুজ্পদবো মগো, তুমেহপি অন্ধা, কথঃ ইধ  
বসিঙ্গথা”তি ?

২২ । অথ নং থেরো— “আবুসো, স্বঃ মা এবং চিন্তয়ি,  
ইধেব মে নিপজ্জিহা মরন্তুআপি অপরাপরং পবট্টেত্তুআপি ১ তয়া  
সন্ধিং গমনং নাম নথী”তি বহা ইমা গাথা অভাসি :—

“আবুস, গৃহীপাপও পাপ, শ্রমণের পাপও পাপ । তুমি শ্রমণের  
অবস্থায় থাকিয়া মাত্র শীলও পূর্ণ করিতে পারিলে না, গৃহী হইয়া আর  
কি কল্যাণধর্ম আচরণ করিবে ? তোমার ভ্রাতৃ পাপীর আমার ষট্ঠি  
গ্রহণের কোন প্রয়োজন নাই ।”

“ভস্বে, পথ অমমুঘ্য উপদ্রব, আপনিও অন্ধ, কিরূপে এইখানে বাস  
করিবেন ?”

২২ । অতঃপর স্ববির তাহাকে কহিলেন— “আবুস, তুমি এইজন্ত চিন্তা  
করিও না, আমি এইখানেই শুইয়া মরিলেও অথবা এদিক ওদিক  
গড়াইয়া পড়িলেও তথাপি তোমার সহিত যাওয়া হইবে না ।” এই বলিয়া  
তিনি এই গাথাবয়্য ভাবণ করিলেন :—

“হন্দাহং ইতচ্চখুন্নি কস্তারক্ষানমাগতো,  
সেমানকো ন গচ্ছামি নথি বালে সহায়তা ।

হন্দাহং ইতচ্চখুন্নি কস্তারক্ষানমাগতো,  
মরিজামি নো গমিজামি নথি বালে সহায়তা”তি ।

২৩ । তং শূক্ৰা ইতরো সংবেগজাতো “ভারিয়ং বত মে সাহ-  
সিকং অনমুচ্ছবিকং কন্মং কতং”তি বাহা পগায়্হ কন্দন্তো বন-  
সগুং পঞ্চান্দিহা তথা পকন্তোব অহোসি ।

“হার! চক্ষুগতে                      অরণ্যের পথে  
আসিরাছি, যাব না,  
“বালজন সাথে                      বন্ধুতা না রাখে  
ওইব, ( নড়িব না ) ।

হার! চক্ষুগতে                      অরণ্যের পথে  
আসিরাছি, যাব না,  
বালজন সাথে                      বন্ধুতা না রাখে  
মরিব, ( নড়িব না ) ।

২৩ । তাহা শুনিয়া শ্রামণের জাতসংবেগ হইয়া “আমি ভারি, দুঃসাহ-  
সিক, অযোগ্য কাজ করিরাছি,” এই বলিয়া বাহতে চক্ষু আবৃত করিয়া  
কন্দন করিতে করিতে প্রস্থান করত অরণ্যের দিকে বাবিত হইল ।

খেরআপি শীলভেজেন সট্ঠিয়োজনায়াং পল্লাসয়োজন  
 বিথতং পল্লসয়োজন বহলং জয়সুমনপুক্ষবলং নিসীদমুঠান-  
 কালেসু ওনমমুম্মন পকত্তিকং সক্কম দেবরঞো পণ্ডুকম্বল-  
 সিলাসনং উগ্গাহারং দম্মেসি, সকে। “কো মুখো মং ঠানা  
 চাবেতুকামো”তি লোকং ওলোকেত্তো দিম্বেন চক্কুনা খেরং  
 অদস। তেনাত্ত পোরাণা :—

“সহস্রনেত্তো দেবিন্দো দিম্বং চক্কুং বিশোধয়ি,  
 পাংগরহি অয়ং পালো আজীবং পরিসোধয়ি।

সহস্রনেত্তো দেবিন্দো দিম্বং চক্কুং বিশোধয়ি,  
 ধম্মগরুকে অয়ং পালো নিমিল্লো সাসনে রত্তো”তি।

স্ববিরের শীলভেজে দেবরাজ ইন্দ্রের বাটয়োজন দীর্ঘ, পঞ্চাশ  
 যোজন প্রস্থ, পঞ্চাশ যোজন ঘন, জয়সুমনপুষ্পবর্ণ, উপবেশন ও উত্থান  
 কালে অবনমন ও উন্নমন স্বভাব পাণ্ডুকম্বলশিলাসন উচ্চ হইয়া উঠিল।  
 ইন্দ্ররাজ চিন্তিত হইলেন; “কেহ আমাকে স্থানচ্যুত করিতে চায় না কি?”  
 তিনি দিব্যচক্ৰে দেবমুখলোক অবলোকন করিয়া স্ববিরকে দেখিতে  
 পাইলেন। এই ঘটনা উপলক্ষে প্রাচীনেরা বলিয়াছেন :—

“দেবেসু সহস্র-নেত্র দিব্যচক্ৰ প্রকটিল,  
 পাংগরহী ওই পাল স্বজীবিকা বিশোধিল।

দেবেসু সহস্র-নেত্র দিব্যচক্ৰ প্রকটিল,  
 ধরম-গৌরবী পাল আসীন শাসনে রৈল।



২৪ । অথচ এতদহোসি— “সচাহং এবরুপজ পাপগরহিনো  
 ধম্মগরুকজ অয়্যজ সন্তিকং ন গমিআমি মুক্কা মে সন্তথা কলৈয়া,  
 গমিআমিঅ সন্তিকং”তি । ততো হি :—

“সহজনেত্তো দেবিন্দো দেবরজ্জসিরীধরো,

খণেন এবাগস্তান চক্ষুপালমুপাগমি ।

২৫ । উপগস্তাচ পন খেরআবিদুরে পদসদং অকাসি । অথ  
 নং খেরো পুচ্ছি— “কো এসো ?”তি ।

“অহং ভন্তে, অন্ধিকো”তি ।

“কুহিং যাসি উপাসকা ?”তি ।

“সাবথিয়ং ভন্তে”তি ।

২৪ । অতঃপর দেবেজ্ঞ এই মনে করিলেন— “যদি আমি এইরূপ  
 পাপনিন্দক, ধর্মের প্রতি গৌরব ভাবযুক্ত আর্ষের নিকট না বাই তাহা  
 হইলে আমার মন্তক সপ্তথা বিদীর্ণ হইবে ; তাহার নিকট যাইব ।” সেই-  
 কল্প বলা হইয়াছে :—

“দেবেজ্ঞ সহস্র-নেত্র দেবরাজ্য-শ্রীধরে,

কণকাল মধ্যে গেল চক্ষুপাল-গোচরে ।

২৫ । দেবরাজ উপনীত হইয়াই স্ববিদের অনুরে পদ-শব্দ করিলেন ।  
 স্ববির জিজ্ঞাসা করিলেন— “কে তুমি ?”

“ভন্তে, আমি পথিক ।”

“কোথায় যাইতেছ উপাসক ?”

“শ্রাবস্তীতে ভন্তে ।”

“সাহি আবুসো”তি ।

“অয়ো পন ভন্তে, কুহিং গমিঅতী ?”তি ।

“অহম্পি তথ্বেব গমিঅামী”তি ।

“তেন হি একতোব গচ্ছাম ভন্তে”তি ।

“অহং দুববলো ; ময়া সন্ধিং গচ্ছন্তস তব পপঞ্চে ভবিঅতী”তি ।

“ময়হং অচ্চারিকং নথি, অহং পি অয়োন সন্ধিং গচ্ছন্তো দসসু পুণ্ডকিরিয়বন্ধু একং লভিঅামি, একতোব গচ্ছাম ভন্তে”তি ।

২৬ । খেয়ো “একো সপ্পুরিসো ভবিঅতী”তি চিন্তেত্বা “তেন হি যট্ঠিকোটং গগহ উপাসকা”তি আহ । সকো তথা কহা পঠবিং সংখিপন্তো সংখিপন্তো সায়গহসমনয়ে জেতবনং সম্পাপেসি ।

“যাও আবুস ।”

“ভন্তে আৰ্য্য, কোথায় যাইবেন ?”

“আমিও সেখানে যাইব ।”

• “তাহা হইলে ভন্তে, এক সঙ্গেই যাইব ।

“আমি দুর্বল, আমার সঙ্গে গেলে তোমার বিলম্ব হইবে ।”

• “তোমার ভেমন জরুরী কিছু নাই, অপর্য্যায় সঙ্গে গেলে আমিও দশপুণ্য ক্রিয়াবস্তুর একটি লাভ করিব, একত্রেই যাইব ভন্তে ।”

২৬ । স্থবির “ইনি একজন সংপুরুষ হইবেন” এইরূপ চিন্তা করিয়া কহিলেন—“তাহা হইলে উপাসক, আমার যষ্টির অগ্রভাগ ধারণ কর ।” শত্রু তথা করিলেন এবং পৃথিবী সংক্ষেপ করিতে করিতে সন্ধ্যার সময় জেতবনে গিয়া উপনীত হইলেন ।

ধেরো সংখপগবাদি সদং হুহা “কথেসো সদো”তি পুচ্ছি ।

“সাবথিয়ং ভন্তে”তি ।

“উপাসক, পূর্বে ময়ং গমনকালে চিরেন গমিমহা”তি ।

“অহং উজ্জুকমগং জানামি ভন্তে”তি ।

তস্মিঃ খণে ধেরো “নায়ং মনুজো, দেবতা ভবিজতী”তি  
সম্বোধয়িষ্যে ।

“সহস্রনেত্রো দেবিন্দো দেবরজ্জসিরীধরো ;

সংস্থিপিহান তং মগং থিগ্নং সাবথি মাগমী”তি ।

স্ববির শব্দ-মুদ্রাদিদির শব্দ শুনিয়া ভিজ্জাসা করিলেন—“এই শব্দ কোথায়  
হইতে আসিতেছে ?”

“শ্রাবস্তী হইতে ভন্তে ।”

“উপাসক, পূর্বে আমরা যখন গিয়াছিলাম, তখন ত অনেক  
সময় লাগিয়াছিল ।”

“ভন্তে, আমি সোজা পথ চিনি ।”

তখন স্ববির বৃত্তিতে পারিলেন—“ইনি মনুষ্য নহেন, দেবতা  
হইবেন

“দেবেন্দ্র, সহস্রনেত্র দেবরাজ্য লক্ষ্মীধর,

শ্রাবস্তীতে গেল পথ দীর্ঘেকপিয়া সুসংঘর ।”

২৭। সো খেরং খেরঙ্গেবথায় কণিষ্ঠকুটুম্বিকেন কারিতং  
পল্লসালং নেত্রা পল্লকে নিসীদাপেত্রা পিয়মহায়বল্লেন তজ্জ সন্তিকং  
গন্তা “সম্ম পাল্লা”তি পক্কোসিত্তা—“কিং সম্মা”তি ?

“খেরজাগত ভাবং জানাসী”তি ?

“ন জানামি, কিং পন খেরো আগতো”তি ?

“আম সম্ম ইদানাহং বিহারং গন্তা খেরং তয়া কতপল্ল-  
সাল্লায়ং নিসিল্লকং দিস্সা আগতোমহী”তি বত্তা পক্কামি

২৮। কুটুম্বিকোপি বিহারং গন্তা খেরং দিস্সা পাদমুলে পবট্টেন্তো  
রোদিহা “ইদং দিস্সা অহং ভন্তে, তুমহাকং পবজ্জিত্তং নাদাসিং”তি

২৭। কনিষ্ঠ কুটুম্বিক হৃবিরের নিমিত্ত পর্ণশালা নির্মাণ করিয়া রাখিয়া-  
ছিলেন। শত্রু হৃবিরকে সেখানে নিয়া পর্ণাঙ্কে উপবেশন করাইলেন  
এবং প্রিয় সুহৃদের বেশে চুল্লপালের নিকট বাইয়া ‘বন্ধুপাল’ বলিয়া  
তাঁহাকে সোধোন করিলেন।

“কি বন্ধু ?”

“হৃবির আসিয়াছেন. জান ?”

“না, জানি না, হৃবির আসিয়াছেন কি ?”

“হাঁ বন্ধু, আমি এখনই বিহারে গাইয়া হৃবিরকে তোমার  
নির্মিত পর্ণশালার উপবিষ্ট অবস্থায় দেখিয়া আসিতেছি।” বলিয়া তিনি  
প্রস্থান করিলেন।

২৮। কুটুম্বিক বিহারে গেলেন। তথায় হৃবিরকে দেখিয়া তাঁহার  
পাদমূলে লুপ্তিত হইয়া কাদিতে কাদিতে কহিলেন— “ভন্তে,  
আমি ইহা দেখিয়া আপনাকে প্রব্রজিত হইতে বাধা দিয়াছিলাম।”

আদীনি বহা যে দাসদারকে ডুজিলে কথা খেরা সন্তিকে পৰাজেহা “অন্তোগামতো ষাণ্ডতত্তাদীনি আহরিহা খেরং উপট্টহথা”তি পটিপাদেসি।

২১। সামণেরা বস্তপটিবস্তং কথা খেরং উপট্টহিংহু। অথেক-  
দিবসং দিসাবাসিনো ভিক্ষু “সথারং পঞ্জিআমা”তি জেতবনং  
আগস্থা সথারং বন্দিহা অসীতি মহাথেরে দিস্বা বিহারচারিকং  
চরন্তা চক্ষুপালথেরা বসনট্টানং পহা “তম্পি পঞ্জিআমা”তি  
সায়ং তদভিমুখা অহেহুং। তস্মিং খণে মহামেঘো উট্টহি। তে  
“ইদানি সায়ক মেঘো চ উট্টহি ততো পাতোব গস্থা পঞ্জিআমা”তি  
নিবন্তিংহু। দেবো পঠময়্যামং বজ্জিহা মজ্জিময়্যামে বিগতো।

এইরূপ অনেক পরিতাপের পর দুইজন দাসপুত্রকে মুক্তি দিয়া হবিরের  
নিকট প্রব্রজিত করাইয়া কহিলেন— “গ্রাম হইতে ষাণ্ড-ভাতাদি আনিয়া  
হবিরের সেবা করিতে থাকুন ;” বলিয়া শ্রামণেরদ্বয়কে হবিরের সেবা  
নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

২২। শ্রামণেরদ্বয় ব্রত-প্রতিব্রত করিয়া হবিরের সেবা করিতে লাগি-  
লেন। অনন্তর একদিবস বিদেশ বাসী ভিক্ষুগণ “শান্তাকে দেখিব”  
মনে করিয়া জেতবনে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা শান্তাকে বন্দনা  
করিয়া অসীতি মহাহবিরকে দর্শন করিলেন। অতঃপর তাঁহারা বিহারে  
বিচরণ করিতে করিতে চক্ষুপাল হবিরের বাগস্থানের সমীপবর্তী হইয়া  
“তাঁহাকেও দেখিব” মনে করিয়া তদভিমুখী হইলেন। তখন সন্ধ্যা সমা-  
গতা; আকাশেও মহামেঘোদয় হইল। তাঁহারা ভাবিলেন— “এখন সন্ধ্যাও  
হইয়াছে, মেঘও উঠিয়াছে, বয়ং প্রাতে গিয়াই দেখা করিব” মনে করিয়া  
নিবৃত্ত হইলেন। এখন যামে বৃষ্টি হইয়া মধ্যম যামে ধামিহা গেল।

থেরো আরকবিরিয়ো আচিলচকমণো, তন্ম্যা পচ্ছিময়ামে চকমণং ওতরি। তদা পন নববুট্টায় ভূমিয়া বহু ইন্দগোপকা উট্টহিংসু। তে থেরে চকমন্তে য়েভুয়োন বিপজ্জিংসু। আবাসিকা ১ থেরজ চকমণট্টানং কালজ্জিবন সম্মজ্জিংসু। ইতরে ভিক্ষু “থেরজ বসনট্টানং পজ্জিআমা”তি আগত্তা চকমণে মতপাণকে দিস্বা “কো ইমন্নিং চকমতী”তি পুচ্ছিংসু।

“অমহাকং উপজ্জায়ো ভন্তে”তি।

৩০। তে উজ্জায়িংসু “পজ্জথ সমণস্স কস্মং, সচক্ষুকালে নিপ-  
জ্জিত্বা নিদায়ন্তো কিঞ্চি অকত্তা ইদানি চক্ষুবিকলকালে চকমা-  
তী”তি ঐন্তকে পাণে মারেসি; অথং করিআমী”তি অনথং করী”তি।

স্থবির আরক-বীর্ষা চক্ৰমণ-শীল ; তাই শেষ ষামে তিনি চক্ৰমণ স্থানে অবতীর্ণ হইলেন। তখন নবরষ্টিসিক্ত ভূমি হইতে বহু ইন্দ্রগোপ \* উদ্ভিষাছিল। স্থবিরের চক্ৰমণ সময়ে ইহাদের অধিক সংখ্যক মরিষাছিল। আবাসিকেরা স্থবিরের চক্ৰমণ-স্থান সকালে সম্মাঙ্গন করে নাই। অপর ভিক্ষুরা “স্থবিরের বাসস্থান দেখিব” বলিয়া তথায় আসিলেন এবং চক্ৰমণ স্থানে মৃতপ্রাণী সমূহ দেখিতে পাইয়া হিজ্ঞাসা করিলেন— “কে এখানে চক্ৰমণ করে?”

“ভন্তে, আমাদের উপাধ্যায়।”

৩০। ভিক্ষুরা অনুবোধের সুরে কহিলেন— “শ্রমণটির কস্ম দেখুন, যখন চক্ষুছিল তখন কিছুই না করিয়া পড়িয়া ঘুমাইয়াছিল; এখন চক্ষুহারা, হইয়া চক্ৰমণ করিতে বাইয়া এতগুলি প্রাণীর জীবন নাশ করিল। ভাল কাজ করিতে গিয়া মন্দ করিয়া বসিল।”

১। ম—অস্থেবাসিকা। \* রক্তবর্ণক্ষুদ্র কীট বিশেষ।

অথ তে গন্তা তথাগতস্স আরোচেসুং—“ভন্তে, চক্ষুপালথেরো  
‘চক্কমামীতি’ বহু পাণকে মারেসী”তি ।

“কিং পন সো ভুমেহি মারেন্তো দিট্টো”তি ?

“ন দিট্টো ভন্তে”তি ।

“য়থেব তুমেহ তং ন পজ্জথ, তথা সোপি তে পাণে ন  
পজ্জতি, খীণাসবানং মরণচেতনা নাম নথি ভিক্ষবে”তি ।

“ভন্তে, অরহত্তস্স উপনিম্নয়ে সতি কস্মা অক্কো জাতো”তি ?

“অন্তনা কতকস্মবসেন ভিক্ষবে”তি ।

“কিং পন ভন্তে, তেন কতং”তি ?

“তেনহি ভিক্ষবে, স্তুণাথ :—

৩১ । “অতীতে বারাণসিয়ং বারাণসীরাজে রজ্জং কারেন্তে  
একো বেজ্জা গামনিগমেসু চরিয়া বেজ্জকস্মং করোন্তো

অন্তঃপর তাঁহারা যাইয়া তথাগতকে জানাইলেন—“ভন্তে, চক্ষুপাল হ্রবির  
চক্কমণ করিতে বাইয়া বহু প্রাণীবধ করিয়াছে ।”

“তোমরা কি মারিতে তাঁহাকে দেখিয়াছ ?”

“দেখি নাই ভন্তে ।”

“যেমন তোমরা তাহাকে দেখ নাই, তেমন সেও সেই প্রাণী  
সমূহ দেখিতে পায় নাই । ক্ষীণাসবদের বধ-চেতনা নাই ভিক্ষুগণ ।”

“ভন্তে, অর্হত্তের হেতু থাকা দত্তেও তিনি অক্ক হইলেন কেন ?”

“ভিক্ষুগণ, নিজের কৃত কৰ্ম্ম বশেই”

“ভন্তে, তিনি কি করিয়াছিলেন ?”

“তাঃ হইলে ভিক্ষুগণ, শ্রবণ কর :—

৩২ । “অতীতকালে বারাণসীতে বারাণসী রাজা রাজত্ব করিতেন ।  
তখন জনৈক বৈথ গ্রাম-নিগমে বিচরণ করিয়া চিকিৎসা করিত ।

একং চক্ৰদুৰ্বলঃ ইথিং দিম্বা পুচ্ছি— “কিস্তে অক্ষাম্বকং”তি ?

“অক্ষীহি ন পদ্মামী”তি :

“ভেসজ্জং তে করোমী”তি ?

“করোহি সামী”তি ।

“কিস্মে দঙ্গসী”তি ?

“সচে মে ‘অক্ষীনি পাকতিকানি কাভুং সঙ্খিঅসি অহং  
তে সঙ্খিঃ পুত্তধীতাহি দাসী ভবিআমী”তি ।

৩২। সে “সাধু”তি ভেসজ্জং সংবিদহি, একভেসজ্জেনেব  
অক্ষীনি পাকতিকানি অহেসুং । সা চিন্তেসি—“অহং এতস্স  
পুত্তধীতাহি সঙ্খিঃ দাসী ভবিআমীতি পটিজ্জানিং, ন থো পন নং  
সণেহন সমুদাচরিস্সতি, বঞ্জেআমি নং”তি । সা বেজ্জনাগস্তা

এক সময় কোন দুৰ্ব্বলচক্ৰ জীলোককে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল— “তোমার  
অস্থখ হইয়াছে কি ?”

“আমি চক্ষে দেখিতে পাই না ।”

“তোমাকে ঔষধ দিব ?”

“দেন মহাশয় ।”

“কি দিবে আমাকে ?”

“যদি আমার চক্ৰ স্বাভাবিক করিতে পারেন, ছেলে-মেয়েদের শুদ্ধ  
আপনার দাসী হইব ।”

• ৩২। সে ‘ভাল’ বলিয়া ঔষধ দিল । একমাত্রা ঔষধেই চক্ৰ  
স্বাভাবিক হইল । সেই জীলোক চিন্তা করিল— “ছেলে-মেয়ে সহ  
এঁর দাসী হইব বলিয়াছিলাম, কিন্তু উনি আমার প্রতি সন্মান  
করিবেন না । তাঁহাকে বঞ্চনা করিব ।” বৈশ্ব আদিয়া তাহার নিকট



“কীদিসং ভদ্রে”তি পুঠা—

“পূৰ্বে মে অক্ষীনি থোকং কজিংসু, ইদানি পন  
অতিরেকতরং কজন্তী”তি আহ ।

৩৩ । বেজেছা—“অয়ং মং বকেহা কিঞ্চি অদাতুকামা, ন মে  
এতায় দিনভতিয়া অথো, ইদানেব নং অক্ষং করিআমী”তি  
চিন্তেহা গেহং গস্থা ভরিয়ায় তমথং আচিন্ধি, সা তুণ্হী অহোসি ।  
সো একং ভেসজ্জং যোজেহা তআ সন্তিকং গস্থা “ভদ্রে, ইমং  
ভেসজ্জং অজ্জাহী”তি অজ্জাপেসি, তআ হে অক্ষীনি দীপসিখা  
বিয় বিজ্জায়িংসু । সো বেজেছা চক্ষুপালো অহোসী”তি ।

“ভিক্খবে, তদা মম পুন্তেন কতকম্মং পচ্ছতো পচ্ছতো

জিজ্ঞাসা করিল— “এখন কেমন ভদ্রে ?”

প্রত্যুত্তরে কহিল— “পূৰ্বে আমার চক্ষু সামান্য বেদনা করিত, কিন্তু  
এখন অধিকতর বেদনা করিতেছে ।”

৩৩ । বৈষ্ণু চিন্তা করিল— “এই স্ত্রীলোকটি আমাকে বঞ্চনা করিয়া  
কিছুই না দিবার ইচ্ছা করিয়াছে । ইহার প্রবৃত্তি পারিশ্রমিকের আমার  
কোন প্রয়োজন নাই । এখনই ইহাকে অন্ধ করিব ।” সে গৃহে যাইয়া  
ভাৰ্য্যাকে সেই কথা কহিল । গৃহিণী নীরব রহিল । বৈষ্ণু এক প্রকার  
ঔষধ মিশ্রিত করিয়া সেই স্ত্রীলোকের নিকট যাইয়া কহিল— “ভদ্রে,  
এই ঔষধের অঙ্গন দাও ।” এই বলিয়া অঙ্গন দেওয়াইল । অঙ্গন দেও-  
য়াতে তাহার চই চক্ষু দীপ-শিখার আয় অলিয়া গেল । চক্ষুপালই সেই  
বৈষ্ণু ছিল ।

“হে ভিক্ষুগণ, আমার পুত্রের তখনকার কৃতকর্ম পশ্চাৎ পশ্চাৎ

অনুবন্ধি । পাপকণ্ঠ্যং হি নামেভং ধুরং বহতো বলিবদন্ত পদং  
চক্ৰং বিয় অনুগচ্ছতী”তি ।

৩৪ । ইদং বধুঃ কথেষ্টা অনুসন্ধিং যটেত্বা পতিট্টাপিত মন্তিকং  
সামনং রাজমুদ্রায় লঙ্ঘেস্তো বিয় ধর্মরাজা ইমং গাথমাহ :—

“মনোপূর্ব্বজমা ধর্ম্মা মনোমোটা মনোময়া,  
মনসা চে পছুটেঁন ভাসতি বা করোতি বা ;  
ভতো নং দুঃখমহেতি চক্ৰং ব বহতো পদং”তি । ১

৩৫ । তথ “মনো”তি— কামাবচরকুশলাদিভেদং সমস্ত

অনুগমন করিয়া আসিয়াছে । ধুরবাহী বলীবর্দের পাদ-চক্রের দ্বারা পাপ-  
কণ্ঠ্য অনুগমন করে ।”

৩৪ । ভগবান এই উপাখ্যান বলার পর পূর্ব্বাপর বৃত্তান্ত সংযোগ করিয়া  
শ্রীমোনামাক্তি শাসনের উপর রাজমুদ্রা চিহ্নিত করার দ্বারা ধর্ম্মরাজ এই  
গাথা কহিলেন :—

“মনস্পূর্ব্বজম ধর্ম্মচরং,

মনঃশ্রেষ্ঠ মনোময় ;

দোষযুক্ত মনে যদি কোন একজন,

যলে কোন কথা কিছু করে বা করম ;

শকটের চক্রে যথা ঘূষ পড়ে যায় ;

দুঃখ তার অবিরাম পাছে পাছে যায় ।” ১

৩৫ । তথায় “মনঃ” বলিলে—কামাবচর কুশলাদি ভেদে সমস্ত

চতুভূমিক চিত্তং ; ইমস্মিং পন পদে তদা তন্ম বেজ্জন্ম উপ্পন্নচিত্ত বসেন  
নিয়মিয়মানং ববথাপিয়মানং পরিচ্ছিন্নিয়মানং দোমনন্ম সহগতং  
পটিবসম্পযুক্তচিত্তমেব লভতি ।

“পূর্ব্বজন্ম”তি-- তেন পঠমগামিনা হুয়া সমন্নাগতা ।

“ধ্মা”তি— গুণ, দেসনা, পরিয়ত্তি, নিজন্ত বসেন চত্তারো  
ধ্মা নাম । তেসু :-

“নহি ধ্মো অধ্মো চ উভো সমবিপাকিনো,  
অধ্মো নিরয়ং নেতি ধ্মো পাপেতি সুগতিং”তি ।

অয়ং গুণধ্মো নাম ।

“ধ্মং বো ভিক্ষবে, দেসিআমি আদিকল্যাণং”তি— অয়ং  
দেসনাধ্মো নাম ।

চাতুর্ভৌমিক চিত্ত \* বুঝায় । কিন্তু এই পদে তখন সেই বৈষ্ণব উৎপন্ন চিত্তভেদে  
নিয়ম্যমান, ব্যবস্থাপ্যমান ও পরিচ্ছিন্নমান দৌর্দ্বন্দ্ব-সহগত প্রতিব-সম্প্রযুক্ত  
চিত্তই লক্ষিত হইতেছে ।

“পূর্ব্বজন্ম”— প্রথমগামী হইয়া সমাগত, অগ্রগী, পূর্ব্বগামী ।

“ধ্মচয়”— গুণ, দেশনা, পরিয়ত্তি (পর্য্যাপ্তি) ও নিঃসর ভেদে  
ধ্ম চতুর্বিধ । তাহাদের মধ্যে :-

“ধ্মাধর্ম্ম উভয়ের সমান বিপাক নয়,

অধর্ম্ম নিরয়ে নেয়, ধরমে সুগতি হয় ।”

এই গাথায় ধর্ম্মশব্দ গুণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ।

“হে ভিক্ষুগণ, তোমাদিগকে আদি কল্যাণ-ধর্ম্ম দেশনা করিব”  
ইত্যাদি— এইবাক্যে ধর্ম্মশব্দে দেশনা-ধর্ম্ম বুঝাইতেছে ।

“ইধ পন ভিক্ষবে, একচে কুলপুতা ধম্মং পরিয়াপুগন্তি  
সুত্তং গেয়্যং”তি— অয়ং পরিয়ত্তিধম্মো নাম ।

“তস্মিং ষো পন সময়ে ধম্মা হোন্তি খন্ধা হোন্তী”তি— অয়ং  
নিজ্জীবধম্মো নাম । নিজ্জীবধম্মোতিপি এসো এব । তেসু ইমস্মিং ঠানে  
নিজ্জীবনিজ্জীবধম্মো অধিপ্পেতো । সো অথতো তয়ো অরুপিনো খন্ধা—  
“বেদনাখন্ধো, সংজ্ঞাখন্ধো, সংস্কারখন্ধো”তি । এতেহি মনো পূর্বঙ্গমো  
এতেসন্তি “মনোপূর্বঙ্গমা”নাম । কথং পনেতেহি সন্ধিং একবথুকো  
একারম্মণো অপূর্বং অচরিতং একস্বর্ণে উল্লজ্জমানো মনোপূর্বঙ্গমো  
নাম হোতী’তি ? উল্লাদপচ্চয়ট্টেঠন; যথা হি বহুসু একতো  
গ্রামঘাতাদিকম্মানি করোন্তেসু “কো এতেসং পূর্বঙ্গমো ?”তি বুত্তে,

“হে ভিক্ষুগণ, এই শাসনে কোন কোন কুলপুত্র যত্র-গেয়্যাদি  
ধর্ম শিক্ষা করে ,”— এইবাক্যে ধর্ম শব্দ পর্যায়াপ্তি অর্থে ব্যবহৃত হই-  
য়াছে ।

“সেই সময়ে ধর্ম হয়, স্কন্ধ হয়” ইত্যাদি । এই বাক্যে ধর্ম শব্দ  
নিঃসঙ্ক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । ইহাকে নিজ্জীবধর্মও বলা হয় ।  
তন্মধ্যে এইস্থানে নিঃসঙ্ক-নিজ্জীব ধর্মই অভিপ্রেত । তাহা অর্থ ভেদে  
“বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার এই তিন অরূপ স্কন্ধকে বুঝাইতেছে ।

মনঃ ইহাদের মধ্যে পূর্বঙ্গম বলিয়া “মনস্পূর্বঙ্গম” বলা হইয়াছে । মনঃ ধর্ম  
সমূহের বা বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কারের সমান বস্তু ও সমানালম্বন হইয়া এবং  
অপূর্বঙ্গের ভাবে একরূপে ইহাদিগের সহিত উৎপন্ন হইয়া কিরূপে ইহাদের পূর্ব-  
ঙ্গম হয় ? উৎপাদন ‘প্রত্যয়’ (কারণ), অর্থে যেমন একত্রে বহুলোক গ্রামঘাতাদি  
তদধর্ম করিলে “কে ইহাদের পূর্বঙ্গামী ?” এইরূপ যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে,

যো তেসং পচ্চয়ো হোতি যঃ নিদ্রায় তে তং কন্মং করোন্তি সো  
 দন্তো বা মন্তো বা তেসং পুৰ্ব্বঙ্গমো'তি বুচ্ছতি । এবং সম্পদমিদ্ং  
 বেদিতবং । ইতি উল্লাদপচ্চয়ট্টেন মনো পুৰ্ব্বঙ্গমো এতেসন্তি = মনো-  
 পুৰ্ব্বঙ্গমা ; নহি তে মনে অনুপ্লজ্জন্তে উপ্লজ্জিতুং সকোন্তি, মনো  
 পন একচ্ছেন্ন চেতসিকেন্ন অনুপ্লজ্জন্তেন্নপি উপ্লজ্জতিয়েব ।  
 অধিপতিবসেন পন মনো সেট্টো এতেসন্তি = মনোসেট্টো ।  
 যথা হি চোরাদীনং চোরজ্জট্টকাদয়ো অধিপতিনো সেট্টো, তথা  
 তেসম্পি মনো'তি মনোসেট্টো । যথা পন দারুআদীহি নিপ্পন্নানি  
 তানি তানি ভণ্ডানি দারুময়াদীনি নাম হোন্তি, তথা এতেপি  
 মনতো নিপ্পন্নন্তা মনোময়া নাম ।

৩৬ । “পট্টট্টেনা”তি— আগন্তুকেহি অভিজ্ঞাদীহি দোসেহি

ভাবে বাহ্যকে আশ্রয় করিয়া তাহার সেই কার্য্য করে, যে  
 তাহাদের কার্য্যের প্রত্যয়, বা কারণ হয়, সে (বা তাহার নাম) দন্তই  
 হউক আর মন্তই হউক, তাহাকে তাহাদের পূৰ্ব্বগামী বলিয়া উক্ত হয় ।  
 তদ্রূপ ইহাও জ্ঞাতব্য । উৎপাদন প্রত্যয় অর্থে মনঃ পূৰ্ব্বঙ্গম ইহাদের,  
 মনঃপূৰ্ব্বঙ্গম । মন উৎপন্ন না হইলে তাহার উৎপন্ন হইতে পারে না । মন  
 কিন্তু কোন কোন চৈতনিক বা চিত্তবৃত্তি উৎপন্ন না হইলেও উৎপন্ন হয় ।  
 অধিপতিরূপে মনঃ শ্রেষ্ঠ ইহাদের ( ধর্ম্মসমূহের ), মনঃশ্রেষ্ঠ । যেমন চোর  
 প্রভৃতির মধ্যে প্রধান চোরগণ, দলের শ্রেষ্ঠ ; সেইরূপ ধর্ম্ম সমূহের মধ্যে  
 মনঃশ্রেষ্ঠ । যেমন কাষ্ঠাদি হইতে নিস্পন্ন ভাণ্ডসমূহ কাঠময়াদি বলিয়া  
 কথিত হয়, সেইরূপ ইহারাও মন হইতে নিস্পন্ন বলিয়া মনোময় বলিয়া  
 কথিত হয় ।

৩৭ । “প্রট্টট্টেনা”—আগন্তুক বা বহিরাগত অভিযাদি (লোভাদি) দোষের

পদুঠেঁন, পকতিমনো হি ভবঙ্গচিত্তং, তং অল্পদুট্টং, যথা হি পসন্নং উদকং আগম্বকেহি - নীলাদীহি উপক্লিষ্টং নীলোদকাদিতেদং হোতি, নচ নবং উদকং, নাপি পুরিমং পসন্ন উদকমেব; তথা চিত্তম্পি আগম্বকেহি অভিষ্কাদীহি দোসেহি পদুট্টং হোতি, নচ নবং চিত্তং নাপি পুরিমং ভবঙ্গচিত্তমেব। তেনাহ ভগবা—“পভঅরম্মিদং ভিক্ষবে, চিত্তং, তঞ্চ খো আগম্বকেহি উপক্লিসেসেহি উপক্লি-  
লিট্টং”তি। এবং “মনসা চে পদুঠেঁন ভাসতি বা করোতি বা,”  
সো ভাসমানো চতুর্বিধং বাচিহুচ্চারিতমেব ভাসতি, করোন্তো  
ত্ৰিবিধং কায়হুচ্চারিতমেব করোতি; অভাসন্তো অকরোন্তো তায়  
অভিষ্কাদীহি পদুট্টমানসতায় ত্ৰিবিধং মনোহুচ্চারিতং পুরেতি। এব-  
মস্ম দস অকুশল কস্মপথা পারিপূরিং গচ্ছন্তি।

দ্বারা চিত্তিত মন। প্রকৃতি মনঃ ভবঙ্গচিত্ত। তাহা—অপ্রতষ্ট মন  
নির্মল জল বহিরাগত নীলাদি রঙের দ্বারা উপক্লিষ্ট হইয়া নীলজল,  
পীতজল নামে অভিহিত হয়, কিম্ব ইহা নূতন জলও হয় না, পূর্বের  
নির্মল জলও থাকে না; তদ্রূপ চিত্তও অভিধ্যা প্রভৃতি আগম্বক দোষের  
দ্বারা প্রতষ্ট হয়। কিম্ব তাহাতে নূতন চিত্তও হয় না, পূর্বের ভবঙ্গ চিত্তও  
থাকে না। সেই কল্প ভগবান বলিয়াছেন—“তৈ ভিক্ষবঃ, এই চিত্ত প্রভা-  
সর, তাহা আগম্বক উপক্লেষের দ্বারা উপক্লিষ্ট হয়।” এইরূপ ‘প্রতষ্ট মনে  
যদি করে’ কিম্ব ‘ভাবে’ কথা বলিলে চতুর্বিধ মন বাক্যই (মিথ্যা, পরব-  
বাক্য, পিণ্ডন-বাক্য ও সম্প্রলাপ) বলে; কার্য্য করিবার সময় ত্ৰিবিধ  
কারিক পাপি প্রাণী হত্যা করা বা আঘাত দেওয়া, অদত্ত গ্রহণ ও অবৈধ  
কামাচরণ) করে; কিম্ব না বলিলে ও না করিলে অভিধ্যা, ব্যাপাদ ও  
মিথ্যাদৃষ্টির দ্বারা প্রতষ্ট মানস হেতু ঊক্ত ত্ৰিবিধ মনোহুচ্চারিত করে।  
এইরূপে তাহার দশ অকুশল “কস্মপথ” পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

৩৭ । “ততো নং দুস্কমস্বেতী”তি— ততো ত্রিবিধ দুচ্চরিততো তং  
 পুগলং দুস্কমস্বেতি । দুচ্চরিতানুভাবেন চতুস্ত্ব অপায়েস্ত্ব মনুস্বেস্ত্ব  
 বা তমভাবেং গচ্ছন্তুং কায়বৎখুকম্পি ইতরস্পীতি ইমিনা পরিয়া-  
 যেন কায়িকং চেতসিকং বিপাকদুস্কমং অনুগচ্ছতি । যথা কিং ?  
 “চক্রং ব বহতো পদং”তি ধুরে যুক্তস্ত ধুরং বহতো বলিবদস্ত  
 পদং চক্রং বিয় । যথা হি সো একম্পি দিবসং য়েপি পঞ্চপি  
 দসপি অক্কমাসম্পি মাসম্পি বহন্তো চক্রং নিবত্তেতুং জহিতুং ন  
 সকোতি, অথখবস্ত পুরতো অভিক্কমস্তস্ত যুগং গীবাং বাধতি,  
 পচ্ছতো পটিক্কমস্তস্ত চক্রং উরুমংসং পটিহন্তি, ইমেহি দ্বীহাকারেহি  
 বাধন্তুং চক্রং তস্ত পদানুপদিকং হোতি, তথৈব মনসা  
 পদুত্তেঠেন তীণি দুচ্চরিতানি পুরেহা ঠিতং পুগলং নিরয়াদিস্ত

৩৭ । “দুঃখ তা’র পাছে আসে”— সেই ত্রিবিধ দুঃচরিত হইতে  
 উৎপন্ন দুঃখ সেই ব্যক্তির অনুগমন করে । দুঃচরিত প্রভাবে চারি অপায়  
 বা মনুষ্য-লোকে তমঃভাব প্রাপ্ত হইয়া পর্যায়ক্রমে কায়িক-চেতসিক  
 বিপাক-দুঃখ অনুগমন করে । যেমন তাহা কিরূপ—“বাহীপদে চক্র যথা”  
 ধুরে যুক্ত ধুর বহনকারী বলীবর্দের পদ-চক্রের ত্যায় । ধুরবাহী বলী-  
 বর্দ একদিন, দুইদিন, পাঁচদিন, দশদিন, অর্দ্ধমাস এমন কি “একমাস  
 ধুর বহন করিলেও যেমন চক্রকে নিবৃত্ত অথবা ত্যাগ করিতে সক্ষম হয়  
 না, পঞ্চান্তরে সমুখ দিকে অতিক্রম করিতে গেলে যুগেতে গ্রীবা বাধে,  
 পশ্চাতে অতিক্রম করিতে গেলে চক্র তাহার উরুমাংস প্রাতিহত করে ;  
 এই ভাবে ত্রিবিধ প্রকারে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া চক্র তাহার পদানুপদিক হয় ।  
 তদ্রূপ প্রভৃষ্ট মনের দ্বারা ত্রিবিধ দুঃচরিত পূর্ণকারী ব্যক্তি নিরয়াদি স্থানের

তথ তথ গতর্ঠানে দুচ্চরিতমূলকং কায়িকম্পি চেতসিকম্পি দুঃখং  
অনুৰুদ্ধতী'তি ।

গাথাপরিয়োসানে তিংসসহজা ভিক্ষু সহপটিসস্তিদাহি  
অরহন্তং পাপুনিংসু । সম্পত্তপরিসায়'পি দেসনা সাথিকা সফলা  
অহোসী'তি ।




---

যে খানে যে খানে যায় সেই সেই খানে দুচ্চরিত মূলক কায়িক চৈত-  
সিক দুঃখ পশ্চাৎ অনুসরণ করে ।

গাথা পর্যাবসানে ত্রিশ হাজার ভিক্ষু প্রতিসস্তিদা সহিত অর্হন্ত  
প্রাপ্ত হইলেন । পরিষদে উপস্থিত অত্যাচারদেরও এই ধর্মদেশনা সার্থক ও  
ফলবতী হইয়াছিল ।





## মটুকুগুলী বথ ১ ২

“মনোপুৰুষমা”তি দুতিয়গাথাপি সাবথিয়ং য়েব মটুকুগুলিঃ  
আরবু ভাসিতা ।

১ । সাবথিয়ং কির অদিমপুৰুষকো নাম ব্রাহ্মণো । অহোসি  
তেন কঙ্গিচি কিঞ্চি ন দিমপুৰুষং, তেন তং অদিমপুৰুষকোয়েব  
সঞ্জানিংসু । তৎসেকপুত্ৰকো অহোসি পিয়ো মনাপো । অথস্ম  
পিলক্ষনং কারেভুকামো “সটে সুবল্লকারআচিচ্ছিআমি বেতনং

---

## মটুকুগুলীর উপাখ্যান

“মনোপুৰুষমা”, এই দ্বিতীয় গাথাও মটুকুগুলীর কথা প্রসঙ্গে শ্রাবস্তীতে  
কথিত হইয়াছিল ।

১ । শ্রাবস্তীতে “অদিমপুৰুষক” (অদমপুৰুষ) নামে এক ব্রাহ্মণ  
ছিলেন । তিনি পূৰ্বে কাহাকেও কিছু দেন নাই, তাই তিনি অদিম  
পুৰুষক নামে বিদিত হইয়াছিলেন । তাঁহার এক পুত্র হইয়াছিল । ডেনেটি  
নেশ প্রিয়দর্শন ও মনোজ্ঞ । ব্রাহ্মণের ইচ্ছা হইল পুত্রের জ্ঞান অলঙ্কার  
ভেদ্যার করেন । কিন্তু ভাবিলেন—“অর্থকারকে প্রস্তুত করিতে বলিলে মজ্জরী

দাতব্যং ভবিষ্যতী”তি সয়মেব স্তব্ধং কোট্টেহা মট্টানি কুণ্ডলানি  
কহা অদাসি, তেনঅ পুত্তো মট্টকুণ্ডলীত্বেব পঞ্জাৱিণ। তস্স  
সোলসবঙ্গকালে পণ্ডুরোগো উদপাদি। মাতা পুত্তং ওলোকেহা  
“ব্রাহ্মণ, পুত্তস্স তে রোগো উপ্পন্নো তিকিচ্ছাপেহি নং”তি আহ।  
“ভোতি, সচে বেজ্জং আনেআমি ভত্তবেতনং দাতব্যং ভবিষ্যতি,  
কিং স্বং মম ধনচ্ছেদং ন ওলোকেঅসী”তি।

“অথ কিং করিআসি ব্রাহ্মণা”তি ?

“য়থা মে ধনচ্ছেদো ন হোতি তথা করিআমী”তি।

২। সো বেজ্জানং সন্তিকং গত্তা—“অস্করোগস্স নাম ভুমেহ  
কিং ভেসজ্জং করোথা”তি পুচ্ছতি। অথঅ তে যং বা তং বা  
রুস্সতচাদিং আচিচ্ছন্তি। সো তং আহরিহা পুত্তস্স ভেসজ্জং

দিতে হইবে” তাই নিজেই গোণা পিটিয়া মটুকুণ্ডল প্রস্তুত করিয়া  
দিলেন। এই মটুকুণ্ডল পর্যাতেই ব্রাহ্মণ-পুত্র মটুকুণ্ডল নামে পরিচিত  
হইল। তাহার বয়স যখন বছর বোল, তাহাকে পাণ্ডুরোগে ধরিল।  
মা ছেলের অবস্থা দেখিয়া ব্রাহ্মণকে কহিলেন—“ওগো ব্রাহ্মণ, তোমার  
ছেলের যে রোগ হইয়াছে, চিকিৎসা করাও।”

“ওগো, কবিরাজ আনিলে ত দর্শনী দিতে হইবে! তুমি কি  
আমার ধন-নাশ করিতে চাও! তাহা হইলে না।”

“তবে কি করিলে ব্রাহ্মণ?”

“বাহাতে টাকা খরচ করিতে না হয়, তাহাই করিবা।”

২। অতঃপর তিনি বৈদ্যের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—  
“হ্যাঁ কবিরাজ মহাশয়, পাণ্ডুরোগে আপনারা কি ঔষধ দেন?” বৈদ্যেরা  
তাহাকে বাহা-তাহা গাজের ছাল বলিয়া দিতেন। তিনি তাহা আহরণ

করোতি। তং করোন্তুঃশ্বেবজ রোগো বলবা অহোসি, অতেকিচ্ছ ভাবং উপাগমি, ব্রাহ্মণো তন্ন দুর্বলভাবং ঐহা একং বেজ্জং পক্কোসি। সো তং ওলোকেহা “অমহাকং একং কিচ্ছং অথি অপ্রং বেজ্জং পক্কোসিত্বা তিকিচ্ছাপেহী”তি তং পচ্চক্ষায় নিব্বমি। ব্রাহ্মণো তন্ন মরণসময়ং ঐহা “ইমম্ম দম্মনথায় আগতাগতা অন্তোগেহে সাপতেয়্যং পম্মিঅন্তি, বহি নং করিম্মামী”তি পুত্তং নীহরিত্বা বহি আলিন্দে নিপজ্জাপেসি।

৩। তং দিবসং ভগবা বলবপচ্চুসসময়ে মহাকরুণাসমাপত্তিতো বুট্টায় পুৰ্ব্ববুদ্ধেহু কতাধিকারানং উত্তমকুসলমুলানং বেনেয়্য

করিয়া ছেলেকে সেবন করাইতে লাগিলেন। ইহার কলে রোগ অধিক হইল। চিকিৎসা না করার মতনই দাঁড়াইল। ব্রাহ্মণ পুত্রকে দুর্বল দেখিয়া একজন বৈদ্য ডাকিয়া আনিলেন। বৈদ্য রোগী দেখিয়া কহিলেন—“আমার এক জরুরি কাজ আছে, আপনি আর একজন বৈদ্য ডাকিয়া চিকিৎসা করান।” এই বলিয়া বৈদ্য রোগী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ পুত্র আর কাঁচবে না বুঝিয়া ভাবিলেন—“ইহাকে দেখিবার জ্ঞান লোকজন আসিয়া আমার বাড়ীর ভিতরের ধন-সম্পত্তি সব দেখিয়া ফেলিবে, ইহাকে বাহির করিয়া রাখিব,” এই বলিয়া ব্রাহ্মণ পুত্রকে বাহির করিয়া বারান্দায় শোয়াইয়া রাখিলেন।

৩। সেই দিন অতি প্রত্যুষে ভগবান ‘মহাকরুণা সমাপত্তি’ ধ্যান হইতে উঠিয়া দশ সহস্র চক্রবালের মধ্যে জ্ঞান-ভাল বিস্তার করিলেন। বাহারা পূর্ববুদ্ধগণের নিকট উন্নত জীবনের জ্ঞান কৃত সকল হইয়া আসিয়াছেন,

বদ্ধবানং দম্বনথং বুদ্ধচক্ষুনা লোকং ওলোকেন্তো দসসহসি  
চক্বালে এণগজালং পথরি ।

মটুকুণ্ডলী বহি আলিন্দে নিপন্নাকারেনেব তস্স অন্তো  
পপ্রণায়ি ।

৪ । সখা তং দিম্বা তস্স অন্তোগেহা নীহরিত্বা তথ নিপজ্জা-  
পিতভাবং এত্বা “অথি নুখো ময়হং এথ গতপচ্চয়েন অথো”তি  
উপধারেন্তো ইদং অদস :—

“অয়ং মাগবো ময়ি মনং পসাদেহা কালং কহা তাবতিংস  
দেবলোকে তিংসয়োজ্ঞনিকে কনকবিমানে নিব্বত্তিঅতি, অচ্ছরা-  
সহস্সমস্স পরিবারো ভবিঅতি, ব্রাহ্মণোপি নং ঝাপেহা বোদন্তো  
আলাহণে বিচরিঅতি । দেবপুত্তো তিগাবুতল্পমাণং সট্ঠিসকট

বাহাদের অকুশল কর্ণের মূল ছিন্ন হইয়াছে, সেক্ষপ বিমুক্ত করিবার  
উপযুক্ত প্রাণিগগকে বুদ্ধচক্ষুর দ্বারা অবলোকন করিতে লাগিলেন ।

মটুকুণ্ডলীকে বহিরালিন্দে শায়িত অবস্থাতেই জ্ঞান-জালের মধ্যে  
দেখা গেল ।

৪ । শাস্তা তাহাকে দেখিয়া, তাহাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া  
সেইখানে শায়িত রাখা হইয়াছে জানিয়া তাঁহার গমনে এই ব্যক্তির  
কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে কিনা অবধারণ করিতে করিতে ইহা দেখিলেন—

“এই ব্রাহ্মণ-পুত্র আমার প্রতি মন প্রদন্ন করিয়া দেহান্তে ‘তাবতিংস’  
দেবলোকে ত্রিণয়োজন প্রমাণ এক কনকবিমানে উৎপন্ন হইবে,  
সহস্স অঙ্গুরায় পরিবৃত্ত হইবে । ব্রাহ্মণ তাহাকে দাহ করিয়া ক্রন্দন  
করিতে করিতে আশানে বিচরণ করিবে । দেবপুত্র সহস্স অঙ্গুরা-  
পরিবৃত্ত, ষষ্টি-শকট-ভার অলঙ্কার প্রতিমণ্ডিত নিজের ত্রিগব্যুতি প্রমাণ

ভারস্রাব্ধারপতিমণ্ডিতং অচ্ছরাসহস্রপরিবারং অন্তর্ভাবং ওলোকেষ্য  
 “কেন মুখো কন্মেন ময়া অয়ং সিরিসম্পত্তি লক্ষ্য”তি ওলোকেষ্যে  
 ময়ি চিত্তপ্রসাদেন লক্ষ্যভাবং প্রোহা “মনচ্ছেদ ভয়েন মম ভেসজ্জং  
 অকরা ইদানি আলাহণং গন্তা রোদতি বিপ্লকারপ্লভং নং  
 কুরিআমী”তি পিতরি অক্সন্তিয়া মটুকুণ্ডলীবগ্নেনাগন্তা আলাহণ-  
 আবিদুরে নিপজ্জিতা রোদিঅতি। অথ নং ব্রাহ্মণো “কোসি  
 হং ?”তি পুচ্চিঅতি।

“অহং তে পুত্তো মটুকুণ্ডলী”তি।

“কুহিং নিব্বভোসী”তি ?

“ভাবতিংস ভবনে”তি।

“কিং কস্মং কহা”তি ? বুও ময়ি চিত্তপ্রসাদেন নিব্বভ ভাবং

শরীর দেখিয়া “কেন্ কস্মের কলে আমার এই শ্রীসম্পত্তি লাভ হইল”  
 তাহা ভাবিতে ভাবিতে জানিতে পারিবে, আমার প্রতি চিত্ত প্রসাদ  
 হেতু ইহা লাভ হইয়াছে; আরও দেখিতে পাইবে যে—তাহার পিতা মন-  
 হানির ভয়ে তাহার চিকিৎসা না করাইয়া এখন শ্মশানে বাইয়া রোদন  
 করিতেছে, “ইহাকে বিকার প্রাপ্ত করাইব বা অস্ত্রাঘের প্রতিশোধ দিব।”  
 পিতার দুঃখ সহ করিতে না পারিয়া মটুকুণ্ডলীর রূপে আসিয়া শ্মশানের  
 অনতিদূরে গুইয়া রোদন করিবে। তারপর ব্রাহ্মণ তাকে জিজ্ঞাসা  
 করিবে—“কে তুমি ?”

“আমি আপনার পুত্র মটুকুণ্ডলী।”

“কোথায় জন্ম নিয়াছ ?”

“ভাবতিংস দেবলোকে।”

“কি কস্মের কলে ?” এইরূপ উক্ত হইলে সে বলিবে আমার প্রতি

আচিহ্নিঅতি । ব্রাহ্মণো “তুমহেস্থ চিত্তং পসাদেহা সঙ্গো  
নিবৰ্ত্তা নাম অখী”তি মং পুচ্ছিঅতি । অথচাহং এতকানি  
সতানি বা সহস্রানি বা সত্তসহস্রানি বাতি ন সন্ধা গণনার  
পরিচ্ছিন্দিভুস্তি বহু ধম্মপদে গাথা ভাসিঅামি । গাথা পরি-  
য়োসানে চতুরাসীতিয়া পাণসহস্রানং ধম্মাতিসময়ো ভবিঅতি ।  
মটুকুণ্ডলী সোতাপন্নো ভবিঅতি, তথা অদিগ্নপুস্ককো ব্রাহ্মণো ।  
ইতি ইমং কুলপুস্তং নিজায় ধম্ময়াগো মহা ভবিঅতী”তি এহা  
পুন দ্বিবেসে কতসরীর পটিজঙ্গনো মহাভিক্কু-সজ্জ পরিবুভো  
সাবথিং পিণ্ডায় পবিসিহা অনুপুস্কেন ব্রাহ্মণস্ গেহঘারং গতো ।

৫ । উন্মিঃ ঋণে মটুকুণ্ডলী অস্তো গেহাভিমুখো নিপন্নো  
হোতি, সখা অন্তনো অপজ্ঞনভাবং এহা একং রন্মিঃ বিজজেসি ।

চিত্তপ্রসাদ হেতু তথার উৎপন্ন হইয়াছে । ব্রাহ্মণ আসিয়া আমাদের জিজ্ঞাসা  
করিবে—“আপনার প্রতি প্রশ্ন-চিত্ত হইলেই স্বর্গে যাওয়া যায় কি ?”  
প্রত্যুত্তরে আমি বলিব—হে ব্রাহ্মণ, এত শত বা এত সহস্র বা এত শত-  
সহস্র এমন তাহা গণনার দ্বারা নির্দিষ্ট করা যায় না; এই বলিয়া ধম্ম-  
পদের গাথা বলিব । গাথা শেষ হইলে চুরাশী হাজার প্রাণীর ধম্মাববোধ  
হইবে । মটুকুণ্ডলী সোতাপন্ন হইবে এবং ‘অদিগ্নপুস্কক’ ব্রাহ্মণও সেইরূপ  
হইবে । এইরূপে এই কুলপুস্ত্রের দ্বারা মহাধম্মাত্মবোধ হইবে ।” ইহা  
জানিয়া শাস্তা পরদিবস শরীর কৃত্য সমাপন পূর্বক মহাভিক্কুসজ্জ পরিবৃত্ত  
হইয়া শ্রাবস্তী নগরে ভিকার দ্বারা প্রবেশ করিলেন এবং অল্পক্ৰমে ব্রাহ্মণের  
গৃহঘারে উপস্থিত হইলেন ।

৫ । তখন মটুকুণ্ডলী গৃহাভিমুখী হইয়া শায়িত ছিল । শাস্তা নিজের  
অদর্শনভাব জ্ঞাত হইয়া আপন শরীর হইতে একবিন্দু রন্মিপাত করিলেন ।

মাগবো “কিং ওভাসো নামেসো”তি পরিবত্তিত্বা নিপম্মো’ব  
 সথারং দিস্বা “অঙ্কবালপিতরং মিচ্ছায় এবরুপং বুদ্ধং উপসংকমিত্বা  
 কায়বেয়্যাবতিকাং বা কাতুং দানং বা দাতুং ধম্মং বা সোতুং  
 নালথং, ইদানি মে হত্থাপি অবিধেয়্যা, অপ্রং কন্তকং নথী”তি  
 মনমেব পসাদেসি । সত্থা “অলং এত্তকেন ইমচ্ছা”তি পক্কামি ।  
 সো তথাগতে চক্ষুপথং বিজহন্তে বিজহন্তেয়েব পসন্নমনো কালঃ  
 কত্তা স্তত্তগ্নবুদ্ধো বিয় দেবলোকে তিঃসয়োজনিকে কনকবিমানে  
 নিববত্তি ।

৬ । ব্রাহ্মণোপি’অ সন্নীরং ঝাপেত্তা আলাহণে রোদধ-  
 পরায়ণো অহোসি । দেবসিকং আলাহণং গত্তা রোদতি “কহং  
 একপুত্তকা”তি । দেবপুত্তোপি অন্তনো সম্পত্তিং ওলোকেত্তা

ব্রাহ্মণ-যুবক “ইহা কিসের আভা” মনে করিয়া শায়িতাবস্থায় পাশ ফিরিয়া  
 শান্তাকে অদূরে দেখিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল—“অবোধ পিতার ভ্রাতৃ  
 এইরূপ বুদ্ধের নিকট যাইয়া তাঁহার সেবা করিতে পারিলাম না, তাঁহাকে  
 কিছু দান করিতে বা তাঁহার মুখে ধর্মশ্রবণ করিতে পাইলাম না ।  
 এখন আমার হস্তও অবশ, অন্ন আর কিছু করিবার উপায়ও নাই ;”  
 এই ভাবিয়া বুদ্ধের প্রতি প্রেমের চিত্ত হইয়া রহিল । শান্তা “ইতাই  
 উহার পক্ষে বথেষ্ট” মনে করিয়া প্রশ্রয় করিলেন । তথাগত তাহার  
 চক্ষুপথের বহির্ভূত হইতে হইতেই প্রসন্নমনে তাহার মৃত্যু হইল । মৃত্যুর  
 পর সে স্তম্ভপ্রবুদ্ধের জায় দেবলোকে ত্রিংশৎ বোজন প্রশ্রয় এক কণক  
 বিমানে গিয়া উৎপন্ন হইল ।

৬ । ব্রাহ্মণ তাহার শরীর দাহ করিয়া অশ্রানে গিয়া রোদন পরায়ণ হইলেন ।  
 প্রত্যহ অশ্রানে গিয়া এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন যে—“হায়, আমার  
 একটি পুত্র কোথায় গেল ?” দেবপুত্রও নিজের শ্রীসৌভাগ্য দেখিয়া

“কেন মুখো কশ্মেন লঙ্কা”তি উপধারেন্তো সখরি মনোপসা-  
 দেনা”তি এত্বা “অয়ং ব্রাহ্মণো মম অফাস্ককালে ভেসজ্জং  
 অকারেত্বা ইদানি আলাহণং গত্ত্বা রোদতি ; বিপ্লকারপ্পভমেতং  
 কাভুং বট্টতী”তি মটকুগুলী বগ্নেনাগত্ত্বা আলাহণাবিদূরে বাহা  
 পগ্গয়হ রোদন্তো অট্টাসি। ব্রাহ্মণো তং দিষ্ট্বা “অহং তাব  
 পুত্তসোকেন রোদামি, এস কিমথং রোদতি পুচ্ছিআমি নং”তি  
 পুচ্ছন্তো ইমং গাথমাহ :—

- “অলঙ্কতো মটকুগুলী মালভারী হরিচন্দমুদ্রদো,  
 বাহা পগ্গয়হ কন্দসি বনমজ্জে কিং দুচ্ছিত্তো তুবং”তি ?

“কি কশ্মের ফলে ইহা লাভ হইয়াছে” তাহা অবধারণ করিতে করিতে  
 কানিতে পারিলেন যে—শাস্তার প্রতি চিন্তা প্রসন্ন করিবার কলেই তাহার  
 এই লাভ। তিনি ব্রাহ্মণের অবস্থা দেখিয়া ভাবিলেন—“এই ব্রাহ্মণ আমার  
 অমুখের সময় চিকিৎসা না করাইয়া এখন ঋশানে গিয়া কাঁদিতেছেন,  
 এখন তাহার মনোভাবের বিপর্যয় ঘটান উচিত হইবে।” এই মনে  
 করিয়া তিনি মটকুগুলীর রূপ ধারণ পূর্বক ঋশানের অদূরে বাহতে চক্ক  
 আবৃত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ব্রাহ্মণ তাহাকে  
 দেখিয়া ভাবিলেন—“আমি পুত্র-শোকে কাঁদিতেছি, এ কি জন্তু কাঁদিতেছে,  
 তাহাকে জিজ্ঞাসা করিব।” তিনি তাহাকে এই গাথা বলিয়া জিজ্ঞাসা  
 করিলেন :—

“মটকুগুল ভূষিত অবয়ব

হে কুম্ভমালী চন্দল-লিপ্ত,

যুগল বাহতে আবরি’ আনন

কাঁদ কি হুঃখে কাননে ক্ষিপ্ত ?”



সো আই:—

“লোবধময়ো পভজরো উয়মো রথপজরো মম,  
তজ চকয়ুগং নবিন্দামি তেন দুস্বেন জহিঙ্গং জীবিতং”তি ।

অথ নং ব্রাহ্মণো আই:—

“লোবধময়ং মণিময়ং লোহময়ং অথ কুপিয়ানয়ং,  
আচিক্ষ মে তদ মাণব চকয়ুগং পটিলাতয়ামি তে”তি ।

৭ । তং সূত্ৰা মাণবো “অয়ং পুত্ৰজ ভেষজ্জং অকহা পুত্ৰপতি-  
রূপকং মং দিশ্য রোদন্তো, ‘সুবধাদিময়ং রথচকং করোমী’তি বদতি ;

তিনি বলিলেন:—

“সোণালি ভাস্বর            রণের পত্নর  
হইয়াছে মম জাত,  
তৎ,—লভি নাই            চক্রবুগ, তাই  
ভ্যক্তির জীবন তাত।”

অতঃপর ব্রাহ্মণ তাঁহাকে কহিলেন:—

“চক্র স্বর্ণ-মণিময়, লোহময়, রৌপ্যময়,  
হে তজ মানব, মোরে কহ দিব যাহা হয়।”

৭ । তাহা শুনিয়া মানবরূপধারী দেবপুত্র ভাবিলেন—“ইনি পুত্রের  
চিকিৎসা কায়ান নাই, কিন্তু পুত্রের ঔতিরূপী আমাকে দেখিয়া  
কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছেন—‘স্বর্ণময়াদি রথচক্র করিয়া দিব’,

হোতু নিগাণ্ঠিআমি নং”তি চিন্তেহা “কীব মহন্তঃ মম চক্ৰযুগং  
করিঅসী”তি বহা “যাব মহন্তঃ আকঅসী”তি বুভে “চন্দসুরিয়েহি  
মে অথো তে মে দেহী”তি যাচন্তো আহ :—

“সো মাণবো তত্র পাষাদি চন্দসুরিয়া উভয়েথ ভাতরো, .  
সোবগ্নময়ো রথো মম তেন চক্ৰযুগেন সোভতী”তি ।

অথ নঃ ব্রাহ্মণো আহ :—

“বালো যো ইমসি মাণব যো ইং পথয়সে অপথিয়ং,  
মপ্রামি তুবং মরিঅসি নহি ইং লচ্ছসি চন্দসুরিয়ে”তি ।

সেইরূপ হইলেও তথাপি ঠুরে জন্ম করিব।” প্রকাণ্ডে বলিলেন—“আমার  
চক্রযুগল কত বড় করিয়া দিবেন ?”

ব্রাহ্মণ কহিলেন—“তুমি কত বড় চাও।”

“আমার চক্র-সূর্য্যের প্রয়োজন, তাহা আমাকে দেন।” এইরূপ  
থাক্কা করিয়া গাথার কহিলেন :—

“সে মানব বলে, তবে কুই তাই রবি-শলী দিবে,  
বর্ধময় রথময়, ও’চক্রেতে সুশোভিত হবে।”

অনন্তর ব্রাহ্মণ তাঁহাকে কহিলেন :—

“যুগ্ম তুমি হে মানব, অকায়া কামনা কর,  
নাহি পাবে রবি-শলী মনে হয় মরিবে সত্তর।”

৮। অথ নং মাণবো “কিঃ পন পপ্রায়মানজথায় রোদন্তো  
বালো হোতি, উদাহ অপপ্রায়মানজা”তি বহা :—

“গমনাগমনম্পি দিগ্গতি বন্ধাতু উভয়থ বীথিয়ো.

পেতো পন কালকতো ন দিগ্গতি কো নিধ কন্দতং বাল্যতরো”তি

তং স্ত্বা ব্রাহ্মণো “যুতং এস বদতী”তি সন্নস্বেহা আহ :—

“সচ্চং খো বদেসি মাণব অহমেব কন্দতং বাল্যতরো,

চন্দং বিয় দারকো রুদং পেতং কালকতাভিপথয়ং”তি ।

৮। অতঃপর দেবপুত্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“যাহা দেখা  
যাইতেছে তাহার জন্ত কীদা মূৰ্ত্তা, না, যাহা দেখা যায় না তাহার জন্ত  
কীদা মূৰ্ত্তা?” এই বলিয়া গাথায় কহিলেন :—

“উদয়াস্ত, উপাদান দৃষ্ট বর্ণ, বীথিদ্বয়

এই উভয়ের,

মৃত প্রেত দৃষ্ট নহে, কেঁদে কেবা বালতর

মাঝে আমাদের।”

ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ “ও’ত ঠিক কথাই বলিতেছে” এইরূপ জ্ঞাত  
হইয়া কহিলেন :—

“বলেছ মানব, সত্য, ক্রন্দন মূৰ্ত্তা মোর

করিছে ব্যাপন,

চাঁদ পে’তে, তথা প্রেত. মৃত-পুত্র পে’তে কীদা

বালতা নন্দন।”

বহা তল্ল কথায় নিম্নোকো ছহা মাণবল্ল থুত্তিঃ করোন্তো  
ইমা গাথা অভাসি :—

“আদিত্তং নত মং সন্তং যতসিত্তং ব পাবকং,  
বারিনা বিয় ওসিঞ্চং সৰং নিবাপয়ে দরং।

অবদহী বত মে সল্লং সোকং হদয়নিম্মিত্তং,  
য়ো মে সোকপরেত্তল্ল পুত্তলোকং অপানুদি।

•  
স্বাহং অবলুঙ্হ সল্লোন্নি সীতিভূতোন্নি নিবুত্তো,  
ন সোচামি ন যোদামি তব সূত্থান মাণবা”তি।

ইহা বলিয়া দেবপুত্রের কথায় শোকহীন হইয়া তাঁহার স্তুতি করিতে  
করিতে এই সকল গাথা কহিলেন :—

“উদীপ্ত আমাতে স্নত-শিক্ত পাবকেতে বধা,  
সিঞ্চিয়া শান্তির ধারি নিভাইলে সব ব্যথা।

হৃদয়-নিহিত যম শোকশলা উৎপাটিলে,  
শোকাতুর মোর ওগো! পুত্রশোক নিবারিলে।

আমি রে বিগত শলা, শীতিভূত, নিরবত !  
শোক-কারা গে’ছে, ও’নে যুবা তদ কথামৃত।”

৯। অথ নং “কো নাম হুতি” পুঙ্খনো :—

“দেবতামুসি গন্ধৰ্বো আতু সকো পুন্নন্দো,  
কো বা হং কজ বা পুতো কথং জানেমু তং ময়ং”তি।

আহ। অথজ মাণবো :—

“যক্ষ কন্দসি যক্ষ রোদসি পুত্তং আলাহণে সয়ং দহিত্বা,  
স্নাতং কুসলং করিত্বা কস্মৎ তিদমানং সহব্যতং পত্তো”তি।

আচিচ্ছি। ব্রাহ্মণো আহ :—

“তল্লং বা বহুং বা নাদ্ধসং দানং দদন্তুজ সকে অগারে,  
উপোসথকস্মৎ বা তাদিসং কেন কস্মেন গত্তোসি দেবলোকং”তি

১০। অতঃপর ব্রাহ্মণ তাঁহাকে “তুমি কে” বলিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করতঃ কহিলেন—

“দেবতা গন্ধৰ্ব কিংবা বল শত্রু পুরন্দর,  
কিব’লে জানিব তোমা, কেবা, কার পুত্রবর ?”

অতঃপর দেবপুত্র প্রত্যুত্তরে কহিলেন :—

“যে পুত্রকে শাসনবতে আপনি দাতন  
করিয়া রোদন বিলাপ কর।  
সে আমি কুশলকর্ষ করি সম্পাদন  
পেয়েছি ত্রিদশ সাযজ্য পর ॥”

ব্রাহ্মণ কহিলেন :-

“অল্ল বা বহু বা কভু আপন আগারে  
দেখি নাই কিছু দান দিতে।  
উপোনথ কর্ষ কভু হেমিনি করিতে  
কিসে, গেলে অবর পুরীতে ?”

১০। মাগবো আহ :—

“আবাধিকোহং দুস্থিতো বাল্লহগিলানো,  
আতুররুপোমিহ সকে নিবেসনে ;  
বুদ্ধং বিগতরজ্জং বিতিগ্গকঙ্খং,  
অদ্বজ্জিং সুগতং অনোমপত্ত্বং ।

স্বাথং মুদিতমনো পসন্নচিত্তো অঞ্জলিং অকরিং তথাগতস্স,  
তাহং কুসলং করিত্বা কস্ম্যং তিদসানং সহব্যতং পত্তো”তি ।

১১। ভগ্নিং কথেন্তেয়েব ব্রাহ্মণস্স সকলসরীরং প্রীতিয়া  
পরিপূরি । সো তং প্রীতিং পবেদেস্তো :—

১০। দেবপুত্র কহিলেন :—

“রোগাতুর হ’য়ে আপন ঘরে  
ব্যাধিত দুঃখিত, পীড়িত আমি ।  
সম্বুদ্ধ, বিরজ্জ, বিতীর্ণ কঙ্কা  
দেখিছু সুগতে অমিত জ্ঞানী॥

মুদিত মন, প্রফুল্ল চিত্ত আমি,  
অঞ্জলি করিয়া তথাগতে নমি ।  
সেই না কুশল করিয়া করন,  
ত্রিদেশ সাব্জ্য পেয়েছি পরম ।”

১১। তাহা বলা মাত্রই ব্রাহ্মণের সমস্ত শরীর প্রীতিতে পরিপূর্ণ  
হুইয়াছিল। তিনি সেই প্রীতি ব্যক্ত করিতে করিতে কহিলেন :—

“অচ্ছরিয়ং বত অভ্যুতং  
অঞ্জলি কন্মল অয়ুমীদিসো বিপাকো,  
অহম্পি মুদিতমনো পসন্নচিত্তো  
অজ্জিব বুদ্ধং সরণং বজামী”তি।

আহ। অথ নং মাণবো :—

“অজ্জিব বুদ্ধং সরণং বজাহি ধম্মঞ্চ সজ্জঞ্চ পসন্নচিত্তো,  
তথৈব সিদ্ধায় পদানি পঞ্চ অথণ্ড ফল্লানি সমাদিয়সু।  
পাণাতিপাতা বিরমসু খিল্লং লোকে অদিমং পরিবজ্জয়সু,  
অমজ্জপো মা চ মুসা ভণাহি সকেন দারেন চ হোহি তুটো”তি।

“আশ্চর্য্য বটে! অকুত বটে!

এ’ অঞ্জলি করমের এই পরিণাম?

মুদিত মন, প্রসন্ন চিত্ত

আজই বুদ্ধ-শরণে করিব প্রয়াণ।

তৎপর দেবপুত্র তাঁহাকে কহিলেন :—

“আজই, বুদ্ধ-ধর্ম্ম-সজ্জ-শরণে গমন করহ হুই মনে,  
অথণ্ড, অকুত পঞ্চ শিক্ষাপদ গ্রহণ করহে এইক্ষণে।

প্রাণিহত্যা হ’তে হও বিরত ক্ষিপ্ত,

পরিত্যাগ কর যাচা অদত্ত লোকে।

অমতঙ্গ হও, ত্যজ অসত্য বিপ্র,

রহ তুই নিজদারে’ (নিরত থেকে)॥”

আহ, সো 'সাধু'তি সম্পটিচ্ছিহা ইমা গাথা অভাসি :—

“অর্থকামোসি মে যক্ষ হিতকামোসি দেবতে,  
করোমি তুষহং বচনং ত্বংসি আচরিয়ে মম ।

উপেমি বুদ্ধং সরণং ধন্যত্বাপি অনুভবং,  
সজ্জক নরদেবজ গচ্ছামি সরণং অহং ।

“পাণাতিপাতা বিরমামি খিল্লং লোকে অদিল্লং পরিবজ্জয়ামি,  
অনজ্জপো নো চ মুসা ভণামি সকেন দারেন চ হোমি তুট্টো”তি ।

১২ । অথ নং দেবপুত্তো “ব্রাহ্মণ, গেহে তে বচং ধনং  
অপি, সখারং উপসংকমিহা দানং দেহি, ধর্ম্মং জুগাহি, পঞহং

তিনি 'সাধু' বলিয়া সম্মত হওত এই গাথা সমূহ কহিলেন :—

“অর্থকামী মম বক্ষ, হিতকামী হে দেবতা  
শুনিব তোমার বাক্য, তুমি মম শিক্ষাদাতা,  
বুদ্ধের শরণে যাব, অমৃতের ধরমের ।  
শরণে সজ্জক আর যাব নর-দেবেশের ।

প্রাণীহত্যা হ'তে হব বিরত ক্ষিপ্ত  
পরিভ্যাগ করিব যা' অদত্ত লোকে,  
অমত্বপ হ'ব, মিথ্যা ত্যজিব বাণী  
রব তুট্ট নিজদারে. (নিরত থেকে) ।”

১২ । অনন্তর তাঁহাকে দেবপুত্র কহিলেন—“ব্রাহ্মণ, আপনার গৃহে বহু  
ধন আছে, শাস্ত্রের নিকট যাইয়া দান দেন, ধর্ম্ম শুভুন, ধর্ম্ম বিসম্বন্ধ প্রশ্ন



পুচ্ছা”তি বহা তথেষ্বরধায়ি। ব্রাহ্মণোপি গেহং গস্থা ব্রাহ্মণিং  
আমন্তেহা “ভদ্রে, অহং সমগং গোতমং নিমন্তেহা পঞ্হং  
পুচ্ছিআমি, সকারং করোহী”তি বহা বিহারং গস্থা সথারং নেব  
অভিবাদেহা ন পটিসম্ভারং কহা একমন্তে ঠিতো “ভো গোতম,  
অধিবাসেহি মে অজ্জতনায় ভত্তং সন্ধিং ভিক্ষুসজ্জেনা”তি আহ।

১৩। সথা অধিবাসেসি। সো সথু অধিবাসনং বিদিত্বা  
বেগেনাগস্থা সকনিবেসনে খাদনীয়ং ভোজনীয়ং পটিল্লাদাপেসি।  
সথা ভিক্ষুসজ্জ পরিবৃত্তো তস্মৈ গেহং গস্থা পঞ্হন্তাসনে নিসীদি।  
ব্রাহ্মণো সঙ্কচ্চং পরিবিসি। মহাজনো সন্নিপতি। মিচ্ছা-  
দিট্ঠিকেন কির তথাগতে নিমন্তিতে ধ্বে জনকায়। সন্নিপতন্তি ;—

করুন।” এই বলিয়া দেবপুত্র সেখানেই অন্তর্হিত হইলেন। ব্রাহ্মণও  
গৃহে গিয়া ব্রাহ্মণীকে সন্মোদন করিয়া কহিলেন—“ভদ্রে, আমি শ্রমণ  
গোতমকে নিমন্ত্রণ করিয়া প্রসন্ন হিজ্ঞাসা করিব, তুমি তাঁহার সংস্কারের  
আয়োজন কর।” এই বলিয়া তিনি বিহারে গেলেন। তিনি শাস্ত্রকে  
অভিবাচনও করিলেন না, শিষ্টাচার স্বচক কুশল প্রসাদিও করিলেন  
না, একপ্রাস্তে দাঁড়াইয়া কহিলেন—“ভো গোতম, ভিক্ষুসজ্জের সহিত  
অন্তকার জন্ত আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।

১৩। শাস্ত্রা সম্মত হইলেন। তিনি শাস্ত্রার সম্মতি জানিয়া বেগে  
আপনার নিবাসে আসিয়া খাদ্য-ভোজ্য প্রস্তুত করাইলেন। শাস্ত্রা ভিক্ষুসজ্জ-  
পরিবৃত্ত হইয়া তাঁহার গৃহে গিয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। ব্রাহ্মণ  
বস্ত্রের সহিত পরিবেশন করিলেন। বহু জনসমাগম হইল। ভিন্ন মতাব-  
লম্বীরা তথাগতকে নিমন্ত্রণ করিলে দুই দলের লোক সমবেত হইত ;—

মিচ্ছাদিট্ঠিকা—“অজ্জ সমণং গোতমং পঞ্হপুচ্ছায় বিহেঠিয়মানং পত্তিআমা”তি সন্নিপতন্তি; সম্মাদিট্ঠিকা—“অজ্জ বুদ্ধবিসয়ং বুদ্ধলীলহং পত্তিআমা”তি সন্নিপতন্তি।

১৪। অথ ব্রাহ্মণো কতভত্তকিচ্চং তথাগতং উপসংকমিস্বা নীচাসনে নিসিন্নো পঞ্হং পুচ্ছি—“ভো গোতম, তুমহাকং দানং অদহা, পূজং অকহা, ধম্মং অমুহা, উপোসথবাসং অবসিস্বা কেবলং মনোপসাদমন্তেনেব সগে নিব্বত্তা নাম হোন্তী”তি?

“ব্রাহ্মণ, কস্মা মং পুচ্ছসি? ননু তে পুত্তেন মটুকুণ্ডলিনা ময়ি মনং পুসাদেহা অন্তনো সগে নিব্বত্ত ভাবো কথিতো”তি?

“কদা ভো গোতমা”তি?

“ননু হং অজ্জ সুসানং গত্ত্বা কন্দন্তো অবিদুরে বাহা

ভিন্ন মতাবলম্বীরা আসিত—“আজ প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় শ্রমণ গোতমকে উত্যক্ত দেখিব; সন্ন্যাসীরা আসিত—“অজ্জ বুদ্ধলীলা, বুদ্ধ বিষয় দেখিব।

১৪। ভোজন-কৃত্য অবসান হইলে ব্রাহ্মণ তথাগতের নিকট গমন করিয়া নীচ আসনে উপবেশন করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন—“ভো গোতম, আপনাকে দান না দিয়া, পূজা না করিয়া, আপনার মুখে ধর্ম না শুনিয়া, উপোসথ পালন না করিয়া, কেবল আপনার প্রতি চিত্ত-প্রসাদ বলেই স্বর্গে যাওয়া যায় কি?”

“ব্রাহ্মণ, আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ? তোমার পুত্র মটুকুণ্ডলী আমার প্রতি মন প্রসন্ন করিয়া নিজের স্বর্গে যাওয়ার বিষয় তোমাকে বলে নাই কি?”

“কখন ভো গোতম?”

“তুমি আজ শ্রমানে যাইয়া যখন কাঁদিতেছিলে তখন অদূরে বাহতে

পগয়্হ কন্দম্বুং একং মাণবং দিস্বা “অলঙ্কতো মট্টকুণ্ডলী মাল-  
ভারী হরিচন্দমুজ্জদো”তি দ্বিহি জনেহি কথিতকথং পকাসেস্তু  
সব্বং মট্টকুণ্ডলীবথুং কথেসি।

১৫। তেনেবেতং বুদ্ধভাসিতং নাম জাতং। তং কথেষা  
চ পন “ন খো ব্রাহ্মণ একসতং, ন বে সতানি, অথ খো ময়ি মনং  
পসাদেস্বা সগো নিব্বত্তানং গণনা নাম নথী”তি আহ। মহাজনো  
ন নিব্বেমতিকো হোতি। অথজ্জ অনিব্বেমতিকভাবং” বিদিস্বা  
সথা মট্টকুণ্ডলীদেবপুত্তো বিমানেনেব সন্ধিং আগচ্ছতু’তি অধি-  
ট্টাসি। সো তিগাবুত্তম্মাণেনেব দিব্বাভরণ পতিমণ্ডিতেন অদ্ভ-  
ভাবেনাগস্তা বিমানা ওরুয়্হ সথারং বন্দিষ্বা একমন্তুং অট্টাসি,

চকু ঢাকিয়া একজন মানব কাঁদিতেছিল দেখিয়া তুমি ‘মট্টকুণ্ডল ভূমিত  
অবসব’ ইত্যাদি কথায় তাহার সহিত আলাপ করিয়াছিলে নহে কি ?”  
শাস্তা হই জনের কথোপকথন প্রকাশ করিয়া বলিতে গিয়া সমস্ত মট্ট-  
কুণ্ডলীর উপাখ্যান বর্ণনা করিলেন।

১৫। এই জগ্জ এই উপাখ্যান বুদ্ধ কথিত বলিয়া বলা হইয়াছে।  
এই উপাখ্যান বর্ণনা করিয়া ভগবান বলিলেন—“ব্রাহ্মণ, একশত, দুইশত  
নহে; আমার প্রতি প্রসন্ন চিত্ত হইয়া কত লোক যে স্বর্গে গিয়াছে,  
তাহার ইয়ত্তা নাহি। সমবেত জনমণ্ডলী নিঃসন্দেহ হইল না। তাহাদের  
সন্ধিগ্ধ ভাব জানিয়া শাস্তা অধিষ্ঠান করিলেন যে মট্টকুণ্ডলী দেবপুত্র  
বিমানের সহিত আগমন করুক। সেই দেবপুত্র দিব্যাভরণ প্রতিমণ্ডিত,  
ত্রি-গব্যুতি প্রমাণ শরীরে আসিয়া বিমান হইতে অবরোহন করিলেন এবং  
শাস্তাকে বন্দনা করিয়া একপ্রাণ্ডে দাড়াইলেন।

অথ নং সখা “হং ইমং সম্পত্তিঃ কিং কস্ম্যং কহা পটিলভী”তি  
পুচ্ছন্তো :—

“অতিকন্তেন বগ্নেন য়া হং তিষ্ঠসি দেবতে,

ওভাসেন্তি দিসা সৰ্বা ওসধী বিয় তারকা ;

পুচ্ছামি তং দেব মহানুভাব মনুজভূতো কিমকাসি পুণ্ডঃ”তি ? .

গাথমাহ । দেবপুন্তো “অয়ং মে ভন্তে, সম্পত্তি তুমেষু মনং  
পসাদেহা লক্ষা”তি ।

“ময়ি মনং পসাদেহা লক্ষা তে”তি ?

‘ “আম ভন্তে”তি ।

১৬ । মহাঁজুনো দেবপুন্তঃ ওলোকেহা “অচ্ছরিয়া বত ভো  
বুদ্ধগুণা’ অদিমপুৰ্বকব্রাহ্মণজ পুন্তো নাম অণ্ডঃ কিঞ্চি পুণ্ডঃ

শাস্তা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“তুমি এই নিব্য শ্রীসম্পত্তি কোন্  
কন্মের ফলে পাইয়াছ ?” এই বলিয়া গাথার জিজ্ঞাসা করিলেন :—

“স্থিত যে দেবতা তুমি কাস্তবরণেতে

উদ্বাসিয়া দশনিক তারা ওষধিরে .

যথা, কিবা করেছিলে পুণ্য ভুলোকেতে

হে প্রভাবশালী দেব, ওধাই তোমারে ?”

দেবপুত্র কহিলেন—“প্রভু, আমার এই শ্রীসম্পত্তি আপনাতে মন প্রেরণ  
করিয়াই পাইয়াছি ।”

“আমাতে মন প্রেরণ করিয়াই পাইয়াছ ?”

“হাঁ প্রভু !”

১৬ । সমবেত জনমণ্ডলী দেবপুত্রকে দেখিয়া স্তম্ভোষ বাক্যে বলিতে লাগিল—

“অহো, বুদ্ধের গুণসমূহ আশ্চর্য্য ! অদিমপুৰ্বক ব্রাহ্মণের ছেলে অত্ৰ কোন পুণ্য

অকৃত্রিম সখরি মনং পসাদেহা এবরূপং সম্পত্তিঃ পটিলভী”তি  
 তুট্ঠিঃ পবেদেসি । অথ “নেসং কুসলাকুসলকর্ম্মকরণে মনো  
 পূব্বঙ্গমো মনোসেট্টো পসম্মেন হি মনেন কতকম্মং দেবলোকং  
 মনুস্সলোকং গচ্ছন্তং পুগ্গলং ছায়াব নবিজ্জহতী”তি ইদং বথুং  
 কথেষা অনুসঙ্গিঃ ঘটেষা পতিট্টাপিতমত্তিকং সাসনং রাজমুদায়  
 লঙ্কন্তো বিয় ধম্মরাজা ইমং গাথমাহ :—

“মনোপূব্বঙ্গমা ধম্মা মনোসেট্টা মনোময়া,  
 মনসা চে পসম্মেন ভাসতি বা করোতি বা ;  
 ততো নং সুখমস্মেতি ছায়াব অনপায়িনী”তি ৭ ২

না করিয়া কেবল শাস্তার প্রতি মন প্রসন্ন করিয়াই এইরূপ ত্রীসম্পাদি  
 লাভ করিয়াছে ।” অতঃপর শাস্তা কহিলেন—“লোকদের কুশলাকুশল  
 কর্ম্মকরণে মন পূব্বঙ্গম, মন শ্রেষ্ঠ, মানব দেবলোকে উৎপন্ন হউক  
 বা মনুষ্যালোকে উৎপন্ন হউক প্রসন্ন মনে করা কাজ ছায়ার তায় তাহাকে  
 ত্যাগ করে না।” এই কাহিনী কহিয়া পূর্ব্বাপর বৃত্তান্ত সংযোগ করিয়া  
 কৃত শিরোনাম শাসনে রাজমুদা অঙ্কিত করার তায় ধর্ম্মরাজ এই  
 গাথা কহিলেন :—

“মনস্পূর্ব্বঙ্গম ধর্ম্মচর,  
 মনঃশ্রেষ্ঠ, মনোময়,  
 সুপ্রসন্ন মনে যদি কোন একজন,  
 বলে কোন কথা কিছু করে বা করম ;  
 ছায়া বথা সকলেরি সঙ্গে সঙ্গে ধায়,  
 তথা সুখ সদা তার পাছে পাছে যায়।” ২

১৭। তথ্য কিঞ্চাপি “মনো”তি অবিসেসেন সব্বস্মি চতু-  
ভুমকচিৎতং বুচতি। ইমস্মিৎ পন পদে নিয়মিয়মানং ববখ্যাপিয়-  
মানং পরিচ্ছিজ্জিয়মানং অর্টবিধং কামাবচর কুসলচিৎতং লভতি,  
বন্ধুবসেন পন হরীয়মানং ততোপি সোমনস্সহগতং ঐগাণসম্পযুক্ত  
চিৎতমেব লভতি।

“পূর্বজন্ম”তি তেন পঠমগামিনা হুৱা সমাগতা।

“ধম্মা”তি বেদনাদয়ো তয়ো খন্ধা, এতেসং হি উল্লাদ-  
পচ্চয়ট্টেন সোমনস্স সম্পযুক্ত মনো পূর্বজন্মো এতেসন্তি = মনো-  
পূর্বজন্ম নাম। যথা হি বহুস্ একতো হুৱা মহাভিক্ষুসজ্জস্স চীবর  
দানাদীনি বা, উল্লারপূজা ধম্মসবণ দীপমালা করণাদীনি বা পুণ্ণানি  
করোন্তেস্ “কো এতেসং পূর্বজন্মো”তি বৃত্তে—য়ো তেসং  
পচ্চয়ো হোতি, যং নিজ্জায় তে তানি পুণ্ণানি করোন্তি, সো

১৭। তথ্য “মন” বলিলে—সম্পূর্ণ চাতুর্ভূমিক চিত্ত সমূহ বুঝায়।  
কিন্তু এই পদে নিয়মান, ব্যবস্থাপমান ও পরিচ্ছিন্নমান ভেদে আট  
প্রকার কামাবচর কুশল চিত্তই লক্ষিত হইতেছে। তৎমধ্যে বস্ত্র ভেদে  
বিতর্ক করিলে সৌমনস্স সহগত জ্ঞান সম্প্রযুক্ত চিত্তই লাভ করিতেছে।

“পূর্বজন্ম”—তদ্বারা প্রথম গামী হইয়া সমাগত।

“ধর্ম্মচয়”—বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার এই তিন অরূপস্বক, উৎপাদন  
প্রত্যয়ার্থে সৌমনস্স সম্প্রযুক্ত মন ইহাদের পূর্বজন্ম, এই বলিয়া মনস্পূর্বজন্ম  
বলা হইয়াছে। যেমন বহুলোক একত্র হইয়া মহাভিক্ষুসজ্জকে  
চীবর দান বা সাড়ঘর পূজা, ধর্ম্ম শ্রবণ অথবা দীপমালাধারণ প্রভৃতি  
পুণ্যকর্ম্ম করিলে, কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে—“ইহাদের পূর্বজন্ম বা অগ্রণী  
কে?” তখন যেমন বাহার চেষ্টায় এই সকল পুণ্যকার্য্য হইয়াছে  
বা বাহাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া এই সকল সম্পন্ন হইয়াছে, তিনি

ভিক্ষো বা ফুল্লো বা তেসং পুৰুষমোতি বুচ্চতি ; এবং সম্পদমিদং বেদিতব্যং । ইতি উগ্গাদম্ভজজট্টেন মনো পুৰুষমো এতেসন্তি = মনোপুৰুষমা । নহি তে মনে অমুগ্গজ্জন্তে উগ্গজ্জিতুং সঙ্কোন্তি । মনো পন একচ্চেসু চেতসিকেসু অমুগ্গজ্জন্তেহুপি উগ্গজ্জতি য়েব । অধিপতি বসেন মনো সৈট্টো এতেসন্তি = মনোসেট্টা । যথা হি গণাদীনং অধিপতি পুরিসো গণসেট্টো সেণিসেট্টোতি বুচ্চতি, তথা তেসম্পি মনোসেট্টো । যথা পন সুবল্লাদীহি নিম্মল্লানি তানি তানি ভগ্গানি সুবল্লময়াদীনি নাম হোন্তি, তথা এতেপি মনতো নিম্মল্লতা মনোময়া নাম ।

“পসম্মেনা”তি—অনভিক্ষাদীহি গুণেহি পসম্মেন ।

“ভাসতি বা করোতি বা”তি—এবরূপেন মনেন ভাসন্তো চতুর্বিধং বচীসুচরিতমেব ভাসতি, করোন্তো ত্রিবিধং কায়সুচরিতমেব

তিশ্চই হউন আর কুশ্চই হউন তাহাকে অগ্রণী বলা হয় ; ইহাও সেইরূপ জ্ঞাতব্য । এইরূপে উৎপাদন হেতু অর্থে মনঃপূৰ্ণকম ইহাদের এই অর্থে মনঃপূৰ্ণকম । মন উৎপন্ন না হইলে ইহারা উৎপন্ন হইতে পারে না । মন কিন্তু কোন কোন চৈতন্যিক উৎপন্ন না হইলেও উৎপন্ন হয় । অধিপতিবশে মন ইহাদের শ্রেষ্ঠ মনঃশ্রেষ্ঠ । যেমন গণাদির অধিপতি বা নায়কগণ শ্রেষ্ঠ বা শ্রেণী শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয় ; সেইরূপ মনও ধর্মসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনঃশ্রেষ্ঠ । যেমন সুবর্ণাদি দ্বারা নির্মিত ভাণ্ড সমূহ সুবর্ণময়াদি বলিয়া কথিত হয়, সেইরূপ ধর্মসমূহ মন হইতে উৎপন্ন বলিয়া মনোময় ।

“প্রসন্ন”—অভিধ্যা বা লোভাদির অবিদ্যমানতা হেতু সুপ্রসন্ন ভাবযুক্ত ।

“করে কিঞ্চি ভাষে”—এইরূপে ভাষণ করিবার সময় চতুর্বিধ বাক্যসুচরিতই ভাষণ করে, কার্য্য করিলে ত্রিবিধ কায়সুচরিতই

করোতি, অভাসন্তো অকরোন্তো তেহি অনভিষাদীহি পসন্নমন-  
সত্যয় ত্রিবিধং মনো সূচরিতং পুরেতি, এবমজ্জ দসকুসলকম্পপথা  
পারিপূরিং গচ্ছন্তি ।

“ততো নং সুখমষেতী”তি— ততো ত্রিবিধসূচরিততো তং  
পুণ্ডলং সুখমষেতি । ইধ তেভুমকম্পি কুসলং অধিপ্পেত্তং ।  
তস্মা তেভুমকসূচরিতানুভাবেন সুগতিভাবে নিব্বত্তং পুণ্ডলং  
দুগতিয়ং বা সুখানুভবনট্টানে ঠিতং কায়বথুকম্পি ইতরবথু-  
কম্পি অবথুকম্পীতি কায়িকচেতসিকং বিপাকসুখং অনুগচ্ছতি ;  
ন বিজ্জহতীতি অণো বেদিতব্বো । যথা কিং :—

“ছায়াব অনপায়িনী”তি— যথা হি ছায়া নাম সরীরপটিবন্ধা,  
সরীরে গচ্ছন্তে গচ্ছতি, তিষ্ঠন্তে তিষ্ঠতি, নিসীদন্তে নিসীদতি,

আচরণ করা হয় ; কিছু না করিলেও কিছা না বলিলেও লোভাদির অভাষ  
হেতু প্রসন্ন মানসতার কারণে ত্রিবিধ মনোসূচরিত আচরণ করা হয় ।  
এইরূপে দশকুশল কর্মপথ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় ।

“তথা সুখ সধা তার পাছে পাছে যায়”—ত্রিবিধ সূচরিত হইতে  
উৎপন্ন সুখ কারকের অনুগমন করে । এইস্থলে কাম, রূপ ও অরূপ  
এই তিন ভূমির কুশলই অভিপ্রেত । তন্মত্ব ত্রৈভূমিক সূচরিত প্রভাবে  
সুগতি ভবে উৎপন্ন ব্যক্তির দুর্গতি বা সুখানুভব স্থানে স্থিত কায়বিষয়ক  
বা অন্ত বিষয়ক বা অবিষয়ক কায়িক ও চৈতসিক বিপাক-সুখ অনুগমন  
করে । অর্থাৎ এবম্বিধ সুখ তাহাকে ত্যাগ করে না । যথা তাহা কিরূপ :—

“অনপায়ী ছায়া দম”—ছায়া যেমন শরীরে প্রতিবদ্ধ, শরীর  
চলিলে চলে, দাঁড়াইলে দাঁড়ায়, উপবেশন করিলে উপবেশন করে,



ন সন্ধা সগেহন বা ফরাসেন বা নিবন্তাহী'তি বহা বা পোঠেহা  
বা নিবন্তাপেতুং । কস্মা ? সরীরপটিবদ্ধতা । এবমেব ইমেসং  
দসন্নং কুসলকস্মপথানং আচিগ্নসমাচিগ্নমূলকং কামাবচরাদিভেদং  
কাযিকচেতসিকস্তুখং গতগতট্টানে অনপায়িনী ছায়াবিয় হহা  
ন বিজহতী'তি ।

গাথাপরিয়োসানে চতুরাসীতিয়া পাণসহজ্ঞানং ধন্যভিসময়ো  
অহোসি । নটুকুণ্ডলীদেবপুস্তো সোতাপত্তিকলে পতিট্টহি । তথা  
অদিগ্নপুৰকো ব্রাহ্মণো । সো তাবমহন্তুং বিভবং বুদ্ধশাসনে  
বিপ্লকিরী'তি ।



নম্র বা পুরুষ বা ক্য বলিমা নিবৃত্ত হও বলিলে, অথবা দণ্ডেরদ্বারা প্রহার করিলেও  
নিবৃত্ত করা যায় না । কারণ ইহা যে শরীর প্রতিবদ্ধ । সেইরূপ এই  
দশবিধ কুশল কস্মপথের দ্বারা আচরিত সমাচরিত কামাবচরাদি বিবিধ  
প্রকার কাযিক ও চৈতসিক স্তুখ অনপায়িনী ছায়ার ত্রায় কারক যেইখানে  
যাউক না কেন তাহাকে ত্যাগ করে না ।

গাথা শেষ হইলে চুরাশী হাজার প্রাণীর ধন্যাববোধ হইয়াছিল ।  
শ্রুটুকুণ্ডলী দেবপুত্র সোতাপন্ন হইয়াছিলেন । সেইরূপ অদিগ্নপুৰক ব্রাহ্মণও ।  
ব্রাহ্মণ তাহার সেই বিপুল সম্পত্তি বুদ্ধ শাসনে দান করিয়াছিলেন ।

## খুল্লতিস্‌সথের বথু । ৩

“অকোচ্ছি মং”তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহ-  
রন্তো তিগ্গথেরং আরত্তু কথেসি ।

১। সোঁ কিরায়ম্মা ভগবতো পিতুচ্ছাপুত্তো, মহল্লককালে  
পক্কজিতো, বুদ্ধানং উগ্গমলাভসকারং পরিভুঞ্জন্তো খুল্লসরীরো  
আকোটিতপচ্চাকোটিতেহি চীযরেহি য়েভুয়োন বিহারমঞ্চে উপ-  
চ্ঠানসালায়ং নিসীদতি ।

---

## স্থূলতিষ্ম স্থবিরের উপাখ্যান । ৩

“আমাকে আক্রোশ করিয়াছে” এই ধর্ম্মদেশনা শাস্তা জেতবনে  
অবস্থান কালীন তিষ্ম স্থবিরের কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন ।

১। আয়ুস্মান্ স্থূলতিষ্ম স্থবির ভগবানের পিসতুত ভাই । তিনি  
বুদ্ধ বয়সে প্রব্রজিত হইয়াছিলেন । বুদ্ধ ও তাঁহার শ্রাবকগণের পুণ্য-  
প্রভাবে উৎপন্ন লাভ-সংকার পরিভোগ করিয়া করিয়া তিনি স্থূল হইয়া-  
ছিলেন । তিনি পিটিয়া পিটিয়া স্তম্ভরভাবে রং করা চীবর পরিধান করিয়া  
প্রায়ই বিহার-মধ্যস্থ উপস্থান-শালায় বসিয়া থাকিতেন ।

২। তথাগতং দঙ্গনায় আগতা অগন্তুকা ভিক্ষু “একো মহাথেরো ভবিষ্যতী”তি সপ্রায় তঙ্গ সন্তিকং গম্বা বত্তং আপুচ্ছন্তি, পাদসম্বাহনাদীনি আপুচ্ছন্তি, সো তুণ্হী হোতি। অথ নং একো দহর ভিক্ষু “কতিবজ্জা তুম্হে”তি পুচ্ছিহা “বজ্জং নথি, মহল্লককালে পব্বজিতা ময়ং”তি বুত্তে “আবুসো দুব্বিনীত মহল্লক, অন্তনো পমাণং ন জানাসি! এত্তকে মহাথেরে দিম্বা সামীচিমত্তম্পি ন করোসি, বত্তে আপুচ্ছিয়মানে তুণ্হী হোসি, কুল্লচ্চমত্তম্পি তে নথী”তি অচ্ছরং পহরি। সো খত্তিয়মানং জ্ঞেনহা “তুম্হে কঙ্গ সন্তিকং আগতা”তি পুচ্ছিহা “সথু সন্তিকং”তি বুত্তে

২। তথাগতকে দর্শন করিবার জন্ত আগত ভিক্ষুরা, “ইনি একজন মহাস্থবির হইবেন” এই ভাবিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন এবং তাঁহার প্রতি উঁহাদের কোন করণীয় আছে কি না, তাঁহার পাদ-মর্দনাদি করিতে হইবে কি না, জিজ্ঞাসা করিতেন। তিনি চুপ করিয়া থাকিতেন। অনন্তর একদিন এক যুবকভিক্ষু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“আপনার [ভিক্ষু জীবনের] কত বর্ষ?” তিনি কহিলেন—“বর্ষ হয় নাই, বৃদ্ধবয়সে প্রব্রজা নিয়াছি।” অপর ভিক্ষু বলিলেন—“আবুস দুব্বিনীত বৃদ্ধ, নিজের প্রমাণ জান না! এতবড় মহাস্থবিরকে দেখিয়া সৌজন্ত্য মাত্র প্রকাশ কর না, করণীয় ব্রত জিজ্ঞাসা করিলে চুপ করিয়া থাক, স্কেচ মাত্রও তোমার নাই।” এই বলিয়া তিনি তুড়ি দিলেন। তিষ্য ক্ষত্রিয়াভিমাণে অভিমান হইয়া কহিলেন—“আপনারা কাহার নিকট আসিয়াছেন?” তাঁহারা বলিলেন—“শান্তার নিকট।” তিনি

“মং পন কো এসো”তি সন্নদ্ধেথ, মূলমেব বো ছিন্দিজামী”তি বহা রুদন্তো দুষ্টি দুশ্মনো সখুসন্তিকং অগমাসি।

৩। অথ নং সখা “কিন্নু খো হং তিজ, দুষ্টি দুশ্মনো অঙ্গুমুখো রুদমানো আগতোসী”তি পুচ্ছি। তে পি ভিক্ষু”এস গন্তা কিঞ্চি আলোলং করেয়্যা”তি তেনেব সন্ধিং গন্তা সখারং বন্দিয়া একমন্তং নিসীদিংসু, সো সখারা পুচ্ছিতো “ইমে মং ভন্তে, ভিক্ষু অকোসন্তী”তি আহ।

“কহং পন হং নিসিন্নোসী”তি ?

• “বিহারমঞ্জে উপট্যানসালায়ং ভন্তে”তি।

“ইমে তৈ ভিক্ষু আগচ্ছন্তা দিট্ঠা”তি ?

“আম দিট্ঠা ভন্তে”তি।

বলিলেন—“আমাকে কে বলিয়া মনে করেন ? আপনাদের মূলোচ্ছেদ করিয়া তবে ছাড়িব।” এই বলিয়া কাদিতে কাদিতে হঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে, দুশ্মনায়মান হইয়া শাস্তার নিকট গমন করিলেন।

৩। অতঃপর শাস্তা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“কি হে তিষ্য, তুমি দুঃখী, দুশ্মনঃ ও অঙ্গুমুখ হইয়া কাদিতে কাদিতে আসিতেছ যে ?” সেই ভিক্ষুরাও, “ইনি বাইয়া কথার গোলমাল করিতে পারেন” এই ভাবিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গিয়া শাস্তাকে বন্দনা পূর্বক একপাশে উপবেশন করিলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করিলে তিষ্য স্ববির কহিলেন—“ভন্তে, এই ভিক্ষুরা আমাকে তিরস্কার করিয়াছেন।”

“তুমি কোথায় বলিয়াছিলে ?”

• “বিহারে উপস্থান-শালায়।”

“তুমি এই ভিক্ষুরা আসিতে দেখিয়াছিলে ত ?”

“হা ভন্তে, দেখিয়াছিলাম”।

য় তে পক্ষুগমনং কতং”তি ?

“ন কতং ভন্তে”তি ।

“পরিষ্কার গহণং আপুচ্ছিতং”তি ?

“নাপুচ্ছিতং ভন্তে”তি ।

“আসনং অভিহরিষ্য পাদসম্বাহনং কতং”তি ?

“ন কতং ভন্তে”তি ।

“তিগ্ন, মহল্লক ভিক্ষুং সব্বমেতং বস্তং কাতকং, এতং অকরোন্তেন হি বিহারমক্কে নিসীদিতুং ন বট্ঠতি, তবেব দোসো, এতে ভিক্ষু খমাপেহী”তি ।

“এতে মং ভন্তে, অকোসিংহ, নাহং এতে খমাপেমী”তি ।

“তিগ্ন, মা এবং করি, তবেব দোসো, খমাপেহি নে”তি ।

“ন খমাপেমি ভন্তে”তি ।

“তুমি উঠিয়া ওদের আগুবাড়াইয়া আনিয়াছিলে কি ?”

“তাহা করি নাই ভন্তে !”

“তাহাদের পাত্র-চীবর নিতে চাহিয়াছিলে ?”

“চাহি নাই ভন্তে !”

“বসিতে আসন দিয়া পাদমর্দন করিয়াছ ?”

“না ভন্তে, করি নাই ।”

“ভিক্ষা, বয়ঃবৃদ্ধ ভিক্ষুদের এ সকল ব্রত করা উচিত । এই সব যে না করে, সে বিহারের মধ্যে উপবেশন করা উচিত নহে, তোমারই দোষ, এই ভিক্ষুদের নিকট ক্ষমা চাও ।”

“ওরাই আমাকে আক্রোশ করিয়াছিলেন, আমি ওদের কাছে ক্ষমা চাহিব না ।”

“হে তিগ্ন, এমন করিওনা, তোমারই দোষ, ক্ষমা চাও ।”

“না ভন্তে, আমি ক্ষমা চাহিব না ।”

৪। অথ সখা “দুৰ্ব্বচো এস ভস্তে”তি ত্বেহি ভিক্ষু হি বুন্তে  
 “ন ভিক্ষবে, ইদানেব পুৰ্ব্বপেস দুৰ্ব্বচোয়েব”তি বহা “ইদানি  
 ভাবন্ ভস্তে, দুৰ্ব্বচ ভাবো অমেহি এণাতো, অতীতে কিং অকাসী”তি  
 বুন্তে “তেন হি ভিক্ষবে, সূখাখা”তি বহা অতীতং আহরি।

“অতীতে বারাণসিয়ং বারাণসী রাজে রজ্জং কারেস্তে  
 দেবলো নাম তাপসো অর্চনাসে হিমবন্তে বলিহা লোণস্থিল  
 সেবনথায় চতুরো মাসে নগরং উপনিজায় বসিতুকামো হিম-  
 বন্ততো আগম্বা নগরদ্বারে দারকে দিহা পুচ্ছি—“ইমং নগরং  
 সম্পত্তা পরজিতা কথং বসন্তী”তি ?

“কুন্তকারশালায়ং ভস্তে”তি ।

৪। ভিক্ষুগণ কহিলেন—“প্রভু, এই ভিক্ষু বড় হর্ষচ।” ভিক্ষুরা  
 এই কথা বলিলে শাস্ত্রা কহিলেন—“ভিক্ষুগণ, সে যে কেবল এখন হর্ষচ  
 ভাবা নয়, পূর্বেও হর্ষচ ছিল।” ভিক্ষুগণ কহিলেন—“প্রভু, ওর বর্তমান  
 হর্ষচতা আমরা জানিলাম, অতীতে সে কি করিয়াছিল?” ভগবান  
 কহিলেন—“তবে ভিক্ষুগণ শুন।” এই বলিয়া পূর্ববৃত্তান্ত বলিলেন :—

• “পুরাকালে বারাণসীতে বারাণসী রাজা রাজত্ব করিবার সময় দেবল  
 নামক এক তাপস আটমাস হিমালয়ে বাস করিয়া লবণ ও অন্ন সেবন  
 করিবার জন্ত চারিমাস নগরের মাগিধ্যে বাস করিতে ইচ্ছুক হইল।  
 সে হিমালয় হইতে আসিয়া নগরদ্বারে এক বালককে দেখিতে পাইয়া  
 জিজ্ঞাসা করিল—“প্রব্রজিতেরা এই নগরে আসিয়া কোথায় বাস করেন?”

“কুন্তকার-শালায় ভস্তে।”

৫। তাপসো কুন্তকারসালং গম্বা ধারে ঠহা “সচে তে ভগব  
অগরু বসেয়্যাম একরত্তিং সালায়্যা”তি আহ।

কুন্তকারো “ময়্হং রত্তিয়ং সালায় কিচ্চং নথি, মহতী  
সালো, যথাস্থং বসথ ভন্তে”তি, সালং নীয়াদেসি। তস্মিং পবি-  
সিত্বা নিসিমে অপরোপি নারদো নাম তাপসো হিমবন্ততো  
আগম্বা কুন্তকারং একরত্তিবাসং য়াচি।

৬। কুন্তকারো “পঠমমাগতো ইমিনা সক্তিং একতো বসিতু-  
কামো ভবেয়্য বা নো বা অন্তানং পরিমোচেয়্যামী”তি চিস্তেয়্য  
“সচে ভন্তে, পঠমমুপগতো রোচেয়্যতি তন্ম রুচিয়্য বসথা”তি  
আহ। সো তং উপসংকমিয়্য “সচে তে আচরিয় অগরু ময়্হম্পেথ  
একরত্তিং বসেয়্যামা”তি।

৫। তাপস কুন্তকার-শালায় গিয়া ধারে দণ্ডায়মান হইয়া বলিল—  
“ওহে ভাগ্যবান, যদি তুমি ভার মনে না কর, তবে একরাত্রি শালায়  
বাস করিব।”

কুন্তকার—“রাত্রিতে শালায় আমার কোন কাজ নাই, প্রকাণ্ড শালা  
আপনি যথাস্থে থাকুন ভন্তে!” এই বলিয়া শালা প্রদান করিল।  
সে শালায় প্রবেশ করিয়া উপবেশন করিলে নারদ নামক আর একজন  
তাপস হিমালয় হইতে আসিয়া কুন্তকার-শালায় একরাত্রি বাস করিতে  
প্রার্থনা করিল।

৬। কুন্তকার চিন্তা করিল—“পূর্বে যিনি আসিয়াছেন তিনি এঁর  
দক্ষে থাকিতে চাহিবেন কি-না ত জানি না, নিজকে বাঁচাইব।” এই  
মনে করিয়া বলিলেন—“ভন্তে, পূর্বে যিনি আসিয়াছেন তাঁহার যদি অভিরুচি  
হয়, তবে থাকুন।” নারদ তাহার কাছে গিয়া বলিল—“আচার্য্যবর, যদি  
আপনার অন্নবিধা না হয়, আমিও একরাত্রি এখানে বাস করিতে ইচ্ছা করি।”

“মহতী সাল্য পবিসিদ্ধা একমন্তে বস্যা”তি বুন্তে পবিসিদ্ধা  
পূরেতরঃ পবির্জ্ঞাপরভাগে নিসীদি, উভোপি সারাণীম্নঃ কথং  
কথেষ্টা নিপজ্জিহ্মু ।

৭ । শয়নকালে নারদো দেবলজ্জ নিপজ্জনট্টানঞ্চ ধারঞ্চ সন্ন-  
স্কেষ্টা নিপজ্জি । সো পন দেবলো নিপজ্জমানো অন্তনা নিসিন্ধ-  
ট্টানে অনিপজ্জিহ্মা ধারমস্কে তিরিয়ং নিপজ্জি । নারদো রত্তিং  
নিব্বমন্তো তজ্জ জটাসু অকমি ।

“কো মং অকমী”তি চ বুন্তে—

“আচরিয়, অহং”তি আহ ।

“কুট্জটিল, অরপ্রভো আগস্তা মম জটাসু অকমসী”তি ।

“আচরিয়, তুমহাকং ইধ নিপন্নভাবং নজ্ঞানামি,

“প্রকাণ্ডশালা, প্রবেশ করিয়া একপার্শ্বে থাক ।” সে এই কথা  
বলিলে নারদ প্রবেশ করিয়া পূর্ব প্রবিষ্টের অপর দিকে উপবেশন করিল ।  
উভয়ে কুশল প্রশ্নাদি করিয়া শয়ন করিল ।

৭ । শয়নকালে নারদ দেবলের শয়নস্থান ও দরজা ভালরূপ নির্ণয়  
করিয়াই শয়ন করিল । দেবল কিন্তু শয়নের সময় নিজের উপবিষ্ট স্থানে  
শয়ন না করিয়া দরজার গিয়া প্রস্থাকারে শয়ন করিল । নারদ রাত্ৰিতে বাহিরে  
যাইবার সময় অস্ত্রাত্মক তাহার জটা পদদলিত করিল । দেবল বলিয়া  
উঠিল—“কে আমাকে মাড়াইয়া গেল ?”

“নারদ উত্তর করিল—“আচার্য্য, আমি ।”

“হে কুট্জটিল, বন হইতে আসিয়া আমার জটা আক্রমণ করিলি ।”

“আচার্য্য, আপনি যে এইখানে শুইয়াছেন তাহা ত জানি না ;



খমখ মে”তি। বহা তল কন্দস্তেব বহি নিখমি। ইতরো “অয়ং পবিসন্তোপি মং অকমেয়া”তি পরিবত্তি। পাদটানে সীং কহা নিপজ্জি। নারদোপি পবিসন্তো “পঠমম্পাহং আচরিযে অপরজ্জিং, ইদানিঅ পাদপঞ্চেণ পবিসিআমী”তি চিস্তেহা আগচ্ছন্তো গীবায় অকমি।

“কো এলো”তি চ বুত্তে—

“অহং আচরিয়া”তি বহা—

“কুটজটিল, পঠমং জটাস্থ অকমিহা ইদানি গীবায় অক-  
মসি, অভিসপিআমি তং”তি বুত্তে :—

“আচরিয়, ময়হং দোসো নথি, অহং তুমহাকং এবং  
নিপন্নভাবং ন জানামি, পঠমম্পি আচরিযে অপরজ্জিং, ইদানি

আমাকে ক্ষমা করুন।” এই বলিয়া তাহার ক্রন্দন সম্বোধন বাহিরে গেল।  
দেবল চিন্তা করিল—“সে আমাকে প্রবেশ করিবার সময়ও পদ-দলিত  
করুক;” এই হ্রস্তসিদ্ধি করিয়া পরিবর্তিত হইয়া পাদস্থানে মাথা রাখিয়া  
শয়ন করিল। নারদ প্রবেশ করিবার সময় চিন্তা করিল—“প্রথম একবার  
আচার্য্যের নিকট অপরাধী হইয়াছি, এবার তাহার পায়ের দিক দিয়া  
টুকিব।” এই মনে করিয়া আসিবার সময় তাহার গ্রীবা পদ-দলিত করিল।

দেবল বলিয়া উঠিল—“কে এ?”

নারদ সঙ্কুচিত হইয়া কহিল—“আমি আচার্য্য।”

“হে কুটজটিল, প্রথমবার আমার জটা দলিত করিয়া, এখন আবার  
গ্রীবা আক্রমণ করিলি? আমি তোকে অভিশাপ দিব।”

ইহা শুনিয়া নারদ কহিল—“আচার্য্য, আমার দোষ নাই,  
অপনি যে এখানে শয়ন করিয়াছেন তাহা জানিতাম না। আমি  
আচার্য্যের নিকট প্রথমেও অপরাধী হইয়াছি, এইবার

পাদপঞ্জন পবিসিদ্ধামী”তি পবিত্তোমিহ; ধমথ মে”তি আহ ।

“কুটজটিল, অভিসপিজ্জামি তং ।”

“মা এবং করিথ আচরিয়া”তি ।

সো তজ্জ বচনং অনাদিস্বিত্বা :—

“সহজরংগী সততেজো স্থরিয়ো তম বিনোদনো,

পাতোদয়ন্তে স্থরিয়ে মুক্কা তে ফলতু সত্তথা”তি ।

তং অভিসপিয়েব । নারদো “আচরিয় ময়হং দোসো নখী”তি  
মম বদন্তুজ্জৈব তুমেহ অভিসপিজ্জথ, যজ্জ দোসো অপি তজ্জ মুক্কা  
ফলতু মা নিদোসজ্জা”তি বহা আহ :—

“সহজরংগী সততেজো স্থরিয়ো তম বিনোদনো,

পাতোদয়ন্তে স্থরিয়ে মুক্কা ফলতু সত্তথা”তি ।

আপনার পায়ের দিক দিয়া প্রবেশ করিব মনে করিয়াই ঢুকিয়াছি ;  
আমাকে ক্ষমা করুন ।

“হে কুটজটিল, তোকে আমি অভিশাপ দিব ।”

“আচার্য্য, এইরূপ করিবেন না ।”

সে তাহার কথা না শুনিয়াই অভিশাপ দিল :—

“সহজ কিরণ শততেজ স্বৰ্য্য তমঃ বিনোদক্,

প্রভাতে উদিত্তে তব সাতভাগে কাটুক মস্তক ।”

নারদ কহিল—“আচার্য্য, আমার দোষ নাই, তাহা বলাতেও আপনি  
অভিশাপ দিলেন ; তাহার দোষ আছে তাহার মস্তক কাটুক, নিদোষের যেন  
না কাটে ।” এই বলিয়া কহিল :—

“সহজ কিরণ শততেজ স্বৰ্য্য তমঃ বিনোদক্,

প্রভাতে উদয় হ’তে সাতভাগে কাটুক মস্তক ।”

অভিসপি ।

৮। সো পন মহানুভাবো অতীতে চত্বাণীস অনাগতে চত্বাণীসাত্তি অসীতিকল্পে অনুজরতি । তস্মা কল্প মুখো উপরি সাপো পতি-  
জতী”তি উপখারেস্তু। আচরিয়সাত্তি এত্বা তস্মিং অনুকম্পং  
পটিচ্চ ইচ্ছিবলেন অরুণুগমনং নিবারেসি । নাগরা অরুণে  
অনুগচ্ছন্তে রাজধারং গন্ত্বা “দেব তয়ি বজ্জং কারেস্তুে অরুণো  
ন উট্টহতি, অরুণং নো উট্টাপেহী”তি কন্দিংসু । রাজা অন্তনো  
কায়কম্মাদীনি ওলোকেস্তুো কিক্কি অযুত্তং অদিস্বা কিম্মুখো  
কারগন্তি চিস্তেত্বা “পবজিতানং বিবাদেন ভবিতবন্তি” পরিসঙ্কম্বানো  
“কচ্চি ইমস্মিং নগরে পবজিতা অথী”তি পুচ্ছি ।’

এইরূপে নারদও তাহাকে অভিশাপ দিল।

৮। সে মহানুভব ছিল, অতীতের চল্লিশ কল্প ও অনাগতের চল্লিশ  
কল্প, এই আশী কল্পের কথা অনুস্মরণ করিতে পারিত। সে, কাহার উপর  
এই অভিসম্পাত হইবে তাহা চিন্তা করিয়া জানিতে পারিল যে আচার্য্যের  
উপরই তাহা পড়িবে। ইহা জানিয়া সে দেবলের প্রতি অনুকম্পাপরবশ  
হইয়া ঋদ্ধিবলে সূর্য্যোদয় নিবারণ করিল। নাগরিকেরা সূর্য্যোদয় হই-  
তেছে না দেখিয়া রাজধারে যাইয়া কহিল—“দেব, আপনার রাজত্বের  
সময় অরুণোদয় হইতেছে না, আমাদের সূর্য্যোদয় করিয়া দিন।” এই  
বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। রাজা আপনার শারীরিক কষ্টাদি অবলোকন  
করিলেন। কিন্তু নিজের কোন অযুক্তিকর কার্য্য দেখিতে পাইলেন না।  
ইহার কারণ কি চিন্তা করিয়া প্রব্রজিতদের বিবাদের দ্বারা এমন হইতে  
পারে’ এইরূপ সন্ধিগ্ন মনে জিজ্ঞাসা করিলেন—“এই নগরে কোন প্রব্রজিত  
আছেন কি?”

“হীয়ে্যো সায়ং কুন্তকারসালায় আগতা অখি দেবা”তি বুস্তে—তং ঋণশ্রেব রাজা উকাহি ধারিয়মানাহি তথ গস্তা নারদং বন্দিত্বা একমন্তং নিসিন্নো আহ :—

“কন্মন্তা নগ্নবস্তন্তি জম্বুদীপজ নারদ ,

কেন লোকো তমোভূতো তস্মৈ অক্কাহি পুচ্ছিতো”তি ।

৯। নারদো সৰ্বং তং পবন্তিঃ আচিন্ধি—“ইমিনা কারণে-নাহং ইমিনা অভিসপিতো, অথাহং ময়হং দোসো নখি যজ দোয়সা অখি তস্মৈব উপরি সাপো পততু”তি বহা অভিসপিং, অভিসপিত্বা চ পন কন্ম মুখো উপরি সাপো পতিজতী”তি উপধারেন্তো সুরিয়ুগ্মনবেলায়ং আচরিয়জ মুক্কা সন্তধা ফলিজতী”তি দিস্বা এতস্মিং অনুকম্পং পটিচ্চ অরুগজ উগস্তং ন দেমী”তি ।

“দেব, গতকল্য সন্ধ্যার সময় হুইজন আসিয়া কুন্তকার-শালায় অবস্থান করিতেছেন।” লোকেরা এই কথা বলিলে রাজা সেই মুহূর্তেই মশালধারীদের সহিত তথায় যাইয়া নারদকে বন্দনা পূর্বক একপার্শ্বে উপবেশন করিয়া কহিলেন :—

“জম্বুদীপে কন্ম আদি প্রবর্তিত হ’তে না’রে,

তমঃ কেন আবরিল হে নারদ ! এ’সংসারে ?

জিজ্ঞাসি তোমারে তাহা, সে কারণ বল য়োরে ।

৯। নারদ সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া কহিল—“এই কারণে ইনি আমাকে অভিশাপ দিয়াছেন; আমিও বলিয়াছি—আমার কোন দোষ নাই, যাহার দোষ তাহার উপর অভিশাপ পড়ুক। প্রত্যাভিশাপ দিয়া, কাহার উপর শাপ পড়িবে তাহা অবধারণ করিয়া দেখিলাম স্বৰ্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ইহার মাথা সাত ভাগ হইয়া ফাটিয়া যাইবে। তাহা দেখিয়া তাহার প্রতি অনুকম্পাপরবশ হইয়া স্বৰ্য্য উঠিতে দিতেছি না।

“কথম্পদমজ্জ ভন্তে, অন্তরায়ো ন ভবেয়া”তি ?

“সচে মং খমাপেয়া ন ভবেয়া”তি ।

“তেন হি খমাপেহী”তি ।

“এসো মহারাজ, মং জটাসু চ গীবায়াং চ অকমি, নাহং  
এতং কুটজটিলং খমাপেমী”তি ।

“খমাপেহি ভন্তে, মা এবমকরী”তি ।

“ন মহারাজ, খমাপেমী”তি ।

“মুজ্জা তে সন্তথা ফলিজ্জতী”তি বুত্তেপি ন খমাপেসি য়েব ।

১০ । অথ নং রাজা “ন হং অন্তনো কুটিয়া খমাপেজ্জলী”তি  
হথপাদকুচ্ছিগীবাসু তং গাহাপেজ্জা নারদজ পাদমূলে ওনমাপেসি,  
নারদো “উঠেহি আচরিয়, খনানি তে”তি বজ্জা “মহারাজ,

“ভন্তে, কিসে তাঁহার অন্তরায় হইবে না ?”

“যদি আমার নিকট ক্ষমা চায়, তবে অন্তরায় হইবে না ।”

“তাহা হইলে আপনি ক্ষমা চান ।”

“মহারাজ, সে আমার জটা ও গলা মাড়াইয়াছে, আমি ঐ কুট-  
জটিলের কাছে ক্ষমা চাহিব না ।”

“ভন্তে, এমন করিবেন না ক্ষমা চান ।”

“না মহারাজ, ক্ষমা চাহিব না ।”

“আপনার স্রাথা লাভ ভাগে কাটিয়া যাইবে” বলিলেও ক্ষমা চাহিল না ।

১০ । অতঃপর রাজা তাহাকে কহিলেন—“আপনি যেচ্ছায় ক্ষমা  
চাহিবেন না !” এই বলিয়া লোকদ্বারা হস্ত, পদ, কুক্ষি ও গ্রীবাতে  
ধরাইয়া নারদের পাদমূলে অবনত করাইলেন । নারদ বলিল—“আচাৰ্য্য,  
উঠুন, আপনাকে ক্ষমা করিলাম ।” রাজাকে কহিল—“মহারাজ,

নাথঃ যথামনেন খমাপেতি, নগরজ্ঞ অবিদূরে একো সরো অথি, তত্র  
নং সীসে মন্তিকাপিণ্ডং কত্বা গলপ্নমাণে উদকে ঠপাপেহী”তি ।

১১ । রাজা তথা কারেসি । নারদো দেবলং আমন্তেত্বা “আচ-  
রিয় ময়া ইচ্ছিয়া বিজ্ঞটায় সুরিয়সস্তাপে উট্টহন্তে উদকে নিম্ন-  
জ্জিহ্বা অণ্ণেন ঠানেন উত্তরিত্বা গচ্ছেয়্যাসী”তি আহ । তন্ম  
সুরিয়রস্মীহি সক্ষুট্টমন্তেব মন্তিকাপিণ্ডো সন্তথা ফলি, সো নিম্ন-  
জ্জিহ্বা অণ্ণেন ঠানেন পলায়ী”তি ।

১২ । সখা ইমং ধম্মদেসনং আহরিত্বা “তদা ভিক্ষুবে, রাজা  
আমন্দো অহোসি, দেবলো তিঙ্গো, নারদো অহমেব । এবং  
তদাপেস দুব্বচোয়েবা”তি বত্বা তিঙ্গথেরং আমন্তেত্বা—  
“তিঙ্গ, ভিক্ষুনো হি অম্মকেনাহং অকুট্টো, অম্মকেন পহটো,

ইনি স্বেচ্ছায় ক্ষমাচান নাই, তাই তাঁহার বিপদ সম্পূর্ণ দূর হয় নাই । নগরের  
অদূরে এক সরোবর আছে, সেখানে ইনি মন্তকে মাটির পিণ্ড রাখিয়া  
তাঁহাকে গলাগ্রমাণ জলে রাখিয়া দিন ।”

১১ । রাজা তাহাই করিলেন । নারদ দেবলকে সম্বোধন করিয়া  
কহিল—“আচার্য্য, আমি ঋদ্ধি ছাড়িয়া দিলে, যখন স্বর্ষাসস্তাপ উঠিলে,  
তখন জলে ডুব দিয়া, অগ্নদিক দিয়া উঠিয়া চলিয়া যাউবেন । স্বর্ষারশ্মি  
দ্বারা সংস্পৃষ্ট হইবা মাত্র মন্তিকাপিণ্ড সপ্তথা বিদীর্ণ হইল । সে ডুব দিয়া  
অগ্ন স্থানে পলায়ন করিল ।

১২ । শাস্তা এই ধর্মোপদেশ দিয়া ব্যক্তি নির্দেশ করিলেন—  
“হে ভিক্ষুগণ, তখন আনন্দ ছিল রাজা ; তিষ্ঠা ছিল দেবল ;  
আমি ছিলাম নারদ । তিষ্ঠা তখনও এমন দুর্বল ছিল ।” ইহা  
বলিয়া শাস্তা “তিষ্ঠা স্ববিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—“তিষ্ঠা,  
অমুক আমাকে আক্রোশ করিয়াছে, অমুক আমাকে মারিয়াছে,

অনুকেন জিতো, অনুকো ধো মে ভণ্ডং অহাসী'তি চিন্তেস্তম বেরং  
নাম ন বুপসম্মতি। এবং পন অনুপনযহন্ত্বেষ উপসম্মতী'তি  
বহা ইমা গাথা অভাসি :—

“অকোচ্ছি মং অবধি মং অজিনি মং অহাসি মে,  
য়ে তং উপনযহন্তি বেরং তেসং ন সম্মতি। ৩

• অকোচ্ছি মং অবধি মং অজিনি মং অহাসি মে,  
য়ে তং ন উপনযহন্তি বেরং তেসূপসম্মতী'তি। ৪

অনুক আমাকে পরাজয় করিয়াছে। অনুক আমার জিনিষ চুরি করিয়াছে,  
এইরূপ চিন্তা ভিক্ষুরা করিলে তাহাদের বৈরী ভাবের উপশম হয় না।  
যে এইরূপ ভাব পোষণ করে না, তাহারই বৈরীভাব উপশম হয়। ইহা  
বলিয়া এই গাথাটির ভাষণ করিলেন :—

“ভং সিন্নাছে, মারিগাছে মোরে,  
জিনিগাছে, হরিগাছে মোর,—  
যারা করে উপনন্দ তাহা  
বৈর সাম্য হ'বে না তা'দের। ৩

ভং সিন্নাছে, মারিগাছে মোরে,  
জিনিগাছে, হরিগাছে মোর,—  
উপনন্দ করে না তা' যারা  
বৈর সাম্য হ'বে তাহাদের।” ৪

১৩। তথ “অকোচ্ছী”তি—অকোসি। “অবদী”তি—পহরি। “অজিনী”তি—কূটসঙ্খি ওতারণেন বা বাদপটিবাদেন বা করণুত্ত-  
রিয়করণেন বা অক্লেসি। “অহাসিমে”তি—মম সম্বন্ধং পশাদিন্ধ  
কিঞ্চিদেব অবহরি। “য়ে তং”তি—য়ে কোচি দেবা বা মনুজা  
বা পহট্টা বা পরবজ্জিতা বা তং। “অকোচ্ছি মং”তি—আদি-  
বথুকং কোধং স্কটধুরং বিয় মন্দিনা, পুতিমচ্ছাদীনি বিয় চ  
কুসাদীহি . পুনপ্লুনং বেঠেন্তা উপনয়ন্তি, তেঙ্গং স্কিং উপ্লন্নং  
বেরং। “ন সম্মতী”তি—ন বৃপসম্মতি। “য়ে তং ন উপনয়ন্তী”তি  
—ঐসতি অমনসিকার বসেন বা কন্মপচ্চবেক্ষণ বসেন বা য়ে তং  
অকোসাদিবথুকং কোধং তয়্যাপি কোচি নিদোসো পুরিমভাবে অকুট্টো  
ভবিম্মতি, পহট্টো ভবিম্মতি, কূটসঙ্খি ওতারেহা জিতো ভবিম্মতি,

১২। তথায় “ভংসিয়াছে”—আক্রোশ করিয়াছে। “মারিয়াছে”—  
প্রহার করিয়াছে। “তিনিয়াছে”—কূট সাক্ষ্যের অবতারণা করিয়া বা  
বাদ-প্রতিবাদের দ্বারা বা শ্রেষ্ঠ কাব্যিকরণদ্বারা পরাজিত করিয়াছে। “হরি-  
য়াছে”—আমার অধিকারের পাত্রাদির মধ্যে কিছু অপহরণ করিয়াছে।  
“যাহারা তাহা”—যে কোন দেবতা, মনুষ্য, গৃহস্থ বা প্রবজিত তাহা। “আমাকে  
আক্রোশ করিয়াছে”—ইত্যাদিতে নন্দি বৃষভের পশ্চাতে শকট ধুরের দ্বারা ক্রোধ,  
কুশাদিদ্বারা পুতি মংস্ত পুনঃপুন বেঠেন করার দ্বারা উপনয়, তাহাদের একবার  
উৎপন্ন বৈরভাব—“সাম্য হয় না”—উপশয় হয় না। “উপনয় করে  
না তা’ যারা”—যাহারা বিশ্বাসিত বা অগ্রমনস্কতা বশত উৎপন্ন বৈরী  
ভাব পোষণ করে না, অথবা কৰ্ম প্রত্যাবেক্ষণ করিয়া ভাবে যে  
ভূমিও পূৰ্ব্বেই কোন নির্দোষীকে আক্রোশ করিয়া থাকিবে, প্রহার  
করিয়া থাকিবে, মিথ্যা সাক্ষ্যাদির দ্বারা পরাজিত করিয়া থাকিবে,



কজ্জচি পসযহ কিঞ্চি অচ্ছিন্নং ভবিঅতি, তন্মা নিদোসো  
হুত্বাপি অকোসাদীনি পাপুণাসী'তি এবং ন উপনযহন্তি, তেহু  
পমাদেন উল্লম্পি বেরং ইমিনা অমুপনযহনেন নিরিক্কনো বিয়  
জাতবেদো উপসম্মতী'তি।

দেশনা পরিয়োসানে সতসহস্রা ভিক্কু সোতাপত্তি ফলাদীনি  
পাপুণিংসু। ধর্মদেশনা মহাজনজ সাথিকা অহোসি। দুব্বচোপি  
সুব্বচো জাতো'তি।



বল প্রয়োগে কাহারও কিছু গ্রহণ করিয়া থাকিবে, সেই ক্ষণে তুমি নির্দোষ  
হইয়াও আক্রোশাদি লাভ করিতেছ; এইরূপ চিন্তা করিয়া বৈরীভাব পোষণ  
করেনা। তাহাতে প্রমাদ বশে বৈরীভাব উৎপন্ন হইলেও এইরূপে বৈরীভাব  
পোষণ না করাতে উৎপন্ন বৈরীভাবও ইন্ধন (জ্বালানিকাঠ) বিহীন অগ্নির  
জ্বায়ে উপশান্ত হইবে।

দেশনা অবসানে শতসহস্র ভিক্কু সোতাপত্তি ফলাদি প্রাপ্ত হইয়া-  
ছিলেন। ধর্মদেশনা সমাগত জনমণ্ডলীর সার্থক হইয়াছিল। দুব্বচও  
সুব্বচ হইয়াছিল।



## কালীস্বকথিনিয়া-বগ্নু । ৪ .

১। “নহি বেরেনা”তি ইমং ধম্মদেশনং সথা জেতবনে বিহরন্তো অপ্রতরং বজ্জিখিং আরত্ত কথেসি ।

২। একো কির কুটুম্বিকপুত্তো পিতরি কালকতে খেত্তে চ ঘরে চ সৰ্বকস্মানি অন্তনাব করোন্তো মাতরং পটিজ্জগতি । অথন্না মাতা “কুমারিকং তে তাত, আনেজ্জামী”তি আহ ।

“অস্ম, মা এবং বদেথ, অহং য়াবজীবং তুম্হে পটিজ্জগিআমী”তি ।

---

## কালীস্বকথিনিয়া উপাখ্যান । ৪

১। “বৈরীতাপ্ত নহে” এই ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে বাস করিবার সময় জনৈক বহুয়া নারীর কথা প্রসঙ্গে কহিয়াছিলেন’।

২। এক কুটুম্বিক-পুত্র নাকি তাহার পিতার মৃত্যুর পর ক্ষেত্রের ও গৃহস্থালীর সমস্ত কার্য নিজে করিয়া মাতৃসেবা করিতেছিল । অনন্তর তাহার মাতা তাহাকে কহিল—“বাবা, তোমার জন্ত একটা মেয়ে আনিব ।”

“মা, অমন কথা বলিওনা, আমি যতদিন বাঁচিব ততদিন তোমার সেবা করিব ।”

“তাত, খেতে চ ঘরে চ কিচ্চং ঙংয়েব করোসি. তেন ময়ং চিত্তস্থং নাম ন হোতি, আনেজামী”তি। সো পুনঃপুনঃ পটিক্খিপিত্বা তুণ্হী অহোসি। সা একং কুলং গন্তুকামা গেহা নিব্বমি। অথ নং পুত্তো “কতর কুলং গচ্ছথা”তি পুচ্ছিত্বা— “অমুকং নমসী”তি বুত্তে তথ গমনং পটিসেধেত্বা অন্তনো অভিরুচিতং কুলং আচিচ্ছি। সা তথ গন্ত্বা কুমারিকং বারেত্বা দিবসং ঠপেত্বা তং ইতরঙ্গ ঘরে অকাসি। সা বঞ্চা অহোসি।

৩। অথ নং মাতা “পুত্ৰ, ঙং অন্তনো রুচিয়া কুমারিকং আনাপেসি, সাদানি বঞ্চা জাতা, অপুস্তকঞ্চ নাম কুলং বিনজতি, পবেণী ন ঘটীয়তি, তেন অপ্রপ্তে কুমারিকং আনেজামী”তি। তেন “অলং অম্মা”তি বুচ্ছমানাপি পুনঃপুনঃ কথেসি।

“বাবা, ক্ষেতের কাজ ও ঘরের কাজ তোমাকেই করিতে হয়, তাহাতে আমার মনে সুখ পাই না;—আমি বৌ আনিব।” সে বারবার অঙ্গশ্রুতি জানাইয়া নীরব হইল। তাহার মাতা বাহির হইল,—কোন এক বাড়ী গিয়া মেয়ে ঠিক করিবে। পুত্র তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল— “মা, কাহাদের বাড়ীতে যাইতেছ?” মা “অমুক বাড়ী” বলিলে, সে তথায় যাইতে নিবেদন করিয়া নিজের পছন্দ মত কুল নির্দেশ করিয়া দিল। সে সেইখানে যাইয়া মেয়ে ঠিক করিয়া, লগ্ন দিয়া আসিল। বৌ আনিয়া ছেলের ঘর করাইল। সে বক্ষা হইল।

৩। অতঃপর মাতা পুত্রকে কহিল—“পুত্র, তুমি নিজের কচি অমু-  
সারে মেয়ে আনাইয়াছ, সে ত বক্ষা হইল। অপুত্রকের কুল নষ্ট হয়,  
বংশ বক্ষা হয় না, তাই বলি—আর একটি বৌ আনি।” সে বলিল—  
“নিপ্রয়োজন মা,” এইরূপে সে বারণ করিলেও মা পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিল।

বক্ষিতী তং কথং হৃদা “পুস্তা নাম মাতাপিতৃকং বচনং অতিকমিতুং  
ন সক্ষোস্তি, ইদানি অশ্রুং বিজায়িনিং ইথিং আনেহা মং দাসি-  
ভোগেন পরিভুক্তজন্তি, যম্ নাহং সয়মেবেকং কুমারিকং অহন-  
য়াং”তি চিন্তেহা একং কুলং গচ্ছা তজ্জথায় কুমারিকং বারেহা  
“কিং নামেতং অন্য বদেসী”তি তেহি পটিন্ধিতা “অহং বধূ,  
অপুস্তকং কুলং নজতি, তুমহাকং পন ধীতা পুস্তং পটিলভিত্বা কুটুম্বজ-  
সামিনী ভবিন্ধতি, মেথ নং ময়হং সামিকজা”তি যাচিহা সম্পটি-  
চ্ছাপেহা আনেহা সামিকজ ঘরে অকাসি। অথচ এতদহোসি,  
“সচায়ং পুস্তং বা ধীতরং বা লভিজতি অয়মেব কুটুম্বজ সামিনী  
ভবিন্ধতি, যথা দারকং ন লভিজতি তথৈব নং কারেভুং  
বট্ঠী”তি। অথ নং আহ—“হৃদা তে কুচ্ছিয়ং গত্তো পতিট্ঠাতি,

বক্য-স্ত্রী সেই কথা শুনিয়া ভাবিল—“ছেলেরা মাতা-পিতার কথা না  
রাখিয়া পারে না, এখন অল্প একটি প্রসবকারিণী স্ত্রী আনিয়া আমাকে  
দাসীর মত করিয়া রাখিবে। অতঃএব আমি নিজেই একটি মেয়ে ঠিক  
করিয়া আনিব।” সে এইরূপ চিন্তা করিয়া কোন এক বাড়ীতে গিয়া  
মেয়ে পছন্দ করিয়া তাহার স্বামীর জন্ত প্রার্থনা করিল। “এ কেমন কথা  
বলিতেছ মা!” এই বলিয়া তাহার উপেক্ষা করিলে, সে বলিল—“আমার  
পেটে ত ছেলে ধরিল না, অপুস্তক-কুল নাশ হয়, তোমাদের মেয়ে ছেলের  
মা হইয়া সম্পত্তির অধিকারিনী হইবে, আমার স্বামীর জন্ত ওকে দাও।”  
এইরূপে সে মিনতি করিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করাইয়া মেয়ে আনিয়া  
স্বামীর ঘর করাইল। তারপর তাহার ভাবনা হইল—“যদি ইহার ছেলে  
মেয়ে হয়, তবে সেই সম্পত্তির কন্যা হইবে, যাহাতে ছেলে না হয়, তাহাই  
করিব।” অতঃপর সে উহাকে বলিল—“যখন তোমার পেটে ছেলে হবে,

অথ মে আরোচেয়্যাসী”তি । সা ‘সাম্ব’তি সম্পটিচ্ছিত্বা গন্তে পতি-  
ট্ঠিতে তজ্জারোচেসি । তজ্জা পন সায়েব নিচ্চং স্নাত্তত্তং দেতি,  
অথজ্জা আহাৰেনেব সন্ধিং গত্তপাতন তেসজ্জং অদাসি, গত্তো পতি ।

৪ । দুতিয়ম্পি গন্তে পতিট্ঠিতে তজ্জা আরোচেসি, ইতরা  
দুতিয়ম্পি তথেষ পাতিেসি । অথ মং পটিবিজ্জকিথিয়ো পুচ্ছিংসু—  
“কচ্চিতে সপত্তি অন্তরায়ং করোতী”তি ? সা তমথং আরোচেসি ।  
“অঙ্কবালে !” কস্মা এবমকাসি ? অয়ং তব ইন্নারিয়ভয়েন গত্তপাতনং  
য়োজ্জেষা দেতি, তেন তে গত্তো পতিতি । ‘মাম্ম পুন এবমকথা’তি  
বুত্তা তুতিয়বারে ন কথেসি । অথজ্জা ইতরা উদরং দিস্বা “কস্মা  
ময়হং গত্তম পতিট্ঠিতভাবং ন কথেসী”তি বহ্বা “হং মং  
আনেহা ঘে বারে গত্তং পাতেসি, কিমথং তুযহং কথেনী ?”তি

তখন আমাকে বলিস্।” সে ‘ভাল’ বলিয়া সম্মতি জানাইয়া অন্তঃসত্ত্বা  
হইলে সপত্নীকে জানাইল। সে তাহাকে সৰ্ব্বদা নিজের হাতেই ষাউ-ভাত বাড়িয়া  
দিত। একদিন আহাৰের সঙ্গে গৰ্ভপাতের ঔষধ দিলে গৰ্ভ পাত হইল।

৪। দ্বিতীয় বারও তাহার গৰ্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইলে সে তাহাকে বলিল।  
সেবারেও সেইরূপ করিল। অমন্তর একসময় জ্ঞানৈক প্রতিবেশিনী  
তাহাকে দ্বিজ্ঞাসা করিল—“তোমার সতীন কোন অন্তরায় করিতেছে কি ?”,  
সে সেইসব কথা বলিল। প্রতিবেশিনী বলিল—“আধিঃ বোকা কোথা-  
কার ? কেন তুমি এইরূপ বলিতে গেলে ? সে তোমার সৌভাগ্যের ভয়ে  
গৰ্ভপাতের ঔষধ যোগ করিয়া দিতেছে, সেই জন্তই তোমার গৰ্ভপাত  
হইতেছে। আর এইরূপ বলিওনা।” প্রতিবেশিনী এইরূপ বলিলে পর  
সে তৃতীয় বারে তাহাকে বলিল না। অতঃপর সতীন তাহার উদর দেখিয়া  
বলিল—“কেন আমাকে গৰ্ভ হওয়ার কথা বলিস্ নাই ?”

“তুমি আমাকে আনিয়া দুইবার গৰ্ভপাত করিয়াছ, কেন তোমাকে বলিব ?”

বুস্তে “নট্টাদানিমহী”তি চিন্তেহা তন্মা পমাদং ওলোকেস্তি পরিণতে  
 গন্তে ওকাসং লভিত্বা ভেসজ্জং যোজেহা অদাসি, গন্তো পরিণতত্তা  
 পতিতুং অসকোন্তো তিরিয়ং নিপজ্জি। ধরা বেদনা উগ্গজ্জি,  
 জীবিত সংসয়ং পাপুণি। সা “নাসিতমিহ তয়া, ভমেব মং আনেহা  
 তয়ো দারকে নাসেসি, ইদানি অহম্পি নজামি, ইতোদানি চুতা  
 য়স্থিনী হুহা তব দারকে খাদিতুং সমথা হুহা নিব্বত্তেয়্যঃ”তি  
 পথনং ঠপেহা কালং কহা তস্মিং য়েব গেহে মজ্জারী হুহা  
 নিব্বত্তি। ইতরম্পি সামিকো গহেহা “তয়া মে কুলুপ-  
 চেহুদো কতো”তি কল্পরজ্জ্বকাদীহি সুপোঠিতং পোঠেসি। সা  
 তেনেবা বাধেন কালং কহা তথৈব কুকুটী হুহা নিব্বত্তা।

সে ইহা বলিলে সতীন চিন্তিত হইল এবং ভাবিল—“এবার বুঝি আমার  
 সৰ্বনাশ হইল।” সে তাহার ভ্রম-প্রমাদ অব্বেষণ করিতে করিতে গর্ভের  
 পরিণত অবস্থায় সুযোগ পাইয়া আহারের সহিত ঔষধ বোণ করিয়া  
 দিল। গর্ভ পরিণত হওয়ার পতিত হইতে না পারিয়া প্রহাংকারে রহিল।  
 তীব্র বেদনা উৎপন্ন হইল, গর্ভিনীর প্রাণ সংশয় হইল। সে সতীনের  
 লক্ষ্য করিয়া কহিল—“তুমিই আমাকে নাশ করিলে, তুমিই  
 আমাকে আনিয়া তিনটী ছেলে নষ্ট করিলে, এবার আমিও মরিলাম।  
 মৃত্যুর পর যেন বন্ধিণী হইয়া জন্মাই, যেন তোমার ছেলেদিগকে  
 খাইতে পারি।” সে এইরূপ প্রার্থনা করিয়া প্রাণ ত্যাগ  
 করিল। মৃত্যুর পর সে সেই বাড়ীতে বিড়ালী হইয়া জন্মিল।  
 স্বামী অপর স্ত্রীকে ধরিয়া “তুমিই আমার বংশ নাশ করিলে”  
 বলিয়া কনুই ও হাঁটুরদ্বারা বেদন প্রহার করিল। সেই পীড়াতেই  
 তাহার মৃত্যু হইল এবং সে সেই বাড়ীতে কুকুটী হইয়া জন্মিল।

কুকুটগানি বিজারি, মজ্জারী আগস্থা তানি খাদি। দুতিয়ম্পি ততি-  
 যম্পি খাদিয়েব। কুকুটী “তয়ো বারে মম অণুনি খাদিহা ইদানি  
 মম্পি খাদিতুকামাসি ? ইতো চুতা সপুত্তং তং খাদিতুং লভেয়্যং”তি  
 পথনং কহা ততো চুতা দীপিনী হহা নিব্বত্তি। ইত্তরা মিগী  
 হহা নিব্বত্তি। তজ্জা বিজাতকালে দীপিনী আগস্থা তয়ো বারে  
 পুত্তকে খাদি। মিগী মরণকালে “ইমায় মে তিক্কত্তুং পুত্তকে  
 খাদিহা ইদানি মম্পি খাদিঅতি, ইতোদানি চুতা এত্তং সপুত্তং  
 খাদিতুং লভেয়্যং”তি পথনং কহা য়স্বিনী হহা নিব্বত্তি। দীপিনীপি  
 ততো চুতা সাবথিয়ং কুলধীতা হহা নিব্বত্তি। সা বুদ্ধিপ্পত্তা  
 দ্বারগামকে পতিকুলং অগমাসি। অপরভাগে পুত্তং বিজারি।  
 য়স্বিনী তজ্জা পিয়সহায়িকাবল্লেনাগস্থা “কুহিং মে সহায়িকা ?”তি।

কুকুটী ডিম পাড়িতে লাগিল, বিড়ালী আসিয়া খাইতে লাগিল।  
 দ্বিতীয় বারও খাইল, তৃতীয় বারও খাইল। কুকুটী বলিল—“তিনবার  
 আমার ডিম খাইয়া, এখন আমাকেও খাইতে চাও ? এবার মরিয়া ছেলে  
 সহ তোমাকে খাইতে পারি মত যেন হই।” এই প্রার্থনা করিয়াই সে  
 প্রাণ ত্যাগ করিল। সে দীপিনী হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। অপরজন মৃগী হইল।  
 সে তিনবার প্রসব করিল, তিনবারই প্রসব সময়ে দীপিনী আসিয়া তাহার  
 শাবক খাইয়া ফেলিল। মৃগী মরণকালে প্রার্থনা করিল—“এ তিনবার আমার  
 শাবক খাইয়াছে, এবার আমাকেও খাইবে। এবার মরিয়া যেন সপুত্র এ’কে  
 খাইতেপারি।” সে যক্ষিনী হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। দীপিনী মরিয়া শ্রাবস্তীতে  
 কোন এক মনুষ্য কুলে কন্যা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিল। সে বড় হইলে  
 গ্রামাসনে তাহার বিবাহ হইল। সে পতিগৃহে গেল। কিছুদিন পরে সে  
 এক পুত্র প্রসব করিল। যক্ষিনী তাহার প্রিয় সখীর রূপ ধরিয়া আসিয়া  
 জিজ্ঞাসা করিল—“আমার প্রিয় সখী কোথায় ?”

“অন্তোগন্তে বিজাতা”তি।

“পুস্তম্মুখো বিজাতা উদাহ ধীতরংতি পঙ্গিঙ্গামি নং”তি  
পবিসিদ্ধা পঙ্গুস্তি বিয় দারকং গহেহা খাদিহা গতা । পুন বারেপি  
তথৈব খাদি । ততিয়বারে ইতরা গরুভাবা হুহা সামিকং আম-  
ন্তেহা “সামি, ইমস্মিং ঠানে একা য়স্কিনী মম ধে পুন্তে খাদিহা গতা,  
ইদানি কুলগেহং গন্তা বিজায়িঙ্গামী”তি কুলগেহং গন্তা বিজায়ি ।

৫ । তদা সা য়স্কিনী উদকবারং গতা হোতি । বেজবগ্ন  
হি য়স্কিনীয়ো বারেন অনোতত্তদহতো সীসপরম্পরায় উদকং  
আরোপেস্তি । তা চতুর্মাসচ্চয়েন পঞ্চমাসচ্চয়েন পি মুচ্চস্তি ।  
অপরা কিলন্তকায়া জীবিতক্সয়ম্পি পাপুগস্তি । সা পন উদকবারতো  
মুন্তমন্ত্যব বেগেন তং ঘরং গন্তা “কুহিং মে সহায়িকা”তি পুচ্ছি ।

“বাড়ীর ভিতর হুতিকাগারে আছে।”

“ছেলে হইয়াছে না মেয়ে হইয়াছে? আমি তাহাকে দেখিব।”  
এই বলিয়া প্রবেশ করিয়া শিশুটিকে নিয়া দেখিবার অছিলায় খাইয়া  
পলায়ন করিল। দ্বিতীয় বারও সেইরূপ খাইল। তৃতীয় বারে সে অন্তঃ-  
সন্ধা হইয়া স্বামীকে সন্ধান করিয়া কহিল—“স্বামিন্, এই স্থানে এক  
যক্ষিণী আমার দুই পুত্রকে খাইয়া গিয়াছে, এইবার বাপের বাড়ী গিয়া  
প্রসব করিব।” এই বলিয়া সে বাপের বাড়ী গিয়া প্রসব করিল।

৫ । তখন যক্ষিণীর উপর বৈশ্রবণকে জল দেওয়ার পালা পড়িয়াছিল।  
সে জল দিতে গিয়াছিল। অনোতত্ত হ্রদ হইতে যক্ষিণীর শিরঃ পর-  
ম্পরায় জলঘট আরোপিত করিয়া বৈশ্রবণকে জল আনিয়া দিত। তাহারা  
‘চারিমালে অথবা পাঁচমাসে এই কাজ হইতে মুক্ত হইত। কেহ কেহ  
ক্রান্ত হইয়া মরিয়াও যাইত। সেই যক্ষিণী জলের পালা হইতে মুক্ত হইবা  
যাত্র সবেগে সেই বাড়ীতে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“আমার সখী কোথায়?”



“কুহিং স্বং ন পঙ্গিঅসি, তস্মা ইমন্নিং ঠানে জাত জাত দারকে যস্মিনী খাদতি, তস্মা কুলগেহং গতা”তি।

“স। যথ বা তথ বা গচ্ছতু ন মে মুচ্চিঅতী”তি বের-বেগেন সমুজ্জাহিত মানসা নগরাভিমুখী পঙ্খন্দি। ইতরাপি নাম-গহণ দিবসে দারকং নহাপেত্বা নামং কত্বা “সামি, ইদানি সকঘরং গচ্ছামা”তি পুত্তং আদায় সামিকেন সন্ধিং বিহারমঞ্জে মগেন গচ্ছন্তি পুত্তং সামিকস্ত দত্বা বিহারপোক্খরগিয়া নহাত্বা সামিকে নহায়ন্তে পুত্তং পায়মানা ঠিতা যস্মিনীং আগচ্ছন্তিঃ দিস্বা সঞ্জানিত্বা “সামি! সামি!! বেগেনেহি বেগেনেহি অয়ং সা যস্মিনী”তি উচ্চাসদং কত্বা যাব তস্ম আগমনং সপ্ণাতুং অসকোন্তি নিবন্তিত্বা অস্তোবিহারাভিমুখী পঙ্খন্দি। তস্মিঃ সময়ে

“কোথায়, তুমি দেখিতে পাইবে না, এইখানে তাহার যত ছেলে হয় যক্ষিণী খাইয়া ফেলে, তাই সে বাপের বাড়ী গিয়াছে।”

“সে যেইখানেই যাউক না, আমাকে ছাড়াইতে পারিবে না।” এই বলিয়া সে বৈরীভাবে প্রবলতা বশতঃ সমুৎসাহিত চিন্তে নগরাভিমুখে ধাবিত হইল। অপর স্ত্রীলোকটিও পুত্রের নামকরণ দিবসে পুত্রকে স্নান করাইয়া নাম রাখিয়া স্বামীকে কহিল—“স্বামিন্, এখন চল আপন ঘরে যাই।” এই বলিয়া পুত্রকে লইয়া স্বামীর সহিত বিহার মধ্যবর্তী পথ দিয়া যাইবার সময় স্বামীর কোলে পুত্রকে দিয়া বিহারপুষ্করিণীতে স্নান করিল। আবার স্বামী স্নান করিবার সময় পুত্রকে নিজ লইয়া স্থিত-বহায় স্তম্ভপান করাইতে লাগিল। ইত্যবসরে যক্ষিণী সেইদিকে আসিতেছে দেখিতে পাইল। যক্ষিণীকে চিনিতে পারিয়া সে আন্তর্নাদ করিয়া বলিয়া উঠিল—“ওগো! ওগো! শীঘ্র আস, শীঘ্র আস, ঐ সে যক্ষিণী।” স্বামীর আসা যাবৎ স্থিত থাকিতে না পারিয়া ফিরিয়া বিহার অভিমুখে দৌড়িয়া গেল। সেই সময়ে

সখা পরিসমক্ষে ধম্মং দেসেতি। সা পুত্রং তথাগতস্য পাদপীঠে নিপজ্জাপেত্বা “তুমহাকং ময়া এস দিমো, পুত্রস্য মে জীবিতং দেখা”তি আহ। দ্বার কোট্টিকে অধিবথো স্তমনো নাম দেবো যন্ধিনিয়া অন্তো পবিসিতুং নাদাসি।

৬। সখা আনন্দথেরং আমন্তেত্বা “গচ্ছানন্দ, তং যন্ধিনিং পক্কোসাহী”তি আহ। থেরো পক্কোসি। ইতরা “অয়ং ভন্তে, আগচ্ছতী”তি আহ।

৭। সখা—“এতু মা সদ্দমকাসী”তি বত্বা তং আগন্ত্বা ঠিতং “কস্মী এবং করোসি, সচে তুমহে মাদিসস্স বুদ্ধস্য সম্মুখীভাবং নাগমিস্সথ ইস্সফন্দনানং বিয় কাকোলুকানং বিয় চ কল্পট্ঠিতিকং

শাস্তা পরিসদের মধ্যে ধর্মদেশনা করিতেছিলেন। স্ত্রীলোকটি ছেলে-টিক তথাগতের পাদপীঠে শায়িত করিয়া কহিল—“একে আপনাকে দিলাম, আমার পুত্রের প্রাণ দান করুন।” দ্বারপ্রকোষ্ঠে অধিষ্ঠাত্রী স্তমন নামক দেবতা যন্ধিনীকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দিলেন না।

৬। শাস্তা আনন্দ স্থবিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—“যাও আনন্দ, সেই যন্ধিনীকে ডাক।” স্থবির তাহাকে ডাকিলেন। স্ত্রীলোকটি সভয়ে বলিয়া উঠিল—“ভন্তে, ঐ আসিতেছে।”

৭। শাস্তা বলিলেন—“আম্বক, শব্দ করিও না।” যন্ধিনী আসিয়া দাঁড়াইলে তাহাকে শাস্তা কহিলেন—“কেন এমন করিতেছ, যদি তোমরা মাদশ বুদ্ধের সম্মুখস্থ না হইতে, কুম্ভবর্ণ ভল্লুক ও ফন্দন বুদ্ধের \* গ্রাস এবং কাকোলুকের + গ্রাস তোমাদের শত্রুতা কল্পকাল স্থায়ী হইত,

যো বেরং অভবিজ, কস্মা বেরং পটিবেরং করোথ ? বেরং হি  
অবেরেন উপসম্মতি, নো বেরেনা”তি বহা ইমং গাথমাহ :—

“নহি বেরেন বেরানি সম্মন্তীধ কুদাচনং,  
অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো”তি । ৫

৮ । তথ “নহি বেরেনা”তি—যথা হি খেলসিজ্জাগিকাদি অমুচি  
মস্কিতট্টানং তেহেব অমুচীহি ধোবন্তো স্তদ্ধং নিগ্গদ্ধং কাতুং  
অসক্কোন্তি ; অথ খো তং ঠানং ভীয়োসোমন্তায় অমুদত্তরঞ্চ  
দুগ্গদত্তরঞ্চ হোতি ; এবমেবং অক্কোসন্তং পচ্চক্কোসন্তো পহরন্তং  
পটিপহরন্তো বেরেন বেরং বুপসমেতুং ন সক্কোতি । অথ খো  
ভীয়ো বেরমেব করোতি, ইতি বেরানি নাম বেরেন কিম্মিচিপি  
কালে ন সম্মন্তি, অথ খো বজ্জন্তিয়েব ।

কেন পরম্পরে শত্রুতা আচরণ করিতেছ ? বৈর অবৈরদ্বারা উপশান্ত হয়,  
বৈরদ্বারা নহে।” ইহা বলিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন :—

“বৈরীতায় বৈরীভাব সাম্য নহে কদাচন,  
অবৈরেতে সাম্য হয় ইহা ধর্ম সনাতন ।” ৫

৮ । তথায় “বৈরীতায় নহে”—যেমন থুথু-শিখনী আদি অশুচি পদা-  
র্থের দ্বারা মস্কিত স্থান সেই সকল অশুচির দ্বারা ধৌত করিয়া বিশুদ্ধ  
ও নির্গন্ধ করা যায় না ; অধিকন্তু তাহাতে সেই স্থান অধিকতর অুবিশুদ্ধ  
ও দুর্গন্ধ হয় ; সেইরূপ আক্রোশ ও প্রতিক্রোশ করিয়া, প্রহার প্রতি-  
প্রহার করিয়া, বৈরী ভাবের দ্বারা বৈরী ভাবের উপশম হয় না । অধিকন্তু  
তাহাতে অধিকতর বৈরীতা করা হয় । সুতরাং বৈরীভাবের দ্বারা বৈরীতা  
কশিনকালেও সাম্য হয় না, বরঞ্চ বর্দ্ধিত হয় ।

“অবেরেন চ সম্মন্তী”তি—যথা পন তানি খেলাদীনি অস্থ-  
চীনি বিপ্লসন্নে উদকেন ধোবিয়মানানি নজ্জন্তি, তং ঠানং স্কন্ধং  
হোতি নিগন্ধং; এবমেব অবেরেন, খন্তিমেন্তোদকেন, য়োনিমো-  
মনসিকারেন, পচ্চবেস্বণেন বেরানি বৃপসম্মন্তি, পটিম্মন্তন্তি,  
অভাবং গচ্ছন্তি।

“এস ধম্মো সনন্তনো”তি—এস অবেরেন বেকুপসমন  
সম্মাতো পোয়াণকো ধম্মো সবেসং বুদ্ধ পচ্চেকবুদ্ধ খীণাসবানং  
গতমগোতি।

১। গাথাপরিয়োসানে য়স্থিনী সোতাপত্তিকলে পতিট্ঠাহি,  
সম্পত্তপরিয়ায় পি দেসনা সাথিকা অহোসি।

সথা তং ইথিং আহ—“এতিম্মা তব পুত্তং দেহী”তি।

“ভায়ামি ভন্তে”তি।

“অবেরেতে সাম্য হয়”—যেমন পরিষ্কার জলদ্বারা ধোত হইলে নিম্নীবনাদি  
অশুচি পদার্থ নষ্ট হয়, সেই অশুচি মক্ষিত স্থান বিপ্লব ও নির্গন্ধ হয়; তদ্রূপ  
অবৈরী ভাবেরদ্বারা, ক্ষান্তি ও মৈত্রীদ্বারা, সম্যক মনোনিবেশ দ্বারা ও  
প্রত্যাবেক্ষণ দ্বারা শত্রুতা ভাবের উপশম হয়, নিরোধ হয়, অভাব হয়।

“ইহা ধর্ম সনাতন”—অবৈরদ্বারা বৈরীভাবের উপশম করা ইহা  
পুরাতন, ধর্ম, সকল বুদ্ধ, পচ্চেক বুদ্ধ ও ক্ষীণাসবগণের অবলম্বিত মার্গ।

২। গাথা অবসানে যক্ষিনী সোতাপত্তি ফলে প্রতিক্ষিত হইয়াছিল।  
উপ্রস্থিত পরিষদেরও দেশনা সার্থক হইয়াছিল।

শাস্তা সেই ত্রীলোকটিকে বলিলেন—“তোমার ছেলেটি যক্ষিনীকে দাও।”

“ভন্তে, আমার ভয় হইতেছে।”

“মা ভায়ি, নথি তে এতং নিম্মায় পরিপন্থে”তি। সা তম্মা পুত্তং অদাসি। সা তং চুস্বিহা আলিস্বিহা পুন মাভুয়েব দহা রোদিভুং আরভি। অথ নং সথা—“কিমেতং”তি পুচ্ছি।

“ভন্তে, অহং পুৰে যথা বা তথা বা জীবিকং কপ্পেন্তীপি কুচ্ছিপূরং নালথং, ইদানি কথং জীবিস্সামী”তি।

অথ নং সথা—“মা চিন্তয়ী”তি সমস্সাসেহা তং ইথিং আহ—“ইমং নেহা অন্তনো গেহে নিবেসেহা অগ্গয়াত্তভন্তেহি পটিজ্জগাহী”তি।

১০। সা তং নেহা পিট্ঠিবংসে পতিট্ঠাপেহা অগ্গয়াত্ত ভন্তেহি পটিজ্জগি। তম্মা বীহি পহরগকালে মুসলং মুজ্জং পহরত্তং বিয় উপট্ঠাতি। সা সহায়িকং আমন্তেহা “ইমস্মিং ঠানে বসিভুং ন সঙ্কিস্সামি, অপ্রুথ মং পতিট্ঠাপেহী”তি বহা

“ভয় করিও না, ওর দ্বারা তোমার কোন অনিষ্ট হইবে না।” সে ছেলেটিকে যক্ষিণীর হাতে দিল। যক্ষিণী ছেলেটিকে নিয়া চুখন ও আলিঙ্গন করিয়া পুনরায় মাকে প্রত্যর্পণ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। শান্তা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“এ’ আবার কি?”

“ভন্তে, আমি পূর্বে যেমন তেনম ভাবে জীবিকার্জন করিয়াও পেট ভরিয়া খাইতে পাই নাই, এখন কি করিয়া বাঁচিব?”

অতঃপর শান্তা—“চিন্তা করিও না” এই বলিয়া তাহাকে আশ্বাসিত করিয়া সেই জীলোকটিকে কহিলেন—“ইহাকে নিয়া নিজের গৃহে রাখিবে এবং অগ্র বাউ-ভাত দিয়া প্রতিপালন করিবে।

১০। সে তাহাকে নিয়া পৃষ্ঠবংশে (টেকিঘরে) প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া অগ্র বাউ-ভাত দিয়া পরিপোষণ করিতে লাগিল। ধান ভাগিরার সমুদ্র তাহার মনে হইত যেন তাহার মাথায় মুঘলের আঘাত পড়িতেছে। সে সবীকে ডাকিয়া কহিল—“এইখানে থাকিতে পারিব না, আমাকে অল্প দানগায় রাখ।”

মুসলসালার, উদকচাটিয়াং, উক্কে, নিম্বকোসে, সন্ধারকুটে, গামদ্বারেতি এতেসু ঠানেসু পতিষ্ঠাপিতাপি “ইধ মে মুসলং সীসং তিন্মস্তুং বিয় উপঠাতি, ইধ দারকা উচ্চিষ্ঠজলং ওতারেন্দি, ইধ সুনথা নিপ-জ্জন্তি, ইধ দারকা অসুচিং করোন্তি, ইধ কচবরং ছেডেন্দি, ইধ গামদারকা লক্ষ্যযোগং করোন্তী”তি । সন্ধানি তানি পটি-স্থিপি । অথ নং বহিগামে বিবিত্তোকাসে পতিষ্ঠাপেত্তা তথজ্জা’ অগ্গয়াণ্ডতত্তাদীনি হরিংসু । সা “ইমস্মিং সংবচ্ছরে সুব্বুট্ঠিকা ভবিজ্জতি, থলট্টানে সঙ্গং করোহি ; ইমস্মিং সংবচ্ছরে দুব্বুট্ঠিকা ভবিজ্জতি নিমট্টানেয়েব করোহী”তি সহায়িকায় আরোচেতি ।

১১ । সেসজ্জনেহি কতসঙ্গং অতিউদকেন বা অনোদকেন বা নর্গতি, তজ্জা অতিবিয় সম্পজ্জতি । অথ নং “সম্ম,

তাহার রুচি অনুসারে ক্রমে টেকিঘরে, জলের চাড়িতে, উক্কে, সাইচে, আন্তাকুড়ে ও গ্রামদ্বারে এই সমস্ত স্থানে রাখা হইলেও “এখানে আমার মাথায় মুঘলের আঘাত পড়ে বলিয়া মনে হয়, এখানে ছেলেরা এঁটো-জল ফেলে, এখানে কুকুর শেয়, এখানে ছেলেরা অশুচি করে, এখানে জঞ্জাল ফেলে, এখানে গ্রামের ছেলেরা লক্ষ্যবেধ করে।” ইত্যাদি বলিয়া সমস্ত জায়গা ত্যাগ করিল। অনন্তর গ্রামের বাহিরে, উন্মুক্ত স্থানে তাহাকে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া দেখানে তাহাকে অগ্ন্যধিষ্ঠা-ভাত ইত্যাদি নিয়া দিতে লাগিল। সে তাহার সখীকে বলিত—“এই বৎসর স্রব্ধি হইবে, উচ্চ জমিতে শস্য রোপণ কর; এই বৎসর অনাবৃষ্টি হইবে নিম্ন ভূমিতে শস্য রোপণ কর।”

— ১১ । আর সকলের ফসল জলাধিক্যে বা জলাভাবে নষ্ট হইত, তাহার বেশ সূক্ষ্মা হইত। অনন্তর তাহাকে লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল—“হে বন্ধু,

তয়া কতসম্মং নেব অচ্যোদকেন ন অনোদকেন নম্মতি, সুব্বুট্ঠি দুব্বুট্ঠিভাবং এত্থা কস্মং করোসি, কিম্মুখো এতং ?”তি পুচ্ছিংসু ।

“অমহাকং সহায়িকা যস্মিনী সুব্বুট্ঠি দুব্বুট্ঠি ভাবং আচিস্খতি, ময়ং তজ্জা বচনেন থলনিম্নেসু সজ্জাদীনি করোম, তেন নো সম্পজ্জতি কিং ন পম্মথ নিবন্ধং অমহাকং গেহতো যাণ্ডভত্তাদীনি হরীয়মানানি ? তানি এতিম্মা হরীয়ন্তি । তুম্হেপি এতিম্মা অগয়াণ্ডভত্তাদীনি হরথ, তুম্হাকম্পি কস্মন্তে ওলোকেজ্জতী”তি । অথজ্জা সকল নগরবাসিনো সন্ধারং ফুরিংসু সাপি ততো পট্ঠায়্য সবেবসং কস্মন্তে ওলোকেন্তি লাভগগ্নত্তা অহোসি মহাপরিবারা । সা অপরভাগে অট্ঠ সলাকভত্তানি পট্ঠপেসি, তানি য়াবজ্জকালো দীয়ন্তিয়েবাতি ।

তোমার শস্ত জলাধিক্য বা জলাভাবে নষ্ট হয় না, অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হইবে, তাহা জানিয়াই কাজ কর নাকি ? কেন এমন হয় ?”

“আমার সখী যক্ষিনী সুবৃষ্টি-দুবৃষ্টির কথা বলিয়া দেয়, আমরা তাহার কথামত উচ্চ বা নিম্ন ভূমিতে শস্ত বুনি, তাই আমাদের সুজন্যা হয় । দেখনা আমাদের বাড়ী হইতে নিত্য যাণ্ডভাত নিয়া যাওয়া হয় ? তাহা ওয় জন্ত নেওয়া হয় । তোমরাও তাহাকে অগ্রযাণ্ডভাত দাও, তোমাদের কাজ-কর্মের প্রতিও নজর রাখিবে ।” অতঃপর সকল নগরবাসীরা তাহার সংকার করিতে লাগিল । সেও তখন হইতে সকলের কাজ-কর্ম দেখিতে লাগিল । তাহার বিশেষ লাভ হইতে লাগিল, বহুলোক তাহার অনুগত হইল । পরে সে অনুক্রমে তাহাকে ভাত দিবার জন্ত আটটি পালা প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিল । আজ পর্য্যন্ত লোকে তাহা দিয়া আসিতেছে ।



## কোসম্বক-বগ্নু । ৫

১। “পরে চ ন বিজ্ঞানন্তী”তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেত-  
বনে বিহরন্তো কোসম্বকে ভিক্ষু আরবু কথেসি ।

২। কোসম্বিয়ং হি ঘোসিতারামে পঞ্চসত পঞ্চসত পরিবারা  
দে ভিক্ষু বিহরিংসু বিনয়ধরো চ ধম্মকথিকো চাতি । তেসু  
ধম্মকথিকো একদিবসং সরীরবল্লং কদ্বা উদককোষ্ঠকে আচমন-  
উদকাবসেসং ভাজনে ঠপেদ্বা নিস্বমি, পছা বিনয়ধরো তথ  
পবিট্টো তং উদকং দিস্বা নিস্বমিহা ইতরং পুচ্ছি “আবুসো,  
তয়া উদকং ঠপিতং”তি ?

---

## কৌশালীক উপাখ্যান । ৫

১। “পরেরা জানে না” এই ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে বাস করি-  
বার সময় কৌশলীয় ভিক্ষুদিগের কথাপ্রসঙ্গে कहিয়াছিলেন ।

২। কৌশলীর ঘোসকারামে একজন বিনয়ধর ও একজন ধর্মকথিক  
হইজন ভিক্ষু বাস করিতেন । প্রত্যেকের পাঁচশত পাঁচশত শিষ্য ছিল ।  
তাহাদের মধ্যে ধর্মকথিক একদিন মলত্যাগ করিয়া উদক প্রকোষ্ঠে  
আচমন-জলাবশেষ জলাধারে রাখিয়া নিস্রাস্ত হইলেন । পশ্চাৎ বিনয়ধর  
সেখানে প্রবেশ করিয়া সেইজল দেখিতে পাইলেন । তিনি তাহা দেখিয়া  
নিস্রাস্ত হইয়া অপর ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিলেন— “আবুস, আপনি ওখানে  
জল রাখিয়াছেন ?”



“আম আবুসো”তি ।

“কিং পনেথ আপত্তিভাবং নজানাসী”তি ?

“আম ন জানাসী”তি ।

“হোতাবুসো, এথ আপত্তী”তি ।

“ভেন হি পটিকরিআমি নং”তি ।

“সচে পন তে আবুসো, অসঙ্কিচ্চ অসতিয়া কতং নথি আপত্তী”তি ।

৩। সো তজ্জা আপত্তিয়া অনাপত্তিদিট্ঠি অহোসি । বিনয়ধরোপি অন্তনো নিগ্গিতকানং “অয়ং ধর্মকথিকো আপত্তিং আপজ্জমানোপি নজানাতী”তি আরোচেসি । তে তস্ম নিগ্গিতকে দিয়া “তুমহাকং উপজ্জায়ো আপত্তিং আপজ্জিহাপি আপত্তিভাবং ন জানাতী”তি আহংসু । তে গন্তা অন্তনো উপজ্জায়জ্জারোচেসুং ।

“হাঁ, আবুস ।”

“ইহাতে আপত্তি (পাপ) হয়, আপনি কি জানেন না ?”

“না, জানি না ।”

“আবুস, ইহাতে ‘আপত্তি’ হয় ।”

“তাহা হইলে তাহার প্রতিকার করিব ।”

“আবুস, যদি আপনি না জানিয়া, অজ্ঞাতসারে করিয়া থাকেন, তবে তাহাতে আপত্তি হইবে না ।”

৩। ধর্মকথিক ইহা ‘আপত্তি’ নহে বলিয়াই ধারণা করিলেন । বিনয়ধর তাঁহার শিষ্যদিগকে কহিলেন— “এই ধর্মকথিক আপত্তিগ্রস্ত হইয়াও জানেন না ‘আপত্তি’ হইয়াছে ।” তাঁহার ধর্মকথিকের শিষ্যদ্বয়কে দেখিয়া কহিলেন— “আপনাদের উপাধ্যায় আপত্তিগ্রস্ত হইয়াও জানেন না ‘আপত্তি’ হইয়াছে ।” তাঁহার গিয়া নিজেদের উপাধ্যায়কে তাহা বলিলেন ।

সো এবমাহ—“অয়ং বিনয়ধরো পূর্বে অনাপত্তীতি বহা ইদানি  
আপত্তীতি বদতি, মুলাবাদি এসো”তি।

তে গন্তা “তুম্বাহকং উপস্থায়ো মুলাবাদী”তি আহংসু। এবং  
অপ্রমপ্রং কলহং বজয়িংসু।

৪। ততো বিনয়ধরো ওকাসং লভিত্বা ধর্মকথিকজ্ঞ আপত্তিয়  
অদ্যানে উক্ষেপনীয়কস্মং অকাসি। ততো পঠ্যায় তেসং পচয়-  
দায়কা উপঠ্যাকাপি ঘে কোঠ্যাসা অহেংসুং। ওবাদপটিগাহকা  
ভিক্ষুনিয়ো পি আরক্ষকদেবতাপি সন্দিষ্ঠ সন্ততা আকাসঠা  
দেবতাপীতি যাব ব্রহ্মলোকা সন্নে পুথুজ্জনা ঘে পক্ষা অহেংসুং।  
চাতুর্মহারাজিকং আদিং কহা যাব অকণিষ্ঠকন্তবনা পনীদং  
কোলাহলং অগমাসি।

তিনি এইরূপ কহিলেন— “এই বিনয়ধর পূর্বে ‘অনাপত্তি’ বলিয়া,  
এখন বলিতেছেন ‘আপত্তি;’ ইনি দেখিতেছি মিথ্যাবাদী।”

তাহারা যাইয়া কহিলেন— “আপনাদের উপাখ্যায় মিথ্যাবাদী।”  
এইরূপে পরস্পরের মধ্যে কলহ বদ্ধিত হইল।

৪। অনন্তর বিনয়ধর সুযোগ পাইয়া, ধর্মকথিক আপত্তিকে আপত্তি  
জ্ঞান করেন নাই, এই অজুহাতে তাহাকে উক্ষেপনীয় নামক দণ্ডকর্ম  
প্রদান করিলেন। সেই হইতে তাহাদের অনবস্ত দায়ক উপস্থাপকেরাও  
দুই ভাগ হইল। যে সকল ভিক্ষু তাহাদের কাছে ধর্মোপদেশ শুনিতেন  
তাঁহারাও দুই ভাগ হইলেন। তাহাদের রক্ষাকারী দেবতারাও দুই পক্ষ  
অবলম্বন করিলেন। রক্ষাদেবতাদের বহুবান্ধব আকাশস্থ দেবতারাও দ্বিধা  
বিতস্ত হইলেন। ক্রমে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সকল পুণ্যজনই দুই পক্ষ হইলেন।  
চাতুর্মহারাজিক হইতে অকণিষ্ঠ ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত এই কোলাহল বিস্তার  
লাভ করিল।

৫। অথেকো অপ্রতরো ভিক্ষু তথাগতং উপসংকমিত্বা  
উচ্ছেপকানং ধম্মিকেনেবায়ং কস্মেন উচ্ছিত্তো, উচ্ছিত্তানুবত্তকানং  
অধম্মিকেন কস্মেন উচ্ছিত্তোতি লঙ্ঘিৎ, উচ্ছেপকেহি বারিয়মানা-  
নম্পি চ তেসং তং অনুপরিবারেত্বা বিচরণভাবং আরোচেসি।

৬। ভগবা “সমগ্গা কির হোন্তু”তি ত্বে বারে পেসেত্বা  
“নয়িচ্ছন্তি ভন্তে, সমগ্গা ভবিতুং”তি স্ত্বা তত্ত্বিয়ারে “ভিন্নো  
ভিক্ষুসজ্জো, ভিন্নো ভিক্ষুসজ্জো”তি তেসং সন্তিকং গন্ত্বা উচ্ছে-  
পকানং উচ্ছেপনে ইতরেনসঞ্চ আপত্তিয়া অদম্মনে আদীনবং  
কথেত্বা পুন তেসং তথৈব একসীমায় উপোসথাদীনি অনুজানিত্বা  
ভত্তগাদীসু তণ্ডনজাতানং আসনন্তরিকায় নিসীদিতব্বন্তি ভত্তগো

৫। অনন্তর জনৈক ভিক্ষু তথাগতের নিকট গিয়া কহিলেন—  
“বর্জনকারীরা বলিতেছেন— “ধর্ম্মানুসারেই বর্জন করা হইয়াছে,”  
বর্জিতেরপক্ষদের বিশ্বাস ‘অধর্ম্মানুসারে বর্জন করা হইয়াছে।’ বর্জকেরা  
বারণ করিলেও অপর পক্ষীয়েরা তাঁহাকে নিয়াই চলিতেছেন।”

৬। ভগবান দুইবার তাঁহাদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন— “এক হও।”  
দুই বারই লোক কিরিয়া আসিয়া বলিল— “ভন্তে, তাঁহারা এক হইতে  
ইচ্ছা করেন না?” ইহা শুনিয়া তৃতীয়বারে ভগবান বলিয়া উঠিলেন—  
ভিক্ষুসজ্জ ভিন্ন হইল! ভিক্ষুসজ্জ ভিন্ন হইল!” ভগবান তাহাদের নিকট  
গিয়া বর্জনকারীদিগকে তাঁহাদের বর্জন কায়েঁর কুফল এবং অপরপক্ষকে  
তাঁহাদের দোষ স্বীকার না করার কুফল বুঝাইয়াদিলেন। তাঁহাদিগকে  
আবার একসীমায় উপোসথকর্ম্মাদি কুরিতে আজ্ঞা করিলেন। ভোজনশালায়  
দুই পক্ষের ভিক্ষুদিগকে (অনন্তরিক ভাবে) এক আসন অন্তর ভোজনাসনে

বস্ত্রং পপ্রাপেহা “ইদানি ভগুনজাতা বিহরন্তী”তি স্ত্রী তথ  
 গস্তা “অসং ভিক্ষবে, মা ভগুনং”তি আদীনি বহা “ভিক্ষবে,  
 ভগুন, কলহ, বিগ্ৰহ, বিবাদা নামেতে অনথকারকা, কলহং  
 নিদ্রায় হি লটুকিকাপি স্কুণিকা হথিনাগং জীবিতস্বয়ং  
 পাপেসী”তি লটুকিক জাতকং কথেষা “ভিক্ষবে, সমগ্গা হোথ.  
 মা বিবদথ, বিবাদং নিদ্রায় হি অনেকসহস্র বট্টকা জীবিতস্বয়ং  
 পস্তা”তি বট্টকজাতকং কথেসি।

৭। এবম্পি তেহু ভগবতো বচনং অনাদিয়ন্তেহু অপ্রতরেন ধম্ম-  
 বাদিনা তথাগতজ বিহেসং অনিচ্ছন্তেন “আগমেতু ভন্তে ভগবা ধম্ম-  
 আমি, অঙ্গোঙ্গুকে ভন্তে ভগবা, দিট্ঠধম্মসুখবিহারমমুযুন্তো বিহরতু,

উপবেশন করিবার নিয়ম করিয়া দিলেন। ইহার পরেও শাস্তা  
 শুনিতে পাইলেন— “ভিক্ষুরা এখনও ভিন্ন হইয়া আছেন।” তিনি  
 তাঁহাদের সেখানে গিয়া কহিলেন— “ভিক্ষুগণ, নিশ্চয়োজন, ভিন্ন হইও  
 না” ইত্যাদি বলিয়া পুনরায় কহিলেন— “ভিক্ষুগণ, ভেদ, কলহ,  
 বিগ্রহ, বিবাদ এই সব অনর্থকর। কলহের জন্ত চড়ুই পক্ষীও হস্তীনাগের  
 প্রাণনাশ করিয়াছিল।” এই বলিয়া চড়ুই জাতক কহিলেন—শাস্তা আবার  
 কহিলেন— “ভিক্ষুগণ, এক হও, বিবাদ করিও না; বিবাদের জন্ত অনেক সহস্র  
 বর্ষক নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল।” এই বলিয়া তিনি বস্ত্রক জাতক কহিলেন।

৭৫ এত বলা সত্ত্বেও তাঁহারা ভগবানের উপদেশ গ্রহণ করিলেন না,  
 তখন একজন ধর্মবাদী ভিক্ষু তথাগতের ক্রান্তভাব দেখিতে ইচ্ছা না  
 করিয়া কহিলেন— “প্রভু ভগবন্ ধর্মস্বামী, আপনি ক্ষান্ত হউন, উৎকর্ষা বিহীন  
 চিত্তে আপনার প্রত্যক্ষ ধর্মপ্রসূত সুখে অহুযুক্ত হইয়া স্বচ্ছন্দে বাস করুন।

ময়মেতেন তখনেন কলহেন নিগাহেন বিবাদেন পঞ্জাবিজ্ঞানমাতি  
বুত্তে অতীতঃ আহরি :—

“ভূতপুৰুষঃ তিস্থবে, বারাগসিয়ঃ ব্রহ্মদত্তো নাম কাসি-  
রাজা অহোসী”তি ব্রহ্মদত্তেন দীঘীতিস্ব কোশলরশ্রেণা রক্তঃ  
অচ্ছিন্দিষ্য। অপ্রাতকাবেসেন বসন্তস্ব পিতুনো মারিতভাবক্ষেব  
দীঘায়ুকুমারেন অন্তনো জীবিতে দিম্নে ততো পঠ্যায় তেসং সমগ্গা  
ভাবক্ কথেষ্য। “তেসং হি নাম তিস্থবে, রাজানং আদিম্মদগ্গানং  
আদিম্মসথানং এবরুপং খন্তিসোরচ্চং ভবিজ্জতি, ইধ খো তং তিস্থবে,  
সোতেথ্ রং তুম্হে এবং স্বাক্ষাতে ধম্মবিনয়ে পবজ্জিতা সন্নানী  
খমা চ তবেয়্যাথ সোরতা চা”তি ওবদিষ্যাপি নেয তে সমগ্গে  
কাতুং সন্ধি।

আমরা ভেদ, কলহ, বিগ্রহ ও বিবাদের ভাবই দেখাইব।” এইরূপ  
বলিলে শাস্ত্র অতীত বিষয় আহরণ করিয়া কহিলেন :—

“হে ভিক্ষুগণ, পুরাকালে বারাগসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে কাশীরাজ ছিলেন”  
এইরূপে তিনি আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মদত্ত কর্তৃক কোশল রাজ দীঘীতির রাজ্যো-  
চ্ছেদ, কুমার দীঘায়ুর অজ্ঞাত বাস, তাহার পিতার নিধন ও তৎকর্তৃক  
কাশীরাজের জীবন রক্ষার পর হইতে তাহাদের মধ্যে মিলন ভাব ইত্যাদি  
বিষয় বর্ণনা করিয়া কহিলেন—“হে ভিক্ষুগণ, তাহাদের ঋণ রাজাদেরও  
যদি বিনাশেও বিনাশে এইরূপ ক্ষান্তি-সৌরাস্ত্র্যভাব হয়, এমন স্থলে  
কি ভিক্ষুগণ, তাহা শোভা পায় ? যেহেতু তোমরা এমন স্ত্র আখ্যাত  
ধর্ম-বিনয় সম্পন্ন শাসনে প্রব্রজ্যা নিরাছ কম্পাশীল ও সঙ্কল্প হইবে।  
এইরূপ উপদেশ দিয়াও তাহারিগকে মিলাইতে পারিলেন না।

৮। সো তায় আকিঞ্চবিহারতায় উক্খতিতো “অহং খো ইদানি আকিঞ্চো দুস্খং বিহরামি, ইমে চ ভিক্ষু মম বচনং ন করোন্তি, যম্মনাহং এককোব গণমহা বৃপকটেষ্ঠা বিহরেয়্যং”তি চিন্তেত্বা কোসম্বিয়ং পিণ্ডায় চরিত্বা অনপলোকেত্বা ভিক্ষুসংঘং এককোব অন্তনো পত্তচীবরমাদায় বালকলোণকারামং গন্ত্বা তথ ভগুথেরস্স একচারিকবত্তং কথেত্বা পাচিনবংস মিগদায়ে তিস্সং কুলপুত্তানং সামগ্গিরসানিসংসং কথেত্বা যেন পারিলেয়্যকং তদবসরি। তত্রসুদং ভগবা, পারিলেয়্যকং উপনিম্মায় রক্ষিতবনসণ্ডে ভদ্রশালমূলে পারিলেয়্যকেন হত্তীনা উপর্টহিয়মানো কাস্ককং বজ্রাবাসং বসি।

৯। ‘কোসম্বিবাসিনোপি খো উপাসকো বিহারং পস্সা সথারং অপস্সন্তা “কুহিং ভন্তে, সথা”তি পুচ্ছিত্বা —

৮। তিনি এইরূপ জনাকীর্ণ বাসে উৎকণ্ঠিত হইয়া কহিলেন—“আমি এখন জনসমাকীর্ণ হইয়া ছুঃখেই বাস করিতেছি, এই সকল ভিক্ষুরা আমার কথা রাখিতেছে না, আমি নিশ্চয়ই দলছাড়া হইয়া একাকী থাকিব।” তিনি এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া কৌশলীতে ভিক্ষাচরণ করিয়া ভিক্ষুসম্মুখে অবলোকন না করিয়াই নিজের পাত্র চীবর গ্রহণ করতঃ একাই বালকলোণকারামে গেলেন। তথায় ভগু স্থবিরকে একচারিক বৃত্ত সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়া প্রাচীন বংশ মৃগদায়ে কুলপুত্র ত্রয়কে মিলনের উপকারিতা বিবয়ে উপদেশ দিয়া পারিলেয়্যক বনাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সেইখানে ভগবান পারিলেয়্যকের সমীপবর্তী রক্ষিত বনসণ্ডে ভদ্রশালমূলে পারিলেয়্যক হস্তীদ্বারা সেবিত হইয়া সুখে বর্ষাবাস করিতেছিলেন।

৯। কৌশলীবাসী উপাসকেরা বিহারে’ বাইয়া শাস্তাকে না দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“ভন্তে, শাস্তা কোথায়?”

“পারিলেন্যকবনসগুং গতো”তি ।

“কিং কারণা”তি ?

“অমেহ সমগো কাতুং বায়মি, ময়ং পনন সমগ্যা অহম্হা”তি ।

“কিং ভন্তে, তুমেহ সখুসন্তিকে পবজিহ্বা তন্নিং সামগিং করোন্তে সমগ্যা নাহবথা”তি ?

“এবমাবুসো”তি ।

মমুজ্জা— “ইমে সখুসন্তিকে পবজিহ্বা তন্নিং সামগিং করোন্তেপি সমগ্যা ন জাতা, ময়ং ইমে নিজ্জায় সখারং দট্টুং ন লভিমহ, ইমেসং নেব আসনং দজ্জাম ন অভিবাদনাদীনি কুরিআমা”তি ।

১০ । তে ততো পট্ঠায় তেসং সামীচিমত্তম্পি ন করিংসু ।  
তে অগ্নাহারতায় সুজ্জমানা কতিপাহেনেব উজ্জুকা হুহা

“পারিলেন্য বনে গিয়াছেন।”

“কেন ?”

“আমাদিগকে মিলাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা মিলিত হই নাই ।”

“ভন্তে, আপনারা শাস্তার নিকট প্রব্রজিত হইয়া, তিনি মিলাইতে চাহিলেও আপনারা মিলিলেন না ?”

“এইরূপই আবুস ।”

মমুজ্জেরা কহিল—“এই ভিক্ষুরা শাস্তার নিকট প্রব্রজিত হইয়া, তিনি মিলাইতে চেষ্টা করিলেও মিলিলেন না, আমরা ইহাদের জ্ঞাত শাস্তার দর্শন লাভে বঞ্চিত, ইহাদিগকে বলিবার আসনও দিব না, অভিবাদনাদিও করিব না ।”

১০ । সেই হইতে তাহারা ভিক্ষুদের সেবা সংকার পর্যান্ত করিল না । ভিক্ষুরা অগ্নাহার হেতু শুকাইতে লাগিলেন, তাহারা অল্প দিনের মধ্যেই উজ্জু হইয়া

অগ্রমগ্নঃ অচ্যুতঃ দেবেহা ধমাপেহা “উপাসকা, ময়ঃ সমগ্গা  
জাতা, তুমেহ পি নো পুরিমলদিমা হোথা”তি আহংসু ।

“ধমাপিতো পন বো ভন্তে, সথা”তি ?

“ন ধমাপিতো আবুসো”তি ।

“তেন হি সথারং ধমাপেথ, সথু ধমাপিতকালে ময়ম্পি  
তুমহাকং পুরসদিমা ভবিআমা”তি ।

তে অন্তোবজ্ঞভাবেন সথু সন্তিকং গন্তুঃ অবিসহন্তা দুস্কেন তং  
অন্তোবজ্ঞং বীতিনামেসুঃ । সথা পন তেন হথিনা উপর্টহিয়মানো  
সুখং বসি ।

১১ । সোপি হি হথিনাগো গগম্পহায় ফাসুবিহারথায়েব  
তং বনসগুং পাবিসি ।

পরস্পরের মধ্যে দোষ প্রকাশ করিয়া ক্ষমা চাহিলেন । ক্ষমা চাহিয়া  
উপাসকগণকে কহিলেন—“হে উপাসকগণ, আমরা মিলিত হইয়াছি, আপ-  
নারাও পূর্বের জায় হউন ।”

“ভন্তে, শাস্তা আপনাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন কি ?”

“না, ক্ষমা করেন নাই, আবুস !”

“তাহা হইলে শাস্তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন, শাস্তা ক্ষমা করিলে  
আমরাও আপনাদের নিকট পূর্ব সদৃশ হইব ।”

অন্তবর্ষা হেতু তাঁহার শাস্তার নিকট বাইতে সাহস করিলেন না ।  
দুঃখের সহিত সেই মধ্যবর্ষা অতিক্রম করিলেন । শাস্তা কিন্তু সেই হস্তীর  
সেবা-শুশ্রূষায় স্থখে বাস করিতে লাগিলেন ।

১১ । সেই মহাহস্তীও বল ছাড়া হইয়া স্থখে বাস করিবার জগাই  
সেই বনগহনে প্রবেশ করিল ।



যথাহ—“অহং খো আকিণ্ণো বিহরামি হখীহি হখিনীহি  
হখিকলভেহি হখিচ্ছাপেহি, ছিন্নগানি চেব তিণানি খাদামি,  
ওভগ্গোভগ্গঞ্চ মে সাখাতঙ্গং খাদন্তি, আবিলানি চ পানীয়ানি  
পিবামি, ওগাহন্তুস চ মে উত্তিরস্স হখিনিয়ো কায়ং উপনিঘং-  
সন্তিয়ো গচ্ছন্তি, যন্নুনাহং একোব গণমহা বৃপকট্টো বিহরেয়াং”তি ।

১২ । অথ খো সো হখিনাগো যুথা অপক্স্ম য়েন পারিলেয়্যকং  
রক্ষিতবনসগুং ভদসালমূলং য়েন ভগবা তেনুপসংকমি উপসংকমিহ্ম  
পন ভগবন্তু বন্দিহ্ম ওলোকেন্তো অণ্ণং কিঞ্চি অদিহ্মা ভদ-  
সালমূলং পাদেন পহরন্তো তচ্ছেহ্মা সোণ্ডায় সাখং গহেহ্মা  
সম্মজ্জি । ততো পট্টায় সোণ্ডায় ঘটং গহেহ্মা পানীয়ং পরি-  
ভোজনীয়ং উপট্টাপেতি, উণ্ণোদকেন অথেসতি উণ্ণোদকং

যথা বলা হইয়াছে—“আমি হস্তী, হস্তিনী, হস্তী-বালক ও হস্তী-শিশু  
সকলের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিতেছি, তাহাদের ছিন্নগ্রন্থ খাইতে  
হইতেছে, আমার ভাঙ্গা ডালপালা তাহারা খাইয়া কেলিতেছে, ঘোলাজল  
পান করিতে হইতেছে, স্নান করিয়া উঠিবার সময় হস্তিনীসকল গা  
ধৌসিয়া চলিয়া যাইতেছে, আমি দল হইতে পৃথক হইয়া একাকীই বাদ  
করিব ।”

১২ । অনন্তর সেই হস্তীনাগ দল হইতে বাহির হইয়া পারিলেয়াবনে  
রক্ষিত ধনবনাংশে, ভদ্রশাল বৃক্ষের মূলে যথায় ভগবান বিহরণ করিতেছেন  
তথায় উপস্থিত হইল । উপস্থিত হইয়া ভগবানকে বন্দনা করিল । তথায়  
অবলোকন করিয়া অত্র কিছু দেখিতে না পাইয়া ভদ্রশাল বৃক্ষের পাদদেশ  
পায়ের দ্বারা প্রহার করত সমান করিয়া দিল । শুণ্ডের দ্বারা শাখা লইয়া  
সম্মাজ্জন (পরিষ্কার) করিল । সেই হইতে শুণ্ডের দ্বারা ঘট লইয়া  
পানীয় ও পরিভোগ্য জল আনিয়া দিত, গরম জলের প্রয়োজন হইলে

পটিয়াদেতি । কথং ? ইতেন কট্টানি বংসিত্বা অগ্নিং পাতেতি, তথ দারুনি পশ্চিপন্তো জ্বালেত্বা তথ তথ পাসাণে পচিৎবা দারুখণ্ডকেন পবট্টেত্বা পরিচ্ছিন্নায় খুদ্ধকসোণ্ডিয়ং থিপতি, ততো ইতং ওত্বারেত্বা উদকজ্ঞ তন্তুভাবং জানিত্বা গম্ভা সখারং বন্দতি । সখা “উদকং তে তাপিতং পারিলেয়্যা”তি বত্বা তথ গম্ভা নহায়তি । অতঃ নানাবিধানি ফলানি আহরিত্বা দেতি ।

১৩ । যদা পন সখা গামং পিণ্ডায় পবিসতি, তদা সখু পন্তচীবরমাদায় কুন্তে পতিট্টাপেত্বা সখারা সন্ধিং য়েব গচ্ছতি, সখা গামূপচারম্পত্বা “পারিলেয়্যা, ইতো পট্টায় ত্বং গম্ভং ন সন্ধা, আহর মে পন্তচীবরং”তি আহরাপেত্বা গামং পবিসতি । সো পি, যাব সখু নিশ্চয়মণা তথৈব ঠত্বা সখু আগমনকালে

জল গরম করিয়া দিত । কি প্রকারে ? শুণ্ডের দ্বারা কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিত, তথায় কাষ্ঠসমূহ প্রক্ষেপ করিয়া অগ্নি জ্বালিত, তথায় তথায় পানিও খণ্ডসমূহ উত্তপ্ত করিয়া তাহা কাষ্ঠশুণ্ডের দ্বারা উন্টাইয়া ক্ষুদ্রকূপে ক্ষেপণ করিত, তৎপর শুণ্ড অবতরণ করাইয়া জলের তপ্ততাব পরীক্ষা করিত, তপ্ততাব জানিয়া, যাইয়া শাস্ত্রাকে বন্দনা করিত । তখন শাস্ত্রা জিজ্ঞাসা করিতেন— “পারিলেয়্যা, তোমার জল গরম করা হইয়াছে কি ?” এই বলিয়া তথায় যাইয়া স্নান করিতেন । অতঃপর ভগবানের জগ্ন নানাবিধ ফল আহরণ করিয়া দিত ।

১৩ । যখন শাস্ত্রা গ্রামে পিণ্ডপাত করিতে প্রবেশ করিতেন, তখন হস্তী শাস্ত্রার পাত্রচীবর লইয়া কুন্তোপরি স্থাপন করতঃ শাস্ত্রার সঙ্গেই যাইত । শাস্ত্রা গ্রামের উপচার সীমা সম্প্রাপ্ত হইয়া কহিতেন— “পারিলেয়্যা, ইহার পর তুমি আর যাইতে পারিবে না, আমার পাত্রচীবর আমাকে দাও ।” শাস্ত্রা পাত্রচীবর লইয়া গ্রামে প্রবেশ করিতেন । হস্তী শাস্ত্রার নিজমণ অবধি সেই স্থানেই স্থিত থাকিত । ঠাহার প্রত্যাবর্তন সময়

পচ্চুগ্গমনং কহা পুরিমনয়েনেব পন্তচীবরং গহেহা বসনট্টানে ওতারেহা বন্তং দজেহা সাখায় বীজতি । রত্তিং বালুমিগপরিপন্ত্ঠ নিবারণখং মহন্তং দণ্ডং সোণায় গহেহা সখারং রন্ত্ঠিআমী”তি য়াব অরুগুগমনা বনসণ্ডজ অন্তরন্তরে বিচরতি ।

১৪ । ততো পট্টায়েব কির সো বনসণ্ডো “রন্ত্ঠিতবনসণ্ডো” নাম জাতোতি । অরুণে উগতে মুখোদকদানং আদিং কহা তেনেব উপায়েন সৰ্ববস্তানি করোতি ।

১৫ । অথেকো মকটো তং হন্তিং উট্টায় সমুট্টায় দিবসে দিবসে তথাগতজ্ঞ আভিসমাচারিকং করোন্তং দিস্বা “অহম্পি কিঞ্চিদেব করিআমী”তি বিচরন্তো একদিবসং নিম্ম-  
স্বিকং দণ্ডকমধুং দিস্বা দণ্ডকং ভঞ্জিত্বা দণ্ডকেনেব সন্ধিং

আঙবাড়াইয়া লইত ও পূর্বের জায় পাঞ্জচীবর গ্রহণ করিত, তাহা বাসস্থানে নামাইয়া রাখিয়া ব্রতসম্পাদনের পর শাখারদ্বারা বাতাস দিত । রাত্রে হিংস্রজন্তুর উপদ্রব নিবারণের জন্য শুণ্ডের দ্বারা বৃহৎদণ্ড গ্রহণ করিয়া “শান্তাকে রক্ষা করিব” এই মনে করিয়া অরুণ উদয় পর্য্যন্ত বনগহনের অন্তরান্তরে বিচরণ করিত ।

১৪ । সেই হইতে সেই ঘনবনাংশের নাম হইল “রন্ত্ঠিতবনসণ্ড ।” হস্তী অরুণ উদয়ে মুখ ধুইবার জলাদি করিয়া সমস্ত ব্রত প্রতিব্রত একই নিয়মে সম্পাদন করিত ।

১৫ । অনন্তর একটি বানর সেই হস্তীকে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে তথা-  
গতের ব্রত-প্রতিব্রত সম্পাদন করিতে দেখিয়া চিন্তা করিল—“আমিও কিছু করিব ।” বিচরণ করিতে করিতে একদিন কোন এক দণ্ডে মক্ষিকা  
বিহীন এক মোচাক দেখিতে পাইল । সেই দণ্ডটি ভাঙ্গিয়া দণ্ড সহিতই

মধুপটলং সখু সন্তিকং আহরিহা কদলিপতং ছিন্দিহা তথ ঠপেহা  
 অদাসি । সখা গগ্গিহ । মকটো ‘করিঅতি মুখো পরিভোগং ন  
 করিঅতী’তি ওলোকেন্তো গহেহা নিসিন্নং দিস্বা কিম্মুখো’তি চিন্তেহা  
 দণ্ডকোটয়ং গহেহা পরিবন্তেহা উপধারেন্তো অণুকানি দিস্বা তানি  
 সনিকং অপনেহা অদাসি । সখা পরিভোগমকাসি । সো তুর্টমানসো  
 তং তং সাখং গহেহা নচন্তো অট্টামি । অথঅ গহিতসাখাপি  
 অক্সসসাখাপি ভিজ্জি । সো একস্মিং বাধুকমথকে পতিহা  
 নিব্বিক্সগন্তো সখরি পসম্মেনেব চিন্তেন কালং কহা তাবতিংস  
 ভবনে তিংসুয়োজানিকে কনকবিমানে নিব্বত্তি ; অচ্ছরাসহস্সপরি-  
 বারো অহোসি ।

মোচাকথানা শান্তার নিকট লইয়া আসিল । একবণ্ড কদলী পত্র ছিড়িয়া  
 পত্রের উপর তাহা স্থাপন করিয়া শান্তাকে প্রদান করিল । শান্তা তাহা  
 গ্রহণ করিলেন । “শান্তা পরিভোগ করিবেন কি-না” এই চিন্তা করিয়া  
 বানর চাহিয়া রহিল । বানর দেখিল শান্তা তাহা লইয়া কেবল বসিয়া  
 আছেন । ‘তাহার কারণ কি’ চিন্তা করিয়া দণ্ডের প্রান্তভাগ গ্রহণ  
 করিয়া মোচাকথানা উন্টাইয়া দেখিল । তথায় দেখিতে পাইল মক্ষিকার  
 ডিম্ব রহিয়াছে । সস্তর ডিম্বগুলি বিদূরিত করিয়া প্রদান করিল । শান্তা  
 মধু পান করিলেন । তাহাতে বানর অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া শাখা হইতে  
 শাখান্তর গ্রহণ করিয়া নাচিতে লাগিল । অতঃপর তাহার গৃহীত ও  
 আক্রান্ত শাখা ভগ্ন হইল । সে এক স্থাগুর (গোজার) উপর পড়িল,  
 তাহাতে শরীর বিদ্ধ হইল । এই আকস্মিক বিপদে তাহার মৃত্যু ঘটিল ।  
 মৃত্যুকালীন শান্তার প্রতি প্রসন্ন চিন্তে মরিয়া তাবতিংস স্বর্ণে ত্রিশ যোজন  
 বিস্তৃত কনকবিমানে উৎপন্ন হইল । তথায় সহস্র অঙ্গুরা পরিবৃত্ত হইয়াছিল ।

১৬। তথাগতস্য তথ হস্তিনাগেন উপট্ঠিয়মানস্য বসনভাবো সকল জম্বুদীপে পাকটো অহোসি। সাবস্থিনগরতো অনাথপিণ্ডিকো বিসাখা মহাউপাসিকাতি এবমাদীনি মহাকুলানি আনন্দথেরস্স সাসনং পহিণিংস্স—“সম্ভারং নো ভন্তে, দস্সেথা”তি। দিসাবাসিনো পি পঞ্চসতা ভিক্ষু বৃথবস্সা আনন্দথেরং উপসংকমিস্সা “চিরস্সুতা নো আনন্দ, ভগবতো সস্সুখা ধম্মি কথা। সাধু ময়ং আবুসো আনন্দ, লভেয়্যাম ভগবতো সস্সুখা ধম্মিং কথং ‘সবণায়্যা’তি য়াচিংস্স। থেরো তে ভিক্ষু আদায় তথ গস্সা “তেমাসং এক-বিহারিনো তথাগতস্স সন্তিকং এত্তকেহি ভিক্ষু হি সদ্ধিং উপসঙ্কমিত্তং অয়ুত্তন্তি” চিন্তেহা তে ভিক্ষু বহি ঠপেহা এককো ‘সম্ভারং উপসঙ্কমি।

১৬। তথাগত পারিলেয়াবনে অবস্থান করিতেছেন, হস্তিনাগ তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিতেছে, এই কথা সমস্ত জম্বুদীপে প্রচার হইয়াছিল। শ্রাবস্তী নগর হইতে অনাথপিণ্ডিক, মহাউপাসিকা বিসাখা ও এইরূপ সম্ভ্রান্ত বংশীয় উপাসক উপাসিকারা আনন্দ স্থবিরের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন—“ভন্তে, আমাদিগকে শাস্তাকে দেখান।” বর্ষাবাসের পর নানাদিকবাসী পাঁচশত ভিক্ষু আনন্দ স্থবিরের নিকট উপস্থিত হইয়া বাজ্ঞা করিলেন—“আয়ুস্মান আনন্দ, আমরা যে ভগবানের নিকট ধর্ম শুনিয়াছি, বহু দিন পূর্বে; আবুস আনন্দ, আমরা ভগবানের মুখে ধর্ম শুনিতে প্রার্থনা করি। স্থবির সেই ভিক্ষুগণকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। “তথাগত তিন মাস যাবৎ একাকী বিহরণ করিতেছেন, হঠাৎ এতজন ভিক্ষুর সহিত তাঁহার সম্মুখীন হওয়া অবুক্তিকর” এই চিন্তা করিয়া সেই ভিক্ষুদিগকে বহির্দেশে রাখিয়া একাকী তথাগতের সম্মুখীন হইলেন।

১৭। পারিলেয়্যকো তং দিস্বা দণ্ডমাদায় পঞ্চন্দি। সখা  
ওলোকেহা “অপেহি পারিলেয়্যক, না বারয়ি, বুদ্ধুপট্টকো  
এসো”তি আহ। সো তথৈব দণ্ডং ছডেডহা পত্তচীবর পটিগাহণং  
আপুচ্ছি। থেরো ন অদাসি। নাগো “সচে উগাহিতবন্তো  
ভবিম্মতি সখু নিসীদনপাসাংফলকে পরিচ্ছারং ন ঠপেত্তী”তি  
চিস্তেসি। থেরো পত্তচীবরং ভূমিয়ং ঠপেসি। “বত্তসম্পন্নাহি  
গরুন্নং আসনে বা সয়নে বা অন্তনো পরিচ্ছারং ন ঠপেত্তি।”  
থেরো সখারং বন্দিহা একমন্তং নিসীদি। সখা “এককোব  
আগতোসী”তি পুচ্ছিহা পঞ্চসতেহি ভিক্ষুহি সন্ধিং আগতভাবং  
সুহা “কহং পন তে”তি বহা—

“তুমহাকং চিত্তং অজানন্তো বহি ঠপেত্তা আগতোমহী”তি  
বুন্তে—“পক্কোসাহি নে”তি আহ।

১৭। পারিলেয়্য হস্তী স্থবিরকে দেখিয়া দণ্ড লইয়া অগ্রসর হইল।  
শান্তা অবস্থা বুঝিয়া কহিলেন—“পারিলেয়্য, আসিতে দাও, বারণ করিও  
না, এই ভিক্ষু বুদ্ধোপস্থায়ক।” হস্তী সেই স্থানেই দণ্ড ছাড়িয়া পাত্ৰ-  
চীবর গ্রহণের আকার দেখাইল। স্থবির দিলেন না। হস্তী চিন্তা  
করিল—“ইনি যদি ব্রত সধক্ষে সুশিক্ষিত হন, তাহা হইলে শান্তা বসিবার  
পাষণ-ফলকে পাত্ৰ-চীবর রাখিবেন না।” স্থবির পাত্ৰ-চীবর ভূমিতে  
রাখিলেন। “ব্রত সম্পন্নেরা গুরুর আসনে বা শয্যার উপর নিজের কোন  
জিনিষ রাখেন না।” স্থবির শান্তাকে বন্দনা করিয়া একপ্রান্তে বসিলেন।  
শান্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—“একাই আসিয়াছ কি?” পাঁচশত ভিক্ষুর সহিত  
আগমনের কথা শুনিয়া শান্তা পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন—“তাহারা কোথায়?”

“আপনার চিত্ত না জানিয়া বহির্দেশে রাখিয়া আসিয়াছি।” স্থবির  
এইরূপ বলিলে শান্তা তাহাকে আদেশ দিলেন—“তাহাদিগকে ডাক।”

থেরো তথা অকাসি।

১৮। সখা তেহি সন্ধিং পটিসম্ভারং কহা তেহি ভিক্ষুহি  
“ভস্তু, ভগবা হি বুদ্ধমুকুমালো চেব খত্তিয়মুকুমালো চ, তুমহেহি  
তেমাসং এককেহি তিট্টম্ভেহি নিসীদম্ভেহি চ দুকরং কত্তং, বত্ত-  
পটিবত্তকারকোপি মুখোদকাদি দায়কোপি নাহোসি মণ্ণে”তি  
বুত্তে “ভিক্ষবে, পারিলেয়্যকহথিনা মম সৰ্বকিচ্চানি কতানি;  
এবরুপং হি সহায়কং লভম্ভেন একতো বসিতুং যুত্তং, অলভম্ভম্ভ  
একচারিকভাবোব সেয়্যা”তি বহা ইমা নাগবগ্গে তিঙ্গো  
গাথা অভাসি :—

“সচে লভেথ নিপকং সহায়ং সন্ধিং চরং সাধু বিহারি ধীরং,  
অভিভুয়্য সৰ্বানি পরিঅয়ানি চরেয়্য তেনন্ত মনো সতীমা।”

স্থবির ভিক্ষুদিগকে ডাকিলেন।

১৮। শাস্তা তাহাদের সহিত সম্ভাষণক আলাপ করিলেন। অতঃপর  
সেই ভিক্ষুরা কহিলেন—“ভস্তু ভগবন্, বুদ্ধ মুকুমার, কত্তিয় মুকুমার;  
আপনি তিনমাস যাবৎ একাকী অবস্থান করিয়া ছুঃখ পাইয়াছেন। ব্রত-  
প্রতিব্রত সম্পাদক ও মুখ ধুইবার জলাদি পর্য্যন্ত দিবার লোক ছিল না  
বোধ হয়।” ভিক্ষুরা এইরূপ কহিলে ভগবান কহিলেন :—

“হে ভিক্ষুগণ, পারিলেয়্য হস্তী আমার সৰ্ব্বকাজ সম্পাদন করিয়াছে;  
এইরূপ বদ্ধ লাজীর একত্রে বাস করা উচিত। যে লাভ না করে তাহার  
একাকী থাকাই শ্রেয়ঃ। এই বলিয়া ভগবান নাগবর্গে এই তিনটি গাথা  
ভাষণ করিলেন :—

“যদি তুমি কর লাভ বদ্ধ প্রজ্ঞাবান,  
সহযাত্রী, সদাচারী আর জ্ঞানবান।  
পরাজিয়া সৰ্বভিন্ন সম্ভাব মনেতে,  
স্বতিমান স্নখী হয়ে পারিবে থাকিতে।”

“নো চে লভেথ নিপকং সহায়ং সন্ধিং চরং সাধু বিহারি ধীরং,  
রাজ্যব রট্টং বিজিতং পহায় একোচরে মাতঙ্গরশ্ৰেণব নাগো।”

“একঙ্গ চরিতং সেয়ে্যা নথি বালে সহায়তা  
একোচরে ন চ পাপানি কয়িরা  
অপ্লোঙ্গুকো মাতঙ্গরশ্ৰেণব নাগো”তি ।

গাথাপরিয়োসানে পঞ্চসতাপি তে ভিক্ষু অরহন্তে পতির্টহিংসু ।

• ১৯ । অনন্দথেরো অনাথপিণ্ডিকাদীহি পেনিতং সাসনং  
আরোচেত্বা “ভন্তে, অনাথপিণ্ডিকপমুখা পঞ্চ অরিয়সাবক কোটিয়ো  
তুমহাং আগমনং পচ্চাসিংসন্তী”তি আহ ।

“যত্নপি না কর লাভ বন্ধু প্রজ্ঞাবান,  
সহযাত্রী, সদাচারী আর জ্ঞানবান ।  
রাজ্য যথা রাজ্যত্যাগি একাকী বিচরে,  
অরণ্যে মাতঙ্গহস্তী যেরূপ বিচরে ।

“একাকী করিলে বাস শ্রেয়স্কর হয়.  
মূর্গসহ বাসে কভু উপকার নয় ।  
একাকী করিবে বাস—

না করিবে পাপ আচরণ,  
অরণ্যে মাতঙ্গ যথা—  
নিরাসঙ্গ হয়ে তথা কর বিচরণ ।”

গাথা বলা শেষ হইলে সেই পাঁচশত ভিক্ষু অরহতফল প্রাপ্ত হইলেন ।

১৯ । আনন্দ স্থবির অনাথপিণ্ডিকাদির দ্বারা প্রেরিত সংবাদ ভগবানের  
সমীপে নিবেদন করিলেন—“প্রভু, অনাথপিণ্ডিক প্রমুখ পাঁচ কোটি আর্ঘ্য  
শ্রাবক আপনার আগমন প্রত্যাশা করিতেছেন।”



সখা—“তেনহি গণহাহি পত্তচীবরং”তি ।

পত্তচীবরং গাহাপেহা নিব্বমি । নাগো গত্তা মগ্গে তিরিয়ং  
অট্টাসি । “কিং করোতি ভন্তে, নাগো”তি ?

“তুম্বাহং ভিক্ষবে, ভিক্ষং দাতুং পচ্চাসিংসতি । দীঘরত্তং  
খো পনায়ং ময়হং উপকারকো, নাম্ম চিত্তং কোপেতুং বট্ঠতি,  
নিবত্তথ ভিক্ষবে”তি ।

২০। সখা ভিক্ষু গহেহা নিবত্তি, হত্থীপি, বনসত্তং পবি-  
সিত্বা পনসকদলিফলাদীনি নানাফলানি সংহরিত্বা রাংসিং কত্তা পুন  
দিবসে ভিক্ষুং অদাসি । পক্ষসত্তা ভিক্ষু সত্ত্বানি খেপেতুং  
নাসম্মিংসু । ভত্তকিচ্চপরিয়োসানে সখা পত্তচীবরং গহেহা নিব্বমি ।  
নাগো ভিক্ষুং অন্তরন্তরেন গত্তা সখু পুরতো তিরিয়ং অট্টাসি ।

শাস্তা কহিলেন—“তাহা হইলে পাত্তচীবর গ্রহণ কর ।”

শাস্তা পাত্তচীবর গ্রহণ করাইয়া বাহির হইলেন । হস্তী যাইয়া পণে  
প্রহ্বাকারে দাঁড়াইল । ভিক্ষুরা ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

“ভন্তে, হস্তী এরূপ করিতেছে কেন ?”

“ভিক্ষুগণ, তোমাদিগকে ভিক্ষা দিবার ইচ্ছা করিতেছে । এই হস্তী দীর্ঘ  
দিন আমাৰ উপকার করিয়া আসিতেছে, ইহার চিত্তে দুঃখ দেওয়া  
উচিত হইবে না । তোমরা সকলে নিবৃত্ত হও ।”

২০। শাস্তা ভিক্ষুগণ সহ নিবৃত্ত হইলেন । হস্তী বনগহনে প্রবেশ করিয়া  
কাঁঠাল ও কদলী ফলাদি বিবিধ ফল সংগ্রহ করিয়া রাশিকৃত করিল ।  
পরদিন তাহা ভিক্ষুদিগকে প্রদান করিল । পাঁচশত ভিক্ষু তাহা খাইয়া  
শেষ করিতে পারিল না । ভোজন কার্য শেষ করার পর শাস্তা পাত্ত-  
চীবর গ্রহণ করিয়া নিষ্ক্রমণ করিলেন । হস্তী ভিক্ষুদের অন্তরান্তরে যাইয়া  
শাস্তার পুরভাগে প্রহ্বাকারে স্থিত হইল ।

“কিং করোতি ভন্তে, নাগো”তি ?

“অয়ং ভিক্ষবে, তুমেহ পেসেত্বা মং নিবন্তেতী”তি ।

অথ নং সথা—“পারিলেয়া, ইদং মম অনিবর্তনীয়গমনং, তব ইমিনা অন্তভাবেন কানং বা বিপন্নং বা মগফলং বা নথি, তিষ্ঠ ত্বং”তি আহ ।

তং স্তূত্বা নাগো মুখে সোণ্ডং পশ্চিমপিয়া রোদন্তো পচ্ছতো পচ্ছতো অগমাসি । সো হি সথারং নিবন্তেতুং লভন্তো তেনেব নিয়ামেন যাবজ্জীবং পটিজ্জগেয়্য । সথা পন গামুপচারম্পত্বা—“পারিলেয়া, ইতো পট্টায় তব অভূমি, মনুজ্জাবাসো সপরিপন্থো, তিষ্ঠ ত্বং”তি আহ । সো রোদমানো তথৈব ঠত্বা সথরি চক্ষু-পথং বিজহন্তে বিজহন্তে হদয়েন ফলি, তেন কালং কত্বা সথরি

“ভন্তে, হস্তী কি করিতেছে ?”

“ভিক্ষুগণ, হস্তী তোমাদিগকে পাঠাইয়া আমাকে নিবৃত্ত করিতেছে ।”

অতঃপর শাস্তা হস্তীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—“পারিলেয়া, ইহা আমার অনিবর্তনীয় গমন । তোমার এই জন্মে ধ্যান, বিদর্শন বা মার্গফল কিছুই লাভ হইবে না ; তুমি স্থিত হও ।”

তাহা শুনিয়া মহাহস্তী মুখে শুণ্ড প্রবেশ করাইয়া রোদন করিতে করিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিল । হস্তী শাস্তাকে নিবৃত্ত করিতে পারিলে, সেই নিয়মে যাবজ্জীবন সেবা পূজা করিত । শাস্তা গ্রামের উপাচার সীমা প্রাপ্ত হইয়া হস্তীকে কহিল—“পারিলেয়া, এই হইতে তোমার অভূমি, লোকালয় তোমার পক্ষে বিপদ সঙ্কুল, তুমি আর আসিও না ।” সে রোদন পরায়ণ অবস্থায় তথায়ই স্থিত থাকিয়া শাস্তা চক্ষুপথের অন্তর্দ্বানের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার হৃদপিণ্ড বিদীর্ণ হইল । ইহাতে তাহার মৃত্যু ঘটিল । শাস্তার প্রতি

পসাদেন তাবতিংসভবনে তিংসয়োজনিকে কনকবিমানে অচ্ছরা-  
সহস্রমণ্ডে নিব্বতি । পারিলেয়্যক দেবপুত্তো য়েবন্না নামং অহোসি ।

২১ । সথাপি অনুপুন্বেন জেতবনং অগমাসি । কোসম্বকা  
ভিক্কু সথা কির সাবথিং আগতোতি সুহ্মা সথারং থমাপেতুং  
তথ অগমংসু । কোসলরাজা তে কির কোসম্বিকা ভগুনকারকা  
ভিক্কু আগচ্ছন্তী’তি সুহ্মা সথারং উপসঙ্কমিত্তা “অহং ভন্তে,  
তেসং মম বিজিতং পবিসিতুং নদল্লামী”তি আহ ।

“মহারাজ, শীলবস্তা তে ভিক্কু, কেবলং অপ্রমপ্রং বিবাদেন  
মম বচনং ন গণিহংসু, ইদানি মং থমাপেতুং আগচ্ছন্তি, আগ-  
চ্ছন্তু মহারাজা”তি ।

প্রসন্নতা হেতু তাবতিংস স্বর্গে ত্রিশ যোজন বিস্তৃত কনকবিমানে  
সহস্র দেববালার মধ্যে উৎপন্ন হইল । তাহার নাম লইল ‘পারিলেয়্য-  
দেবপুত্র’ ।

২১ । শাস্তা অন্ত্রক্রমে জেতবনে উপস্থিত হইলেন । কৌশলীবাদী ভিক্কুরা  
গুণিতে পাইলেন শাস্তা প্রাবস্তীতে আসিয়াছেন । তাঁহারা এই সংবাদ  
গুণিয়া শাস্তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবার জন্ত তথায় উপস্থিত হইলেন ।  
কৌশলরাজ গুণিলেন যে কৌশলীবাদী সেই ভেদকারী ভিক্কুরা আসিতেছেন ।  
রাজা এই সংবাদ গুণিয়া শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন—“ভন্তে,  
আমি তাহাদিগকে আমার রাজ্যে প্রবেশ করিতে দিব না ।”

“মহারাজ, সেই ভিক্কুরা শীলবান, কেবলমাত্র তাহাদের পরম্পরের  
বিবাদ হেতু আমার কথা গ্রহণ করে নাই । তাহারা এখন আমার নিকট  
ক্ষমা প্রার্থনার জন্ত আসিতেছে, তাহারা আশুক মহারাজ ।”

অনাথপিণ্ডিকোপি—“অহং তেসং বিহারং পবিসিতুং ন দদ্যামী”তি বহ্বা তথৈব ভগবতা পটিচ্ছিস্তো তুণ্হী অহোসি।

২২। সাবথিয়ং অমুপ্পত্তানং পন তেসং ভগবা একমন্তে বিবিস্তং কারাপেত্বা সেনাসনং দাপেসি। অপ্রো ভিক্ষু তেহি সন্ধিং নেব একতো নিসীদন্তি ন তিট্ঠন্তি। আগতাগতা সত্তারং পুচ্ছন্তি—“কহং ভন্তে, ভণ্ডনকারকা কোসম্বকা ভিক্ষু”তি ?

সথা—“এতে”তি দস্কেতি।

তে—“এতে চ এতে কিরা”তি আগতাগতেহি অঙ্গুলিয়া দন্নিয়মানা লুজ্জায় সীসং উচ্ছিপিতুং অসক্কোন্তা ভগবতো পাদ-মূলে নিপজ্জিত্বা ভগবন্তং ধমাপেস্থং।

২৩। সথা—“ভারিয়ং বো ভিক্ষবে, কতং ; তুম্হে নাম

অনাথপিণ্ডিকও আসিয়া ভগবানকে কহিলেন—“আমি তাহাদিগকে বিহারে প্রবেশ করিতে দিব না।” ভগবান পূর্বের দ্বারা প্রত্যাখ্যান করিলে তিনিও নীরব হইলেন।

২২। ভগবান শ্রাবস্তী সম্ভ্রাপ্তে সেই ভিক্ষুগণকে একপ্রান্তে অবকাশ করাইয়া শয়নাসন দেওয়াইলেন। অত্যাশ্র ভিক্ষুরা তাঁহাদের সহিত একত্রে উঠা-বসা করিলেন না। আগতাগতেরা শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—“ভন্তে, ভেদকারী কৌশলী বাসী ভিক্ষুরা কোথায় ?”

শাস্তা তাঁহাদিগকে দেখাইয়া দিয়া বলেন—“ইহারা।”

“ইহারা, ইহারাই” এই বলিয়া তাহাদিগকে অঙ্গুলীর দ্বারা দেখাইতে লাগিল। এই লজ্জায় ভিক্ষুগণ মাথা তুলিতে না পারিয়া ভগবানের পাদ-মূলে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

২৩। শাস্তা কহিলেন—“ভিক্ষুগণ, তোমরা ভারি অত্যাচর করিয়াছ; তোমরা

মাদিসস বুদ্ধস সন্তিকে পবজিত্বা ময়ি সামগ্গিং করোন্তে মম  
বচনং ন করিথ, পোরাণক পণ্ডিতাপি বজ্জপ্তানং মাতাপিতৃন্মং  
ওবাদং সুহা তেহু জীবিতা বোরোপিয়মানেশুপি তং অনতি-  
কমিত্বা পচ্ছা দ্বীসু রটেসু রজ্জং কারয়িসু”তি বহা পুনদেব  
কোসম্বিকজাতকং কথেষা “এবং ভিক্ষুবে দীঘায়ুকুমারো মাতা-  
পিতৃসু জীবিতা বোরোপিয়মানেশুপি তেসং ওবাদং অনতিকমিত্বা  
পচ্ছা ব্রহ্মদত্তস ধীতরং লভিত্বা দ্বীসু কাসিকোসলরটেসু রজ্জং  
কারেসি, তুমেহি পন মম বচনং অকরোন্তেহি ভারিয়ং কতং”তি  
বহা ইমং গাথমা—

“পরে চ ন বিজানন্তি ময়মেথ যমামসে,  
য়ে চ তথ বিজানন্তি ততো সস্মন্তি মেধগা”তি । ৬

আমার ছায় বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা নিয়া, আমি মিলাইবার চেষ্টা করিলে,  
আমার কথা রক্ষা করিলে না। পৌরাণিক পণ্ডিতেরাও বধদণ্ড প্রাপ্ত  
মাতাপিতার উপদেশ শুনিয়া তাহাদিগকে হত্যা করিলেও, সেই উপদেশ  
অতিক্রম না করিয়া পরে তাই রাজ্যে রাজত্ব করিয়াছিল।” এই বলিয়া  
পুনরায় কৌশলীক জাতক কহিয়া এইরূপ উপদেশ দিলেন—“ভিক্ষুগণ,  
এইরূপে দীঘায়ুকুমার মাতাপিতাকে হত্যা করিলেও, তাহাদের উপদেশ  
অতিক্রম না করিয়া পরে ব্রহ্মদত্তের কথা লাভ করিয়া কাশী-কোশল  
রাজ্যদ্বয়ে রাজত্ব করিয়াছিল। তোমরা কিন্তু আমার কথা রক্ষা না করিয়া  
ভারি অস্থায় করিয়াছ” বলিয়া এই গাথা কহিলেন :—

“মূর্খেরা জানে না ‘কভু ‘আমাদের যে মৃত্যু হবে’,  
জানিবে যাহারা তাহা, তদা কলহ সাম্য হবে।” ৬

২৪। তথ “পরেতি” পণ্ডিতে ঠপেছা ততো অশ্রে ভগ্নকারকা পরে নাম, তে তথ সজ্জমঙ্কে কোলাহলং করোস্তা ময়ং যমামসে উপরমাম নজাম সততং সমিতং মচ্চুসন্তিকং গচ্ছামাতি ন জানন্তি।

“যে চ তথ বিজ্ঞানস্তু”তি—যে তথ পণ্ডিতা ‘ময়ং মচ্চু-সমীপং গচ্ছামা’তি বিজ্ঞানন্তি।

“ততো সম্প্রস্তু মেধগা”তি—এবং হি তে জানস্তা যোনিসো মনসিকারং ঊপ্লাদেহা মেধগানং কলহানং বৃপসমায় পটিপজ্জন্তি, অথ নেসং তায় পটিপত্তিয়া তে মেধগা সম্প্রস্তু’তি।

২৫। অথ বা “পরে চা”তি পূর্বে ময়া “মা ভিক্ষবে ভগ্নং”তি আদীনি বহা\* ওবাদিয়মানাপি মম ওবাদজ্ঞ অপটিগাহণেন অমামকা পরে নাম, ‘ময়ং ছন্দাদিবসেন মিচ্ছাগহণং গহেহা এথ সজ্জমঙ্কে

২৬। তথায় “পরেরা বা মূর্খেরা”—পণ্ডিতগণ ব্যতীত অত্রাত্ত কলহ পরায়ণ ব্যক্তিকে পর বলা হয়। তাহারা সজ্জ মধ্যে বিবাদ করিবার সময় জানে না বা মনে করে না ‘আমরা এই সংসারে বিনাশ প্রাপ্ত হই বা সতত মৃত্যুর সম্মুখীন হইতেছি।’

“জানিবে যাহারা তাহা”—তাহাদের মধ্যে যাহারা পণ্ডিত তাহারা জানে যে ‘আমরা মৃত্যুকবলে পতিত হইতেছি।’

“তদা কলহ সাম্য হবে”—এইরূপ জ্ঞাত পণ্ডিতগণ সম্প্রযুক্ত জ্ঞান উৎপন্ন করিয়া কলহ কারীর কলহ উপশম করিবার জন্ত প্রতীপন্ন হয় এবং তাহাদের চেষ্টাতেই কলহের নিবৃত্তি হয়।

২৭। অথবা “পরেরা” এই অর্থে—আমি পূর্বে “ভিক্ষুগণ, বিবাদ করিও না” ইত্যাদি বলিয়া উপদেশ প্রদান করিলেও আমার উপদেশ গ্রহণ না করিয়া উপেক্ষা করা বা মমতাহীন, বলিয়া ‘পর।’ ‘আমরা ছন্দাদির বশীভূত হইয়া মিথ্যা পথ অবলম্বন করিয়া, আমরা চিরকাল ইহ-সংসারে

যমামলে ভগ্ননাদীনং বুদ্ধিয়া বায়মামা'তি ন বিজানন্তি, ইদানি  
 পন যোনিসো পচ্চবেক্ষমানা তথ তুম্বাকং অন্তরে যে পণ্ডিত-  
 পুরিসা 'পুৰে ময়ং চন্দাদিবসেন বায়মন্তা অয়োনিসো পটিপল্লা'তি  
 বিজানন্তি, ভতো তেসং সন্তিকা তে পণ্ডিতপুরিসে নিদ্রায় ইমে  
 ইদানি কলহসংখাতা মেধগা সম্মন্তী"তি অয়মেথ অথোতি।

গাথা পরিয়োসানে সম্পত্তভিক্সু সোতাপত্তি ফলাদীন্ত  
 পতিট্টহিংসৃতি।



ধাকিব না তাহা না জানিয়া, সজ্ব মধ্যে কলহাদি বুদ্ধির জন্ম চেষ্টা  
 করিতেছি' বলিয়া তাহা জানে না, এখন কিন্তু ভোমাদের মধ্যে যাহারা  
 পণ্ডিত তাহারা সম্প্রযুক্ত জ্ঞানে প্রত্যবেক্ষণ করিতে জানিতেছে যে 'আমরা  
 পূর্বে অসম্প্রযুক্ত জ্ঞানে চন্দাদিবশে বিবাদে ব্যাপৃত হইয়া গর্হিত কার্য  
 করিয়াছি এবং এখন সেই সকল পণ্ডিতের কারণেই তাহারা এই কলহ  
 হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে।"

গাথা বলা শেষ হইলে উপস্থিত ভিক্ষুগণ শ্রোতাপত্তি ফলাদি লাভ  
 করিয়াছিলেন।



## চুলকাল মহাকাল বপ্তা । ৬ .

১ । “সুভানুপজিঃ বিহরন্তঃ”তি ইমং ধর্ম্মদেশনং সখা সেত-  
ব্যানগরং উপনিজায় বিহরন্তো চুলকাল মহাকালে আরবু কথেসি ।

২ । সেতব্য বাসিনো হি চুলকালো মজ্জিমকালো মহা-  
কালোতি তয়ো ভাতরো কুটুম্বিকা । তেহু জেঠকগিঠা দিসাহু  
বিচরিত্তা সকটেহি ভণ্ডঃ আহরন্তি । মজ্জিমকালো আভতং  
বিক্খিণাতি । অথেকস্মিং সময়ে তে উভোপি ভাতরো পঞ্চহি  
সকটসতেহি নানাভণ্ডঃ গহেহা সাবথিং গত্তা সাবথিয়া চ জেতবনজ

---

## চুলকাল-মহাকালের উপাখ্যান । ৬

১ । “বিহরণ করে যেবা বাহ্য শোভা করি নিরীক্ষণ”—এই ধর্ম্মদেশনা  
শাস্তা সেতব্য নগরের উপনিশ্রেয়ে বাস করিবার সময় চুলকাল ও মহাকালের  
কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন ।

২ । চুলকাল, মেজ্জকাল ও মহাকাল তিন ভাই সেতব্যবাসী কুটুম্বিক,  
তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ আর কনিষ্ঠ দুই ভাই দেশদেশান্তরে বিচরণ করিয়া  
গাড়ীর দ্বারা পণ্য আহরণ করিত । মেজ্জকাল সংগৃহীত পণ্য বিক্রয় করিত ।  
এক সময় তাহারা দুই ভাই পাঁচশত গাড়ীতে বিবিধ পণ্য বোঝাই  
করিয়া প্রাবস্তী অভিমুখে গিয়াছিল এবং প্রাবস্তী নগর ও জেতবনের



চ অন্তরে সকটানি মোচয়িসু। তেহু মহাকালো সায়ংহসময়ে  
 মালাগন্ধাদি হথে সাবখিবাসিনো অরিয়সাবকে ধম্মসবগথায়  
 গচ্ছন্তে দিস্বা “কুহিং ইমে গচ্ছন্তী”তি পুচ্ছিত্বা তমথং সুত্বা “অহম্পি  
 গমিদ্ভামী”তি চিস্তেত্বা কণিষ্ঠং আমন্তেত্বা “তাত, সকটেহু অগ্নমন্তো  
 হোহি, অহং ধম্মং সোতুং গচ্ছামী”তি বত্বা গন্ত্বা তথাগতং  
 বন্দিত্বা পরিসপরিয়ন্তে নিসীদি। সথা তং দিস্বা তস্ম  
 অজ্জাসয়বসেন আনুপুসিকথং কথন্তো দুস্কস্কস্ক. সুতাদিবসেন  
 অনেক পরিয়ায়েন কামানং আদীনবং ওকারং সংকিলেসং চ  
 কথেসি। তং সুত্বা মহাকালো “সব্বং কির পহায় গম্বুবং,  
 পরলোকং গচ্ছন্তং নেব ভোগা ন এণাতয়ো অনুগচ্ছন্তি, কিম্মে  
 ঘরাবাসেন ? পব্বজিদ্ভামী”তি চিস্তেত্বা মহাজনে ভগবন্তং বন্দিত্বা

মধ্য পথে গাড়ী খুলিয়াছিল। মহাকাল সন্ধ্যার সময় দেখিল, শ্রাবস্তীবাসী  
 আৰ্য্যশ্রাবকেরা ফুলের মালা ও গন্ধ দ্রব্যাদি হস্তে লইয়া ধর্ম্ম শ্রবণের জন্ত  
 যাইতেছেন। সে জিজ্ঞাসা করিল—“ইহারা কোথায় যাইতেছেন” ধর্ম্ম  
 শ্রবণের জন্ত যাইতেছেন শুনিয়া “আমিও যাইব” এই চিন্তা করিয়া  
 কনিষ্ঠকে ডাকিয়া কহিলেন—“গাড়ীগুলি ভালরূপে দেখিও ভাই, আমি  
 ধর্ম্ম শুনিতে যাইব।” এই বলিয়া, গিয়া তথাগতকে দর্শন ও বন্দনা  
 করিলেন এবং পরিষদের একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। শাস্তা তাহাকে  
 দেখিয়া তাহার অধ্যাশয় অনুসারে দান-শীলাদির কথা বলিতে বলিতে হৃৎ-  
 কক্ক সুত্রাদির অবতারণা করিয়া অনেক পর্যায়ে কামের কুফল, অপকারিতা  
 ও সংক্লেপের বিষয় কহিলেন। তাহা শুনিয়া মহাকালের মনে ভাবের  
 উদয় হইল—“তাইত! সব ছাড়িয়া যাইতে হইবে, পরলোকে যাইতে ভোগ-  
 সম্পদ বা জ্ঞাতি-বন্ধু কেহ সঙ্গে যায় না। তবে আমার গৃহবাসে প্রয়োজন  
 কি? আমি প্রব্রজিত হইব।” সকলে ভগবানকে বন্দনা করিয়া

পক্ষান্তে সখারং পবজ্জং যাচিহা “নখি ভে কোচি অপলোকে-  
তব্বো”তি বুন্তে—

“কণিঠো মে অখি ভন্তে”তি ।

“অপলোকেহি নং”তি বুন্তে—

“সাধু ভন্তে”তি গম্বা “তাত, ইমং সখং সাপতেয়াং  
পটিপজ্জা”তি আহ ।

“তুম্হে পন ভাভিকা”তি ।

“অহং সখু সস্তিকে পবজ্জিআমী”তি ।

সো.তং নানপকারেহি যাচিহা নিবন্তেতুং অসক্কোন্তো “সাধু সামি,  
যথাক্কামসয়ং করোথা”তি আহ ।

৩। মহাকালো গম্বা সখু সস্তিকে পবজ্জি । “অহং ভাভিকং গহেহাব  
উপপবজ্জিআমী”তি চুলকালোপি পবজ্জি । অপরভাগে মহাকালো

চলিয়া গেলে তিনি শাস্তার নিকট যাইয়া প্রব্রজ্যা যাত্রা করিলেন । ভগবান  
বলিলেন—“অনুমতি নেওয়ার মত কি তোমার কেহ নাই ?”

“ভন্তে, আমার কনিষ্ঠ আছে ।”

“তাহার সম্মতি নিয়া আস ।”

“সাধু ভন্তে,” তিনি যাইয়া কনিষ্ঠকে কহিলেন—“ভাই, তুমি এই  
সম্পত্তি গ্রহণ কর ।”

“আপনি দাদা ?”

“আমি শাস্তার কাছে প্রব্রজ্যা নিব ।”

সে তাঁহাকে নানা প্রকারে চেষ্টা করিয়াও নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া  
কহিল—“ভাল, আপনার বাহা ইচ্ছা করুন ।”

৩। মহাকাল যাইয়া শাস্তার নিকট প্রব্রজিত হইলেন । চুলকাল  
ভাবিল—“আমি দাদাকে কিরাইয়াই প্রব্রজ্যা ত্যাগ করিব” এই  
চিন্তা করিয়া সেও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিল । কিছুদিন পরে মহাকাল

উপসম্পদঃ লভিষা সখারং উপসংকমিষা সাসনে কতি ধুরানীতি  
পুচ্ছিষা সখারা দ্বীপুপি ধুরেসু কথিতেসু “অহং ভন্তে, মহল্লক-  
কালে পবজিতস্তা গম্বধুরং পূরেতুং ন সম্বিদ্মামি, বিপন্ননা ধুরম্পন  
পূরেদ্ভামী”তি যাব অরহস্তা কস্মট্টানং কথ্যাপেহা সোসানিক  
ধৃতঙ্গ সনাদায় পঠময়ামাতিকমে সবেসু নিদং ওকন্তেসু সুসানং  
গম্বা পচ্চসকালে সবেসু অনুট্টিতেসু য়েব বিহারং আগচ্ছতি ।

৪ । অথেকা সুসানগোপিকা কালী নাম ছবডাহিকা খেরস  
টিটট্টানং নিসিন্নট্টানং চক্কমণট্টানং চ দিস্বা “কো সুখো ইধাগচ্ছতি  
পরিগণিহামি নং”তি । পরিগণিতুং অসকোত্তি একদিবসং সুসান  
কুটিকায়মেব দীপং জালেহা পুত্তধীতরো আদায় গম্বা একমন্তে  
নিলীনা মক্কিময়ামে খেরং আগচ্ছন্তং দিস্বা গম্বা বন্দিহা, “অয়্যা  
নো ভন্তে, ইমস্মিং ঠানে বিহরতী ?”তি আহ ।

উপসম্পদা লাভ করিয়া শাস্তার নিকট গিয়া শাসনে কয়টি ধুর জানিতে চাহি-  
লেন । শান্ত! ধুর দুইটি সম্বন্ধে কহিলেন । মহাকাল তাহা শুনিয়া কহিলেন—  
“ভন্তে, আমি বৃদ্ধ বয়সে প্রব্রজিত হইয়াছি, তাই গ্রম্বধুর পূর্ণ করিতে  
পারিব না, বিদর্শন ধুর মাত্র পূর্ণ করিব ।” তিনি অরহস্ত লাভের কস্ম-  
স্থান পর্য্যন্ত ভাবনীয় বিষয়ে উপদেশ নিয়া আশানিক ধৃতঙ্গ গ্রহণ করিলেন ।  
তিনি রাত্রির প্রথম যামের পর সকলে নিদ্রিত হইয়া পড়িলে আশানে  
যাইতেন এবং প্রত্যবে কেহ গাত্রোথান করিবার পূর্বেই বিহারে আসিতেন ।

৪ । অরন্তুর আশান রক্ষিকা কালীনায়ী শবডাহিকা স্থবিরের স্থিতি,  
উপবেশন ও চক্কমণের নিদর্শন দেখিয়া ভাবিল—“কে এখানে আসে ?  
তাহাকে ধরিব ।” সে তাহাকে ধরিতে না পারিয়া একদিন আশান কুটীরে  
প্রদীপ জালিয়া ছেলে-মেয়ে সহ আশানে গিয়া একপ্রান্তে লুকাইয়া রহিল ।  
যখন যামে স্থবিরকে আসিতে দেখিয়া অগ্রসর হইয়া বন্ধনা পূর্বক কহিল—  
“আমাদের আর্ঘ্য ! ভন্তে, আপনি এখানে বিহার করেন কি ?”

“আম উপাসিকে”তি ।

“ভন্তে, সূসানে বিহরন্তেহি নাম বন্তং উগ্গাণ্ণিতুং বট্টতী”তি ।

থেরো—“কিং পন ময়ং তস্মা কথিতবন্তে বত্তিআমা”তি  
অবত্বা “কিং কাতুং বট্টতি উপাসিকে”তি আহ ।

“ভন্তে, সোসানিকেহি নাম সূসানে বসনভাবো সূসানগোপ-  
কানং চ বিহারে মহাথেরজ চ গামভোজকজ চ কথিতুং বট্টতী”তি ।

“কিং কারণা”তি ?

“কতকস্মা চোরা সামিকেহি পদানুপদং অনুবন্ধা সূসানে  
ভণ্ডকং ছডেত্বা পলায়ন্তি । অথ মনুজা সোসানিকানং পরিপন্থং  
করোন্তি, এতেষং পন কথিতে ‘ময়ং ইমজ ভদন্তজ এত্তকং নাম  
কালং এথ বসনভাবং জানাম, অচোরো এসো’তি উপদ্রবং নিবা-  
রেন্তি, তস্মা এতেষং কথিতুং বট্টতী”তি ।

“হঁ উপাসিকে ।”

“ভন্তে, ঋশানে থাকিতে গেলে কয়টি নিয়ম মানিয়া চলিতে হয় ।”

হুবির—“তোমার আবার কি নিয়ম পালন করিব ?” এইরূপ না  
বলিয়া কহিলেন—“কি করিতে হইবে উপাসিকে ?”

“ভন্তে, ঋশানিক অঙ্গ রক্ষা কারীদের ঋশান বাসের কথা ঋশান  
রক্ষীদের, বিহারের মহাহুবিরকে ও গ্রামের প্রধান ব্যক্তিকে বলিতে হয় ।”

“কারণ কি ?”

“গৃহস্থেরা চোরের অনুসরণ করিলে চোরেরা চোরাই মাল ঋশানে  
ফেলিয়া পলায়ন করে, অতঃপর লোকেরা আসিয়া ঋশান বাসীকে হস্তান্ত্র  
করে, ইহাদিগকে বলিয়া রাখিলে, ইহারা বলিবে—‘আমরা জানি ইনি  
এতকাল যাবৎ এইখানে বাস করিতেছেন, ইনি চোর নহেন ।’ তাহাতে  
উপদ্রব বারণ হইবে, তাই ইহাদিগকে বলিতে হয় ।”

“অপ্রাং কিং কাতবং”তি ?

“ভন্তে, স্ত্রুশানে বসন্তেন নাম অয়োন মংসপিট্টকপল্লা-  
দীনি বজ্জতবানি, দিবা ন বিদায়িতবং, কুসীতেন ন ভবিতবং,  
আরক্কবিরিয়েন অসঠেন অমায়াবিনা হুহা কল্যাণক্কাসয়েন বসিতবং,  
সায়ং সবেসু স্তুন্তে বিহারতো আগন্তবং, পচ্চসকালে সবেসু  
অনুট্ঠিতেষু য়েব বিহারং গন্তবং । সচে ভন্তে, অয়ো ইমস্মি  
ঠানে এবং বিহারন্তো পবজ্জিতকিচ্চং মথকং পাপেতুং সন্ধিঅতি,  
সচে মতসরীরং আনেহা ছুড্ডেত্তি, অহং কঞ্চলকূটাগারং আরোপেহা  
গন্ধমালাদীহি সকারং কহা সরীরকিচ্চং করিআমি ; নোচে সন্ধি-  
অতি চিতকং জালেহা সংকুনা আকড়িত্বা বহি ষ্ঠিপিহা করস্সনা  
কোট্টেহা খণ্ডাখণ্ডিকং ছিন্দিহা অগিমিহ পস্সিপিহা ঝাপেআমী”তি  
আহ ।

“আর কি করিতে হয় ?”

“ভন্তে, স্ত্রুশানে বাস করিতে গেলে মাংস ও পিঠা খাইতে  
নাই, দিনে ঘুমাইতে নাই, আলস্ত ত্যাগ করিতে হয়, উৎসাহী, অশঠ  
ও অকপট হইতে হয়, কল্যাণকামী হওয়া চাই, রাত্রিতে সকলে ঘুমাইলে  
বিহার হইতে আসিতে হয়, সকালে কেহ ঘুম হইতে উঠিবার আগে বিহারে  
যাইতে হয় । যদি ভন্তে আর্ঘ্য, এখানে এইভাবে থাকিয়া প্রব্রজ্যা কর্ণে  
ফলবান হইতে পারেন, তাহা হইলে মরা আনিয়া ফেলিলে, আমি কঞ্চল-  
কূটাগারে রাখিয়া ফুলের মালা ও গন্ধদ্রব্যে সৎকার করিয়া শরীরকৃত্য  
করিব । আর আপনি যদি তাহা না পারেন চিতা আলিয়া শব্দ দিয়া  
টানিয়া বাহিরে ফেপণ করিব, এবং কুড়ালির দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া  
কাটিব, তৎপর আঙনে প্রক্ষেপ করিয়া পুড়িয়া কেলিব ।”

অথ নং ধেরো—“সাদু ভদ্রে, একং পন কুপারম্মং দিস্বা ময়হং কথ্যাসী”তি আহ।

সা—“সাদু”তি সম্পটিচ্ছি।

৫। ধেরো বথাক্সাসয়েন স্ত্রসানে সমগধম্মং করোতি। চুলকালথেরো পন উট্টায় সমুট্টায় ঘরঘারং চিস্তেতি, পুত্তদারং অনুসরতি “ভাতিকো মে অতিভারিয়ং কম্মং করোতী”তি চিস্তেতি। অথেকা কুলধীতা তম্মুত্তত্তসমুট্টিতেন ব্যাধিনা সায়গহ-সময়ে অমিলাতা অকিলস্তা কালমকাসি। তমেনং এতাদকাদয়ো দারুতেলাদীহি সন্ধিং সায়ং স্ত্রসানং নেত্বা স্ত্রসানগোপিকায় “ইমং কাপেহী”তি ভতিং দহা নিম্মাদেত্বা পকমিংসু। সা তস্মা পারুতবথং অপনেত্বা তং মুহত্তমতং পীগিতপীগিতং সুবল্লবল্লং সরীরং দিস্বা

হবির তাহাকে কহিলেন—“সাদু ভদ্রে, একটি সুরূপ মৃত-শরীর দেখিলে আমাকে বলিও।”

শ্মশান রক্ষিকা—“ভাল, তাহাই হইবে” বলিয়া সায় মানিল।

৫। হবির ইচ্ছানুরূপ শ্মশানে গিয়া শ্রমণ ধর্ম আচরণ করিতে লাগিলেন। চুলকাল হবির উঠিতে বসিতে ঘরবাড়ীর কথা চিন্তা করেন, স্বী-পুত্রের কথা স্মরণ করেন। আরও তিনি ভাবেন—“আমার দাদা গুরুভার বহন করিতেছেন।”

একদিন কোন এক গৃহস্থের কণ্ঠা মুহূর্তমাত্র পীড়িত হইয়া সায়াক্ সময়ে অগ্নান, অক্লান্ত হইয়াই প্রাণ ত্যাগ করিল। তাহাকে তাহার জ্ঞাতি-বন্ধুরা কাঠ ও তৈল ইত্যাদির সহিত সায়ংকালে শ্মশানে নিয়া গিয়া শ্মশান রক্ষিকাকে দিয়া কহিল—“এ’কে পোড়াও।” এই বলিয়া তাহারা তাহাকে মজুরী চুকাইয়া দিয়া প্রস্থান করিল। সে শবের বস্ত্রাবরণ অপসারিত করিয়া তম্মুহূর্তে মৃত পীনপীনে সুবর্ণবর্ণ শরীর দেখিয়া

“ইমং অম্মজ-দম্মেতুং পতিরূপং আরম্মণং”তি চিস্তেহা গম্মা থেরং বন্দিহা “এবরূপং নাম আরম্মণং অথি ওলোকেথ অম্মা”তি আহ।

৬। থেরো “সাধু”তি গম্মা পারুপনং হরাপেহা পাদতলতো যাব কেসগা ওলোকেহা “অতি পীগিতমেতং রূপং সুবল্লবল্লং, অগ্নিমিহ নং পল্লিপিত্তা মহাজালাহি গহিতমন্তকালে মযহং আরোচেয়্যাসী”তি বহা সকেটানমেব গম্মা নিসীদি। সা তথা কহা থেরজ আরোচেসি। থেরো আগম্মা ওলোকেসি, জালায় পহট পহট্টেটানং কবরগাবিয়া বিয় সরীরবল্লং অহোসি, পাদা নমিত্তা ওলল্লিংসু, হথা পতিকুটিংসু, নলাটং নিচ্চম্মমহোসি। থেরো “ইদং সরীরং ইদানেব ওলোকেস্তানং অপরিয়ত্তিকরং হুত্বা ইদানেব খয়ং পত্তং বয়ং পত্তং”তি রত্তিট্টানং গম্মা নিসীদিহা খয়-বয়ং সম্পজমানো :-

ভাবিল—“এইটি আধ্যকে দেখাইবার মত আলম্বন বটে।” সে গিয়া স্থবিরকে বন্দনা করিয়া কহিল—“ভক্তে, এইরূপ আলম্বন আসিয়াছে, দেখিয়া যান।”

৬। স্থবির “সাধু” বলিয়া যাইয়া বজ্রাবরণ অপসারিত করাইলেন এবং পাদতল হইতে কেশাগ্র পর্যন্ত অবলোকন করিয়া কহিলেন—“এমন পীনপীনে সুবর্ণবর্ণ রূপ, ইহাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া যখন প্রবল অগ্নিশিখা জড়াইয়া ধরিবে তখন আমাকে বলিও।” স্থবির এই বলিয়া স্বস্থানে গিয়া উপবেশন করিলেন। সে তরুণ করিয়া স্থবিরকে জানাইল। স্থবির আসিয়া দেখিলেন, শরীরের স্থানে স্থানে অগ্নিজালা লাগিয়া সেই স্বর্ণ-কাস্তি দেহ চিত্র-বিচিত্র গাভীর স্থায় হইয়াছে, পদযুগল নমিত হইয়া কুলিয়া রহিয়াছে, হস্তদ্বয় বক্র হইয়াছে, ললাট নিশ্চন্দ্র হইয়াছে। স্থবির ভাবিলেন—“এই শরীর এখনই অপৰ্য্যাপ্ত-দর্শন ছিল, আবার এখনই ক্ষয় প্রাপ্ত, ব্যয় প্রাপ্ত হইল।” এই চিন্তা করিতে করিতে ‘রাত্রিস্থানে’ গিয়া উপবেশন করত ক্ষয়-ব্যয় সন্দর্শন করিতে করিতে বলিয়া উঠিলেন :-

“অনিচ্চা বত সন্ধারা উদ্গাদবয়ধশ্মিনো,

উগ্গজ্জিহ্বা নিরুজ্জন্তি তেসং বৃপসমো স্থথো”তি ।

গাথং বহ্বা বিপজ্জনং বজ্জেহ্বা সহ পটিসন্তিদাহি অরহন্তং পাপুণি ।  
তস্মিং অরহন্তং পন্তে সথা ভিক্ষুসজ্জপরিবৃত্তো চারিকং চরমানো-  
সেতব্যং গম্বা সিংসপাবনং পাবিসি । চুলকালজ্ঞ ভরিয়ায়ো সথা  
কির অনুপ্ততোতি স্থহা “অমহাকং স্মামিকং গণিহুত্মামা”তি পেসেহ্বা  
সথারং নিমন্তাপেসুং ।

৭ । বুদ্ধানং পন অপরিচিতঠানো আসনপঞ্জস্তিং আচিঙ্খকেন  
একেন ভিক্ষুনা পঠমত্তরং গম্বং বট্ঠতি । বুদ্ধানং হি মজ্জিমঠানো  
আসনং পঞ্জাপেহ্বা তথ দক্ষিণতো সারিপুত্তথেরঙ্গ বামতো মহানোগ-

“উদয়-বিলয়-ধর্মী, হায়! অনিত্য সংস্কার,

জনমে, নিরোধ পায়, উপশমে স্থখ তা’র ।

এই গাথা বলিয়া স্থবির বিদর্শন বর্জিত করিয়া প্রতিসন্তিদায় সহিত অরহন্ত  
প্রাপ্ত হইলেন । তাঁহার অরহন্ত প্রাপ্তির পর ভগবান ভিক্ষুসজ্জ পরিবৃত্ত হইয়া  
বেশ ভ্রমণ করিতে করিতে যেতব্যে গিয়া শিংগপা বনে প্রবেশ করিলেন ।  
চুলকালের স্ত্রীরা শান্তা আসিয়াছেন শুনিয়া “আমাদের স্বামীকে ধরিব”  
এই মতলবে লোক পাঠাইয়া শান্তাকে নিমন্ত্রণ করিল ।

৭ । বুদ্ধের অপরিচিত স্থানে কিরূপভাবে আসন বিছাইতে হইবে  
তাহা বলিবার জন্য একজন ভিক্ষুকে আগে বাইতে হয় । বুদ্ধের আসন  
মধ্যে দিতে হয়, তাঁহার দক্ষিণে সারিপুত্র স্থবিরের, বামে মহামোদাল্লায়ন



জ্ঞানথেরঙ্গ চ ততো পট্টায় উভোসু পদ্মেসু ভিক্ষুসজ্জন  
 আসনং পঞ্জাপেতকং হোতি । তস্মা মহাকালথেরো চীবরপারু-  
 পনট্টানে ঠহা “হং পুরতো গম্বু আসনপঞ্জপ্তিং আচিস্মা”তি  
 চুলকালং পেসেসি । তস্ম দিট্টকালতো পট্টায় গেহজনা তেন  
 সজ্জিং পরিহাসং করোস্তু নীচাসনানি সজ্জথেরকোটয়ং অথরন্তি,  
 উচ্চাসনানি সজ্জনবককোটয়ং । ইতরো “মা এবং করোথ  
 নীচাসনানি উপরি মা পঞ্জাপেথ, উচ্চাসনানি হেট্টম্”তি আহ ।  
 ইথিয়ো তস্ম বচনং অনুগম্বিস্থ্যো বিয় “হং কিং করোস্তু বিচ-  
 রসি ? কিং তব আসনানি পঞ্জাপেতুং ন বট্টিতি ? হং কং  
 আপুচ্ছিহা পম্বজিতো ? কেন পম্বজিতোসি ? কস্মা ইধাগতোসী”তি  
 বহা নিবাসনপারুপনং অচ্ছিন্দিহা সেতকানি নিবাসেহা সীসে  
 মালাচুশ্চটকং ঠপেহা “গচ্ছ সথারং আনেহি, ময়ং আসনানি

স্ববিরের, তাহার উভয় পার্শ্বে ভিক্ষুসজ্জের আসন দিতে হয় । সেই ক্ষণ মহাকাল  
 স্ববির চীবর পরিধানের স্থানে থাকিয়া “তুমি আগে বাইয়া কিরুপভাবে  
 আসন দিতে হইবে তাহা বলগে” এই বলিয়া চুলকালকে পাঠাইয়া দিলেন ।  
 তাঁহাকে দেখিয়া অবধি বাড়ীর লোকজনেরা তাঁহার সহিত পরিহাস করিয়া  
 নীচাসনসমূহ সজ্জস্ববিরের আসন স্থানে এবং উচ্চাসনসমূহ সজ্জনবকের  
 আসন স্থানে সজ্জিত করিতে লাগিল । চুলকাল কহিলেন—“এমন করিও  
 না, উচ্চাসন নীচে, নীচাসন উপরে দিও না । তাঁহার জীগণ যেন তাঁহার  
 কথা শুনে নাই এমন ভাবে কহিল—“তুমি কি করিতেছ ? তোমার কি  
 আসন বিছাইতে নাই ? তুমি কাহাকে বলিয়া শ্রমণ হইয়াছ ? কে তোমাকে  
 শ্রমণ করাইয়াছে ? কেন এখানে আসিয়াছ ? ইত্যাদি বলিয়া পরিধেয়  
 ও উত্তরীয় বসন ছিনাইয়া লইল এবং খেত বস্ত্র পরাইয়া মস্তকে মালা-  
 মুকুট স্থাপিত করিয়া কহিল—“যাও, শাস্তাকে নিয়া আস, আমরা আসন

পশ্চাপেজামা”তি পহিণিংসু ।

৮ । ন চিরং ভিক্ষুভাবে ঠহা অবস্জিকাব উল্লবজিতা লজ্জিতুং  
ন জানন্তি, তস্মা সো তেনাকপ্পেন নিরাসংকোব গম্মা বন্দিহা  
বুদ্ধপমুখং ভিক্ষুসজ্জং আদায় আগতো । ভিক্ষুসজ্জং পন ভত্তকিচ্চা-  
বসানে মহাকালং ভরিয়ায়ো “ইমাহি অন্তমো সামিকো গহিতো,  
ময়্যম্পি অম্বাহকং সামিকং গণিহামা”তি চিন্তেহা পুন দিবসথায়  
নিমন্তয়িংসু । তদা পন আসন পশ্চাপনথং অশ্ৰো ভিক্ষু অগমাসি ।  
তা তস্মিংথণে ওকাসং অলভিহা বুদ্ধপমুখং ভিক্ষুসজ্জং নিসীদাপেহা  
ভিক্ষু অদংসু । চুলকালং পন ধে ভরিয়ায়ো, মজ্জিমকালং  
চতমো, মহাকালং অর্টঠ । ভিক্ষুসজ্জেহি ভত্তকিচ্চং কাতুকামা  
নিসীদিহা ভত্তকিচ্চং অকংসু । বহি গম্মুকামা উট্টায় অগমংসু ।

পাতিয়া দিতেছি।” এই বলিয়া তাহাকে পাঠাইয়া দিল ।

৮ । দীর্ঘকাল ভিক্ষুভাবে না থাকাতে অবশ্যই প্রব্রজ্যা ত্যাগীরা লজ্জা  
বোধ করে না । তাই সে সেই বেশেই নিরাশঙ্কের ছায় গিয়া বুদ্ধ প্রমুখ  
ভিক্ষুসজ্জকে বন্দনা করিয়া তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া গেল । মহাকালের  
জীরা ভাবিল—“ইহারা এদের স্বামীকে নিয়েছিল, আমরাও আমাদের স্বামীকে  
নিয়ে নিব ।” ভিক্ষুসজ্জের ভোজনকৃত্য শেষ হইলে পরদিবসের জন্ত তাঁহা-  
দিগকে নিমন্ত্রণ করিল । সেইদিন আসন বিছান দেখাইবার জন্ত অন্ত  
ভিক্ষু আসিলেন । তাহারা তখন স্নযোগ না পাইয়া বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসজ্জকে  
বসাইয়া ভিক্ষা দান করিল । চুলকালের দুই জী, মধ্যমকালের চারিজন  
ও মহাকালের আটজন জী । বাহারা ভিক্ষুসজ্জের সহিত বসিয়া  
ভোজন করিতে চাহিলেন তাঁহারা সেখানে বসিয়া ভোজন করিলেন ।  
বাহারা বাহিরে যাইতে চাহিলেন তাঁহারা উঠিয়া চলিয়া গেলেন ।

সখা পন নিসীদিয়া ভক্তকিচং করি। তন্ন ভক্তকিচ পরিয়োমানে তা ইপিয়ো “ভক্তে, মহাকালো অমহাকং অনুমোদনং কহা আগচ্ছিত্তি, তুমেহ পুরতো গচ্ছথা”তি বদিংসু। সখা “সাধু”তি বহা পুরতো অগমাসি।

৯। গাম্ভারং পহা ভিক্ষুসজ্জো উচ্চায়ি—“কিং নামেতং সখারা কতং, এত্বা মুখো কতং উদাহ অজানিত্বাতি। হীয়ো চুলকালন্ন পুরতো গতত্তা পবজ্জন্তুরায়ো জাতো, অজ্জ অপ্রপ্প পুরতো গতত্তা অন্তুরায়ো নাহোসি, সখা মহাকালং নিবত্তেহা আগতো, সীলবা খো পন ভিক্ষু আচারসম্পন্নো, করিত্তন্তি মুখো তন্ন পবজ্জন্তুরায়ং”তি ?

১০। সখা তেসং বচনং সূহা ঠিতো “কিং কথৈখ ভিক্ষবে ?”তি পুচ্ছি। তে তমথং আরোচেসুং।

শান্তা সেখানে বসিয়াই ভোজনকৃত্য সমাপন করিলেন। তাঁহার ভোজন হইলে মহাকালের জীরা কহিল—“ভক্তে, মহাকাল হুবির আমাদের দানানুমোদন করিয়া আসিবেন, আপনি আগে যান।” শান্তা “সাধু” বলিয়া আগে চলিয়া গেলেন।

৯। ভিক্ষুগণ গ্রামবারে উপনীত হইয়া কাণাঘূষা করিতে লাগিলেন—“শান্তা একি করিলেন? জানিয়া করিলেন? না, নাজানিয়া করিলেন? গতকল্য আগে গিয়া চুলকালের প্রব্রজ্যার অন্তুরায় হইয়াছিল। অদ্য অল্প ভিক্ষু আগে গিয়াছিল বলিয়া (মহাকালের) অন্তুরায় হইতে পারে নাই। শান্তা মহাকালকে রাখিয়া আসিলেন। এই ভিক্ষু কিন্তু শীলবান, আচার সম্পন্ন, তাঁহার প্রব্রজ্যার অন্তুরায় করিবে না কি কে জানে?”

১০। শান্তা তাহাদের কথা শুনিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“ভিক্ষুগণ, কি বলিতেছ?” তাহার তাহা বলিলে শান্তা কহিলেন :—

“কিং পন তুম্হে ভিক্ষবে চুলকালং বিয় মহাকালং সন্নন্ধেখা”তি ?

“আম ভন্তে, তঅ হি দে পজাপতিয়ো, ইমস অট্ট। অট্টহি পরিচ্ছিপিত্তা গহিতো কিং করিঅতি ভন্তে”তি ?

সথা—“মা ভিক্ষবে, এবং অবচুখ, চুলকালো উট্টায় সমুট্টায়  
হুভারম্মণ বহলো বিহরতি, পপাততটে ঠিত দুবলরুস্সদিসো।  
ময়হং পন পুত্তো মহাকালো অম্ভবিহারী ঘনসেলপব্বতো বিয়  
অচলো”তি বত্তা ইমা গাথা অভাসি :—

“মুভানুপজ্জিং বিহরন্তং ইন্দ্রিয়েসু অসংবৃতং,  
ভোজনমিহ অমত্তশ্রুং কুসীতং হীনবীরিয়ং,  
তং বে পসহতি মারো বাতো রুস্সংব দুবলং।” ৭

“ভিক্ষুগণ, তোমরা কি মহাকালকে চুলকালের জায় মনে কর ?”

“ইহা ভন্তে, ওর দুই জী, এ’র আট জী। আটজনে পরিবেষ্টন  
করিয়া ধরিলে কি করিবে ভন্তে ?”

শাস্তা কহিলেন—“ভিক্ষুগণ, এমন বলিও না। চুলকাল উঠিতে  
বসিতে সবসময়ে শোভনালম্বন বহল হইয়া বিহার করে, সে প্রপাততটে  
স্থিত দুর্বল বৃক্ষ সদৃশ। আমার পুত্র মহাকাল অশোভনদর্শী ঘনশৈল পর্বতের  
জায় অচল।” ইহা বলিয়া শাস্তা এই গাথাবয় ভাষণ করিলেন :—

“বিহরণ করে যেবা বাহু শোভা করি নিরীক্ষণ,

ছয় ইন্দ্রিয়ে অসংযত,

মাত্রাহীন ভোজনে রত,

অলস উগ্ধমহীন যার অচিরণ

বাত্যাহত তরু প্রায় মার তারে করে বিনাশন।” ৭

“অমৃতানুপদ্মিং বিহরন্তঃ ইন্দ্রিয়েষু স্তম্ভবৃত্তং,  
ভোজনমিহ চ মনঃপ্রাণং সৰ্ব্বং আরক্ত বীরিয়ং,  
তং যে নল্পসহতি মারো বাতো সেলংব পবনতং”তি । ৮

১১ । তথ—“স্বভানুপদ্মিং বিহরন্তঃ”স্তি স্তম্ভং অনুপদ্মস্তম্ভং  
ইষ্টারাম্রণে মানসং বিজ্জেক্ষতা বিহরন্তঃ”তি অথো । যো হি পুঙ্গলো  
নিমিস্তগাহঃ অনুব্যঞ্জনগাহঃ গণহস্তো নখা সোভনাতি গণহাতি,  
অঙ্গুলিয়ো সোভনাতি গণহাতি, হৃৎপাদ, জজ্বা, উরু, কটি, উদরং,  
থনা, গীবা, ওষ্ঠা, দন্তা, মুখং, নাসা, অক্ষীনি, কণা, তমুকা, নলাটং,  
কেশা, সোভনাতি গণহাতি ; কেশা লোমা নখা দন্তা তচো  
সোভনাতি গণহাতি ; বগ্নো স্তম্ভোস্ঠানং স্তম্ভস্তি . গণহাতি ;

“বিহরণ করে যেবা বাহু শোভা না করি দর্শন,

যড়’দ্রিয়ে স্তম্ভবৃত্ত

প্রকারক বীৰ্য্যবৃত্ত,

ভোজনেতে মাত্ৰাজানী হয় সৰ্ব্বক্ষণ ;

ঝঙ্কাবতে শিলাগিরি নরে না যেমন,

তেমন তাহাকে মার পরাজিতে পারে না কখন।” ৮

১১ । তথায়—“বিহরণ করে যেবা বাহু শোভা করি নিরীক্ষণ”—  
যে শোভন বলিয়া দর্শন করিতে করিতে ইষ্টালবনে মনোনিবেশ করিয়া  
বিহরণ করে । যে ব্যক্তি সাধারণ শারীরিক সৌন্দর্য্যে নিমিত্ত গ্রহণ  
করে ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৌষ্ঠবে অনুব্যঞ্জন গ্রাহ বা মুগ্ধ হইয়া নখ ও অঙ্গুলি  
সুন্দর বলিয়া মনে করে, হস্ত, পদ, জজ্বা, উরু, কটি, উদর, স্তন, গ্রীবা,  
ওষ্ঠ, দন্ত, মুখ, নাসা, চক্ষু, কণ, ক্র, নলাট ও কেশ সুন্দর বলিয়া  
মনে করে ; কেশ, লোম, নখ, দন্ত ও স্বক সুন্দর বলিয়া মনে করে ;  
বর্ণ ও সংস্থান (অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিভাগ) সুন্দর বলিয়া মনে করে ;

অয়ং স্তুভানুপঞ্জি নাম । তং এবং স্তুভানুপঞ্জিঃ বিহরন্তঃ ।

“ইন্দ্রিয়েশু অসংবৃতং”তি—চক্ষুসীশ্চ ইন্দ্রিয়েশু অসংবৃতং, চক্ষুস্বারাদীনি অরক্ষন্তঃ । পরিয়োননমতা পটিগাহনমতা পরিভোগ-মতাতি ইমিঙ্গা মতায় অজ্ঞাননতো ভোজনমিহ চ অমতপ্রাণুঃ । অপি চ পচবেক্ষণমতা বিসর্জনমতাতি ইমিঙ্গাপি মতায় অজ্ঞাননতো অমতপ্রাণুঃ । ইদং ভোজনং ধর্মিকং ইদং অধর্মিকস্তিপি অজ্ঞানন্তঃ । কামব্যাপাদ বিহিংসাবিতর্ক বসিকতায় কুসীতং । “হীন-বীরিয়ং”তি নিবিরিয়ং, চতুশ্চ ইরিয়াপথেষু বিরিয়করণ রহিতং । “পমহতী”তি অভিভবতি, অক্ষোথরতি । “বাতো রুদ্ধং ব দুর্বলং”তি—দ্বলব বাতো ছিন্নতটে জাতং দুর্বল রুদ্ধং বিয় । যথা হি

ইহার নামই স্তুভানুপঞ্জী । তাহা এইরূপ শুভমনে করিয়া অমুবিক্ষণ করিতে করিতে বাস করা ।

“ছয় ইন্দ্রিয়ে অসংবৃতং”—চক্ষুদি ষড় ইন্দ্রিয়ে অসংবৃতং, অসংবৃত-  
 ত্ত্বির, চক্ষুস্বারাদি রক্ষা না করা ।

“মাত্রাহীন ভোজনে রতং”—পর্ধ্যোষণ মাত্রা, প্রত্যাগ্রহণ মাত্রা ও পরিভোগ মাত্রা জানে না বলিয়া অমাত্রজ্ঞ ; অপিচ প্রত্যবেক্ষণ মাত্রা ও বিসর্জন মাত্রাও জানে না বলিয়া অমাত্রজ্ঞ । এই ভোজন ধর্মীমুদোদিত, ইহা ধর্মীমুদোদিত নহে, ইহা জানে না বলিয়াও অমাত্রজ্ঞ ।

“অলসং”—কাম, ব্যাপাদ ও বিহিংসা বিষয়ক বিতর্কে বা অলস, কার্যকারীতা রহিত ।

“উত্তমহীনং”—হীনবীর্য ; গমন, দাঁড়ান, উপবেশন ও শয়ন এই চারি ইরিয়াপথে বা অবস্থানে বীর্যরাহিত্য ।

“পরাতব করে”—পরাক্রম করে, নিমজ্জিত করে ।

“বাত্যাহত তরুপ্রায়ং”—ছিন্নতটে জাত দুর্বলীকৃত বৃক্ষকে যেমন

সো বাতো তদ্রু রুক্ষত্ব পুষ্কপলাসাদিম্পি সাদেতি বিনাসেতি, খুদকসাখাপি ভঞ্জতি, মহাসাখাপি ভঞ্জতি, সমূলকম্পি তং রুক্ষং উববন্তেহা পাতেহা উদ্ধমূলং অধোশাখং কহা গচ্ছতি ; এবমেবং এবরূপং পুগ্গলং অন্তো উন্নম্নো কিলেসমারো পসহতি, বলববাতো দুর্বল রুক্ষত্ব পুষ্কপলাসাদীনং বিয় খুদানু খুদকাপত্তি আপজ্জনম্পি করোতি, খুদকসাখাভঞ্জনং বিয় নিম্নগিয়াদি আপত্তি আপজ্জনম্পি করোতি ; মহাসাখাভঞ্জনং বিয় তেরস সজ্জাদিসেপত্তি আপজ্জনম্পি করোতি । উববন্তেহা উদ্ধমূলকং হেট্টা সাখং কহা পাতনং বিয় পারাজিকাপজ্জনম্পি করোতি । স্বাচ্ছাতসাসনা নীহরিহা কতিপাহেনেব গিহীভাবং পাপেতীতি । এবং এবরূপং পুগ্গলং কিলেসমারো অন্তনো বসে বন্তেতীতি অথো ।

১২ । “অনুভানুপঞ্জিঃ”তি—দসসু অনুভেহু অপ্রতরং অনুভং

ঝঙ্কাবায়ু উৎপাতিত করে । যেমন ঝঙ্কাবায়ু সেই বৃক্ষের পত্র-পুষ্প বিনাশ করে, ক্ষুদ্রশাখা ভগ্ন করে, মহাশাখা ভগ্ন করে, বৃক্ষটিকে সমূলে উৎপতন পূর্বক ভূমিতে পাতিত করিয়া উদ্ধমূল ও অধোশাখা করিয়া যায় ; তদ্রূপ যে ভিক্ষু সৌন্দর্য্যাসক্ত, অসংযতেন্দ্রিয়, হীনবীৰ্য্য ও আলস্তুপরায়ণ তাহার অন্তরে উৎপন্ন ক্রেশমার তাহাকে পরাভব করে, ঝঙ্কাবায়ু দুর্বল বৃক্ষের পত্র-পুষ্প ছিন্ন করার ঞায় ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র ‘আপত্তি’ প্রাপ্ত করার ; ক্ষুদ্র শাখা ভগ্ন করার ঞায় “নিম্নগিয়্যা”দি (নিঃসর্গীয়) আপত্তি প্রাপ্ত করার ; মহাশাখা ভগ্ন করার ঞায় ক্রয়োদশ ‘সজ্জাদিশেষ’ আপত্তি প্রাপ্ত করার । উববন্ত করিয়া উদ্ধমূল অধোশিখর করিয়া পতন করার ঞায় ‘পারাজিকা’ আপত্তি প্রাপ্তও করার । সূ-আখ্যাত শাসন হইতে বহিষ্কৃত করাইয়া কিছুদিনের মধ্যে গৃহীভাব প্রাপ্ত করার । এইরূপে ক্রেশমার এমনতর ব্যক্তিকে নিজের বসে প্রবর্তিত করে ।

১২ । “অশুভমুদর্শী”—দশবিধ অশুভের মধ্যে অততর যে কোন অশুভ

পদ্মস্তং পটিকুলমনসিকারে যুক্তং, কেসে অশ্লভতো পদ্মস্তং লোমে  
 নখে দন্তে তচং বগ্নং সন্ধানং অশ্লভতো পদ্মস্তং। “ইন্দ্রিয়েসু”তি  
 চসু ইন্দ্রিয়েসু। “সুসংযুতং”তি নিমিত্তাদিগাহরহিতং পিহিতদ্বারং।  
 অমস্তপ্রুতাপটিপক্ষেণ ভোজনমিহ চ মস্তপ্রুং।, “সদ্ধা”তি—কন্মদ  
 চেব কলদ্য চ সদহনলক্ষণায় লৌকিকায় সদ্ধায় চেব তীসু বধুসু  
 অবচ্চঙ্গসাদসংখাতায় লোকুত্তরসদ্ধায়চেব সমাগতং। “আরদ্ধ-  
 বীরিয়ং”তি—প্রগাহিত বিরিয়ং পরিপূর্ণবিরিয়ং। “তং বে”তি—  
 তং এবরূপং পুঙ্গলং যথা দুবলবাতো সনিকং পহরন্তো একঘনং  
 সেলং চালেতু ন সঙ্কোতি, তথা অশ্লভন্তরে উল্লঙ্ঘমানোপি দুবল-  
 কিলেসমারো নগ্নসহতি, খোভেতুং চালেতুং নসঙ্কোতীতি অথো।

দেখিয়া ঘৃণা মনসিকার যুক্ত হইয়া বিহরণ করা; কেশ, লোম, নখ, দন্ত,  
 স্বক, বর্ণ ও সংস্থান অশ্লভ মনে করিয়া বিহরণ করা।

“ইন্দ্রিয়েসমূহে”—ছয় প্রকার ইন্দ্রিয়ে।

“সুসংযুত”—নিমিত্তাদি গ্রহণ রহিত, চক্ষুদ্বারাদি আবদ্ধ রাখা।

“ভোজনে মাত্ৰজ্ঞ”—ভোজনে অমাত্ৰজ্ঞ না হওয়া।

“শ্রদ্ধা”—কন্ম ও তাহার ফলে বিশ্বাসরূপ লৌকিক শ্রদ্ধাসম্পন্ন এক  
 বস্তুজন্মে অধিগত অটল প্রসাদরূপ লোকোত্তর শ্রদ্ধা সমন্বিত।

“আরদ্ধবীর্য”—প্রগৃহীত বীর্য, পরিপূর্ণ বীর্য।

“একাস্তই তাহা”—যেমন মন্দবায়ু শনৈঃ শনৈঃ আঘাত করিয়াও  
 সঘন শিলাময় পৰ্ব্বতকে চালিত করিতে সক্ষম হয় না, সেইরূপ অশ্লভদর্শী,  
 সংযতেন্দ্রিয়, ভোজনমাত্রজ্ঞ, শ্রদ্ধা ও আরদ্ধবীর্য ব্যক্তিকে হর্ষল ক্রেশমার  
 অভ্যস্তরে উৎপন্ন হইলেও অভিভূত করিতে পারে না, ক্ষোভিত ও বিচলিত  
 করিতে পারে না।



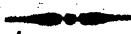
১৩। তাপি খো তজ পুরাণ ছুতিয়িকায়ো ধেরং পরিবারেহা  
 “হং কং আপুচ্ছিহা পব্বজিতো, ইদামি গিহী ভবিজসী”তি আদীন  
 বহা কালাঘং নীহরিতুকামা অহেহং। ধেরো তাসং আকারং  
 সম্মেহা নিলিঙ্গাসনা বুট্টার ইচ্ছিয়া উন্নতিহা কূটাগারকণিকং  
 তিল্লিহা আকাসেনাগস্থা সখরি গাথা পরিয়োসাপেত্তেব সখুসুবল-  
 বলং সরীরং অভিষবন্তো ওত্তরিহা তথাগতজ পাদে বন্দি।

গাথা পরিয়োসানে সম্পত্তিস্বা সোভাপত্তি কলাদীন্ত  
 পতিষ্ঠহিংসু’তি।



১৩। এদিকে তাঁহার ভাৰ্য্যার। তাঁহাকে পরিবৃত করিয়া বলিতে  
 লাগিল—“তুমি কাহাকে বলিয়া প্রব্রজিত হইয়াছ? এখন তোমাকে গৃহী  
 হইতে হইবে।” এভাবে তাহার। নানা কথা বলিয়া কাব্য বজ কাড়িয়া  
 লইতে মনস্থ করিল। হৃবির তাহাদের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া ঋদ্ধি  
 বলে আসন হইতে উঠে উঠিয়া কূটাগার কণিকা ভেদ করত আকাশপথে  
 ছুটিয়া আসিয়া শাস্তা গাথা শেষ করিবা মাত্র তাঁহার সুবর্ণবর্ণ শরীরের  
 স্তুতি করিতে করিতে অবতরণ করিয়া তথাগতের পদবন্দনা করিলেন।

গাথা অবসানে উপস্থিত তিস্কুগণ সোভাপত্তি কলাদিতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।



## দেবদত্তস্ব-বধু । ৭

১। “অনিকসাবো”তি ইমং ধন্যদেসনং সখা জেতবনে বিহ-  
রন্তো রাজগৃহে দেবদত্তজ কাসাবলাভং আরত্ব কথেসি।

২। একস্মিং হি সময়ে ধো অগসাবকা পঞ্চসতে পঞ্চসতে  
অন্তনো পরিবারে আদায় সখারং আপুচ্ছিহা জেতবনতো রাজগৃহং  
অগমংসু, রাজগৃহবাসিনো ধোপি তয়োপি বহুপি একতো হহা আগন্তুক  
দানং অদংসু। অথেক দিবসং আয়স্মা সারিপুত্তো অনুমোদনং  
করোন্তো “উপাসকা, একো সয়ং দানং দেতি পরং ন সমাদপেতি,  
সো নিব্বত্ত নিব্বত্তট্টানে ভোগসম্পদং লভতি, নো পরিবার সম্পদং।

---

## দেবদত্তের উপাখ্যান । ৭

১। “অনিকসাব”—এই ধর্মদেশনা শান্তা জেতবনে বাস করিবার  
সময় রাজগৃহে দেবদত্তের কাষার লাভের কথাপ্রসঙ্গে कहিয়াছিলেন।

২। এক সময়ে অগ্রপ্রাবকদ্বয় আপনাদের পাঁচশত পাঁচশত ভিক্ষু  
পরিজন লইয়া শান্তার সম্মতি ক্রমে জেতবন হইতে রাজগৃহে গমন করিয়া-  
ছিলেন। রাজগৃহবাসীরা উইজন, তিনজন বা বহুজন একত্র হইয়া তাঁহাদিগকে  
আগন্তুক ভাবে ভিক্ষা দান করিয়াছিল। একদিন আয়ুত্থান সারিপুত্র  
পুণ্যাহ্নবোধম করিতে করিতে উপাসকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া-  
ছিলেন—“হে উপাসকগণ, কেহ নিজে দান দেয় কিন্তু পরকে দানে  
উৎসাহিত করে না; সে যেখানে যেখানে জন্মগ্রহণ করে, সেখানে  
সেখানে ভোগ-সম্পদ লাভ করে, কিন্তু পরিজন সম্পদ লাভ করে না।

একো পরং সমাদপেতি সয়ং ন দেতি, সো নিব্বত্ত নিব্বত্ত-  
 ট্ঠানে পরিবার সম্পদং লভতি, নো ভোগসম্পদং । একো  
 সয়ম্পি ন দেতি পরম্পি ন সমাদপেতি সো নিব্বত্ত নিব্বত্তট্ঠানে  
 কল্লিকমত্তম্পি কুচ্ছিপুরং ন লভতি ; অনাথো হোতি নিম্নচ্চয়ো ।  
 একো সয়ম্পি দেতি পরম্পি সমাদপেতি সো নিব্বত্ত নিব্বত্তট্ঠানে  
 অন্তভাবসতেপি অন্তভাবসহস্মেপি অন্তভাব সত সহস্মেপি ভোগ-  
 সম্পদং চেব পরিবারসম্পদঞ্চ লভতী”তি এবং ধম্মং দেসেসি ।

৩ । তমেকো পণ্ডিত পুরিসো স্তুত্বা “অচ্ছরিয়া বত ভো  
 ধম্মদেসনা, স্তুকারণং কথিতং, ময়া ইমাসং দ্বিন্নং সম্পত্তীনং  
 নিস্ফাদকং কম্মং কাভুং বট্টতী”তি চিন্তেহা “ভস্তু, স্মে ময়ং ভিক্ষং  
 গগহথা”তি ধেরং নিমন্তেসি ।

কেহ পরকে দানে উৎসাহিত করে, কিন্তু নিজে দেয় না; সে যেখানে যেখানে  
 জন্মগ্রহণ করে, সেখানে সেখানে পরিজন-সম্পদ লাভ করে, কিন্তু ভোগসম্পদ  
 লাভ করে না। কেহ নিজেও দান দেয় না, পরকেও উৎসাহিত করে  
 না, সে যেখানে যেখানে জন্মগ্রহণ করে সেখানে সেখানে উদরপূর্ণ কাঁজি  
 মাত্রও পায় না, অনাথ ও মন্দভাগ্য হয়। আর কেহ নিজেও দান দেয়,  
 পরকেও উৎসাহিত করে, সে যেখানে জন্মগ্রহণ করে সেখানে শতজন্মেও,  
 সহস্র জন্মেও, শতসহস্র জন্মেও ভোগ-সম্পদ ও পরিজন-সম্পদ দুই লাভ  
 করে।” তিনি এইরূপ ধর্মদেশনা করিলেন।

৩ । তাহা শুনিয়া একজন পণ্ডিত লোক ভাবিলেন—“আশ্চর্য্য এই  
 ধর্মদেশনা, বেশ কারণ বলা হইয়াছে। এই দুই সম্পত্তি যাহাতে লাভ  
 হয় আনাকে তেমন কর্ম করিতে হইবে।” ইহা চিন্তা করিয়া তিনি  
 অগ্রশ্রাবককে কহিলেন—“ভস্তু, আগামী কল্য আমার ভিক্ষা গ্রহণ করুন।”  
 এই বলিয়া স্ববিরকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

“কিন্তুকেহি তে ভিক্ষু হি অথো উপাসক”তি ?

“কিন্তুকা পন বো ভন্তে, পরিবারা”তি ?

“সহস্রমস্তা উপাসক”তি ।

“সবেবহেব সন্ধিং স্বে ভিক্ষং গণহথ ভন্তে”তি ।

খেরো অধিবাসেসি, উপাসকো নগরবীথিয়ং চরন্তো—“অস্ম, তাত, ময়া ভিক্ষুসহস্রং নিমন্তিতং, তুমেহ কিন্তকানং ভিক্ষুং ভিক্ষং দাতুং সন্ধিগ্ৰথ, তুমেহ কিন্তকানং”তি সমাদপেসি । মনুজ্ঞা অন্তনো অন্তনো পহোনকনিয়ামেন “ময়ং দসন্নং দন্নাম”—“ময়ং বীসত্তিয়া”—“ময়ং সতন্না”তি আহংসু । উপাসকো—“তেন হি একস্মিং ঠানে সমাগমং কত্তা একতোব পচিগ্গাম, সবেব তিল তণ্ডুল সপ্পি ফাণিতাদীনি সমাহরথা”তি একটঠানে সমাহরাপেসি ।

“উপাসক, তোমার কয়জন ভিক্ষু চাই ?”

“ভন্তে, আপনারা কতজন আছেন ?

“সহস্রজন উপাসক !”

“সকলকে নিয়া আগামী কল্য ভিক্ষা গ্রহণ করুন ভন্তে ।”

হৃবির সম্মত হইলেন । উপাসক নগরপথে বিচরণ করিয়া সকলকে সোধোন করিয়া কহিতে লাগিল—“বাবা গো, মা গো, আমি সহস্র ভিক্ষু নিমন্ত্রণ করিয়াছি, আপনারা কতজন ভিক্ষুকে ভিক্ষা দিতে পারিবেন ? আপনারা কতজনকে পারিবেন ?” এই বলিয়া সকলকে দান কার্যে উৎসাহিত করিলেন । লোকেরা যাহার যেমন সামর্থ্য, “আমরা দশজনকে দিব,” “আমরা বিশজনকে দিব,” “আমরা শতজনকে দিব,” এইরূপ বলিল । উপাসক বলিলেন—“তাহা হইলে এক জায়গায় মিলিত হইয়া একত্রে পাক করিব । সকলে ডাল, চাউল, তিল, সর্পি ও গুড়াদি নিয়া আন” এই বলিয়া সকলের জিনিষ একস্থানে আনয়ন করাইলেন ।

৪। অথবা একো কুটুম্বিকো সত্তসহস্রান্নিকং গন্ধকাসাব বথং দত্ত্বা “সচে তে দানবট্টং পন নল্পহোতি ইদং বিজজ্জেন্ণা যদুনং তং পুরেয়্যাসি। সচে পহোতি যন্নিচ্ছসি তত্ত তিচ্ছুনো দদেয়্যাসী”তি আহ। তত্ত সৰং দানবট্টং পহোসি, কিঞ্চি উনং নহোসি। সো মমুংসে পুচ্ছি “ইদং অয়্যা, কাসাবং একেন কুটুম্বিকেন এবং নাম বহা দিম্মং, অতিরেকং জাতং, কল্প নং দেমা”তি ? একচে “সারিপুত্তথেরজা”তি আহঃসু। একচে “থেরো সত্তপাকসময়ে আগত্ত্বা গমনসীলো, দেবদত্তো অমহাকং মজ্জলান্নলেন্স সহায়ো, উদকমণিকো বিয় নিচ্ছন্নতিট্ঠিতো, তত্ত তং দেমা”তি আহঃসু। সম্বাহলিকায় কথায়াপি “দেবদত্তন্ত দাতব্যং”তি বত্তারো বহত্তরা অহেঃসু। অথ নং দেবদত্তন্ত অদঃসু।

৪। অতঃপর একজন কুটুম্বিক শতসহস্র মূল্যের এক সুগন্ধ কাষায়-বস্ত্র দান করিয়া কহিলেন—“যদি আপনার দানীয় দ্রব্যের সঙ্কুলান না হয়, তবে ইহা বিক্রয় করিয়া, বাহা কম পড়ে তাহা পূরণ করিবেন। যদি কুলায় যে ভিক্ষুকে ইচ্ছা তাঁহাকে দান করিবেন।” তাঁহার সব দান-সামগ্রী পর্যাপ্ত পরিমাণ হইল। কিছুই কম পড়িল না। তিনি উপস্থিত লোক দিগকে ভিজ্ঞাসা করিলেন—“মহাশয়েরা ! দেখুন, এই কাষায়বস্ত্র ধান। একজন কুটুম্বিক এইরূপ বলিয়া দিয়াছেন, ইহা এখন অতিরিক্ত হইয়াছে, কাহাকে দিব ?” কেহ কেহ বলিল—“সারিপুত্র স্ববিরকে।” কেহ কেহ বলিল—“সারিপুত্র স্ববির শস্ত পাকিলে [সুখের সময়] আসিয়া চলিয়া যান; দেবদত্ত আমাদের মজ্জলান্নলেন্স সহায়, বৃহৎ উদক কুন্তের দ্বায় নিত্যপ্রতিষ্ঠিত, এইখানা তাঁহাকে দিব।” সকলের মত লইয়া দেখা গেল দেবদত্তকেই অধিক লোকের দিবার ইচ্ছা, কাজেই ইহা দেবদত্তকে দেওয়া হইল।

সো তং হিন্দিত্বা সংবিদহিত্বা রজিত্বা নিবাসিত্বা পারুপিত্বা বিচরতি।  
তং দিত্বা “নয়িদং দেবদত্তজ্ঞ অনুচ্ছবিকং, সারিপুত্রথেরজ্ঞ অনুচ্ছবিকং,  
দেবদত্তো অন্তনো অননুচ্ছবিকং নিবাসিত্বা পারুপিত্বা বিচরতী”তি  
বদিস্তু।

৫। অথকো দিসাবাসিকো ভিক্ষু রাজগহা সাবথিং গম্বু  
সথারং বন্দিত্বা কতপটিসম্বারো সথারা দ্বিন্নং অগ্গসাবকানং কাসু  
বিহারং পুচ্ছিত্তো আদিত্তো পট্টায় সৰ্বং তং পবত্তিং আরোঢ়েসি।  
সথা—“নখো ভিক্ষু, ইদানেনবেসো অন্তনো অননুচ্ছবিকং বথং  
ধারেতি পুকেপি ধারেসি য়েবা”তি বহা অতীতং আহরি :—

৬। অতীতে বারাণসিয়ং ব্রহ্মদত্তে রজ্জং কারেস্বে বারাণসী-  
বাসী একো হত্তীমারকো হত্তী মারেহা মারেহা দন্তে চ নখে চ  
অন্তানি চ ঘনমাংসঞ্চ আহরিত্বা বিক্খিগন্তো জীবিকং কপ্পেতি।

তিনি তাহা ছিড়িয়া শেলাই ও রজ্জিত করিয়া পরিধান পূর্বক  
বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া কেহ কেহ বলিতে লাগিল—  
“ইহা দেবদত্তের যোগ্য নয়, সারিপুত্র স্থবিরেরই যোগ্য, দেবদত্ত আপনার  
অযোগ্য বস্ত্র পরিধান করিয়া বিচরণ করিতেছেন।”

৫। অনন্তর অগ্রস্থানের একজন ভিক্ষু রাজগৃহ হইতে শ্রাবস্তীতে  
গমন করিয়া শান্তাকে বন্দনা করিলেন। শান্তা তাঁহার কুণলবর্তা জিজ্ঞাসা  
করিয়া অগ্রশ্রাবকদ্বয় কেমন আছেন জানিতে চাহিয়া, তিনি প্রথম হইতে  
সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহাকে বলিলেন। শান্তা কহিলেন— “ভিক্ষু, সে বে  
এখন তাহার অযোগ্য বস্ত্র ধারণ করিতেছে তাহা নয়, পূর্বেও করিয়া-  
ছিল।” ইহা বলিয়া অতীতের কথা বলিতে লাগিলেন :—

৬। পূর্বকালে ব্রহ্মদত্ত যখন বারাণসীতে রাজত্ব করিতেছিলেন  
বারাণসী বাসী জনৈক হত্তীমারক হত্তী মরিয়া দন্ত, নখ, অঙ্গ ও ঘনমাংস  
লইয়া বিক্রয় করিত এবং বিক্রয় লব্ধ অর্থে জীবিকা নির্বাহ করিত।

অথেকস্মিঃ অরণ্যে অনেকসহস্রা হতী গোচরং গহেত্বা গচ্ছন্তা  
 পচ্ছেকবুদ্ধে দিস্বা ততো পট্টায় গচ্ছমানা গমনাগমনকালে জন্ম-  
 কেহি নিপতিত্বা বন্দিত্বা পকমন্তি । একদিবসং হস্তিমারকো তং  
 কিরিয়ং দিস্বা “অহং ইমে কিচ্ছেন মারেমি, ইমে চ গমনাগমন-  
 কালে পচ্ছেকবুদ্ধে বন্দন্তি, কিম্বুখো দিস্বা বন্দন্তী”তি চিস্তেন্তো  
 কাসাবন্তি সন্নস্কেত্বা ময়াপিদানি কাসাং লঙ্কুং বটুতী”তি চিস্তেত্বা  
 একস্ম পচ্ছেকবুদ্ধস্য জাতস্যরং ওরুফ নহায়ন্তস্য তীরে ঠপিতেত্ব  
 কাসাবেত্ব চীবরং খেনেত্বা তেসং হতীনং গমনাগমনমগ্গে সন্তিঃ  
 গহেত্বা সসীসং পারুপিত্বা নিসীদতি । হতী তং দিস্বা পচ্ছেক-  
 বুদ্ধোতি সপ্রায় বন্দিত্বা পকমন্তি । সো তেসং সর্বপচ্ছতো  
 গচ্ছন্তং সন্তিয়া পহরিত্বা মারেত্বা দন্তাদীনি গহেত্বা সেসং ভূমিয়ং  
 নিখনিত্বা গচ্ছতি ।

এক বনে বহু সহস্র হস্তী চরিতে যাইবার সময় এক পচ্ছেক বুদ্ধকে দেখিতে  
 পাইল । সেদিন হইতে বরাবর গমনাগমনের সময় ভূমিতে জামু নত  
 করিয়া তাহাকে বন্দনা করিত । একদিন হস্তীমারক সেই ব্যাপার দেখিয়া  
 ভাবিল—“আমি অনেক কষ্ট করিয়া এদের মারি, এরা দেখিতেছি আসিতে  
 যাইতে পচ্ছেক বুদ্ধকে বন্দনা করে, কি দেখিয়া বন্দনা করে ?” সে  
 ভাবিয়া স্থির করিল—“কাষায় বসন দেখিয়াই বন্দনা করে, আমাকেও  
 কাষায় বস্ত্র যোগার করিতে হইবে ।” একদিন সে দেখিল তনৈক পচ্ছেক  
 বুদ্ধ সরোবরের তীরে কাষায় বস্ত্র রাখিয়া তলে নামিয়া অবগাহন করি-  
 তেছেন । সে সুযোগ পাইয়া চীবর চুরি করিল । অতঃপর হস্তী সকলের  
 গমনাগমন পথে কাষায়বস্ত্রে মস্তক আবৃত করিয়া অজ্ঞহস্তে বসিয়া রহিল ।  
 হস্তী তাহাকে দেখিয়া পচ্ছেক বুদ্ধ ভ্রমে বন্দনা করিয়া চলিতে লাগিল ।  
 সে সেদলের সঙ্গপশ্চাৎ গমনকারী হস্তীকে অজ্ঞের আঘাতে মারিয়া দস্তাদি  
 গ্রহণ পূর্বক অবশিষ্ট ভূমিতে পুতিয়া চলিয়া যাইত ।

৭। অপরভাগে বোধিসত্তো হস্তিযোনিয়ং পটিসন্ধিং গহেহা হস্তিজেষ্ঠকো যুথপতি অহোসি। তদাপি সো তথেন করোতি। মহাপুরিসো অভনো পরিসায় পরিহানিং ঞ্জহা “কুহিং ইমে হত্থী গত্ভা মন্দা জাতা”তি পুচ্ছিহা —

“ন জানাম সামী”তি বুত্তে—

“কুহিং গচ্ছন্তা মং অনাপুচ্ছা ন গমিঅন্তি, পরিপম্ভেন ভবিতব্বং”তি চিস্তেহা “একস্মিং ঠানে কাসাবং পারুপিহা নিসিন্ন সন্তিকা পরিপম্ভেন ভবিতব্বং”তি পরিসন্ধিহা “তং পরিগণিহতুং বট্টতী”তি সৰ্ব্ব হত্থী পুরতো পেসেহা সয়ং পচ্ছতো বিলম্বমানো আগচ্ছতি। সো সেসহত্থীসু বন্দিহা গতেসু মহাপুরিসং আগচ্ছন্তং দিম্বা চীবরং সংহরিহা সন্তিং বিঅজ্জি। মহাপুরিসো

৭। পরে এক সময় বোধিসত্ত্ব হস্তীযোনিতে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করিয়া যুথপতি হস্তীশ্রেষ্ঠ হইল। সে তখনও তেমন ভাবে হস্তী মারিত। মহাপুরুষ আপনার দল কমিয়া যাইতেছে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“এই সব হাতী কোথায় গেল? কেন কম দেখাইতেছে?”

হাতীরা বলিল—“জানি না প্রভু!”

“কোথাও যাওয়ার সময় আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া যাইও না, বিপদের সম্ভাবনা হইয়া থাকিবে।” এরূপ চিন্তা করিয়া—“ঐ একস্থানে কাষায়বস্ত্র আবৃত উপবিষ্ট ব্যক্তির নিকট ভয়ের কারণ হইয়া থাকিবে!” এই আশঙ্কায় যুথপতি হির করিল—“তাহাকে ধরিতে হইবে।” পরদিন বোধিসত্ত্ব সমস্ত হস্তীকে আগে পাঠাইয়া নিজে বিলম্ব করিয়া পশ্চাৎ আসিতেছিল। সকল হস্তী নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলে হস্তীমারক যুথপতিকে আসিতে দেখিয়া চীবর অগনয়ন করিয়া শক্তি নিক্ষেপ করিল। মহাপুরুষ



সতিং উপটপ্তপেস্তো আগচ্ছন্তো পচ্ছতো পটিকমিত্তা সত্তিং বঞ্চেসি ।  
অথ নং “ইমিনা ইমে হত্থী নাসিতা”তি গণিহত্থং পচ্ছন্দি । ইতরো  
একং রুচ্ছং পুরতো কহা নিলীয়ি ।

৮ । অথ নং রুচ্ছেন সদ্ধিং সোণায় পরিস্কিপিহা গহেহা  
ভুমিয়ং পোথেজ্জামী”তি তেন নীহরিহা দত্তিতং কাসাবং দিস্বা  
“সচাহং ইমস্মিং দুত্তিজ্জামি অনেকসহজেসু মে বুদ্ধ পচ্চেকবুদ্ধ  
বীণাসবেসু লজ্জা চ নাম ভিন্না ভবিজ্জতী”তি অধিবাসেহা “তস্মা  
মে এত্তকা এত্তকা নাসিতা”তি পুচ্ছি ।

“আম সামী”তি বুত্তে—

“কস্মা এবং ভারিয়ং কস্মমকাসি ? অন্তনো’ অননুচ্ছবিকং  
বীতরাগানং অনুচ্ছবিকং বথং পরিদহিহা এবরূপং কস্মং করোন্তেন

সাবধানের সহিত আসিতেছিল, শক্তি নিক্ষেপ করিবা মাত্র পশ্চাৎ হটিয়া  
শক্তি এড়াইল । অতঃপর “এ এসব হাতী নাশ করিয়াছে” বলিয়া ধরিবার  
জন্ত অগ্রসর হইল । সে একটি বৃক্ষের অন্তরালে লুকাইয়া রহিল ।

৮ । অতঃপর হস্তী বৃক্ষের সহিত তাহাকে শুণ্ডের দ্বারা জড়াইয়া ধরিয়া  
ভূমিতে প্রোথিত করিতে উত্তত হইল । সে কাষায় বাহির করিয়া দেখাইল ।  
তাহা দেখিয়া হস্তীরাজ ভাবিল—“যদি আমি ইহাকে দূষিত করি হাজার  
হাজার বুদ্ধ, পচ্চেকবুদ্ধ ও বীণাসবের প্রতি যে আমার লজ্জা-সম্মম আছে,  
তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে ।” এই চিন্তা করিয়া নিজের ক্রোধ সংবরণ করিয়া  
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—“তুমি আমার এতগুলি জ্ঞাতি নাশ করিয়াছ ?”

“হী প্রভু ।”

“কেন তুমি এরূপ গুরুতর কার্য্য করিলে ? নিজের অযোগ্য  
বীতরাগগণের পরিধান যোগ্য কাপড় পরিয়া এমন কাজ করিয়া

ভারিয়ঃ তয়া কতং”তি এবঞ্চ পন বহা উত্তরিম্পি নিগণহন্তো—  
“অনিক্সাবো কাসাবং—পে—স বে কাসাবমরহতী”তি বহা “অমু-  
ত্তন্তে কতং”তি আহ।

৯। সখা ইমং ধর্মদেমনঃ আহরিষা—“তদা হস্তিমারকো দেব-  
দন্তো অহোসি, তদ্ব নিগাহকো হস্তিনাগো অহমেবা”তি জাতকঃ  
সমোধানেন্হা “ন ভিক্ষবে ইদানেব পুন্নেপি দেবদন্তো অন্তনো  
অনমুচ্ছবিকং বখং ধারেসিয়েবা”তি বহা ইমা গাথা অভাসি :—

“অনিক্সাবো কাসাবং যো বখং পরিদহেঅতি,  
অপেতো দমসচেন ন সো কাসাবমরহতি। ৯  
যো চ বস্তকসাবদ্ব সীলেন্ন সুসমাহিতো,  
উপেতো দমসচেন স বে কাসাবমরহতী”তি। ১০

তুমি অত্যন্ত অজ্ঞায় কাজ করিয়াছ।” এইরূপ কহিয়া আরও উত্তরোত্তর  
নিগৃহীত করিবার জন্ত—“সকসাব যেবা বাসে কাষায় ঢাকিতে গাত্র” ইত্যাদি  
বলিয়া কহিল—“তুমি অযৌক্তিক কাজ করিয়াছ।”

৯। শাস্তা এই ধর্মদেশনা আহরণ করিয়া কহিলেন—“তখন দেবদত্ত  
ছিল হস্তিমারক, তাহার নিগ্রহকারী হস্তীরাজ ছিলাম আমি।” এই  
বলিয়া জাতক সমাপ্ত করিয়া কহিলেন—“ভিক্ষুগণ, দেবদত্ত কেবল এখন  
নর পূর্বেও তাহার অযোগ্য বস্ত্রই ধারণ করিয়াছিল।”, এই বলিয়া এই  
গাথাধর ভাষণ করিলেন :—

“‘সকসাব’ যেবা বাসে কাষায় ঢাকিবে গাত্র,  
দম-সত্য-পরিহীন সে কাষায়াযোগ্য পাত্র। ৯  
‘অ-কসাব’ যেইজন স্তূর্ধ্বশীলে সমাহিত,  
কাষায়েয় যোগ্য সেই দম-সত্য সমবিত।” ১০

ছদ্মস্তম্ভাতকেনাপি চ অয়মথো দীপেতবোতি ।

১০। তথ—“অনিক্সসাবো”তি কামরাগাদীহি কসাবেহি সক-  
সাবো। “পরিদহেজ্জতী”তি—নিবাসন পারুপন অথরণবসেন পরি-  
ভুঞ্জিঅতি, পরিদহিঅতীতি পি পাঠো।

“অপেতো দমসচ্চেনা”তি—ইন্দ্রিয় দমনেন চেব পরমথসচ্চ-  
পক্ষিকেন বচীসচ্চেন চ অপেতো বিয়ুন্তো পরিচ্ছন্তোতি অথো।  
“ন সো”তি—সো এবরূপো পুণ্নলো কাসাবং পরিদহিতুং নারহতি।

“বন্তকসাবজ্জা”তি—চতুহি মগ্গেহি বন্তকসাবো ছড্ডিতকসাবো  
পহীন কসাবো অজ্জ।

“সীলেসু”তি—চতুপারিসুচ্ছি সীলেসু।

“সুসমাহিতো”তি—সুট্টু সমাহিতো সুট্ঠিতো।

‘ছদ্মস্ত’ জাতকের দ্বারা এই অর্থ আরও প্রকাশ করা উচিত।

১০। তথায়—“সকসাব”— কামরাগাদি কসাবের দ্বারা যুক্ত।  
“পরিধান করিবে”— নিবাসন ও পারুপনরূপে পরিধান করিবে ও আন্তরণ-  
রূপে ব্যবহার করিবে।

“দম-সত্য-পরিহীন”— ইন্দ্রিয় দমন ও পরমার্থসত্য পক্ষীয় সত্য বাক্  
হইতে বিযুক্ত বা পরিত্যক্ত।

“সে অযোগ্য”— এইরূপ পুণ্নল কাষায় বজ্জ পরিধান করিবার অযোগ্য।

“অকসাব”— চতুর্দ্বার দ্বারা বাহ্যর কসাব অপগত হইয়াছে, প্রহীন  
কসাব [ কামরাগাদি কসাবহীন ]।

“শীল সমূহে”— চারিপারিসুচ্ছি শীল সমূহে।

“সুট্টু সমাহিত”— সুসমাহিত, সুস্থিত।

“উপেতো”তি—ইন্দ্রিয়দমনেন চেব বৃত্তপ্ৰকারেন সচ্চেন চ উপগতো। “স বে”তি সো এবরূপো পুণ্ণলো, তং গন্ধকাসাববথং অরহতীতি।

গাথা পরিয়োসানে সো দিসাবাসিকো ভিক্ষু সোতাপন্নো জাতো। অশ্রেণি বহু সোতাপত্তিকলাদীনি পাপুণিংসূতি। দেশনা মহাজ্ঞানজ সাথিকা অহোসী”তি।



“সমন্নিত”— ইন্দ্রিয় দমন ও চারি প্রকার সত্যের \* দ্বারা উপগত।

“যোগ্য সেই”— সেই এইরূপ পুণ্ণল সেই সুগন্ধ কাসায় বস্ত্রের উপযুক্ত।

গাথা অবদানে আগন্তুক ভিক্ষু সোতাপন্ন হইয়াছিল। অপর বহু-জনও সোতাপত্তি কলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিল। দেশনা বহুজনের সার্থক হইয়াছিল।



## অগ্গসাবক-বথু । ৮

১ । “অসারে সারমতিনো”তি ইমং ধম্মদেসনং সথা বেলুবনে বিহরন্তো। অগ্গসাবকেহি নিবেদিতং সঞ্জয়জ্জ অনাগমনং আরত্ত কথেসি। তত্রায়ং আশুপুৰীকথা :—

২ । অম্ব্বাকং হি সথা ইতো কল্পসতসহস্রাধিকানং ‘চতুম্নং অসম্মেয়্যানং মথকে অমরবতীনগরে সুমেধো নাম ব্রাহ্মণকুমারো হুত্বা সৰ্বসিগ্গেসু নিস্কণ্টিং পত্বা মাতাপিতুম্নং অচ্চয়েন অনেক কোটিসম্ব্বং ধনং পরিচচ্ছিত্বা ইসিপবজ্জং পববজ্জিত্বা হিমবন্তে বসন্তো

---

## অগ্গশ্রাবকের উপাখ্যান । ৮

১ । “অসারে সার মনে করে” এই ধর্মদেশনা শাস্তা বেণুবনে বাস করিবার সময় অগ্গশ্রাবকদ্বয় কথিত সঞ্জয়ের অনাগমন-কথা-প্রসঙ্গে বলিয়া-  
ছিলেন । তথায় এই আশুপূর্বিক কথা :—

২ । আমাদের শাস্তা [ গৌতম বুদ্ধ ] লক্ষকল্পাধিক চারি অসংখ্য কল্প পূর্বে অমরবতী নগরে সুমেধ নামক ব্রাহ্মণ কুমার হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি সর্বপ্রকার বিজ্ঞায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া মাতা পিতার যত্ন্যর পর অনেক কোটি ধন পরিত্যাগ করত ঋষি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন । তিনি হিমাগরে বাস করিবার সময়

ঝানাভিপ্রঃ নিববন্তেহা আকাশেন গচ্ছন্তো দীপকর দসবলজ সুদজন  
বিহারতো রম্মনগরং পবিসমথায় মগাং সোধয়মানং জনং দিস্বা  
সয়ম্পি একং পদেসং গহেহা তস্মিঃ অসোধিতে যের আগতজ  
সথুনো অন্তানং সেতুং কহা কললে অথরিহা “সথা সমাবকসজ্জো  
কললং অনকমিহা মং অকনন্তো গচ্ছতু”তি নিপম্মো। সথারা  
তং দিস্বাব “বুদ্ধকুরো এস অনাগতে কল্পসতসহস্রাধিকানং চতুঃ  
অসথ্যেয়্যানং পরিয়োসানে গোতমো নাম বুদ্ধো ভবিজ্জতী”তি  
ব্যাকতো।

৩। তজ সথুনো অপরভাগে কোণ্ডশ্রেণা, মঙ্গলো, সুমনো,  
রেবতো, সৌভিতো, অনোমদজী, পহুমো, নারদো, পহুমুত্তরো,  
সুমেধো, সুজাতো, পিয়দজী, অথদজী, ধম্মদজী, সিদ্ধথো, তিজ্জো,  
কুস্সো, বিপজী, শিখী, বেজ্জু, ককুস্কো, কোণাগমনো, কল্পপোতি

ধানাভিজ্জা উৎপন্ন করিয়াছিলেন। একদিন তিনি আকাশপথে বাইবার সময়  
দেখিলেন লোকেরা সুদর্শন বিহার হইতে রমানগরে দীপকর দশবলের গমনো-  
পগক্ষে পথ সংস্কার করিতেছে। তাহা দেখিয়া তিনি নিজেও একস্থানে  
গিয়া সংস্কার কার্যে যোগদান করিলেন। তাঁহার পথ-সংস্কার কার্য  
সমাপ্ত না হইতেই শাস্তা আসিয়া পড়িলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ কর্দ্দমের  
উপর সেতু হইয়া পতিত হইলেন। তিনি ইচ্ছা করিলেন— “শাস্তা ও  
তাঁহার প্রাবকসজ্জ কর্দ্দম মর্দিত না করিয়া আমার উপর দিয়াই অগ্রসর  
হইতে থাকুন।” শাস্তা তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন— “ইনি বুদ্ধকুর, শত  
সহস্র কল্পাধিক চারি অসংখ্যের কাল পরে ইনি গোতম নামক বুদ্ধ হইবেন।”  
৩। সেই দীপকর বুদ্ধের পরে কোণ্ড্য, মঙ্গল, সুমন, রেবত, শোভিত, অনোম-  
দজী, পহুম, নারদ, পহুমুত্তর, সুমেধ, সুজাত, পিয়দজী, অর্থদজী, ধর্মদজী,  
সিদ্ধার্থ, তিজ্জ, কুস্স, বিপজী, শিখী, বেজ্জু, ককুস্ক, কোণাগমন, কল্পপ

লোকং ওভাসেহা উগ্গম্মানং ইমেসম্পি তেবীসতিয়া বুদ্ধানং সন্তিকে  
লঙ্কব্যাকরণো দসপারমিয়ো দসউপপারমিয়ো দসপরমথপারমিয়োতি  
সমতিংসপারমিয়ো পুরেহা বেজস্তুরত্তভাবে ঠিতো পঠবিকম্পনানি  
মহাদানানি দহা পুত্তদারং পরিচজ্জিহা আয়ুপরিয়োসানে তুসিতপুৱে  
নিবত্তিহা তথ যাবতায়ুকং ঠহা দসসহস্স চক্রবাল্‌দেবতাহি সন্নি-  
পত্তিহা—

“কালোয়ং তে মহাবীর উগ্গজ্জ মাতুকুচ্ছিয়ং,  
সদেবকং তারয়ন্তো বুদ্ধাঙ্গু অমতং পদং”তি।

এই ত্রয়োবিংশতি বুদ্ধ ত্রিলোক উদ্ভাসিত করিয়া উৎপন্ন হইয়াছিলেন।  
তাহারাও তাহার সম্পর্কে এইরূপ ভবিষ্যবাণী ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তিনি  
দশপারমিতা †, দশ উপপারমিতা \* ও দশ পরমার্থ পারমিতা § এই ত্রিংশ  
পারমিতা সমভাবে পূর্ণ করিয়া ‘বেস্সস্তুৱ’ জন্মে পৃথিবী-বিকল্পী মহাদান  
দিয়া, স্ত্রী-পুত্র পরিত্যাগ করিয়া আয়ুশেষে তুষিত পুরীতে উৎপন্ন হইয়া-  
ছিলেন। সেখানে আয়ুকাল থাকিবার পর দশসহস্স চক্রবাল দেবতা একত্রিত  
হইয়া তাহাকে কহিলেন—

“এই ত সময় হে মহাবীর, জননী জঠরে জনম নাও,  
স্বরায় সদেব ভুবন জনে সকলে অমৃত-পদ বুঝাও।”

† দান, শীল, নৈকুমা, প্রজ্ঞা, বীৰ্য্য, ক্ষান্তি, সত্য, অধিষ্ঠান, নৈত্রী ও উপেকা  
এই দশবিধ পারমিতা। ধন-সম্পত্তি দান করিয়া পূর্ণ করার নাম পারমিতা।

\* অন্ন-প্রত্যঙ্গ দান করিয়া পূর্ণ করার নাম উপপারমিতা।

§ জীবন দান করিয়া পূর্ণ করার নাম পরমার্থ পারমিতা।

৪। বুস্তে পঞ্চমহাবিলোকনানি বিলোকেহা উতো চুতো সাক্যরাজ-  
কুলে পটিসঙ্কিং গহেহা তথ মহাসম্পত্তিযা পরিহরিসমানো অনু-  
ক্রমেন ভদ্রয়োবনং পহা তিগ্নং উতুনং অনুচ্ছবিকেন্ন তীন্হু পাসাদেন্ন  
দেবলোকসিরিং বিয় রজ্জসিরিং অনুভবন্তো উয়্যানকীলায় গমন  
সময়ে অনুক্রমেন জিগ্ন ব্যাধি মত সম্বাভে তয়ো দেবদূতে দিস্বা  
সজ্জাতসংবেগো নিবন্তিহা চতুর্থবারে পব্বজিতরূপং দিস্বা “সাধু  
পব্বজ্জা”তি পব্বজ্জায় রুচিং উপ্পাদেহা উয়্যানং গম্বা তথ দিবসং  
খেপেহা মঙ্গলপোষ্মরীগীতীরে নিসিম্নো কল্পকবেসং গহেহা আগতেন  
বিজ্জকম্মুনা দেবপুন্তেন অলঙ্কতপটিয়ন্তো রাহুলকুমারস্স জাতাসানং  
মুত্তা পুত্তসিমেহস্স বলবত্তাবং এহা “যাব ইদং বন্ধনং ন বড্ধতি  
তাবদেব’নং ছিন্দিম্মামী”তি চিস্তেহা সায়াং নগরং পবিসন্তো—

৪। দেবতার। এইরূপ বলিলে তিনি পঞ্চমহা বিলোকিতব্য অবলোকন  
করিলেন। অতঃপর সেইখান হইতে দ্যুত হইয়া তিনি শাক্যরাজ্য কুলে  
জন্ম নিলেন। তথায় তিনি মহাসম্পত্তির মধ্যে বদ্ধিত হইয়া ক্রমে ভদ্র-  
যৌবন প্রাপ্ত হইলেন। তিন ঋতুর উপযুক্ত তিনখানা প্রাসাদে দেবলোক  
শ্রীর ঞায় রাজ্যশ্রী ভোগ করিতে লাগিলেন। তিনি উত্তান ক্রীড়ায় যাইবার  
সময় অনুক্রমে জীর্ণ, পীড়িত ও যতরূপী তিনজন দেবদূত দেখিতে পাইয়া  
সজ্জাত সংবেগ হইয়া প্রত্যাঘর্ষন করিয়াছিলেন। চতুর্থবারে প্রব্রজিতরূপ  
দেখিয়া “সাধু প্রব্রজ্যা” বলিয়া প্রব্রজ্যায় অভিরুচি উৎপন্ন করত উত্তানে  
প্রবেশ করিয়া সেখানে দিব্যভাগ ক্ষেপণ করিলেন। নাপিতরূপী বিশ্বকর্মা  
দেবপুত্র আসিয়া মঙ্গলপুষ্করিনীতীরে উপবিষ্ট বোধিসত্ত্বের দেহ অলঙ্কত করি-  
লেন। এমন সময় রাহুল কুমারের জন্ম সংবাদ তাঁহার শ্রবণ গোচর  
হইল। তিনি পুত্র-স্নেহের বলবত্তাব বুদ্ধিতে পারিয়া চিন্তা করিলেন—  
“এই বাধন শক্ত না হইতেই ছিড়িব।”, এইরূপ চিন্তা করিয়া সন্ধ্যার  
সময় নগরে প্রবেশ করিতেছেন এমন সময় শুনিতে পাইলেন—



“নিবৃত্তা নুন সা মাতা নিবৃত্তো নুন সো পিতা,  
নিবৃত্তা নুন সা নারী যজ্ঞায়ং ঈদিসো পতী”তি।

৫। কিসাগোতমিয়া নাম পিতৃচ্ছাধীতায় ভাসিতঃ ইমং  
গাথং শ্রুত্বা “অহং ইমায় নিবৃত্তপদং সাবিতো”তি মৃত্যাহারং শুমুক্ষিত্বা  
তজ্জা পেসেত্বা অন্তনো ভবনং পবিসিত্বা সিরিসয়নে নিপন্নো নিদ্-  
পগতানং নাটকিখীনং বিপ্লবকারং দিস্ত্বা নিবিসন্নহদয়ো ছন্নং উঠাপেত্বা  
কন্তুকং আহরাপেত্বা কন্তুকং আকুয়হ ছন্ন সহায়ো দসসহস্রচক্রবাল  
দেবতাহি পরিবৃত্তো মহাভিনিস্ক্রমণং নিস্ক্রমিত্বা অনোমা নাম  
নদীতীরে পবজিত্বা অনুক্রমেণ রাজগৃহং গম্বা তথ শিণ্ডায় চরিত্বা  
পণ্ডবপর্বত পত্তারে নিসিন্নো মগধরঞ্জণ রঞ্জন নিমন্তিয়মানো।

“নিশ্চয় নিবৃত্তা সে মাতা,  
নিশ্চয় নিবৃত্ত সে পিতা,  
নিশ্চয় নিবৃত্তা সে নারী,  
এমন (তনয়) পতি বা যাত্রারি।”

৫। তাঁহার পিসতুতা ভগিনী ক্লশাগোতমী তাঁহাকে দেখিয়া এই গাথা  
ভাষণ করিয়াছিলেন। তিনি এই গাথা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন—“অহো,  
ইনি আমাকে নিবৃত্তপদ শ্রবণ করাইলেন” এই বলিয়া নিজের মৃত্যাহার  
উন্মুক্ত করিয়া তাঁহার নিকট উপচোকন পাঠাইলেন। তিনি নিজের ভবনে  
প্রবেশ করিয়া শ্রীশয়নে শয়ন করিয়া নিদ্রিতা নর্ত্তকিগণের বিকৃতাকার  
দেখিয়া সংসারের প্রাতি বীতরাগ হইলেন। ছন্নকে ঘুম হইতে জাগরিত  
করিয়া কণ্টক নামক অশ্বকে আনাইলেন এবং তাহাতে আরোহণ করত  
দশ-সহস্র চক্রবাল-দেবতার দ্বারা পরিবৃত্ত হইয়া ছন্নের সাহায্যে মহা অভি-  
নিষ্ক্রমণ করিলেন। অনোম নামক নদীতীরে প্রব্রজিত হইয়া অনুক্রমে  
রাজগৃহে গমন করিলেন। সেখানে তিফা করিয়া পণ্ডব পর্বত-গহ্বরে  
সমাসীন হইলে মগধরাজ গিয়া তাঁহাকে রাজ্য গ্রহণ করিতে নিমন্ত্ৰণ

তং পটিন্দিপিহা সৰ্বপ্রুতং পত্না অননো বিজিতং আগমনথায়  
 তেন গহিতপটিন্দি আলায়ক উদকক উপসংকমিত্বা তেসং সন্তিকে  
 অধিগত বিসেসং অদিত্বা অমলংকরিত্বা চক্ৰজানি মহাপধানং পদহিত্বা  
 বিসাম্ পুন্নমদিবসে পাভোব সুজাতায় দিন্নপায়াসং পরিভুক্তিত্বা নেরঞ্জ-  
 রায় নদিয়া সুবর্ণপাতিং পবাহিত্বা নেরঞ্জরায় নদিয়াতীরে মহাবনসণ্ডে  
 নানাসমাপত্তীহি দিবসভাগং বীতিনামেহা সায়ংহসময়ে সোথিয়েন  
 দিন্নং তিণং গহেহা কালেন নাগরাজেন অভিখুতগুণো বোধিমগুং  
 আকুয়হ তিণানি সন্তুরিত্বা “ন তাবিমং পল্লবং ভিন্দিজামি যাব মে  
 অনুপদায় আসবেহি চিত্তং বিমুচ্চতী”তি পটিন্দিং কত্বা পুরথা-  
 ভিমুখো নিসীদিত্বা সুরিয়ে অনথমিতে য়েব মারবলং বিধমিত্বা পঠম-  
 য়ামে পুৰ্বেনিবাসঞাণং মজ্জিময়ামে চুতুপপাতঞাণং পত্না পচ্ছিম-

করিলেন। তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। মগধরাজ তাঁহাকে সৰ্ব্বজ্ঞতা  
 প্রাপ্তির পরে তাঁহার রাজ্যে আনিতে প্রতিশ্রুতি করাইলেন। অনন্তর তিনি  
 আলায় ও উদকের নিকট গেলেন। তাঁহাদের নিকট শিখিবার বিশেষ  
 কিছু না দেখিয়া, তাঁহাদের জ্ঞান অপৰ্যাপ্ত মনে করিয়া ছয় বৎসরকাল ধরিয়া  
 কঠোর তপশ্চর্যা করেন। অতঃপর বৈশাখী পূর্ণিমা দিবসে প্রভাতে সুজাতার  
 প্রদত্ত পায়স ভোজন করিয়া নৈরঞ্জনা নদীতীরে মহাবনাংশে নানা ‘সমাপত্তি’  
 দ্বারা দিব্যভাগ অতিক্রম করিলেন। সায়ংহ সময়ে সোথিয়ের প্রদত্ত তৃণ  
 গ্রহণ করিয়া কাল নামক নাগরাজের দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া, বোধিমগুপে  
 আরোহণ পূৰ্ব্বক তৃণ বিছাইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন—“আমাকে যাহাতে আর  
 জন্ম নিতে না হয়, সেইরূপ ভাবে চিত্ত আশ্রয় (তৃষ্ণা) হইতে মুক্ত না হওয়া  
 পর্যন্ত আমি এই আসন ভাজিব না” সঙ্কল্প করিয়া তিনি পূৰ্ব্বাভিমুখী হইয়া  
 উপবেশন করিলেন। স্বর্ঘ্য অন্তমিত হইতেই মারসৈন্ত বিধ্বস্ত করিয়া রাজ্যের  
 প্রথম যামে পূৰ্ব্বনিবাস জ্ঞান, মধ্যম যামে চ্যুতি-উৎপত্তি জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন।

যামাবসানে পচয়াকারে ঐশ্বর্য ওতারেহা দশবল চতুর্বেশারজ্জাদি  
সর্বগুণ প্রতিমণ্ডিতং সর্বপ্রভুত ঐশ্বর্য পটিবিক্ৰিহা সন্তসত্তাহং বোধি-  
মণ্ডে বীতিনামেহা অর্চ্যমে সত্তাহে অজপালনিগ্রোধমূলে নিসিন্নো  
ধর্মগন্তীরতা পচবেক্ষণেন অগ্নোজ্জ্বলতঃ আপজ্জমানো দশসহস্র  
চক্রবাল মহাব্রহ্মপরিবারেন সহস্পতি ব্রহ্মনা আয়াচিত ধর্মদেমনো  
বুদ্ধচক্ষুনা লোকং ওলোকেহা ব্রহ্মনো চ অঙ্কোদয়ং অধিবাসেহা  
“কল্পমুখো অহং পঠমং ধর্মং দেসেয়াং”তি ওলোকেন্তো আলা-  
রুদকানং কালকতভাবং ওহা পঞ্চবঙ্গিয়ানং ভিক্ষুনাং বহুপকারতঃ  
অমুদ্রিহা উট্টায়াসনা কাসিপুরুং গচ্ছন্তো অন্তরামগো উপকেন  
সন্ধিং মন্তেহা আনাল্লপুন্নদিবসে ইসিপতনে মিগদায়ে পঞ্চবঙ্গিয়ানং

শেষ যামের অবসানে প্রত্যয়াকারে জ্ঞানের অবতারণা করিয়া দশবল-  
চতুর্বেশারজ্জাদি সর্বগুণ প্রতিমণ্ডিত সর্বজ্ঞতা জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন ।  
তৎপর সাত সপ্তাহকাল বোধিমণ্ডপে অতিবাহিত করিলেন । অষ্টম  
সপ্তাহে অজপাল অন্ত্রোধমূলে গমন করিলেন । সেখানে উপবেশন  
করিয়া ধর্মের গন্তীর ভাব প্রত্যবেক্ষণ করত প্রচারে মনোংসাহ হইলেন ।  
ইহাতে দশসহস্র চক্রবালের মহাব্রহ্মাগণ দ্বারা পরিবৃত্ত হইয়া ব্রহ্মা সহস্পতি  
আসিয়া তাঁহাকে ধর্মদেশনা করিতে প্রার্থনা করিলেন । অতঃপর তিনি  
বুদ্ধচক্ষুদ্বারা লোক অবলোকন করিয়া এবং ব্রহ্মার ইচ্ছায় সন্মত হইয়া—  
“আমি কাহারে প্রথম ধর্মদেশনা করিব” এইরূপ চিন্তা করিয়া জ্ঞানচক্ষু-  
দ্বারা অবলোকন করিলেন । দেখিলেন আলার ও উদক কাল প্রাপ্ত  
হইয়াছেন । তাহার পর পঞ্চবঙ্গীয় ভিক্ষুদিগকে স্মরণ করিলেন । তাঁহা-  
দিগের বহু উপকারের কথা মনে করিয়া আসন হইতে উঠিয়া কাসীপুর  
অভিমুখে যাত্রা করিলেন । পথিমধ্যে উপকের সহিত তাহার আলাপ  
হইল । আষাঢ়ী পূর্ণিমা দিবসে ঋষিপতনে যুগদ্বারে পঞ্চবঙ্গীয় ভিক্ষুর

বসনট্যানং পত্না তে অনমুচ্ছবিকেন সমুদাচারেন সমুদাচরন্তে সপ্তা-  
পেত্না অশ্লোকোণ্ডপমুখে অট্টারস ব্রহ্মকোটয়ো অমতং পায়ন্তো  
ধর্মচক্রং পবন্তেত্বা পবন্তবর ধর্মচক্ৰো পঞ্চমিয়ং পঞ্চম সবেপি তে  
ভিক্ষু অরহন্তে পতিট্টাপেত্না তং দিবসমেব বসন্ত কুলপুত্রস্য  
উপনিষ্যয় সম্পত্তিং দিস্বা তং রত্তিভাগে নিব্বিজ্জিত্বা গেহং পহায়  
নিষ্পত্তং “এহি য়সা”তি পকোসিত্ত্বা তস্মিণ্ণেব রত্তিভাগে সোতাপত্তি  
ফলং পাপেত্না পুন দিবসে অরহন্তং পাপেসি। অপরেপি তস্য সহায়কে  
চতুপপ্লাস জনে এহিভিক্ষু পবন্তজ্জায় পবন্তজ্জিত্বা অরহন্তং পাপেসি।

৬। এবং লোকে একসট্ঠিয়া অরহন্তেস্তু জাতেষ্টু বুথবজ্জো  
পবারেত্বা “চরথ ভিক্ষবে, চারিকং”তি সট্ঠিভিক্ষু দিসাস্তু পেসেত্বা

বাসস্থানে গিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহারা তাঁহার সহিত অযোগ্য ব্যবহার  
করিলে তিনি তাহাদিগকে সংজ্ঞা প্রদান করিয়া “অগ্রং কোণ্ডগ্রং”  
প্রমুখ করিয়া অষ্টাদশ কোটি ব্রহ্মকে অমৃত পান করাইয়া ধর্মচক্র প্রবর্তন  
করিলেন। শ্রেষ্ঠ ধর্মচক্র প্রবর্তনের পর সেই পক্ষের পঞ্চমী তিথিতে সেই  
ভিক্ষুদের সকলকে অরহন্তে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সেই দিবসই তিনি কুল-  
পুত্র বশের হেতুদম্পত্তি দেখিলেন, সেই রাত্রিতে কুলপুত্র উদ্বিগ্ন হওত  
গৃহ পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কান্ত হইলেন “এস বশ” বলিয়া তাঁহাকে আহ্বান  
করিলেন। সেই রাত্রিমধ্যে তাঁহাকে সোতাপত্তি ফল এবং পরদিবস  
অরহন্ত ফল প্রাপ্ত করাইলেন। অনন্তর তাঁহার চুয়ারজন বন্ধুকেও ‘এস  
ভিক্ষু’ প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত করিয়া অরহন্ত প্রাপ্ত করাইলেন।

৬। এইরূপে অগতে একষটি জন অরহন্ত হইলে বর্ষাবাস করিয়া  
প্রবারণার পর ভিক্ষুদিগকে সোধোধন করিয়া কহিলেন—“ভিক্ষুগণ, তোমরা  
বিচরণ কর।” এই বলিয়া ষাটজন ভিক্ষুকে দিগদিগন্তে পাঠাইয়া

সন্ধ্যা উরুবেলং গচ্ছন্তো। অস্তুরামগে কপ্পাসিকবনসণ্ডে ত্রিঃসজ্জনে  
ভদ্রবগ্নিকুমারে বিনেসি। তেষু সৰ্বপচ্ছিমকো সোতাপল্লো  
সব্বভূমো অনাগামী অহোসি, তেপি সৰ্বে এহিভিক্ষু ভাবেনেব  
পব্বাজেহা দিসাশু পেসেহা। সন্ধ্যা উরুবেলং গন্তা অড্ডুদ্ভানি  
পাটিহারিয়সহস্রানি ধজেহা উরুবেলকল্পপাদয়ো। সহস্রজটিলপরিবারে  
তেভাতিকজটিলে বিনেসা এহিভিক্ষু ভাবেনেব পব্বাজেহা গয়াসীসে  
নিসীদাপেহা আদিস্তপরিয়ায়দেসনায় অরহত্তে পতিট্টাপেহা। তেন  
অরহন্তসহস্রেন পরিবুতো বিম্বিসাররঞ্জে দিয়ং পটিঞং মোচে-  
জামীতি রাজগহনগরুপচারে লট্ঠিবমুয়্যানং গন্তা। সখা কির আগ-  
তোতি স্তহা ষাদসনহতেহি ব্রাহ্মণ গহপতিকেহি সুদ্ধিং আগতস্ত  
রঞ্জে। মধুরধর্মকথং কথেষ্টো। রাজানং একাদসহি নহত্তেহি সদ্ধিং

তিনি স্বয়ং উরুবেলার দিকে অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে কপ্পাসিক বনভাগে  
ত্রিশজন ভদ্রবগ্নী কুমারকে বিনীত করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে সর্বোত্তম  
জন অনাগামী এবং সর্বশেষ জন স্রোতাপন্ন হইলেন। তাঁহাদের সকলকে  
'এস ভিক্ষু' ভাবে প্রব্রজিত ও নানাদিকে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং উরুবেলার  
গমন করিলেন। সেখানে সার্ক তিন সহস্র প্রাতিহার্য বা অলৌকিক ক্ষমতা  
প্রদর্শন করিয়া উরুবেল কল্পপ প্রভৃতি জটিল ভ্রাতৃত্বকে তাঁহাদের অনুচর  
সহস্র জটিলের সহিত বিমীত করিয়া 'এস ভিক্ষু' ভাবে প্রব্রজিত করিলেন।  
তাঁহাদিগকে গয়াগীর্থে উপবেশন করাইয়া আদিত্য পর্য্যায় দেশনাবারা অরহত্তে  
প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। অনন্তর সেই সহস্র অরহত্তের দ্বারা পরিবৃত্ত হইয়া  
বিম্বিসার রাজার নিকট কৃত তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইয়া  
ব্রাহ্মগৃহ নগরের সমীপবর্তী তাল উদ্ভানে গমন করিলেন। শান্তা আগমন  
করিয়াছেন শুনিয়া রাজা ষাদশ অবুত ব্রাহ্মণ গৃহপতির সহিত আগমন  
করিলেন। তাঁহাদিগকে মধুর ধর্মকথা কহিতে কহিতে একাদশ অবুতের সহিত

সোতাপত্তিকলে পতিষ্ঠাপেহা একনহতং সরণেহু পতিষ্ঠাপেহা  
 পুনদিবসে সন্ধে ন দেবরপ্রাণ মাণবকবল্লং গহেহা অতিথু তত্ত্বগো  
 রাজগহনগরং পবিসিত্বা রাজনিবেসনে কতভক্তিকিচ্ছো বেলুবনারামং  
 পটিগাহেহা তথৈব বাসং কল্পেসি । তথ নং সারিপুত্র মোগলান্না  
 উপসংকমিংসু ।

৭। তত্রাপি অয়ং আনুপুৰ্ব্বিকথা— অনুমানে যেব হি বুদ্ধে  
 রাজগহতো অবিদূরে উপতিজ্যগামো কোলিতগামোতি যে ব্রাহ্মণ  
 গামা অহেহুং । তেষু উপতিজ্যগামে রূপসারিয়া নাম ব্রাহ্মণিয়া  
 গবুজ + পতিষ্ঠিতদিবসে যেব কোলিতগামে মোগলিয়া নাম  
 ব্রাহ্মণিয়াপি গন্তো পতিষ্ঠহি ।

রাজাকে সোতাপত্তি কলে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, অবশিষ্ট এক অযুতকে শরণে  
 প্রতিষ্ঠিত করিলেন । পরদিবস তিনি রাজগৃহ নগরে প্রবেশ করিলেন । নগরে  
 প্রবেশ করিবার সময়ে ব্রাহ্মণ যুবকরূপী দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার স্তুতিগান  
 করিতে লাগিলেন । রাজ-ভবনে ভোজন কৃত্য সমাপন করিয়া বেণুবনারামে  
 প্রবেশ করিয়া সেখানে বাস করিলেন । সেখানে সারিপুত্র ও মৌদল্যায়ণ  
 তাঁহার নিকট আগমন করিয়াছিলেন ।

৭। সারিপুত্র ও মৌদল্যায়ণের আগমনের পূর্ব্বাপর কথা নিয়ে বর্ণিত  
 হইতেছে—বুদ্ধ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্ব রাজগৃহের অদূরে + উপতিজ্য গ্রাম  
 ও কোলিত গ্রাম নামে দুইখানি ব্রাহ্মণ গ্রাম ছিল । তন্মধ্যে উপতিজ্য  
 গ্রামে রূপসারি নামী ব্রাহ্মণীর গর্ভে প্রতিষ্ঠিত হইবার দিন কোলিত গ্রামে  
 মৌদলী ব্রাহ্মণীর গর্ভেও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ।

+ বর্তমান নালন্দার সমীপে উপতিজ্য গ্রামের নান সারীচক ও কোলিত গ্রামের  
 নাম কুজভাভারী ।

৮। তানি কির ঘেপি কুলানি যাব সন্তমা কুলপরিবট্টা আবদ্ধপটিবদ্ধ সহায়কানেব। তাসং দ্বিম্পি একদিবসমেব গরু পরিহারং অদংসু। তা উভোপি দসমাসচ্চয়েন পুন্তে বিজায়িংসু। নামগহণদিবসে সারিয়া ব্রাহ্মণিয়া পুন্তজ উপতিজগামকে জেট্ট-কুলজ পুন্তভা “উপতিজো”তি নামং করিংসু। ইতরজ কোলিত-গামে জেট্টকুলজ পুন্তভা “কোলিতো”তি নামং করিংসু। তে উভো বুদ্ধিমহায় সৰ্বসিদ্ধানং পারং অগমংসু। উপতিজমাণবজ কীলনথায় নদিং বা উয়্যানং বা গমনকালে পঞ্চ সুবর্ণ সিবিকা-সতানি পরিবারানি হোন্তি। কোলিত মাণবজ পঞ্চ অজ্ঞপ্র-রথসতানি। ঘেপি জনা পঞ্চ পঞ্চ মাণবকসত পরিবারা হোন্তি।

৯। রাজগৃহে চ অনুসংবচ্ছরং গিরগ্গসমজ্জং নাম হোতি। তেসং

৮। সেই দুইটি পরিবার নাকি সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত আত্মীয় ভাবের দ্বারা আবদ্ধ-পতিবদ্ধ। তাঁহাদের দুইজনকেই একদিনেই গর্ভ রক্ষার সুযোগ করিয়া দিল। তাঁহারা উভয়েই দশমাস পরে পুত্র প্রসব করিলেন। নাম করণ দিবসে, উপতিজ গ্রামের প্রধান পরিবারের পুত্র বলিয়া সারি-ব্রাহ্মণীর পুত্রের নাম রাখা হইল উপতিজ এবং কোলিত গ্রামের প্রধান পরিবারের পুত্র বলিয়া অপরের নাম রাখা হইল কোলিত। তাঁহারা উভয়েই বয়ো প্রাপ্তে সর্বপ্রকার বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। উপতিজ ক্রীড়া করিবার জন্ত যখন নদী বা উত্তানে যাইতেন পাঁচশত সুবর্ণ সিবিকা তাঁহার সঙ্গে যাইত। কোলিতের সঙ্গে পাঁচশত শ্রেষ্ঠ অশ্বরথ যাইত। দুই জনের পাঁচ পাঁচ শত মাণবক পরিজন ছিল।

৯। রাজগৃহে প্রতি বৎসর গীতাভিনয়োৎসব হইত। তাঁহারা

দ্বিম্পি একটানে যেন মঞ্চ বন্ধস্তি ঘেপি একতোব  
 নিসীদিয়া সমজ্জং পজ্জন্তা। হসিতবট্টানে হসন্তি, সংবেগট্টানে  
 সংবেগং জনয়ন্তি, দায়ং দাতুং যুত্তট্টানে দায়ং দেন্তি । তেসং  
 ইমিনাব নিয়ানেন একদিবসং সমজ্জং পজ্জন্তানং পরিপাকংগতন্তা  
 এগগন্ড পুরিমেষু দিবসেষু বিয় হসিতবট্টানে হাসো বা সংবেগ-  
 ট্টানে সংবেগজননং বা দাতুং যুত্তট্টানে দানং বা নাহোসি ।  
 ঘেপি পন জনা এবং চিন্তয়িংশু—“কিং এথ ওলোকেতবং অপি,  
 সবেবিমে অগ্গন্তে বজ্জসতে অপগ্গন্তিকভাবং গমিগ্গন্তি, অমেহহি  
 পন ঐকং মোক্ষধম্মং পরিযেসিভুং বট্টতী”তি আরম্ভণং গহেহা  
 নিসীদিংশু । ততো কোলিতো উপতিগ্গং আহ—“সম্ম উপতিগ্গ,  
 ন হং অগ্গেষু দিবসেষু বিয় হট্টপহট্টো ; অনত্তমনধাতুকোসি,  
 কিস্তে সল্লস্বিতং”তি ?

তুই জনেই একস্থানে মঞ্চ বাঁধিয়া বসিতেন, একত্রে বসিয়া তামাসা দেখিতে  
 দেখিতে হাসিবার স্থানে হাসিতেন, সংবেগ স্থানে সংবিগ্ন হইতেন, মান  
 ( বাহাবা ) দিবার স্থানে মান দিতেন । এই ভাবে তাঁহারা একদিন উৎসব  
 দেখিতে দেখিতে জ্ঞান পরিপক হওয়ার পূর্ব পূর্ব দিনের জ্ঞান হস্ত স্থানে  
 হাসিলেন না, সংবেগ স্থানে সংবিগ্ন হইলেন না এবং মান দিবার স্থানে  
 মানও দিলেন না, তুইজনেই চিন্তা করিতে লাগিলেন— “ইহাতে কি  
 দেখিবার আছে ? শত বৎসর না বাইতেই এই সব অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইবে ।  
 কোন এক মোক্ষধর্ম আমাদের খুঁজিতে হইবে ।” এই বিষয় ভাবিতে  
 ভাবিতেই তাঁহারা বসিয়া রহিলেন । কোলিত উপতিগ্গকে কহিলেন—  
 বন্ধ উপতিগ্গ, অন্তদিনের মত আজ তোমার হাসি-খুসী নাই কেন ? বিমর্ষ  
 হইয়াছ কেন ? তোমার কি চিন্তা হইয়াছে ?”



“সম্ম কোলিত, এতেসং ওলোকনে সারো নাম নথি, নিরথকমেতং, অন্তনো মোক্ষধম্মং গবেসিতুং বট্টতীতি ইদং চিন্ত-  
য়ন্তো নিসিন্নোমহি । স্বং পন কস্মা অনন্তমনো”তি ? সোপি  
তথৈব আহ ।

১০ । অথগ্ন অর্ভনা সন্ধিং একঙ্কাসয়তং এত্বা উপতিজো  
আহ—“অমহাকং উত্তিন্নম্পি সূচিস্তিতং, মোক্ষধম্মং পন গবে-  
সন্তেহি একা পবজ্জা লক্কুং বট্টতি, কল্প সন্তিকে পবজ্জামা”তি ?

১১ । তেন খো পন সময়েন সঞ্জয়ো পরিবাজকো রাজগহে  
পট্টবসতি, মহতিয়া পরিবাজকপরিসায় সন্ধিং । তে তন্ম সন্তিকে  
পবজ্জিন্নামাতি পঞ্চ মাণবক সতানি সিবিকা চ রথে চ গহেত্বা গচ্ছ-  
থাতি উয়োজ্জেত্বা পঞ্চহিপি সতেহি সন্ধিং সঞ্জয়ন্ম সন্তিকে পবজ্জি-  
ন্তে । তেসং পবজ্জিতকালতো পট্টায় সঞ্জয়ো অতিরেক লাভগয়সগগলতো

বন্ধু কোলিত, এই সমস্ত দেখিয়া কল কিছুই নাই, ইহা নিরর্থক,  
নিজের মোক্ষধর্ম খুঁজিলেই ভাল হয় । ইহা চিন্তা করিয়াই বদিয়া  
আছি । তোমাকে বিমর্ষ দেখাইতেছে কেন ?” তিনিও সেইরূপ বলিলেন ।

১০ । উপতিষ্ম নিজের সহিত উহার একমত জানিয়া কহিলেন—  
“আমাদের উভয়ের ভাল চিন্তার উদ্দেশ্যেই ইহা । মোক্ষধর্মের গবেষণা  
করিতে হইলে কোন একপ্রকার প্রব্রজ্যা নিতে হয়, কাহার ‘নিকট  
প্রব্রজিত হইব ?

১১ । সে সময় সঞ্জয় পরিব্রাজক রাজগৃহে এক মহা পরিব্রাজক দলের  
সহিত বাস করিতেন । তাঁহার নিকট প্রব্রজিত হইবার মানসে  
পাঁচশত লোককে সিবিকা ও রথ লইয়া যাইবার জন্ত বিদায় দিলেন  
এবং অপর পাঁচশত লোকের সহিত সঞ্জয়ের নিকট প্রব্রজিত  
হইলেন । তাঁহাদের প্রব্রজ্যা অবধি সঞ্জয় খুব বশস্বী ও লাভবান

অহোসি। তে কতিপাহেনেব সৰং সঞ্জয়জ সময়ঃ পরিমদ্দিহা  
“আচরিয় তুমহাকং জাননসময়ো এত্তকোব উদাহ উত্তরিস্পি  
অথী”তি পুচ্ছিংহু।

“এত্তকোব, সৰং তুমেহি এণাতং”তি বুত্তে চিস্তয়িংহু—

“এবং সতি ইমজ সন্তিকে ব্রহ্মচরিয়বাসো নিরথকো,  
ময়ং যং মোক্ষধম্মং গবেসিতুং নিস্কম্বতা তং ইমজ সন্তিকে  
উপ্পাদেতুং ন স্কোম, মহা খো পন জম্বুদীপো, গামনিগমরাজধানিয়ো  
চরন্তা অন্ধা মোক্ষধম্মাদেসকং কঞ্চি আচরিয়ং লভিঅামা”তি  
তত্তে, পট্টায় যথ যথ পণ্ডিত সমণ ব্রাহ্মণা অথীতি বদন্তি তথ  
তথ গন্তা সাকচ্ছং করোন্তি। তেহি পুট্টপঞ্হং অঞে কথেতুং  
ন স্কোন্তি। তে পন তেসং পঞ্হং বিজজেন্তি।

হইলেন। কয়েক দিবসের মধ্যে তাঁহারা উভয়ে সঞ্জয়ের পরিজ্ঞাত ধর্ম অবগত  
হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“আচার্য্য, আপনার বিদিত ধর্ম কি এ  
পর্য্যন্ত? না, আরও অধিক কিছু আছে?”

“এই পর্য্যন্ত, সমস্তই তোমরা জ্ঞাত হইয়াছ।” আচার্য্য এই কথা  
কহিলে তাঁহারা চিন্তা করিলেন—“এইরূপ হইলে ইনির নিকট ব্রহ্মচর্য্য  
বাস, নিরর্থক। আমরা যে মোক্ষধর্ম অন্বেষণ করিতে নিস্তান্ত হইয়াছি  
তাহা ইনির নিকট উৎপাদন করিতে পারিব না। এই জম্বুদীপ মহং,  
গ্রাম, নিগম ও রাজধানীতে পর্য্যটন করিতে করিতে নিশ্চয়ই মোক্ষধর্মের  
উপদেষ্টা কোন আচার্য্য লাভ করিব।” ইহার পর হইতে তাঁহারা লোকে  
যেখানে যেখানে পণ্ডিত শ্রমণ ব্রাহ্মণ আছেন বলিয়া বলে সেখানে সেখানে  
গিয়া আলাপ করেন। তাঁহাদের পৃষ্ট প্রশ্ন অস্তেরা উত্তর করিতে পারে  
না। তাঁহারা কিন্তু তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর করিতেন।

১২। এবং সকলজন্মদীপং পরিগণিহবা নিবন্তিহা সকট্টানমেব আগস্তা “সম্ম কোলিত, অমেহসু ষো পঠমং অমতং অধিগচ্ছতি সৌ ইতরস্স আরোচেতু”তি কতিকং অকংসু। এবং তেসু কতিকং কত্বা বিহরন্তেসু সখা বৃত্তানুকমেন রাজগহং পত্বা বেলুবনং পটিগাহেত্বা বেলুবনে বিহরতি, তদা “চরথ ভিক্ষাবে, চারিকং বহুজনহিতায়্যা”তি রতনত্তয়গুণপ্লাসনখং উয়োজিতানং একসট্ঠিয়া অরহস্তানং অন্তরে পঞ্চবগ্গিয়ানং অন্তস্তরে অস্সজিমহাথেরো পটি- নিবন্তিহা রাজগহং আগতো পুন দিবসে পাতোব পত্তচীবরং আদায় রাজগহং পিণ্ডায় পাবিসি। তস্মিং সময়ে উপতিস্স পরিক্বাজকে। পাতোব ভত্তকিচ্চং কত্বা পরিক্বাজকারামং গচ্ছন্তো<sup>১</sup> থেরং দিস্সা চিস্তেসি—“ময়া এবরূপো নাম পব্বজিতো ন দিট্ঠপুৰেহা য়েব,

১২। এইরূপে তাঁহারা সমস্ত জন্মদীপকে পরাস্ত করিয়া স্বস্থানে প্রত্যা-  
গমন করিয়া উপতিষ্য কহিলেন—“বন্ধু কোলিত, আমাদের মধ্যে যে  
প্রথমে অমৃত লাভ করিবে সে অপরকে জানাইবে।” তাঁহাদের মধ্যে  
এইরূপ কথা সাব্যস্ত হইল। তাঁহারা এইরূপ কথা করিয়া অবস্থান করি-  
তেছেন এমন সময় শাস্তা উক্তানুকমে রাজগৃহে উপনীত হইয়া বেণুবন গ্রহণ  
করিয়া সেখানে বাস করিতেছিলেন। সেই সময় “ভিক্ষুগণ, বহুজনের  
হিতের জন্ত পর্য্যটন কর,” এই কথা বলিয়া রত্নত্তয়ের গুণকীৰ্ত্তনের জ্ঞা-  
যে ষাট জন, অর্হৎকে প্রেরণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যবর্তী পঞ্চবগীয়া  
ভিক্ষুগণের অগ্রতম অঙ্কজিং মহাস্থবির প্রত্যাঘর্ষণ করিয়া রাজগৃহে আসিয়া-  
ছিলেন। তথায় আগমনের পরদিবস প্রাতেই পাত্ৰচীবর গ্রহণ করিয়া  
ভিক্ষার জন্ত রাজগৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সে সময়ে উপতিষ্য পরি-  
ব্রাজক প্রভাতে ভোজনকৃত্য সমাপন করিয়া পরিব্রাজকারামে যাইবার সময়  
স্থবিরকে দেখিয়া চিন্তা করিলেন—“আমি পূর্বে এরূপ প্রব্রজিত দেখি নাই।

যে লোকে অরহন্তো বা অরহন্তুমগং বা সমাপন্না, অয়ং তেসং ভিক্ষুং অপ্রতরো, যন্নুনাহং ইমং ভিক্ষুং উপসংকমিত্বা পুচ্ছে-  
য়াং “কংসি হং আবুসো উদ্দিগ্গ পব্বজিতো ? কো বা তে সথা ?  
কস্স বা হং বস্মং রোচেসী”তি ? অথস্স এতদহোসি—“অকালো  
খো ইমং ভিক্ষুং পঞ্জং পুচ্ছিতুং, অন্তরঘরং পবিট্টো পিণ্ডায়  
চরতি । যন্নুনাহং ইমং ভিক্ষুং পিট্ঠিতো পিট্ঠিতো অমুবন্ধেয়াং,  
অথিকেহি উপপ্ৰগাতং মগ্গস্টি ।”

১০ । সো খেরং লঙ্কপিণ্ডপাতং অপ্রতরং ওকাসং গচ্ছন্তং দিম্মা  
নিসীদিতুকামতং চস্স এহা অন্তনো পরিস্বাজকপীঠকং পপ্পাপেহা  
অদাসি । ভত্তকিচ্চপরিয়োসানে পিস্স অন্তনো কুণ্ডিকায় উদকং  
অদাসি, ‘এবং আচরিয়বত্তং কহা কত ভত্তকিচ্চেন খেরেন সন্ধিং  
মধুরপটিসম্ভারং কহা এবমাহ— “বিপ্লসম্মানি খো পন তে আবুসো

বাহারা জগতে অরহং বা অরহং মার্গ সমাপন্ন, ইনি তাঁহাদের  
একজন হইবেন । ইনির নিকট গিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিব— “বন্ধু,  
আপনি কাহার উদ্দেশ্যে প্রব্রজিত হইয়াছেন ? কেই বা আপনার শাস্তা ?  
কার ধর্ম্মে আপনার রুচি হইয়াছে ?” তৎপর তাঁহার মনে হইল, “এই  
ভিক্ষুকে প্রশ্ন করার সময় এখন নয়, এখন তিনি লোকাবাসে পিণ্ডের জন্ত  
বিচরণ করিতেছেন । আমি এই ভিক্ষুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন করিব,  
অথী মার্গের উপায় জ্ঞাত হইব ।”

১০ । তিনি হৃবিরকে পিণ্ডপাত লাভ করিয়া অত্মতর অবকাশ যুক্ত  
স্থানে বাইতে দেখিয়া এবং তাঁহাকে বসিতে ইচ্ছুক জানিয়া নিজের পরি-  
ব্রাজক পীড়ি পাতিয়া দিলেন । ভোজনরুত্য সমাপ্ত হইলে তাঁহাকে  
আপনার কুণ্ডিকাতে করিয়া জল দিলেন । এইরূপে আচাৰ্য্যব্রত করিয়া  
ভোজন শেষে মধুর সম্ভাষণ পূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন— “বন্ধু, আপনার

ইঞ্জিয়ানি পরিত্রকো ছবিবর্ণো পরিয়োদাতো, কংসি হং আবুসো উদ্দিগ পবজিতো ? কোবা তে সথা ? কঙ্গ বা হং ধম্মং রোচেসী”তি পুচ্ছি ।

১৪ । থেরো চিস্তেসি“ইমে পরিব্রাজকা নাম সাসনঙ্গ পটিপক্কভূতা, ইমঙ্গ সাসনে গন্তীরতং দম্মেজ্জামী”তি অন্তনো নবক-  
ভাবং দম্মেন্তো আহ—“অহং থো আবুসো নবো, অচিরপবজিতো, অধুনাগতো ইমং ধম্মবিনয়ং, ন তাবাহং সঙ্খিআমি বিথারেণ ধম্মং দেসেতুং”তি । পরিব্রাজকো—“অহং উপতিগ্গো নাম, হং যথা-  
সত্তিয়া অগ্নং বা বহুং বা বদতু, এতং নয়সতেন নয়সহগ্গেন পটিবিজ্জিতুং ময়হং ভারো”তি চিস্তেয়া আহ—

ইঞ্জিয় সমূহ প্রসন্ন, প্রতিকৃতি (ছবিবর্ণ) পরিত্রক, উজ্জল ; আপনি কাহাকে উদ্দেশ করিয়া প্রেরিত হইয়াছেন ? আপনার শাস্ত্র কে ? কার বশে আপনি অভিকৃতি সম্পন্ন ?”

১৪ । স্থবির চিন্তা করিলেন—“এ সকল পরিব্রাজক শাসনের প্রতি-  
পক্ষভূত, ইহাকে শাসনের গন্তীরতা প্রদর্শন করিব ।” এই সকল করিয়া  
নিজের নবীনত্ব প্রদর্শন করিয়া কহিলেন—“বন্ধু, আমি নবীন, প্রেরিত  
হইয়াছি বেশীদিন হয় নাই, সম্প্রতি এ ধর্ম-বিনয়ে আসিয়াছি, সবিস্তার  
ধর্ম দেশনা করিতে আমি পারিব না ।”

পরিব্রাজক বলিলেন—“আমার নাম উপতিগ্গ, আপনি যথা শক্তি অল্প  
হটক বা বহু হটক বলুন, ইহাকে শত প্রকারে কি সহস্র প্রকারে বিশ্লে-  
ষণ করিয়া বুঝিবার ভার আমার উপর ।” এই ভাবে চিন্তা করিয়া গাথা  
কহিলেন—

“অগ্নং বা বহুং বা ভাসন্নু অথপ্রোব মে ক্রুহি,  
অথেনেব মে অথো কিং কাহসি ব্যঞ্জনং বহুং”তি।

১৫। এবং বুভে থেরো “যে ধম্মা হেতুপ্রভবা”তি গাথং আই।  
পরিব্রাজকো পঠমপদবয়মেষ স্তুত্বা মহানয়সম্পন্নে সোতাপত্তি কলে  
পতিট্টংহি, ইতরং পদবয়ং সোতাপন্ন কালে নিট্টাপেসি। সোপি  
সোতাপন্নো হুত্বা উপরিবিসেসে অগ্নবত্তন্তে “ভবিম্মতি এথ  
কারণং”তি সন্নক্কেত্বা থেরং আই—“ভন্তে, মা উপরি ধম্মদেশনং  
বড্ডয়্মিথ, এত্তকমেনেব হোতু, কুহিং অমহাকং সত্থা বসতী”তি ?  
“বেল্লবনে আবুসো”তি।

“তেন হি ভন্তে, তুমেহ পুরতো যাত, ময়্হং একো মহায়কো

“অগ্নং বা বহুং বা কহ, অর্থং কহ আমারে

অর্থে মোর প্রয়োজন, বর্ণ বহু কি করে ?”

১৫। তিনি ইহা বলিলে স্থবির “যে ধর্ম হেতুপ্রভব” ইত্যাদি গাথা  
কহিলেন। পরিব্রাজক প্রথম পদবয় শুনিয়া সস্ত্র জায় সম্পন্ন সোতাপত্তি  
কলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন; অপর পদবয় তাঁহার সোতাপত্তি কালে সমাপ্ত  
হইল। তিনি সোতাপন্ন হইয়া উত্তরিতর মার্গ-ফলাদির, অপ্রাপ্তে চিন্তা  
করিলেন—“ইহার কোন কারণ থাকিবে” এই চিন্তা করিয়া স্থবিরকে  
কহিলেন—“ভন্তে, এত দূরই হোক, এর অধিক ধর্মদেশনা বাড়াইবেন  
না; আমাদের শাস্তা কোথায় বাস করেন ?”

“বেল্লবনে আবুস।”

“তবে ভন্তে, আপনি আগে যান, আমার একজন বন্ধু আছেন,

অথি, অমেহহি চ অপ্রমপ্রং কতিকা কতা—‘যো পঠমং অমতং অধি-  
গচ্ছতি সো আরোচেতু’তি ; অহং তং পটিপ্রং মোচেত্বা মম  
সহায়কং গহেত্বা তুম্বাহকং গতমগোনেব সথু সন্তিকং আগমিস্সামী’তি  
পঞ্চপতিট্ঠিতেন থেরস্স পাদেস্স নিপতিত্বা তিস্কন্তুং পদক্ষিণং কত্বা  
থেরং উয়্যোজ্জেত্বা পরিব্রাজকারামাভিমুখে অগমাসি ।

১৬ । কোলিতপরিব্রাজকো তং দূরতোবাগচ্ছন্তং দিস্সা “অজ্জ  
“ময়হং সহায়কস্স মুখবল্লো ন অপ্রদিবসেস্স বিয়, অন্ধা নেন অমতং  
অধিগতং ভবিম্বতী”তি অমতাধিগমং পুচ্ছি । সো পিঅ “আমাবুসো  
অমতমধিগতং”তি পটিজানিত্বা তমেব গাথং অভাসি । গাথা  
পরিয়োসানে কোলিতো সোতাপত্তিফলে পতিট্ঠিত্বা আহ--  
“কুহিং কির সস্স অম্বাহকং সথা বসতী”তি ? “বেলুবনে কির  
সস্স, এবং নো আচরিম্মেন অম্বজিথেরেন কথিতং”তি ।

আমাদের দুইজনের মধ্যে কথা হইয়াছে—‘যে প্রথমে অমৃত পাত্র সে অপরকে  
বলিবে ।’ আমি সেই প্রতিজ্ঞা মোচন করিয়া আমার বন্ধুকে লইয়া  
আপনার গমন পথেই শাস্ত্রার নিকট আসিব ।” ইহা বলিয়া স্থবিরের  
পাদমূলে নিপতিত হওত পঞ্চাঙ্গ প্রণতি করিয়া তিনবার প্রদক্ষিণ করিলেন  
এবং স্থবিরকে বিদায় দিয়া পরিব্রাজকারাম অভিমুখে গমন করিলেন ।

১৬ । কোলিত পরিব্রাজক তাঁহাকে দূর হইতে আসিতে দেখিয়া মনে  
মনে কহিলেন—“আজ আমার বন্ধুর মুখবর্ণ অল্প দিবসের ত্রায় নহে,  
নিশ্চয়ই ইনি অমৃত পাইয়া থাকিবেন ।” তিনি তাঁহাকে অমৃত প্রাপ্তির  
কথা জিজ্ঞাসা করিলেন । তিনিও “হাঁ আবুস, অমৃত পাইয়াছি ।”  
বলিয়া প্রত্যুত্তর দিয়া সেই গাথাই কহিলেন । গাথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে  
কোলিত স্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কহিলেন—“সৌম্য, আমাদের  
শাস্ত্রা কোথায় বাস করিতেছেন ?” “বেলুবনেই সৌম্য, আমাদের আচার্য্য  
অম্বজিৎ স্থবির এক্ষণ কহিলেন ।”

“তেন হি সন্ম আয়াম সথারং পমিআমা”তি ।

১৭ । সারিপুত্তথেরো চ নামেস সদাপি আচরিয়পূজকোব, তস্মা সহায়কং এবমাহ— “সন্ম, অমেহিহি অমতং অধিগতং অমহাকং আচরিয়স্স সঞ্জয়পরিব্রাজকস্সাপি কথেন্ণাম বুদ্ধমানো পটিবিজ্জিঅতি, অপটিবিজ্জান্তো অমহাকং সদ্ধহিহা সথুসন্তিকে গমিঅতি, বুদ্ধানং দেসনং সুহা মগ্গফলপটিবেধং করিঅতী”তি । ততো ঘেপি জনা সঞ্জয়স্স সন্তিকং অগমংসু । সঞ্জয়ো তে দিস্বাব “কিং তাতা ! কোচি বো অমতমগ্গদেসকো লক্কো ?”তি পুচ্ছি ।

“আম আচরিয়, লক্কো । বুদ্ধো লোকে উপ্পম্মো, ধম্মো উপ্পম্মো, সজ্জো উপ্পম্মো, তুম্হে তুচ্ছে অসারে বিচরথ, এথ সথু সন্তিকং গমিআমা”তি ।

“গচ্ছথ তুম্হে অহং ন সন্তিআমী”তি ।

“তাহা হইলে সৌমা, চল যাই, শাস্তাকে দেখিগে ।”

১৭ । এই সারিপুত্র স্থবির সৰ্বদা আচার্য্য পূজক ছিলেন, সেই কল্প বদ্ধকে এরূপ कहিলেন—“সৌমা, আমরা অমৃত পাইয়াছি, আমাদের আচার্য্য সঞ্জয় পরিব্রাজককেও বলিব, বুঝাইলে তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন । না পারিলে আমাদের কপায় বিশ্বাস করিয়া শাস্তার নিকট যাইবেন । বুদ্ধের দেশনা শুনিয়া মার্গফল লাভ করিবেন ।” তাহার পর দুই জনেই সঞ্জয়ের নিকট গমন করিলেন । সঞ্জয় তাহাদিগকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“বৎসপণ, কোন অমৃতোপদেষ্টা পাইয়াছ কি ?”

“হাঁ আচার্য্য, পাইয়াছি । জগতে বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছেন, ধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছেন, সজ্জ উৎপন্ন হইয়াছেন । আপনি তুচ্ছ অসারে বিচরণ করিতেছেন ; আহুন, শাস্তার নিকট যাই ।”

“তোমরা যাও, আমি যাইতে পারিব না ।”



“কিং কারণা”তি ?

“অহং মহাজ্ঞানজ আচরিয়ো হত্বা বিচরিং, তজ্জ মে অন্তেবাসি  
ভাবো চাটিয়া উদধনভাবম্ভতি বিয় হোতি, ন সন্ধিআমহং অন্তে-  
বাসিকবাসং বসিতুং”তি ।

১৮ । “মা এবং করিথ আচরিয়া”তি ।

“হোতু তাতা, গচ্ছথ তুমেহ নাহং সন্ধিআমী”তি ।

“আচরিয়, লোকে বুদ্ধজ উদ্বলকালতো পট্টায় মহাজ্ঞানো  
গন্ধমালাদিহথো গন্তা তমেব পূজেঅতি, ময়স্পি তথৈব গমিআম  
তুমেহ কিং করিঅথা”তি ?

“তাতা, কিমুখো ইমস্মিং লোকে দক্ষা বহু উদাহ পণ্ডিতা”তি ?

“দক্ষা আচরিয়, বহু, পণ্ডিতা নাম কতিপয়া এব হোন্তী”তি

“তেনহি তাতা, পণ্ডিতা পণ্ডিতসমগজ গোতমজ সন্তিকং গমি-

“কারণ কি ?”

“আমি বহুজনের আচার্য্য হইয়া বিচরণ করিতেছি ; আমাকে তাঁহার  
শিষ্য হইতে যাওয়া জালার হাড়িকড়ি হওয়ার ভয় হয় । আমি শিষ্য  
ভাবে থাকিতে পারিব না ।”

১৮ । “আচার্য্য, এরূপ করিবেন না ।”

“থাক ! থাক ! বাছারা ! তোমরা যাও, আমি পারিব না ।”

“আচার্য্য, সংসারে বুদ্ধোৎপত্তির কাল হইতে জনগণ গন্ধমালাদি হস্তে  
যাইয়া তাঁহাকেই পূজা করিবে, আমরাও সেখানে যাইব, আপনি কি  
করিবেন ?”

“প্রিয় বৎসগণ, এ সংসারে মূর্থ অধিক না পণ্ডিত অধিক ?”

“আচার্য্য, মূর্থই অধিক, পণ্ডিত কয়েক জন মাত্রই ।”

“তবে পণ্ডিতেরা— পণ্ডিত-প্রমণ গোতমের নিকট যাইবে ;

অস্তি, দক্ষা দক্ষজ মম সন্তিকং আগমিঅস্তি, গচ্ছথ তুমেহ নাহং  
গমিঅমী”তি ।

তে “পঞ্জায়িঅথ তুমেহ আচরিয়া”তি পকমিংসু ।

১৯ । তেহু গচ্ছন্তেহু সঞ্জয়অ পরিসা ভিজ্জি । তন্নিং খণে  
আরামো তুচ্ছো অহোসি । সো তুচ্ছং আরামং দিস্বা উণহং  
লোহিতং চড্‌ডসি । তে হি পি সঙ্ঘি গচ্ছন্তেহু পঞ্চসু পরিব্রাজক-  
সতেহু সঞ্জয়্যানি অড্ডতেয়্যসতানি নিবত্তিংসু । তে অভনো অন্তে-  
বাসিকেহি অড্ডতেয়্যোহি পরিব্রাজকসতেহি সঙ্ঘি বেলুবনং অগমংসু ।  
সপা চতুপরিস মঞ্চে নিসিয়ো ধম্মং দেসেস্ন্তো তে দূরতোব দিস্বা  
ভিক্ষু ভ্রামন্তেসি “এতে ভিক্ষবে, ধে সহায়কা আগচ্ছন্তি  
কোলিতো চ উপতিজ্জো চ, এতং মে সাবকয়ুগং ভবিঅতি অগাং  
ভদয়ুগং”তি

মূর্গেরা—মূর্গ আমার নিকট আসিবে । তোমরা যাও, আমি যাইব না ।”

“আচাৰ্য্য, আপনি বুঝিবেন ।” এই বলিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন ।

১৯ । তাঁহারা চলিয়া গেলে সঞ্জয়ের দল ভাজিয়া গেল । সেই ক্ষণে  
আরাম শূন্ত হইল । তিনি শূন্ত আরাম দেখিয়া উত্তপ্ত বস্ত্র বসি করিলেন ।  
তাঁহাদের সহিত যে পাঁচশত পরিব্রাজক যাইতেছিলেন তাঁহাদের মধ্যে  
সঞ্জয়ের নিজ শিষ্য আড়াই শত নিবৃত্ত হইলেন । তাঁহারা নিজেদের আড়াই  
শত পরিব্রাজক শিষ্যের সহিত বেণুবনে গমন করিলেন । শাস্তা পরিসদ  
চতুষ্ঠয়ের মধ্যে আসীন থাকিয়া ধর্ম্ম দেখনা করিবার সময় তাঁহাদিগকে  
দূর হইতে দেখিয়া ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন— “ভিক্ষুগণ,  
কোলিত ও উপতিজ্জ নামক এই দুইজন বন্ধু আসিতেছে, ইহারা আমার  
শ্রাবক যুগল হইবে, শ্রেষ্ঠ, তজ্জ শ্রাবক যুগল ।”

২০। তে সখারং বন্দিয়া একমন্তঃ নিসীদিংস্তু, তে ভগবন্তং এতদ-  
বোচুং—“লভেয়্যাম ময়ং ভন্তে, ভগবতো সন্তিকে পরহঙ্কং লভে-  
য়্যাম উপসম্পদং”তি ।

“এথ ভিক্ষুবো”তি ভগবা অবোচ—“স্বাক্ষাতে ধম্মো,  
চরঞ্চ ব্রহ্মচরিয়ং সম্মা দুস্কম্ম অন্তুকিরিয়ায়া”তি । সবে ইচ্ছি-  
ময় পত্ৰচীবরধরা বজ্রসতিকথেরা বিয় অহেস্তং ।

২১। অথ নেসং পরিসায় চরিতবসেন সখা ধম্মদেসনং বডেসি  
ঠপেহা ধে অগ্গসাবকে অবসেসা অরহন্তং পাপুণিংস্তু । অগ্গসাবকানং  
পন উপরি মগ্গভয়কিচ্চং ন নিট্ঠাসি । কিং কারণা ? স্বাবক-  
পারমীএণগম্ম মহন্ততায় । অথায়ম্মা মহামোগল্লানো পরবজিত  
দিবসতো সন্তমে দিবসে মগধরটে কল্লাবাল্ গামকং উপনিম্মায়  
বিহরন্তো ধীনমিক্কে ওকমন্তে সখারা সংবেজিতো ধীনমিক্কে বিনো-

২০। তাঁহারা ভগবানকে বন্দনা করিয়া একপ্রান্তে উপবেশন করি-  
লেন । তাঁহারা ভগবানকে এইরূপ বলিলেন—“ভন্তে, আমরা ভগবানের  
সমীপে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা নিব ।”

“এস ভিক্ষুগণ,” বলিয়া ভগবান কহিলেন—“ধর্ম সু-ব্যখ্যাত,  
চঃথের অন্ত করিবার জ্ঞান সম্যকরূপে ব্রহ্মচর্যা আচরণ কর ।” ইহা  
বলিতেই সকলে আক্কেময় পাত্ৰচীবরধারী শতবর্ষ স্থবিরের হ্রায় হইলেন ।

২১। অনন্তর তাঁহাদের পরিদেদে শাস্তা শ্রোতাদের চরিতানুযায়ী  
ধর্মদেশনা বাড়াইয়া বলিতে লাগিলেন । চাই অগ্রশ্রাবক ব্যতীত আর  
সকলে অর্হন্ত প্রাপ্ত হইলেন । অগ্রশ্রাবকদের উর্দ্ধতন মার্গত্রয়কৃত্য তখনও  
শেষ হয় নাই । কারণ, শ্রাবক পারমী জ্ঞান মহন্তর । অনন্তর আনুয়ান  
মহামৌদল্যায়ণ প্রব্রজ্যার দিন হইতে সপ্তম দিবসে মগধরাজ্যে কল্লাবাড়-  
গ্রামের উপনিশ্রয়ে বাস করিবার কালে তাঁহাকে স্ত্যানমিক্কে আক্রমণ করিলে  
শাস্তার দ্বারা সংবেগ প্রাপ্ত হইয়া স্ত্যানমিক্কে অপনোদন করিলেন ।

দেহা তথাগতেন দিয়ং ধাতুকস্মট্টানং স্তৃগন্তোব উপরি মগ্গতয়-  
কিচ্চং নিট্ঠাপেহা সাবকপারমীঞাণঅ মথকং পত্তো ।

২২ । সারিপুত্রথেরোপি পব্বজিতদিবসতো অন্ধমাসং অতিক্রমিহা  
সখারা সন্ধিং তমেব রাজগহং উপনিশ্যায় সূকরখতলেনে বিহরন্তো  
অভনো ভাগিনেয়্যঅ দীঘনখ পরিব্বাজকঅ বেদনাপরিগ্রহসুত্তেন্তে  
দেসিয়মানে স্তুতানুসারেণ এগাং পেসেহা পরঅ বজ্জিতং ভত্তং  
ভুজ্জন্তো বিয় সাবকপারমীঞাণঅ মথকং পত্তো । নমু চায়স্মা  
মহাপপ্পো ? অথ কস্মা মহামোগ্গল্লানতো চিরতরেন সাবকপারমী  
এগাং পাপুণীতি ? পরিকস্মমহত্ততায় ।

২৩ । যথা হি দুগ্গতমমুজা যথ কথচি গন্তুকামা থিপ্পমেব  
নিব্বমস্তু, রাজুনং পন হথিবাহনকপ্পনাদি মহত্তং পরিকস্মং

তাহার পর তথাগতের প্রদত্ত শাতু-কর্মস্থান শুনিতে শুনিতেই উদ্ধতন মার্গত্রয়  
কৃত্য সমাপন করিয়া তিনি শ্রাবক পারমীজ্ঞানের পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইলেন ।

২২ । সারিপুত্র স্তবিরও প্রব্রজ্যা দিবস হইতে অর্দ্ধমাস অতিক্রম  
করিয়া শান্তার সহিত সেই রাজগৃহের উপনিশয়ে শূকরখত লেনে যখন  
বান করিতেছিলেন তখন তাঁহার ভাগিনেয় দীঘনখ পরিব্রাজককে “বেদনা  
পরিগ্রহ সূত্র” দেশনা করিবার সময় স্ত্রীানুযায়ী জ্ঞান বাড়াইয়া পরের  
জন্ম বাড়ী-ভাত খাওয়ার জায় শ্রাবক পারমীজ্ঞানের পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইলেন ।  
আরুহান সারিপুত্র না মহাপ্রাজ্ঞ ? তবে কেন মহামোগল্লায়ণ হইতে  
দীর্ঘতর কাল পরে শ্রাবক পারমী জ্ঞানের পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলেন ? পরিকস্ম-  
মহত্তহেতু ।

২৩ । যেমন দুর্গত মমুদোরা কোথাও বাইতে হইলে শীঘ্র বাহির  
হয়, রাজাকে বিস্ত্র হতী বাহনাদির সাজসজ্জা প্রভৃতি নিহা আয়োজন

লক্ষ্য বটুতীতি, এবং সম্পদমিদং বেদিতব্যং । তং দিবসমেব পন সখা  
বড্তমানকচ্ছায়ায় বেণুবনে সাবক সন্নিপাতং কহা দ্বিন্নং ধেরানং  
অগ্গসাবকট্টানং দহা পাতিমোক্ষং উদ্দিসি । ভিক্ষু উচ্চাযিংস্ত—“সখা  
মুখোলোকেনে ভিক্ষং দেতি, অগ্গসাবকট্টানং দেন্তেন নাম পঠমং  
পব্বজিতানং পঞ্চবগ্গিয়ানং দাতুং বটুতি, এতে অনোলোকেন্তেন যসথের  
-পমুখানং পঞ্চপপ্পাসায় ভিক্ষুং দাতুং বটুতি, এতে অনোলোকেন্তেন  
“যসথেরপমুখানং পঞ্চপপ্পাসায় ভিক্ষুং দাতুং বটুতি, এতে অনো-  
লোকেন্তেন ভদ্রবগ্গিয়ানং, এতে অনোলোকেন্তেন উরুবল কল্পপাদীনং  
তেভাতিকানং দাতুং বটুতি ; এতকে পহায় সৰ্বপচ্ছা পব্বজিতানং  
অগ্গসাবকট্টানং দেন্তেন মুখং ওলোকেত্বা দিন্নং”তি বদিংস্ত । সখা “কিং  
কথেন ভিক্ষবে”তি পুচ্ছিত্বা ইদং নামাতি বুত্তে “নাহং ভিক্ষবে, মুখং  
ওলোকেত্বা ভিক্ষং দেমি, এতেসং পন অন্তনা অন্তনা পথিতপথিতমেব

করিতে হয়, ইহা তজ্জপ জানিতে হইবে । শান্তা সেই দিবসেই অপরাহ্নে  
বেণুবনে শ্রাবকগণকে একত্রিত করিয়া হৃদয়স্থকে অগ্রশ্রাবক পদ দিয়া  
প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ করিলেন । ভিক্ষুরা কাণাঘৃণা করিতে লাগিলেন—  
“শান্তা দেখিতেছি মুখ দেখিয়াই ভিক্ষা দেন ! অগ্রশ্রাবক স্থান দিলে পঞ্চ-  
বগীয়েরা আগে প্রব্রজিত হইয়াছেন তাঁহাদের দিতে হয়, তাঁহাদের বিষয়  
বিবেচনা না করিলে যশস্থবির প্রমুখ পঞ্চায় জন ভিক্ষুকে দিতে হয়,  
তাঁহাদেরও বিবেচনা না করিলে ভদ্রবগীষদের, তাঁহাদিগকে না করিলে  
উরুবল কল্প প্রমুখ ভ্রাতৃত্বকে দিতে হয় ; ইহাদিগকে বাদ দিয়া সৰ্ব-  
শেষ প্রব্রজিতদের অগ্রশ্রাবক স্থান দেওয়াতে মুখ দেখিয়া দিয়াছেন বলিতে  
হয় ।” শান্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—“কি বলিতেছ ভিক্ষুগণ ?” ভিক্ষুরা  
তাঁহাদের অহুযোগের কথা বলিলে, শান্তা কহিলেন—“ভিক্ষুগণ, আমি  
মুখ দেখিয়া ভিক্ষা দিই না, ইহাদের আপন আপন প্রার্থিত বিষয়ই

দেমি । অপ্রাকোণ্ডপ্রো হি একস্মিং সঙ্গে নববারে অগ্গসজ-  
দানানি দেস্তো ন অগ্গসাবকট্টানং পথেহা অদাসি, অগ্গসম্মং  
পন অরহন্তং সৰ্বপঠমং পটিবিজ্জিতুং পথেহা অদাসী”তি ।

“কদা ভগবা”তি ?

“সুগিগ্গথ ভিক্ষবে”তি ?

“আম ভন্তে”তি ।

২৪ । ভগবা অতীতং আহরি—“ভিক্ষবে, ইতো একনবুতি-  
ক্সে বিপস্নী ভগবা লোকে উদপাদি তদা মহাকালো চুল-  
কালোতি ধে ভাতিকা কুটুম্বিকা মহন্তং সালিক্ষেত্তং বপাপেত্তং ।  
অথেকদিবসং চুলকালো সালিক্ষেত্তং গম্বা একং সালিগত্তং ফালেহা  
খাদি, তং অতিমধুরং অহোসি । সো বুদ্ধপমুখজ ভিক্ষু সজ্জ

দিয়াছি । অর্হৎ কোণ্য এক ফসলের সময় নববার অগ্রশস্ত দান দিবার  
সময় অগ্রশাবক স্থান প্রার্থনা করিয়া দেয় নাই, অগ্রধর্ম অর্হৎ সর্বপ্রথম  
ব্যবহার জন্ত প্রার্থনা করিয়া দান দিয়াছিল ।”

“কখন ভগবান ?”

“তুনিবে ভিক্ষগ ?”

“হা ভন্তে ।”

২৪ । ভগবান অতীতের কথা বর্ণনা করিতে লাগিলেন— “হে ভিক্ষু-  
গণ, এখন হইতে একানব্বই ক্সে বিপস্নী ভগবান সংসারে উৎপন্ন  
হইয়াছিলেন । তখন মহাকাল আর চুলকাল নামে দুই ভাই  
কুটুম্বিক মহা এক শান্তক্ষেত্রে বপন করিয়াছিল । একদিন চুলকাল  
শান্তক্ষেত্রে গিয়া একটা ধান-ধোর চিরিয়া খাইল, তাহা খাইতে  
খুব মিষ্টি লাগিল । তাহার ইচ্ছা হইল বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে

সালিগত্ৰদানং দাতুকামো হুত্বা জ্যেষ্ঠকভাতিকং উপসংকমিত্বা  
“ভাতিক, সালিগত্ৰং ফালেহা বুদ্ধানং অশুচ্ছবিকং কত্বা পচাপেহা  
দানং দেমা”তি আহ।

“কিং বদেসি তাত, সালিগত্ৰং ফালেহা দানং নাম নেব  
অতীতে ভূতপুৰুষং, ন অনাগতে ভবিষ্যতি, মা সন্মং নাসয়ী”তি।  
সো পুনশ্চুনং যাচিয়েব।

২৫। অথ নং ভাতা “তেন হি খেত্তং ধে কোট্টাসে কত্বা  
মম কোট্টাসং অনামসিত্বা অন্তনো খেত্তকোট্টাসে যং ইচ্ছসি তং  
করোহী”তি আহ। সো “সাদু”তি খেত্তং বিভজিত্বা বহু মুনুজে  
হথকন্মং যাচিত্বা সালিগত্ৰং ফালেহা নিক্কদকে খীরে পচাপেহা সন্নি-  
মধুসন্ধরানি যোজ্জেহা বুদ্ধপমুখস্স ভিক্ষুস্সজজ্ঞ দানং দত্বা উত্তকিচ্চ  
পরিয়োসানে “ইদং ভন্তে, মম অগ্গদানং অগ্গধন্মস্স সৰ্বপঠমং

ধান-খোর দান করে। সে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট যাইয়া বলিল— “দাদা,  
ধান-খোর চিরিয়া বুদ্ধের যোগ্যমত পাক করাইয়া দান দিব।”

“কি বলিতেছ ভাই, ধান-খোর চিরিয়া দান অতীতেও কেহ  
কখনও দেয়নাই, ভবিষ্যতেও কেহ দিবে না, ফসল নষ্ট করিওনা।” সে  
বারবার দাদার মত চাহিল।

২৫। দাদা শেষকালে বলিল— “তাহা হইলে ধানের ক্ষেতকে দুই  
ভাগ করিয়া আমার ভাগ না হুইয়া নিজের ভাগ যাহা ইচ্ছা তাহা  
কর।” সে “উত্তম!” বলিয়া ক্ষেত বিভাগ করিল এবং বহু মজুর  
ডাকিয়া আনিয়া ধান-খোর চিরিয়া জলছাড়া শুধু দ্রব্য দিয়া পাক  
করাইল। তাহাতে স্নাত, যধু ও গুড় মিশাইয়া বুদ্ধকে আর  
ভিক্ষুসংঘকে দান দিল। ভোজন কার্য শেষ হইলে এই প্রার্থনা  
করিল— “ভন্তে, আমার এই অগ্রদান আমার অগ্রধর্ম সর্বপ্রথম

পট্টিবেধায় সংবত্ততু”তি আহ।

২৬। সখা “এবং হোতু”তি অনুমোদনং অকাসি। সো পচ্ছা খেত্তং গম্বা ওলোকেষ্টো সকলক্ষেত্তে কল্পিকবন্ধেহি বিয় সালিসীসেহি সঙ্কল্পং দিষ্টা পঞ্চবিধপীতিঃ পটিলভিত্বা “লাভা বত মেতি” চিন্তেহা পুথুককালে পুথুকগাং নাম অদাসি, গামবাসীহি সঙ্কিঃ অগাসঅদানং নাম অদাসি, দায়নে দায়গাং, বেণিকরণে বেণগাং, কলাপাদীহু কলাপগাং, খলগাং, খলভণ্ডগাং, কোট্টগম্ভিঃ এবং একসঙ্গে নববারে অগাদানং অদাসি। তস্মৈ সৰ্ববারে গহিত গহিতট্টানং পরিপূরি। সস্মৈ অতিরেকং উট্টানসম্পন্নং অহোসি। ধম্মোহি নামেস অন্তানং রক্ষন্তং রক্ষতি। তেনাহ ভগবা—

জাত হইবার কারণ হউক।”

২৬। শাস্তা— “এইরূপই হউক” বলিয়া অনুমোদন করিলেন। পরে সে ক্ষেত্রে গিয়া দেখে কুণ্ডলী কৃত হইয়া ধানের নীষ সারাক্ষেত ছাইয়া বাহির হইয়াছে। তাহা দেখিয়া পঞ্চ প্রীতি \* লাভ করিয়া চিন্তা করিল— “অহো, আমার কি লাভ!” সে তাহার ভাগ্যের বিষয় চিন্তা করিয়া পৃথুককালে বা চিড়ার উপযুক্ত সময়ে পৃথুকাগ্রদান দিল, গ্রামবাসীদের সঙ্গে নববার দান করিল, ধান কাটিবার সময় দায়নাগ্রদান, আঁটি বাধিবার সময় বেণী-অগ্রদান, ‘পালা মারিবার’ সময় কলাপাগ্রদান, মাড়াইবার সময় খলাগ্রদান, মাড়াইয়া খোলার নিয়া খলভণ্ডাগ্রদান ও গোলায় তুলিবার সময় কোঠাগ্রদান এইরূপে এক কসলে নববার অগ্রদান দিয়াছিল। প্রত্যেক বারই তাহার গৃহীত স্থান পরিপূর্ণ হইয়াছিল। শস্ত অতিমাত্রায় বাড়িয়া উঠিয়াছিল। ধর্মকে যে রক্ষা করে ধর্ম তাহাকে রক্ষা করে। তজ্জন্ত ভগবান বলিয়াছেন—

\* কুট্রিকা, কণিকা, অবক্রান্তিকা, উজ্জোত্তলিকা ও সুরণাদীতি।



“ধর্মো হবে রক্ষতি ধর্মচারিঃ,  
 ধর্মো সূচিনো হৃথনাবহাতি,  
 এসানিসংসো ধর্মো সূচিনে,  
 ন দুর্গতিং গচ্ছতি ধর্মচারী”তি ।”

২৭ । এবমেস বিপজী সম্যাসম্বুদ্ধকালে অগাধম্মং পঠমং পটিবিজ্জিতুং পঞ্চেত্তো নববারে অগাদানানি অদাসি। ইতো সতসহস্র-কল্পমথকে পন হংসবতী নগরে পচুমুত্তর বুদ্ধকালেপি সত্তাহং মহা-দানং দত্তা তজ্জ ভগবতো পাদমূলে নিপজ্জিত্বা অগাধম্মজ পঠমং পটিবিজ্জানথমেব পথনং ঠপেসি। ইতি ইমিনা পণ্ডিতমেধ ময়া দিম্মং, নাহং মুখং ওলোকেহা দম্মী”তি ।

২৮ । “যসকুলপুস্তপমুখা পঞ্চপঞ্ণোপসজ্জনা কিং কস্মং করিঃসু ভন্তে”তি ?

“ধর্মে রক্ষে যোবা ধর্ম করে আচরণ,  
 ধর্ম-চারী যথা সূত্রে করে বিচরণ ।  
 ধর্ম-চারী দুর্গতিতে কখন না যায়,  
 ধর্মোচরণে একল ভানিও সবার ॥”

২৭ । এরূপে সে বিপঙ্গী সম্যকসম্বুদ্ধের সময়ে অগাধম্ম প্রথম বৃথিবার জন্ত প্রার্থনা করিয়া নববার অগ্রদান দিয়াছিল। এখন হইতে শতসহস্র কল্প পূর্বে হংসবতী নগরে পচুমুত্তর বুদ্ধের সময়েও সত্তাহকাল মহাদান দিয়া সেই ভগবানের পাদমূলে পড়িয়া অগাধম্ম প্রথম বৃথিবার জন্ত প্রার্থনা করিয়াছিল। কাজেই তাহার প্রার্থিত বস্তুই তাহাকে দিয়াছি, মুখ দেখিয়া দিই নাই ।”

২৮ । “যদি প্রমুখ পক্ষীর জন ভিক্ষু কি কর্ম করিয়াছিলেন ভন্তে ?”

“এতেপি একজন বুদ্ধজ সন্তিকে অরহন্তঃ পথেন্তা বহুং  
পুণ্ণকম্মং কহা অপরাভাগে অনুম্নয়ে বুদ্ধে সহায়কা হুহা বগ্গ-  
বন্ধনেন পুণ্ণানি করোন্তা অনাথমতসরীরানি পটিজ্জগান্তা বিচরিংসু ।  
তে একদিবসং সগত্ত্বং ইথিং কালকত্তং দিস্বা “ঝাপেজ্জামা”তি  
সুসানং হরিংসু । এতেসু পঞ্চজনে “তুমেহ ঝাপেথা”তি সুসানে  
ঠপেহা সেসা গামং পবিট্টা যসদারকো তং সরীরং সূলেহি  
বিদ্ধিত্বা পরিবন্তেহা পরিবন্তেহা ঝাপেন্তো অসুভসপ্পং পটিলতি ।  
ইতরেসম্পি চতুম্মং জনানং “পজ্জথ ভো ইমং সরীরং তথ তথ  
বিদ্ধন্তচম্মং কবরগোরুপং বিয় অসুচিং দুগ্গদ্ধং পটিকুলং”তি দম্মেসি ।  
তেপি তথ অসুভসপ্পং পটিলভিংসু তে পঞ্চপি জনা গামং গম্বা  
সেস সহায়কানং কথয়িংসু । যসো পন দারকো গেহং গম্বা

“তাহারাও একজন বুদ্ধের নিকট অরহন্ত প্রার্থনা করিয়া বহু পুণ্য  
কর্ম করিয়াছিল। এক সময় বুদ্ধোৎপত্তির পূর্বে সকলে বদ্ধ হইয়া জন্মিয়া-  
ছিল এবং তাহারা দল বাধিয়া নিরাশ্রয় লোকের শবদাহনাদি পুণ্য কাজে  
লাগিয়া গিয়াছিল। একদিন তাহারা এক গভিনী জীলোকের মৃত্যু হইয়াছে  
দেখিয়া দাহ করিবার জন্ত শ্মশানে নিয়া গিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে  
পাঁচজনকে মরা পোড়ার জন্ত শ্মশানে রাখিয়া বাকী সব গ্রামে চলিয়া  
গিয়াছিল। বশকুমার সেই মৃত শরীর শূলদ্বারা বিদ্ধ করিয়া উণ্টাইয়া  
পাণ্টাইয়া পোড়াইবার সময় ‘অশুভ সংজ্ঞা’ লাভ করিল। অপর চারিজনকেও  
সে “দেখ গো, এ শরীর স্থানে স্থানে বিদ্ধত চর্ম হইয়া চিত্র-বিচিত্র  
পক্ষর ভায় হইয়াছে; দেখ, কি দুর্গন্ধ! কি অশুচি! কি প্রতিকূল”  
ইত্যাদি বলিয়া দেখাইল। তাহারাও তাহাতে অশুভ-সংজ্ঞা লাভ করিল।  
তাহারা পাঁচজনই গ্রামে গিয়া অন্তান্ত বহুগণকে বলিল। বশকুমার ঘরে গিয়া

মাতাপিতৃভ্রমক ভরিয়ায় চ কথেসি । তে সবেষপি অন্তঃ ভাব-  
য়িংশু । ইদমেতৎ পূৰ্বকস্ম্যং । তেনেব যস্মৈ ইথাগারে স্তান-  
সপ্ৰা উল্লঙ্ঘি । তায় চ উপনিষদ্য সম্পত্তিয়া সবেসং বিসেসাধি-  
গমো নিক্ৰতি । এবং ইমেপি অন্তনা পথিতমেব লভিংশু, নাহং  
মুখং ওলোকেহা দস্মী”তি ।

২৯ । “ভদ্রবর্গীয় সহায়কা পন কিং কস্ম্যং করিংশু ভন্তে”তি ?

“এতেপি পূৰ্ববুদ্ধানং সন্তিকে অরহন্তং পথেষা পুত্রানি  
কহা অপৰভাগে অনুপ্নয়ে বুদ্ধে তিসমুত্তা হহা তুণ্ডিলোবাদং স্তহা  
সট্ঠিবজ্জ সহস্রানি পঞ্চসীলানি রক্ষিংশু । এবং ইমেপি অন্তনা  
পথিতমেব লভিংশু, নাহং মুখং ওলোকেহা দস্মী”তি ।

৩০ । “উক্কেবেলকল্পপাদয়ো পন ভন্তে কিং করিংশু”তি ?

পিতা, মাতা ও জীকে বলিল । তাহারা সকলেই অশুভ ভাবনা  
ভাবিয়াছিল । এই হইল তাহাদের পূৰ্বকস্ম্যং । সেই জগৎই জী-আগারে  
যশের শ্মশান জ্ঞান হইয়াছিল । সেই উপনিষদের সম্পত্তির বলে সকলের  
অরহন্ত লাভ হইয়াছে । এইরূপে ইহারাও নিজেদের প্রার্থিত বিষয়ই লাভ  
করিয়াছে, আমি মুখ দেখিয়া দিই নাই ।”

২৯ । “ভদ্রবর্গীয় বজ্জুরা কি কস্ম্যং করিয়াছিলেন ভন্তে ?”

“ইহারাও পূৰ্ব বুদ্ধগণের নিকট অরহন্ত প্রার্থনা করিয়া পুণ্য কস্ম্যং  
করিয়াছিল ; পরে এক সময় বুদ্ধোৎপত্তির পূৰ্বে ত্রিশজন ধূর্ত ( পাশা  
খেলোয়ার ) হইয়া জন্মিয়াছিল এবং তুণ্ডিল মুনির উপদেশ শুনিয়া মাটি  
হাজার বৎসর পঞ্চলীল রক্ষা করিয়াছিল । কাজেই ইহারাও নিজেদের  
প্রার্থিত বিষয়ই পাইয়াছে, আমি মুখ দেখিয়া দিই নাই ।”

৩০ । “উক্কেবেল কল্প প্রভৃতি কি করিয়াছিলেন ভন্তে ?”

“তেপি অরহন্তমেব পথেহা পুঞ্জানি করিংশু । ইতো হি বে নবুতিকপ্পে তিঙ্গো ফল্লোতি বে বুদ্ধা উল্লজ্জিংশু । ফল্ল বুদ্ধস মহিন্দো নাম রাজা পিতা অহোসি । তস্মিং পন সম্বোধিং পন্তে রঞ্জে কণিট্টপুত্তো অগ্গসাবকো, পুরোহিতপুত্তো দুতিয়সাবকো অহোসি । রাজা সখুসন্তিকং গম্বা “জ্জেট্টপুত্তো মে বুদ্ধো, কণিট্টপুত্তো অগ্গসাবকো, পুরোহিতপুত্তো দুতিয়সাবকো”তি তে ওল্লোকেহা “মমেব বুদ্ধো, মমেব ধম্মো, মমেব সম্বো”তি “নমো তস্ম ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্মা”তি তিস্থন্তুঃ উদানং উদানেহা স্তুখুপাদমূলে নিপজ্জিহ্বা “ভন্তে, ইদানি মে নবুতিবল্লসহস্স পরিমাণস্স আশুুনো কোটিয়ং নিসৌদিহ্বা নিদায়নকালো বিয় ; অপ্পেসং গেহঘারং অগম্বা যাবাহং জীবামি তাব মে চত্তারো পচ্চয়ে

“তাহারাও অরহন্ত প্রার্থনা করিয়া বহু পুণ্য কাজ করিয়াছিল। এখন হইতে বিরানসই করল পূর্বে তিষ্য ও ফল্ল নামক দুইজন বুদ্ধ জন্মিয়াছিলেন। ফল্ল বুদ্ধের পিতা ছিলেন মহেন্দ্র নামে এক রাজা। তিনি সম্বোধি প্রাপ্ত হইলে রাজার ছোট ছেলে হইল অগ্রশ্রাবক, পুরোহিতের ছেলে হইল দ্বিতীয় শ্রাবক। রাজা শাস্তার নিকট যাইয়া চিন্তা করিল—“আমার ছোট পুত্র বুদ্ধ, কনিষ্ঠ পুত্র অগ্রশ্রাবক, পুরোহিত পুত্র দ্বিতীয় শ্রাবক,” এই চিন্তা করিয়া তাহাদিগকে অবলোকন করিয়া “বুদ্ধ আমারই, ধর্ম আমারই, সংঘ আমারই” এই ভাবে গদগদ হইয়া তিনবার উদান ঘরে “সেই ভগবান, অরহৎ, সম্যকসম্বুদ্ধকে নমস্কার” বলিয়া শাস্তার পায়ে পড়িয়া কহিল—“ভন্তে, এখন আমার নসই হাজার বৎসর আয়ুষ্কালের প্রাপ্ত সীমায় বসিয়া নিদ্রা যাওয়ার সময়ের মতই হইয়াছে; যতদিন আমি জীবিত থাকি ততদিন অন্তের গৃহ ঘরে না যাইয়া আমার গৃহেই আপনাব খাওয়া পরাদি চারি প্রত্যয়ের

অধিবাসেখা”তি পাটপ্রঃ গহেহা নিবন্ধং বুদ্ধগট্টানং করোতি ।

৩১ । রঞ্জন পন অপরেপি তয়ো পুত্রা অহেত্তং । তেহু  
জ্যেষ্ঠো পক্ষয়োদসতানি পরিবারা, মন্দিমজ ভীনি, কণিষ্ঠো হে ।  
তে “নয়শ্চি ভাতিকং ভোজেজ্জামা”তি পিতরং ওকাসং বাচিহা  
অলভমানা পুনপ্লুনং বাচস্তাপি অলভিহা পচ্চন্তে কুপিতে তজ  
কুপসমনথায় পেলিতা পচ্চন্তং বৃপসমেহা পিতুসন্তিকং আগমিঃসু ।  
অথ তে পিতা আলিজ্জিহা সীসে চুস্বিহা “বরং বো তাতা !  
দম্মী”তি আহ । তে “সাধু দেবা”তি বরং গহিতকং কহা পুন  
কতিপাহচ্চয়েন পিতরা “গণহথ তাতা, বরং”তি বুত্তে—

“দেব, অমহাকং অঞ্চেণ কেনচি অথো নথি, ইতো পট্টায়

ব্যবহা হইবে, আপনি আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন । বুদ্ধ রাজি হইলে  
তিনি নিত্যই বুদ্ধের সেবা করিতে লাগিলেন ।

৩২ । রাজার আরও তিন ছেলে ছিল । তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রের  
পাঁচশত, মধ্যমের তিনশত, কনিষ্ঠের দুইশত করিয়া বোদ্ধা পরিজন ছিল ।  
তাহাদেরও ইচ্ছা হইল দাড়াইকে ভোজন করাইবে । পিতার নিকট গিয়া  
অনুমতি চাহিল কিন্তু পাওয়া গেল না । বারবার চাহিয়াও পাইল না ।  
এমন সময় সীমান্ত প্রদেশে অশান্তি হইল । শান্তি স্থাপনের জন্ত তাহারা  
শ্রেণিত হইল । সীমান্তে শান্তি স্থাপন করিয়া পিতার নিকট ফিরিয়া  
আসিল । পিতা পুত্রদের আলিঙ্গন করত শির চুষন করিয়া বলিলেন—  
“বৎসগণ, তোমাদের বর দিব ।” তাহারা “সাধু দেব,” বলিয়া বর নিতে  
রাজি হইল । আর কিছু দিন পরে পিতা ছেলের বলিলেন—“বাবা,  
কর নাও ।”

তাহারা বলিল—“দেব, আমাদের অন্ত কিছুত দরকার নাই, এই হইতে

ময়ঃ তাতিকং ভোজ্যেভ্যাম্, ইমং নো বরং দেহী"তি আহংসু।

"ন দেমি তাতা"তি।

"নিচ্চক্সলং অদেষ্টা সন্তসংবচ্ছরানি দেখা"তি।

"ন দেমি তাতা"তি।

"ভেনহি ছ, পঞ্চ, চত্তারি, তীণি, বৈ, একং সংবচ্ছরং, সন্ত মাসে, ছমাসে, পঞ্চ মাসে, চত্তারো মাসে, তয়ো মাসেদেখা"তি।

"ন দেমি তাতা"তি।

"হোতু দেব, একেকজ নো একেকং মাসং কহা তয়ো-মাসে দেখা"তি।

"সাদু তাতা, ভেনহি তয়ো মাসে ভোজ্যেখা"তি।

৩২। তেসং পন তিগ্গম্পি একোব কোট্টাগারিকো, একো আয়ুত্তকো, তজ্জ দাদস নহুতং পুরিসপরিবারো। তে তে পক্কোমাপেহা

আমরা দাদাকে ভোজন করাইব, আমাদেরকে এই বর দিন।"

"না বাবা, তাহা দিব না।"

"বরাবরের জন্ত না দেন ত সাত বছরের জন্ত দিন।"

"না বাবা, দেব না।"

"তাহা হইলে ছয়, পাঁচ, চারি, তিন, দুই, এক বৎসর, সাতমাস, ছয় মাস, পাঁচ মাস, চারি মাস, তিন মাসের জন্ত দিন।"

"না বাবা, দেব না।"

"তবে বাবা, আমাদের এক এক জনকে এক এক মাস করিয়া তিন মাস দিন।"

"আচ্ছা বাবা, তাহা হইলে তিন মাস ভোজন করাও।"

৩২। তাহাদের তিন জনেরই এক ভাণ্ডাগারিক, এক কোষাধ্যক্ষ এবং দ্বাদশ অন্ত পরিষদ। তাহারা তাহাদিগকে ডাকাইয়া বলিল—

“ময়ং ইমং তেমাংসং দসসীলানি গহেহা। কাসায়াণি নিবাসেহা  
সখারা সহবাসং বসিআম। তুম্হে এত্তকং নাম দানবট্টং গহেহা  
দেবসিকং মবুতি সহজানং ভিক্ষুং যোধসহজ্ঞ চ নো সৰং  
খাদনীয়ং ভোজনীয়ং সংবত্তেয়্যাথ। ময়ং হি ইতো পট্টায় ন  
কিঞ্চি বস্খামা”তি বদিংসু। তে তয়োপি জনা পরিবারক পুরিস  
সহজং গহেহা দসসীলানি সমাদায় কাসাবনিবথা বিহারে য়েব  
বসিংসু।

৩৩। কোট্টাগারিকো চ আয়ুত্তকো চ একতো হহা তিগ্গং  
ভাতিকানং কোট্টাগারেহি বারেন বারেন দানবট্টং গহেহা দানং  
দেস্তি। কস্মকরানং পন পুত্তা য়াণ্ডত্তাদীনং পন অথায় রোদস্তি,  
তে তেসং ভিক্ষুসংঘে অনাগতেয়েব য়াণ্ডত্তাদীনি দেস্তি।  
ভিক্ষুসংঘজ্ঞ তত্তকিচ্চাবসানে কিঞ্চি অতিরেকং ন ভুত্তপুৰং।  
তে অপন্নভাগে “দারকানং দেমা”তি অন্তনাপি গহেহা খাদিংসু।

“আমরা এই তিন মাস দশশীল নিয়া, কাষার বস্ত্র পরিয়া শান্তার সঙ্গে থাকিব।  
তোমরা এ পরিমাণ দানসামগ্রী নিয়া নব্বইহাজার ভিক্ষুর ও হাজার  
বোদ্ধার খাণ্ড-ভোজ্যের বন্দোবস্ত কর। আমরা ইহার পর আর কিছু  
বলিব না।” তাহার। তিনজনই হাজার পরিজনের সহিত দশশীল গ্রহণ  
করিয়া, কাষারবস্ত্র পরিহিত হইয়া বিহারেই বাস করিতে লাগিল।

৩৩। ভাণ্ডারাদ্যক্ষ ও কোষাদ্যক্ষ একত্র হইয়া তিন ভ্রাতার ভাণ্ডাগার  
হইতে বারে বারে দান-সামগ্রী নিয়া দান দিতে লাগিল। কাষা কারকদের  
ছেলের। য়াণ্ড-ভাতাদির জন্ত রোদন করিত; তাহার। ভিক্ষুসংঘ না আসিতেই  
তাঁহাদের খাণ্ডাইয়া দিত। ভিক্ষুসংঘের ভোজনের পর অতিরিক্ত কিছুই থাকিত  
না। পরে পরে তাহার। ছেলেদের দিতে গিয়া নিজেদের নিয়া খাইতে লাগিল।

মনুপ্রঃ আহারং দিশ্য অধিবাসেতুং নাসস্থিংসু । তে পন চতুরাসীতি  
সহজা অহেতুং । তে সঞ্জ্ঞা দিমদানবটুং খাদিশ্য কায়জ ভেদা  
পদম্মরণা পেত্তিবিসয়ে নিব্বত্তিংসু ।

৩৪ । তেভাতিকা পন পুরিসসহম্মেন সন্ধিং কালং কহা  
দেবলোকে নিব্বত্তিশা দেবলোকা দেবলোকং সংসরন্তা ধেনবুত্তি  
কপ্পে খেপেতুং । এবং তে তয়ো ভাতরো অরহন্তং পথেন্তা তদা  
কল্যাণ কস্মং করিংসু । তে অন্তনা পথিতমেব লভিংসু, নাহং  
মুখং ওলোকেহা দম্মীতি । তদা পন তেসং আয়ুত্তকো বিম্বি-  
সারো অহোসি, কোট্টাগারিকো বিসাখো উপাসকো, তয়ো  
রাজকুমারা তয়ো জটিল অহেতুং । তেসং কস্মকরা তদা পেতেতু  
নিব্বত্তিশা সুগতি দুগ্গতিবসেন সংসরন্তা ইমম্মিং কপ্পে চত্তারি  
বুদ্ধন্তরানি পেতলোকেয়েব নিব্বত্তিংসু ।

ভাল ভাল আহার দেখিয়া লোভ সামলাইতে পারিল না । তাহার সংখ্যার  
চুরাশী হাজার । তাহার সংঘকে দেওয়া দানসামগ্রী খাইয়া মৃত্যুর পর  
প্রেতলোকে গিয়া উৎপন্ন হইল ।

৩৪ । তিন ভাই রাজপুত্র সঙ্গী সহস্রের সহিত কালপ্রাপ্ত হইয়া দেব-  
লোকে গিয়া উৎপন্ন হইল । তাহার দেবলোক হইতে দেবলোকে সঞ্চরণ  
করিতে করিতে বিরানকই কল্প ক্ষেপণ করিল । এইরূপে তাহার তিন  
ভাই অরহন্ত প্রার্থনা করিয়া তখন কল্যাণ কৰ্ম্ম করিয়াছিল । তাহার  
নিজ্জন্মের প্রার্থিত বিষয়ই পাইয়াছে, আমি মুখ দেখিয়া দিই নাই । তখন  
তাহাদের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন বিম্বিসার, ভাণ্ডাগারিক বিসাখ উপাসক, তিন  
রাজকুমার ছিলেন তিন জটিল । তাহাদের কৰ্ম্মচারীরা তখন প্রেতলোকে  
উৎপন্ন হইয়া সুগতি দুর্গতি অনুসারে সঞ্চরণ করিয়া এই কল্পে চারি  
বুদ্ধান্তর প্রেতলোকেই উৎপন্ন হইল ।



৩৫। তে ইমন্নিং কল্পে সরপঠমঃ উগ্নমঃ চতালীসহস্রায়ুকঃ  
ককুসন্ধঃ ভগবন্তঃ উপসংকমিহা “অম্বাহকঃ আহারঃ লভনকালঃ  
আচিক্ষথা”তি পুচ্ছিংসু।

সোপি— “মম তাব কালে ন লভিষ্যথ, মম পচ্ছতো  
মহাপঠবিয়া যোজনমন্তঃ অভিরুন্মহায় কোণাগমনবুদ্ধো নাম  
উগ্নজ্জিহ্বতি, তং পুচ্ছিয়াথা”তি আহ। তে তন্তকঃ কালঃ  
খেপেহা তন্নিং উগ্নমে তং পুচ্ছিংসু।

সোপিচ— “মম তাব কালে ন লভিষ্যথ, মম পন পচ্ছতো মহা-  
পঠবিয়া যোজনমন্তঃ অভিরুন্মহায় কপবুদ্ধো উগ্নজ্জিহ্বতি, তং পুচ্ছিয়া-  
থাতি আহ। তেন বৃত্তকালঃ খেপেহা তন্নিং উগ্নমে তং পুচ্ছিংসু।

সোপি— “মম তাবকালে ন লভিষ্যথ, মম পন পচ্ছতো মহাপঠবিয়া  
যোজনমন্তঃ অভিরুন্মহায় গৌতমো নাম বুদ্ধো উগ্নজ্জিহ্বতি।

৩৫। তাহারা এই কল্পের সর্ব প্রথমে উৎপন্ন চল্লিশ হাজার বছর  
আয়ুক ককুসন্ধ ভগবানের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“আমাদের আহার  
লাভের সময় কবে বলুন।”

তিনি বলিয়াছিলেন—“আমার সময়ে পাইবে না, আমার পরে যখন  
মহাপৃথিবী যোজন মাত্র অভিবৃদ্ধি হইবে, তখন কোণাগমন বুদ্ধ জন্মিবেন,  
তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিও।” তাহারা ততদিন অতিবাহিত করিয়া কোণা-  
গমন বুদ্ধ উৎপন্ন হইলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল।

তিনিও বলিলেন—“আমার সময়ে পাইবে না, আমার পরে যখন  
মহাপৃথিবী যোজন মাত্র অভিবৃদ্ধি হইবে তখন কপবুদ্ধ জন্মিবেন, তাঁহাকে  
জিজ্ঞাসা করিও।” তাহারা ততকাল অতিবাহিত করিয়া তিনি উৎপন্ন  
হইলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল।

তিনিও বলিলেন—“আমার সময়ে পাইবে না, আমার পরে যখন মহা-  
পৃথিবী যোজন মাত্র অভিবৃদ্ধি হইবে তখন গৌতম নামক বুদ্ধ জন্ম হইবেন।

তদা তুম্বাকং ঐতাকো বিম্বিসারো নাম রাজা ভবিষ্যতি, সো সখু-  
দানং দহা তুম্বাকং পত্তিং পাপেজ্জতি, তদা লভিষ্ণথা”তি আহ।

৩৬। তেসং একং বুদ্ধস্তরং স্বে দিবসসদিসং অহোসি।  
তে তথাগতে উপ্পম্বে বিম্বিসাররঞা পঠমদিবসং দানে দিম্বে পত্তিং  
অলভিষ্ণা রত্তিভাগে ভৈরবসদং কহা রঞোঁ অন্তানং দম্ময়িংসু।  
সো পুনদিবসে বেলুবনং আগস্থা তথাগত্তজ তং পবত্তিং অরোচেসি।  
সখা—“মহারাজ, ইতো ঘেনবুত্তিকল্পমথকে ফুজবুদ্ধকালে এতে  
তব ঐতাকা, ভিক্কু সংঘজ দিম্মদানবট্টং খাদিহা পেতলোকে  
নিব্বত্তিহা সংসরন্তা ককুসঙ্কাদয়ো বুদ্ধে পুচ্ছিহা তেহি ইদঞ্চিদঞ্চ  
বুত্তা এত্তকং কালং তব দানং পচ্চাসিংসমানা হীয়েয়া তয়া  
দানে দিম্বে পত্তিং অলভমানা এবমকংসু”তি আহ।

তখন তোমাদের জাতি বিম্বিসার নামক রাজা হইবেন। তিনি শাস্তাকে দান  
দিয়া পুণ্যফল তোমাদের প্রাপ্তি করাইবেন। তখন তোমরা আহাৰ পাইবে।

৩৬। এক বুদ্ধান্তর তাহাদের পক্ষে আগামী কল্যের জ্ঞায় হইল।  
তথাগত উৎপন্ন হইলে বিম্বিসার রাজা যখন প্রথম দিবস দান দিলেন,  
সেই দিন পুণ্য প্রাপ্তি না হওয়ার রাত্ৰিভাগে তাহারা ভৈরব রব করিয়া  
নিজকে রাজার নয়ন গোচর করাইল। তিনি পরদিবস বেণুবনে আসিয়া  
তথাগতকে সেই বৃত্তান্ত শুনাইলেন। শাস্তা কহিলেন—“মহারাজ, এখন  
হইতে বিরানব্বই কল্প পূর্বে কুসুমবুদ্ধকালে ইহারা আপনদের জাতি ছিল।  
ভিক্কুসংঘের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দান-সামগ্রী খাইয়া প্রেতলোকে উৎপন্ন হইয়াছে।  
সেখানে সঞ্চরণ করিতে করিতে ককুসঙ্কাদি বুদ্ধগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া  
তাহাদের মুখে একরূপ একরূপ শুনিয়া এতকাল আপনাদান প্রত্যাশার  
ছিল। গতকল্য আপনি দান দিলেও তাহাদের পুণ্যফল প্রাপ্তি না হওয়ার  
এইরূপ করিয়াছে।

“কিং পন ভন্তে, ইদানিপি দিমে লভিজন্তী”তি ?

“আম মহারাজা”তি ।

৩৭ । রাজা বুদ্ধপমুখং ভিক্ষুসঙ্ঘং নিমন্তেত্বা পুন দিবসে মহাদানং দত্ত্বা “ভন্তে, ইতো তেসং পেতানং দিবসপানং সম্পজ্জতু”তি পত্তিঃ অদাসি । তেসং তথৈব নিক্কন্তি । পুন দিবসে নগ্গা হত্ত্বা অন্তানং দম্বেসুং । রাজা— “অজ্জ ভন্তে, নগ্গা হত্ত্বা অন্তানং দম্বেসুং”তি পুচ্ছি ।

“বথানি তে ন দিমানি মহারাজা”তি ।

পুন দিবসে বুদ্ধপমুখস্স সঙ্ঘস্স চীবরানি দত্ত্বা “ইতো তেসং দিবসবথানি হোন্তু”তি পাপেসি । তং খগগ্গেব ভেসং দিবসবথানি উল্লজ্জিৎসু । পেতন্তভাবং বিজহিত্বা দিবসন্তভাবে সঠহিংসু ।

“ভন্তে, এখন দিলে পাইবে কি ?”

“হাঁ মহারাজ !”

৩৭ । রাজা বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে নিমন্ত্রণ করিয়া পরদিবস মহাদান দিয়া কহিলেন—“ভন্তে, এই পুণ্যের ফলে সেই প্রেতগণ দিব্য অন্ন-পানীয় প্রাপ্ত হউক ।” এই বলিয়া পুণ্য প্রদান করিল । তাহাদের সেইরূপই লাভ হইল । পরদিবস নগ্নাবস্থায় নিজকে রাজার নয়ন গোচর করাইল । রাজা ভগবানের নিকট গিয়া কহিলেন—“ভন্তে, আজ নগ্ন হইয়া দেখা দিয়াছিল ।”

“মহারাজ, আপনি বস্ত্র দেন নাই ।” পরদিবস বুদ্ধপ্রমুখ সংঘকে চীবর দান করিয়া কহিলেন—“ইহাতে তাহাদের দিব্য বস্ত্র লাভ হউক,” এই বলিয়া পুণ্য প্রদান করিল । সেইরূপেই তাহাদের দিব্য বস্ত্র উৎপন্ন হইল । তাহারা প্রেতাশ্রম্যতাব ত্যাগ করিয়া দিব্যাশ্রম্যতাবে সংহিত হইল ।

সথা অনুমোদনং করোন্তো। “তিরোকুড্ডেন্ন তিট্টন্তী”তি আদিনা তিরোকুড্ডানুমোদনং অকাসি। অনুমোদনাবসানে চতুরাসীতিয়া পাণসহজানং ধম্মাভিসময়ো অহোসি। ইতি সথা তেতাতিক-জটিলানং বথুং কথেন্না ইমম্পি ধম্মদেসনং আহরি।

৩৮। “অগ্গসাবকা পন ভন্তে, কিং করিংসু”তি ?

অগ্গসাবকভাবায় পথনং করিংসু। ইতো কল্পসত্তসহ-জাধিকজ হি কল্পানং অসংখ্যেয়জ মথকে সারিপুত্তো ব্রাহ্মণ মহাসালকুলে নিব্বত্তি। নামেন সরদমানবো নাম অহোসি। মোগল্লানো গৃহপতি মহাসারকুলে নিব্বত্তি। নামেন সিরিবজ্জ কুটুম্বিকো নাম অহোসি। তে উত্তোপি সহপংসুকীলায় সহায়কা অহেন্নং। তেন্ন সরদমানবো পিতুঅচ্চয়েন কুলসন্তকং মহাধনং পটিপজ্জিহ্বা একদিবসং রহোগতো চিন্তেসি—“অহং

শাস্তা পুণ্যানুমোদন করিবার সময় “দেওয়ালের আড়ালে দাঁড়াইয়া থাকে” ইত্যাদি বাক্যে ‘তিরোকুড্ড’ হুত্র কহিয়া অনুমোদন করিলেন। অনুমোদনাবসানে চুরাশী হাজার প্রাণীর ধর্মাববোধ হইল। শাস্তা জটিল ভ্রাতৃত্বের কাহিনী কহিয়া এই ধর্মবিশেষনাও (প্রেতগণের বর্ণনা) করিয়াছিলেন।

৩৮। “ভন্তে, অগ্গসাবকেরা কি করিয়াছিলেন?”

“অগ্গসাবকহ প্রার্থনা করিয়াছিল। এই হইতে লক্ষাধিক এক অসংখ্য কল্প পূর্বে সারিপুত্র ব্রাহ্মণ মহাসাল কুলে উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহার নাম ছিল শরদ মানব। মৌদগল্যায়ন গৃহপতি মহাসাল কুলে, তাহার নাম হইয়াছিল শ্রীবর্দ্ধ কুটুম্বিক। তাহার দুইজনে খেলাধুলার সার্থী। তাহাদের মধ্যে শরদ মানব পিতার মৃত্যুর পর বহু পৈতৃক ধনের অধিকারী হইয়া একদিন নির্জনে চিন্তা করিতে লাগিল—“আমি

ইহলোকভাবমেব জানামি নো পরলোকভাবং, জাতসন্তানং  
চ মরণং নার্য ধুবং । ময়া একং পবজ্জং পবজ্জিত্বা মোক্ষধম্ম-  
গবেসনং কাতুং বটুতী”তি । সো সহায়কং উপসংকমিত্বা  
আহ—“সম্ম সিরিবজ্জক, অহং পবজ্জিত্বা মোক্ষধম্মং গবেসিঙ্গামি,  
হং ময়া সন্ধিং পবজ্জিতুং সন্ধিঙ্গসি ন সন্ধিঙ্গসী”তি ?

ন সন্ধিঙ্গামি সম্ম, হং য়েব পবজ্জাহী”তি ।

৩৯ । সো চিন্তেসি—“পরলোকং গচ্ছন্তো, সহায়কে বা  
এগতিমিহে বা গহেত্বা গতো নাম নথি ; অন্তনা কতং অন্ত-  
নোব হোতী”তি । ততো রতনকোটাগারং বিবরাপেত্বা কপণ-  
দ্ধিক বণিকক যাচকানং মহাদানং দত্ত্বা পবতপাদং পবিসিত্বা  
ইসিপবজ্জং পবজ্জি । তন্ম একো ঘে তয়োতি এবং অনু-  
পবজ্জং পবজ্জিত্বা চতুসত্তিসহজ্জমত্তা জাটিল। আহেত্তুং ।

ইহলোকের কথা জানি, পর লোকের কথা জানি না ; যে সব প্রাণী জন্মগ্রহণ  
করিয়াছে তাহাদের মরণ ধ্রুব । কোন রকমের প্রতজ্ঞা নিয়া আমার মোক্ষধর্ম  
অন্বেষণ করাই শ্রেয়ঃ ।” সে সহায়কের কাছে গিয়া বলিল—“বন্ধু শ্রীবর্দ্ধক,  
আমি প্রতজ্ঞা নিয়া মোক্ষধর্মের অন্বেষণ করিব, তুমি আমার সঙ্গে  
প্রতজ্ঞিত হইতে পারিবে কি-না ?”

“না বন্ধু, পারিব না ; তুমিই প্রতজ্ঞিত হও ।”

৩৯ । পরদ মানব চিন্তা করিল—“পরলোকে যাওয়ার সময় সহায়ক  
বা জাতি-মিত্র কাহাকেও কেহ নিয়া যায় না ; নিজের কৃত কর্মই নিজের  
হয় ।” তৎপর সে রত্ন কোষাগার খোলাইয়া দীন ভিক্ষারীদিগকে বহুদান  
দিয়া পরিত পাবনুলে গিয়া ঋষি প্রতজ্ঞা গ্রহণ করিল । অতঃপর একজন  
হইজন করিয়া প্রতজ্ঞা নিয়া চুয়াত্তর হাজার জটিল হইল ।

সো পঞ্চ অভিশ্রু অষ্ট চ সমাপত্তিযো নিব্বত্তেহা তেষাং জটিলানঃ  
কসিনপরিব্রজঃ আচিচ্ছি । তে সৰ্বে পঞ্চ অভিশ্রু অষ্টসমাপত্তিযো  
নিব্বত্তেহুং ।

৪০ । তেন সময়েন অনোমদম্পী নাম বুদ্ধো লোকে উদপাদি ।  
নগরং বন্ধুমতী নাম অহোসি, পিতা যশবন্তো নাম খত্তিয়ো,  
মাতা যশোধরা নাম দেবী, বোধি অৰ্জুনবৃক্ষো, নিসত্তো চ  
অনোমো চ বে অগসাংবকা, বরুণো নাম উপট্টাকো, সুল্লরা চ সূমনা  
চ বে অগসাংবিকা, আয়ু বজ্রসত্তসহস্রং অহোসি, সরীরং অট্ট-  
পত্রাসুহস্রুকেধং, সরীরপ্লভা দ্বাদসয়োজনং করি, তিস্সু সত্তসহস্র-  
পরিবারো ভাহোসি ।

সে পঞ্চ অভিজ্ঞা + ও অষ্ট সমাপত্তি \* উৎপন্ন করিয়া সেই জটিলদের  
'কুৎস্ন পরিব্রজ' নামক ধ্যানাঙ্গ সঙ্কে উপদেশ দিল । তাহার সঙ্কে  
পঞ্চ অভিজ্ঞা ও অষ্ট সমাপত্তি লাভ করিল ।

৪০ । সেই সময় অনোমদম্পী নামক বুদ্ধ সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া-  
ছিলেন । বন্ধুমতী নগর তাঁহার জন্ম স্থান, যশোবন্ত নামক ক্ষত্রিয় তাঁহার  
পিতা, যশোধরাদেবী মাতা, অৰ্জুন বৃক্ষ বোধিক্রম, নিসত্ত ও অনোম দুই  
অগ্রশ্রাবক, বরুণ উপস্থাপক, সুল্লরা ও সূমনা দুই অগ্রশ্রাবিকা, আয়ুপ্রমাণ  
ছিল লক্ষ বৎসর, শরীর ছিল আটান্ন হস্ত দীর্ঘ, শরীরের প্রভা দ্বাদশ  
যোজন ক্ষুরিত হইত । শতসহস্র তিস্সু তাঁহার পরিজন ছিল ।

+ ঋদ্ধি বিধ জ্ঞান, দিবা শ্রোত্র জ্ঞান, পরচিত্ত বিজ্ঞান জ্ঞান, পূৰ্ব্বনিবাসানুস্মৃতি  
জ্ঞান ও দিব্যচক্ষু জ্ঞান ।

\* রূপাবচর (১) প্রথম ধ্যান, (২) দ্বিতীয় ধ্যান, (৩) তৃতীয় ধ্যান,  
ও (৪) চতুর্থ ধ্যান এবং (১) আকাশ অনন্ত (২) বিজ্ঞান অনন্ত, (৩)  
আকিঞ্চন আয়তন, (৪) না সংজ্ঞা না অসংজ্ঞা আয়তন এই চারি অরূপাবচর ধ্যান ।  
চারি রূপাবচর ধ্যান ও চারি অরূপাবচর ধ্যান এই দোট অষ্টবিধ ধ্যানকে অষ্ট  
সমাপত্তি বলে ।

৪১। সো একদিবসং পচ্চসকালে মহাকরণা সমাপত্তিতো  
 বুটায় লোকং ওলোকেন্তো সরদ তাপসং দিষ্টা “অন্ত্ৰ ময়হং  
 সরদতাপসজ সন্তিকং গতপচ্চয়েন ধন্যদেসনা চ মহতী ভবিষ্যতি,  
 সো চ অগ্গসাবকটানং পথেন্নতি, তজ্জ সহায়কো সিরিবজ্জক  
 সেট্ঠিকুটুস্বিকো দুত্তিয়সাবকটানং পথেন্নতি, দেসনাপরিয়োসানেব  
 চজ পরিবারা চতুসত্তিসহজা জটিল। অরহন্তঃ পাপুণিগ্গন্তি।  
 ময়া তথ গন্তুং বট্টতী”তি। অন্তনো পত্ততীবরং আদায় অগ্রং  
 কিঞ্চি অনামস্তুহা সীহো বিয় একচরো হহা সরদতাপসজ  
 অস্তুেবাসিকেসু ফলাফলখায় গতেসু “বুদ্ধভাবং জানাতু”তি  
 অধিষ্ঠাহিহা পজন্তুজেব সরদতাপসজ আকাশতো ওতরিহা পঠবিয়ং  
 পতিট্টাসি।

৪১। তিনি একদিন প্রত্যুষে মহাকরণাসমাপতি ধ্যান হইতে উঠিয়া  
 বুদ্ধ-চক্ষুতে ত্রিলোক অবলোকন করিতে করিতে শরদ তাপসকে দেখিতে  
 পাইলেন। দেখিলেন—“অন্ত্ৰ আমি শরদ তাপসের নিকট গেলে মহাধর্ম  
 দেশনা হইবে, সে অগ্রশ্রাবকের স্থান প্রার্থনা করিবে, তাহার বন্ধু শ্রীবদ্ধক  
 কুটুস্বিক দ্বিতীয় শ্রাবকের স্থান প্রার্থনা করিবে, দেশনা অবসানে তাহার  
 অমুচর চুয়াত্তর হাজার জটিল অরহন্ত পাইবে। আমাকে তথায় যাইতে  
 হইবে।” এই চিন্তা করিয়া নিজের পাত্র-চীবর নিলেন এবং অন্ত্ৰ আর  
 কাহাকেও না ডাকিয়া সিংহের জায় একাকী চলিলেন। শরদ তাপসের  
 শিষ্যেরা ফল-মূল আহরণ করিতে গেলে “সে বুদ্ধভাব জানুক” এই অধিষ্ঠান  
 করিয়া শরদ তাপসের নয়ন পথবর্তী হইয়া আকাশ হইতে নামিয়া ভূমিতে  
 দাঁড়াইলেন।

৪২। সরদতাপসো বুদ্ধানুভাবকেব সরীরনিষ্কৃতিক দিশ্বা  
লক্ষণমন্তে সন্মসিহা ইমেহি লক্ষণেহি সমম্মাগতো নাম অগার-  
মন্তে বসন্তো রাজাহোতি চক্রবন্তি, পবজন্তো লোকে বিবন্তচ্ছন্দো  
সব্বত্রু বুদ্ধো হোতি, অয়ং পুরিসো নিঅংসয়ং বুদ্ধোতি জানিহা  
পচ্চুগমনং কহা পঞ্চপতিট্ঠিতেন বন্দিহা আসনং পপ্রাপেহা  
অদাসি। নিসীদি ভগবা পপ্রভাসনে। সরদ তাপসোপি অন্তনো  
অমুচ্ছবিকং আসনং গহেহা একমন্তং নিসীদি।

৪৩। তস্মিং সময়ে চতুসন্ততিসহস্রা জটিলানি পণীতানি পণী-  
তানি, ওজবন্তানি ফলাফলানি গহেহা আচরিয়ন্ত সন্তিকং সম্পত্তা  
বুদ্ধানং চেব আচরিয়ন্ত চ নিসিদ্দাসনং ওলোকেহা আহংহু—  
“আচরিয় ময়ং ইমস্মিং লোকে তুমেহি মহন্ততরো নখীতি  
বিচরাম, অয়ং পন পুরিসো তুমেহি মহন্ততরো মণ্ণে”তি!

৪২। শরদ তাপস বুদ্ধানুভাব ও শরীরের লক্ষণ দেখিয়া লক্ষণ শাস্ত্রের  
মতে মিলাইয়া ঠিক করিল—এমন লক্ষণ যাহার তিনি গৃহবাসে থাকিলে  
চক্রবন্তী রাজা হন, প্রব্রজিত হইলে ভূম্যাক্ষর করিয়া সর্বজ্ঞ বুদ্ধ হন,  
এই পুরুষ নিশ্চয়ই বুদ্ধ, সংশয় নাই; ইহা জানিয়া প্রত্যাগমন করিল  
এবং পঞ্চাঙ্গ বন্দনা করিয়া আসন পাতিয়া দিল। ভগবান তাহার দেওয়া  
আদর্শে বসিলে, শরদ তাপস ও আপনার যোগ্য আসন নিয়া এক পাশে  
বসিল।

৪৩। সে সময়ে চুয়াত্তর হাজার জটিল সরস ওজস্বণ বিশিষ্ট কল-মূল  
আহার্য করিয়া আচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইল। তাহার বুদ্ধের ও আচার্য্যের  
বসার আসন দেখিয়া বলিল—“আচার্য্য, আমরা মনে করিয়াছিলাম,  
এই সংসারে আপনার চেয়ে বড় কেহই নাই, কিন্তু এই মহাপুরুষ আপ-  
নার চেয়েও শ্রেষ্ঠতর বলিয়া মনে হয়!”



“তাতা, কিং বদেধ ? সাসপেন সন্ধিং অট্টমট্টিয়োজননত-  
সহজুকেধং সিমেকং সমং কাতুং ইচ্ছথ ? সব্বপ্রবুজেন সন্ধিং  
মমং উপমং মা করিথ পুতকা”তি ! অথ তে তাপসা “সচায়াং  
পুরিসো ইত্তরসন্তো অভবিজ্ঞ ন অম্মাকং আচরিয়ো এবরুপং উপমং  
আহরিসতি, যাব মহা বতায়ং পুরিসো”তি, সবেব পাদেষু  
নিপতিহা সিরসা বন্দিংসু ।

৪৪ । অথ তে আচরিয়ো আহ— “তাতা, অম্মাকং বুজানং  
অমুচ্ছবিকো দেয়াধম্মো নপি, সথা চ ভিক্ষাচারবেলায়াং ইধাগতো,  
ময়ং যথাবলং দেয়াধম্মং দান্নাম, তুম্হে যং যং পণীতং ফলাফলং তং  
তং আহরথা”তি । আহরাপেহা হথে ধোবিহা সয়ং তথাগতজ পত্তে  
পতিট্টাপেসি । সথারা ফলাফলং পটিগাহিতমন্তেয়েব দেবতা দিব্বোজ্জং  
পচ্ছিপিংসু । সো তাপসো উদকম্পি সয়মেব পরিআবেহা অদাসি ।

“কি বলিতেছ বৎসগণ ! আটংটিশত যোজন উচ্চ সিনেরুর সঙ্গে সরিষার  
তুলনা করিতে ইচ্ছা কর ? বাছাগণ, সকল বুদ্ধের সঙ্গে আমার উপমা  
করিও না ।” অতঃপর সেই তাপসেরা ভাবিল—“যদি এই লোকটি সামান্য  
হইতেন আমাদের আচার্য্য এইরূপ উপমা সংগ্রহ করিতেন না ; ইনি  
মহাপুরুষই হইবেন । তাহার সকল তাঁহার পায়ে মাথা নত করিয়া  
বন্দনা করিল ।

৪৫ । অতঃপর আচার্য্য তাহাদিগকে বলিল—“বৎসগণ, বুদ্ধের বোণা  
আমাদের দেয় কিছু নাই, শাস্তাও ভিক্ষার সময় এখানে আসিয়াছেন,  
আমরা যাহা পারি দিব, তোমরা যেসব ভাল ফল-মূল আনিয়াছ তাহা  
নিয়া আস ।” তাহা আনিয়া হাত ধুইয়া নিজে তথাগতের  
পাত্রে রাখিল । শাস্তা ফল-মূল প্রত্যাগ্ৰহণ করিবা মাত্রই দেবতার  
দ্বিবা ওজ প্রক্ষেপ করিল । সে তাপস জলও নিজে ছাঁকিয়া দিল ।

সো ততো। তত্চকিচ্চং কহা নিসিমে সথরি সবে অস্তেবাসিকে পকোসিহা সথুসন্তিকে সারাণীয়কথং কথেষ্টো নিসীদি। সথা“বে অগ্গসাবকা ভিক্ষুসংঘেন সন্ধিং আগচ্ছন্তু”তি চিস্তেসি। তে সথু চিত্তং ঐত্ত্বা সতসহস্রাণ্যসবপরিবারা আগত্ত্বা সথারং বন্দিয়া একমন্তং অর্চয়ন্তু।

৪৫। ততো সরদতাপসো অস্তেবাসিকে আমন্তেসি—  
“তাতা, বুদ্ধানং নিসিদ্ধাপনম্পি নীচং, সমণসতসহস্রানম্পি আসনং নথি, তুমহেহি অজ্জ উলারং বুদ্ধসঙ্কারং কাতুং বটুতীতি। পব্বতপাদতো বগ্গক্কসম্পন্নানি পুফ্ফানি আহরথা”তি। কখন-  
কালো, পপক্ষে বিয় হোতি, ইদ্ধিমতো পন ইদ্ধিবিসয়ো অচিস্তেয়োতি। মুহন্তেনেব তে তাপসা বগ্গক্কসম্পন্নানি পুফ্ফানি আহরিয়া বুদ্ধানং যোজনপ্পমাণং পুফ্ফানং পঞাপেস্তু।

তৎপর শাস্তা ভোজন সমাপন করিয়া বসিলে শিষ্যগণকে ডাকিয়া শাস্তার নিকট বসিয়া শ্রবণীয় (সারবান) কথা বলিতে লাগিল। শাস্তা মনে মনে চিন্তা করিলেন—“অগ্রশ্রাবক ছয় ভিক্ষুসংঘ সহ আমুক।” তাহার শাস্তার মনোভাব জানিয়া শতসহস্র ক্ষীণাসবে পরিবৃত হইয়া আসিয়া শাস্তাকে বন্দনা করতঃ একপাশে দাঁড়াইল।

৪৫। অতঃপর শরদ তাপস শিষ্যদিগকে ডাকিয়া বলিল—“বাবারা! বুদ্ধের বসিবার আসনও নীচ হইয়াছে, শতসহস্র শ্রমণদের বসিবার আসনও নাই, তোমাদের আজ জাঁকালো রকমের বুদ্ধপূজা করিতে হইবে। পাহাড়ের তলদেশ হইতে সুন্দর সুন্দর সুগন্ধ ফুল নিয়া আস।” বলিতে যাহা সময় লাগিল তাহা যেন বিলম্বই করা হইল, শ্রদ্ধিমানদের শ্রদ্ধির বিষয় অচিস্তনীয়। মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে তাপসেরা সুন্দর ও সুগন্ধ পুষ্পরাশি আনিয়া বুদ্ধকে যোজন প্রমাণ পুষ্পাদন রচনা করিয়া দিল।

উভিন্নং অগ্গসাবকানং তিগাবুতং, সেসভিস্থু নং অজ্জয়োজনিকাদিভেদং,  
সজ্জনবকজ্জ উসত্তমত্তং অহোসি। কথং একস্মিং অজমপদে তাব  
মহন্তানি আসনানি পঞত্তানীতি ন চিস্তেত্তবং, ইচ্ছিবিসয়ো হেস।

৪৬। এবং পঞত্তেনু আসনেনু সরদতাপসো তথাগত্তজ  
পুরতো অঞ্জলিং পগ্গয়হ ঠিতো “ভস্তু, ময়হং দীঘরত্তং হিতায়  
সুখায় ইমং পুপ্পাসনং অভিরুযহথা”তি আহ। তেন বুত্তং :—

“নানাপুপ্পঞ্চ গন্ধঞ্চ সন্নিপাতেত্বা একতৌ,

পুপ্পাসনং পঞপেত্বা ইদং বচনমব্রুবি।

ইদং মে আসনং বীর পঞত্তং তবমুচ্ছাবং,

মম চিত্তং পসাদেস্তো নিসীদ পুপ্পাসনে।

অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের ত্রি-গবুতি \* প্রমাণ, অবশিষ্ট ভিক্ষুদের অর্ধ বোজন হইতে  
আরম্ভ করিয়া সজ্জনবকের উসত্তম : মান্ন পর্য্যন্ত আসন রচিত হইল।  
এক আশ্রমে সেই মহা মহা আসন রচিত হইল কি করিয়া, তাহা চিন্তা  
করিও না; এই সব ধ্বঙ্গির বিষয়।

৪৬। এইরূপে আসন রচিত হইলে শরদ তাপস তথাগতের সম্মুখে  
কৃতাজ্জলিপুটে দাঁড়াইয়া কহিল— “ভস্তু, আমার চিরদিনের হিতের  
ও সুখের জন্ত এই পুপ্পাসনে উঠিয়া বসুন।” তাই বলা হইয়াছে—

“নানাপুপ্পঞ্চ গন্ধঞ্চ সন্নিপাতেত্বা একতৌ,

পুপ্পাসনং পঞপেত্বা ইদং বচনমব্রুবি।

‘ওহে বীর! রচিয়াছি তবযোগ্য এ আসন,

পুপ্পাসনে বস মোর চিত্ত করি প্রসাদন।’

সত্তরতিন্দ্রিৎ বুদ্ধো নিসীদি পুষ্কমাসনে,  
মম চিত্তং পলাদেহা হাসয়িত্বা সদেবকে”তি ।

৪৭ । এবং নিসিয়ে সখরি যে অগ্নিশ্রবকা সেনভিক্স্ চ  
অন্তনো অন্তনো পত্নাসনে নিসীদিংসু । সরদতাপসো মহন্তঃ  
পুষ্কচ্ছতঃ গহেহা তথাগতজ মথকে ধারেস্তো অট্টাসি । সখা—  
“জটিলানং অয়ং সকারো মহপ্ফলো হোতু”তি নিরোধসমাপত্তিঃ  
সমাপজ্জি । সখু সমাপত্তিঃ সমাপন্নভাবং ঞ্জহা যে অগ্নিশ্রবকাপি  
সেনভিক্স্ পি সমাপত্তিঃ সমাপজ্জিংসু । তথাগতো সত্তাহং নিরোধ-  
সমাপত্তিঃ সমাপজ্জিত্বা নিসিয়ে অন্তেবাসিকা ভিক্ষাচারকালে  
সম্পত্তে বনমূলফলাফলং পরিভুঞ্জিত্বা সেনকালে বুদ্ধানং অঞ্জলিং  
পলায়ত তিট্ঠন্তি । সরদতাপসো পন ভিক্ষাচারম্পি অগন্ত্বা পুষ্ক-  
চ্ছতঃ ধারয়মানোব সত্তাহং পীতিমুখেন বীতিনামেসি ।

বুদ্ধ সন্ত অহোরাত্র চিত্ত আমার তুমিয়া,  
পুষ্কাসনে বসেছিল নর-দেবে উল্লাসিয়া ।”

৪৭ । এইরূপে শাস্তা বসিলে দুই অগ্নিশ্রবক ও অপর ভিক্ষুরা আপন  
আপন আসনে গিয়া বসিল । শরদ তাপস এক খানা বড় ফুলের ছাতা  
তথাগতের মাথার উপর ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল । শাস্তা— “জটিলদের  
এই সংস্কার মহা ফল দায়ক হউক” এই মনে করিয়া নিরোধ সমাপত্তি  
ধ্যানে মগ্ন হইলেন । শাস্তা সমাপত্তিতে নিবিষ্ট হইয়াছেন জানিয়া দুই  
অগ্নিশ্রবক ও অপর ভিক্ষুরা সমাপত্তি ধ্যানে মগ্ন হইল । তথাগত সত্তাহ  
নিরোধ সমাপত্তিতে নিবিষ্ট হইয়া থাকিলে শরদের শিষ্যেরা ভিক্ষার সময়  
উপস্থিত হইলে বনের ফলমূল খাইয়া আর বাকী সময় বুদ্ধের সম্মুখে  
কৃতাজ্জলি হইয়া থাকিত । শরদ তাপস কিন্তু ভিক্ষায়ও না যাইয়া ফুলের  
ছাতা ধরিয়াই সত্তাহ প্রীতি-মুখে অভিবাতিত করিল ।

৪৮। সখা নিরোধা বুট্টায় দক্ষিণপল্লো নিসিন্নং অগ্গদাবকং  
 নিসত্তথেরং আমন্তেসি— “নিসত্ত, সঙ্কারকারকানং তাপসানং  
 পুস্ফাসনানুমোদনং করোহী”তি । থেরো চক্রবত্তিরণ্ণো সত্ত্বিকা  
 পটিলক্কা মহালাভো মহাযোধো বিয়্য তুট্টমানসো সাবকপারমীঞাণে  
 ঠহা পুস্ফাসনানুমোদনং আরভি । তস্মৈ দেসনাবসানে তুত্তিয়-  
 সাবকং আমন্তেসি— “তুস্পি ভিক্কু, ধম্মং দেসেসী”তি । অনোম-  
 থেরো তেপিটকং বুদ্ধবচনং সম্মসিদ্ধা ধম্মং কথেসি । দ্বিন্নং  
 সাবকানং দেসনায় একজ্ঞাপি অতিসময়ো নাহোসি । অথ সখা  
 অপরিমাণে বুদ্ধবিসয়ে ঠহা ধম্মদেসনং আরভি । দেসনাবসানে  
 ঠপেত্ত্বা সরদতাপসং সবেপি চতুসত্ততিসহস্স জটিল্লা অরহত্তং  
 পাপুণিংসু । সখা— “এথ ভিক্কবে”তি তথং পসারেসি ।

৪৮। শান্তা নিরোধ সমাপত্তি হইতে উঠিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট  
 অগ্রশ্রাবক নিসত্ত স্থবিরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—“নিসত্ত, সংকার-  
 কারী তাপসদের পুস্পাসন অমুমোদন কর ।” রাজচক্রবর্তী হইতে মহা-  
 পুরস্কার লাভী মহাযোধের তায় স্থবির সন্তুষ্ট চিত্ত হইয়া শ্রাবক পারমী-  
 জ্ঞানে স্থিত হইতে পুস্পাসন অমুমোদন করিতে আরম্ভ করিল । তাহার  
 দেশনা শেষ হইলে শান্তা দ্বিতীয় শ্রাবককে ডাকিয়া বলিলেন— “ভিক্কু,  
 তুমিও ধম্মদেশনা কর ।” অনোম স্থবির ত্রিপিটক বুদ্ধবচন অবলম্বন করিয়া  
 ধম্ম ব্যাখ্যা করিল । শ্রাবকদ্বয়ের দেশনায় একজনেরও জনোন্মেষ হইল  
 না । অতঃপর শান্তা অপরিমাণ বুদ্ধ বিষয়ে স্থিত হইয়া ধম্ম দেশনা করিতে  
 আরম্ভ করিলেন । দেশনা শেষ হইলে শরদ তাপস ছাড়া চুয়াত্তর হাজার জটি-  
 লের সকলেই অর্হত্ত পাইল । “এম ভিক্কুগণ !” বলিয়া শান্তা হাত বাড়াইলেন ।

ভেসং তাবদেব কেসমজ্জুনি অন্তরধায়িংহু, অট্টপরিচ্ছারা কারে পটিমুজ্জা চ অহেত্তং ।

৪৯ । সরদতাপসো কস্মা অরহন্তং ন পত্তোতি ? বিক্খিত্ত-  
চিহ্নত্তা । তজ্জ কির বুজ্জানং ছুত্তিরাসনে নিসীদিহা সাবকপারমী  
এগাণে ঠহা ধম্মং দেসয়তো অগ্গসাবকজ্জ ধম্মাদেসনং সোতুং  
আরজ্জকালতো পট্টায় “অহো ! বতাহম্পি অনাগতে উল্লজ্জনকজ্জ  
বুজ্জ সাসনে ইমিনা সাবকেন পটিলজ্জ ধুরং পটিলভেয়্যন্তি”  
চিহ্নং উল্লজ্জি । সো ভেন পরিবিতকেন মগ্গফলপটিবেধং কাতুং  
নাসম্মি । তথাগতং পন বন্দিহা সম্মুখে ঠহা আহ—“ভন্তে,  
তুম্বাহকং অন্তরাসনে নিসিম্মো তিচ্ছু তুম্বাহকং সাসনে কো নান্ন  
হোতী”তি ?

তখনই তাহাদের কেশ-শাশ্র অস্তহিত হইল, অষ্ট পরিষ্কার \* শরীরে  
আসিয়া লাগিল ।

৪৯ । শরদ তাপস কেন অর্হন্ত পাইল না ? তাহার মন বিক্খিত্ত  
হইয়াছিল বলিয়া । বুদ্ধের দ্বিতীয় আসনে বসিয়া শ্রাবকপারমী জ্ঞানে  
হিত হইয়া অগ্রশ্রাবক যে ধর্ম্ম বেশনা করিয়াছিল তাহা শুনিতে আরম্ভ  
করিবার কাল হইতে তাহার মন হইল—“অহো ! নিশ্চয়ই আমি ভবিষ্যতে  
যে বুদ্ধ হইবেন তাহার শাসনে এই শ্রাবকের প্রাপ্ত ধুর পাইতাম !” সে  
এই পরিবিতর্কের জন্ত মার্গফল বৃদ্ধিতে পারে নাই । সে তথাগতকে  
বক্ষনা করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল—“ভন্তে, আপনার নিকটবর্তী আসনে  
ঐ যে তিকু বসিয়া আছেন. উনি আপনার শাসনে কে হন ?

\* ত্রিচীবর [ (১) একখানি সংখাটি বা ছই পাটা চীবর, (২) একখানি উত্তরা-  
সঙ্গ বা গায়ের একপাটা চীবর, (৩) একখানি পরিধানের চীবর ], (৪) তিক্কাপাত্র,  
(৫) পুর বা ছুরি, (৬) সঁচ, (৭) কোদর বকনী, (৮) জল চাঁকিবার বস্ত্র রজ্জ ।

“ময়া পবত্তিতং ধম্মচক্রং অমুপবন্তেষ্টো সোপি সাবক-  
পারমী এণাণজ কোটিল্লন্তো সোল্লসপঞা পটিবিজ্জিত্বা ঠিতো ময়হং  
সাসনে অগ্গসাবকো নাম এসো”তি ।

“ভন্তে, য্বায়ং ময়া সত্তাহং পুপ্পছত্তং ধারেন্তেন সকারো  
কতো, অহং ইমজ ফলেন অঞং সত্তত্তং বা বুদ্ধত্তং বা ন  
পথেমি, অনাগতে পন অয়ং নিসত্তথেরো বিয় একজ বুদ্ধজ  
অগ্গসাবকো ভবেয়্য”তি পথনং অকাসি ।

৫০ । সথা— “সমিচ্ছিন্নতি মুখো ইমজ পুরিসজ পথনা”তি  
অনাগতংসঞাণং পেসেত্তা ওলোকেন্তো কল্পসত্তসহজাধিকং একং  
অসংখ্যেয়ং অতিকমিত্বা সমিচ্ছন্নভাবং অদস । দিস্সা সরদ-  
তাপসং আহ— “ন তে অয়ং পথনা মোঘা ভবিম্মতি । অনাগতে  
পন কল্পসত্তসহজাধিকং একং অসংখ্যেয়ং অতিকমিত্বা গোতমো নাম

“সে আমার শাসনে অগ্রশ্রাবক, সে আমার প্রবর্তিত ধর্মচক্রের অমু-  
প্রবর্তক ও শ্রাবক পারমী জ্ঞানের চরম সীমা প্রাপ্ত, ঘোড়শ প্রজ্ঞা  
তাহার পরিজ্ঞাত হইয়াছে ।”

“ভন্তে, আমি যে সত্তাহ পুপ্পছত্র ধরিয়া সংকার করিয়াছি, আমি  
ইহার ফলে ইন্দ্রজ বা ব্রহ্মজ কিছুই চাহি না, এই নিসত্ত স্থবিরের জায়  
ভবিষ্যতে কোন এক বৃত্তের যেন অগ্রশ্রাবক হই ।” এই বলিয়া প্রার্থনা  
করিল ।

৫০ । “শান্তা ভবিষ্যৎ জ্ঞানের পরিচালনা করিয়া “এই ব্যক্তির  
প্রার্থনা সফল হইবে কি-না দেখিতে লাগিলেন । দেখিলেন— শত  
সহস্র কল্পাধিক এক অসংখ্য অতিক্রমের পর সফল হইবে । তাহা  
দেখিয়া শরদ তাপসকে কহিলেন— “তোমার এই প্রার্থনা ব্যর্থ হইবে  
না । ভবিষ্যতে লক্ষাধিক এক অসংখ্য কল্প পরে গোতম নামে

বুদ্ধো লোকে উল্লজ্জিঅতি, তন্ম মাতা মহামায়ী নাম দেবী  
ভবিঅতি, পিতা শুদ্ধোদনো নাম রাজা ভবিঅতি, পুত্তো রাহুলো  
নাম, উপঠাকো আনন্দো নাম, দুতিয়সাবকো মোগ্গল্লানো নাম,  
হং পনঅ অগ্গসাবকো ধম্মসেনাপতি সারিপুত্তো নাম ভবি-  
অতী”তি । এবং তাপসং ব্যাকরিয়া ধম্মকথং কথেষা ভিক্ষুসঙ্ঘ-  
পরিবুতো আকাসং পঞ্চন্দি ।

৫১ । সরদতাপসোপি অস্ত্রবাসিকথেরানং সন্তিকং গম্বা  
সহায়কঅ সিরিবডক কুটুম্বিকঅ সাসনং পেসেসি— “ভন্তে,  
ময়ং সহায়কঅ বদেথ, সহায়কেন তে সরদতাপসেন অনোমদঙ্গী  
বুদ্ধঅ পাদমূলে অনাগতে উল্লজ্জনকঅ গোতমবুদ্ধঅ সাসনে  
অগ্গসাবকট্টানং পথিতং, হং দুতিয় সাবকট্টানং পথেহী”তি ।

এক বুদ্ধ জগতে উৎপন্ন হইবেন । তাঁহার মাতা হইবেন মহামায়ী নামী দেবী,  
পিতা হইবেন শুদ্ধোদন নামক রাজা, পুত্র হইবে রাহুল, সেবক আনন্দ  
নামক ভিক্ষু, দ্বিতীয় শ্রাবক মহামোদগল্যায়ণ, তুমি তাঁহার ধর্ম্ম-সেনাপতি  
সারিপুত্র নামক অগ্রশ্রাবক হইবে ।” শাস্তা তাপসকে এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী  
প্রকাশ করিয়া, ধর্ম্ম কথা বলার পর ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিবৃত্ত হইয়া আকাশ  
পথে গমন করিলেন ।

৫১ । শরদ তাপসও শিষ্য হ্রিবিরদের নিকট গিয়া বদ্ধ শ্রীবর্দ্ধক  
কুটুম্বিকের নিকট এই বলিয়া সংবাদ পাঠাইল— “ভন্তে, আপনারা আমার  
বদ্ধ শ্রীবর্দ্ধক কুটুম্বিককে বলুন যে—তোমার বদ্ধ শরদ তাপস ভবিষ্যদ্বুদ্ধ  
গোতমের শাসনে অগ্রশ্রাবক হইবার জন্ত অনোমদঙ্গী বুদ্ধের পাদ-  
মূলে প্রার্থনা করিয়াছে, তুমি দ্বিতীয় শ্রাবকের স্থান প্রার্থনা কর ।”



এবং পন বহা খেরেহি পুরেতরমেব একপঞ্জন গস্তা 'সিরিবড়কজ  
নিবেসনবারে অট্টাসি। সিরিবড়কো— “চিরজং বত মে অয়ো  
আগতো”তি আসনে নিসীদাপেহা অন্তনা নীচতরে আসনে  
নিসিলো “অন্তেবাসিকপরিসা পন বো ভন্তে, ন পপ্রায়ন্তী”তি  
পুচ্ছি।

“আম সন্ম, অমহাকং অন্মং অনোমদঙ্গীবুদ্ধো আগতো,  
ময়ং তন্ম অন্তনো বলেন সন্ধারে অকরিমহ। সখা সন্ধেসং  
ধম্মং দেসেসি। দেসনা পরিয়োসানে ঠপেহা মং সেসা অরহত্তং  
পহা পবজিংসু। অহং সখু অগ্গসাবকং নিসভথেয়ং দিস্বা  
অনাগতে উল্লঙ্খনকন্ম গোতমবুদ্ধস নাম সাসনে অগ্গসাবকট্টানং  
পথেসিং। ত্বম্পি তন্ম সাসনে দুতিয়সাবকট্টানং পথেহী”তি।

“ময়হং বুদ্ধেহি সন্ধিং পরিচয়ো নথি ভন্তে”তি।

এইরূপ বলিয়া পাশ কাটিয়া স্থবিরদের আগে গিয়া শ্রীবর্দ্ধকের গৃহদ্বারে দাঁড়াইল।  
শ্রীবর্দ্ধক “বহুদিন পরে আমার আর্ধ্য আসিয়াছেন” বলিয়া আসনে বসাইয়া  
স্বয়ং নীচতর আসনে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“ভন্তে, আপনার শিষ্য-  
দিগকে যে দেখা বাইতেছেন?”

“হাঁ বদ্ধ, আমাদের আশ্রমে অনোমদর্শী বুদ্ধ আসিয়াছিলেন, আমরা  
তাহাকে আমাদের যথাশক্তি সংকার করিয়াছিলাম। শান্তা সকলকে  
ধর্মোপদেশ দিয়াছিলেন। দেশনা অবসানে আমি ছাড়া অপর সকলে  
অর্হৎ পাইয়া প্রব্রজিত হইয়াছে। আমি শান্তার অগ্রপ্রাবক নিসভ স্থবিরকে  
দেখিয়া ভবিষ্যবুদ্ধ গোতমের শাসনে অগ্রপ্রাবক স্থান প্রার্থনা করিয়াছি।  
তুমিও তাঁহার শাসনে দ্বিতীয় প্রাবক স্থান প্রার্থনা কর।”

“বুড়ের সঙ্গে আমার পরিচয় নাই ভন্তে!”

• “বুদ্ধেহি সন্ধিঃ কখনং ময়্যহং ভারো হোতু, ঙং মহন্তঃ  
অধিকারং সঙ্জেহী”তি ।

৫২ । সিরিবড়ো তন্ন বচনং শ্রুত্বা অন্তনো নিবেসনদ্বারে  
রাজমানেন অট্টকরীসমন্তঃ ঠানং সমতলং কারেত্বা বালিকং  
ওকিরাপেত্বা লাজপঞ্চমানি পুশ্ফানি বিকিরাপেত্বা নীলুপ্পলচ্ছদনং  
মণ্ডপং কারেত্বা বুদ্ধাসনং পঞ্জাপেত্বা সেসভিক্ষুন্স্পি আসনানি  
পটিয়াদেত্বা মহন্তঃ সঙ্কারসম্মানং সঙ্জেত্বা বুদ্ধানং নিমন্তুগথায়ু  
সরদতাপসজ্ঞ সঞ্জঃ অদাসি । তাপসো বুদ্ধপমুখং ভিক্ষুসংঘং  
গহেত্বা তন্ন নিবেসনং অগমাসি । সিরিবড়োপি পচ্ছুগমনং  
কত্বা তথাগতজ্ঞ হত্থতো পত্তং গহেত্বা মণ্ডপং পবেসেত্বা পঞ্জত্ভা-  
সনেত্বা নিসিন্নজ্ঞ বুদ্ধপমুখজ্ঞ ভিক্ষুসজ্ঞজ্ঞ দক্ষিণোদকং দত্বা  
পণীতভোজনেন পরিবিসিত্বা ভত্তকিচ্চপরিয়োসানে বুদ্ধপমুখং

“বুদ্ধের সঙ্গে কথা বলার ভার আমার উপর রহিল, তুমি সংকার  
কার্যের বিপুল আয়োজন কর ।”

৫২ । শ্রীবর্দ্ধ তাহার বচন শুনিয়া নিজের গৃহদ্বারে আট করীস পরি-  
মাণ স্থান সমতল করাইল, বালি ছড়াইয়া দিল, খৈ সহ পঞ্চপুষ্প ছড়াইয়া  
দিল, নীল পথে আচ্ছাদন করিয়া মণ্ডপ করিল, বুদ্ধাসন প্রস্তুত করত  
অপর ভিক্ষুদেরও আসন দিয়া মহা সংকার-পূজা সাজাইল; তৎপর বুদ্ধকে  
নিমন্ত্রণ করিবার জ্ঞা শরদ তাপসকে ইঙ্গিত করিল । তাপস বুদ্ধ প্রমুখ  
ভিক্ষু সঙ্ঘকে নিয়া তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হইল । শ্রীবর্দ্ধকণ্ড আশু-  
বাড়াইয়া তথাগতের হাত হইতে পাত্র নিয়া তাঁহাকে মণ্ডপে নিয়া  
গেল । বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু সংঘ নির্দিষ্ট আসনে বসিলে তাঁহাদের দক্ষিণো-  
দক দিয়া উত্তম ভোজ্য পরিবেশন করিল । ভোজন শেষ হইলে বুদ্ধ প্রমুখ

ভিক্ষুসংঘং মহারহেহি বথেষহি অচ্ছাদেহা—“ভন্তে, নায়ং আরম্ভো  
অল্পমত্তকট্টানথায়, ইমিনাব নিয়ামেন সপ্তাহং অনুকম্পং করোথা”তি  
আহ । সথা অধিবাসেসি ।

৫৩ । সো তেনেব নিয়ামেন সপ্তাহং মহাদানং পবন্তেহা  
ভগবন্তং বন্দিহা অঞ্জলিম্পগায়ুহ ঠিতো আহ— “ভন্তে, মম সহায়ো  
সরদতাপসো যস্ম সথুজ্জ অগসাংবকো ভবেয়্যংতি পথেসি, অহং  
‘তস্মেব দুতিয়সাবকো ভবেয়্যংতি । সথা অনাগতং ওলোকেহা  
তস্ম পথনায় সমিদ্ধানভাবং দিম্বা ব্যাকাসি— “হং ইতো কল্প-  
সত্তসহস্রাধিকং অসম্বেয়্যং অতিক্কমিহা গোতমবুদ্ধস্ম দুতিয়সাবকো  
ভবিম্মসী”তি ।

বুদ্ধানং ব্যাকরণং সুহা সিরিবজ্জকো হট্টপহট্টো অহোসি । সথা  
ভুভানুমোদনং কহা সপরিবারো বিহারমেব গতো “অয়ং ভিক্ষবে,

ভিক্ষু সজ্জকে মহার্ষ বস্ত্র দান করিল এবং শাস্তাকে কহিল— “ভন্তে, এই  
আয়োজন সামান্য স্থানের জন্তু নহে, এই নিয়মে সপ্তাহ আমাকে অনুগ্রহ  
করিবেন ।” শাস্তা সম্মত হইলেন ।

৫৩ । সে সেই নিয়মেই সপ্তাহ মহাদান দিয়া ভগবানকে বন্দনা করতঃ  
ক্লতাজ্জলি পুটে বলিল— “ভন্তে, আমার বহু শরদ তাপস যেই শান্তার  
অগ্রশ্রাবক হইবেন বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছেন, আমি যেন তাহার দ্বিতীয়  
শ্রাবক হই ।” শাস্তা ভবিষ্যৎ অবলোকন করিয়া তাহার প্রার্থনা সফল  
হইবে দেখিয়া প্রকাশ করিলেন— “তুমি এখন হইতে এক অসংখ্য লক্ষাধিক  
কল্প অতিক্রম করিয়া গোতম বুদ্ধের দ্বিতীয় শ্রাবক হইবে ।

বুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া শ্রীবর্দ্ধক হৃষ্টপ্রহৃষ্ট হইল । শাস্তা  
ভুভানুমোদন করিয়া ভিক্ষুগণ সহ বিহারে গেলেন । “হে ভিক্ষুগণ, ইহা

মম পুন্তেহি তদা পথিত পথনা, তে যথাপথিতমেব লভিস্ব,  
নাহং মুখং ওলোকেহা দেমী”তি ।

৫৪। এবং বুন্তে ধ্ব অগসাৱক ভগবন্তং বন্দিত্বা— “ভন্তে,  
ময়ং অগারিয়ভূতা সমানা গিরগসমজ্জং দম্বনায় গতা”তি যাব  
অম্বজিত্থেরম্ব সন্তিকা সোতাপত্তিকলপটিবেধা সবং পচ্চুপ্পন্নবথুং  
কথেন্না তে “ময়ং ভন্তে আচরিয়ম্ব সন্তিকং গত্তা তং তুমহাকং  
পাদমূলং আনেতুকামা তম্ব লন্ধিয়া নিম্বারভাবং কথেন্না ইধাগমনে  
আনিসংসং কথায়িমহ । সো “ইদানি ময়ং অম্ব্তেবাসিবাসো নাম  
চাটিয়া, উদকনভাবপ্পত্তিসদিসো, ন সন্তিম্বামি অম্ব্তেবাসিবাসং  
বসিতুং”তি কহা “আচরিয়, ইদানি মহাজ্জনো গন্ধমালাদিহথো  
গত্তা সথারমেব পূজেন্নতি, তুমহে কথং ভবিম্বথা”তি বুন্তে—

আমার পুত্রদের প্রার্থিত পদ; তাহারা যেমন প্রার্থনা করিয়াছিল তেমনই  
পাইয়াছে; আমি মুখ দেখিয়া দিই নাই ।”

৫৪। শান্তা এইরূপ কহিলে অগ্রশ্রাবকবর ভগবানকে বন্দনা করিয়া—  
“ভন্তে, আমরা যখন গৃহী ছিলাম তখন গীতাভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম”  
ইত্যাদিরূপে আরম্ভ করিয়া অম্বজিত্ত্বং স্ববিরের নিকট স্রোতাপত্তি কল  
লাভ করা পর্যন্ত তাহাদের জীবনের সমস্ত অতীত কথা কহিয়া ভগবানকে  
বলিল— “ভন্তে, আমরা আচার্য্যের নিকট গিয়াছিলাম । তাঁহাকে আপ-  
নার পাদমূলে আনিতে ইচ্ছুক হইয়া তাঁহার মতের অসারত্ব সম্বন্ধে বলিয়া-  
ছিলাম এবং এখানে আসার উপকারিতা বুঝাইয়া দিয়াছিলাম । তিনি  
বলিলেন— “এখন আমার পক্ষে শিষ্যরূপে থাকা জলের জ্বালায় হাঁড়িকুড়ি  
হওয়ার ভয় হইবে, শিষ্যভাবে থাকিতে পারিব না ।” আমরা বলিলাম—  
“আচার্য্য, এখন দলে দলে সকলে গন্ধমালাদি হস্তে গিয়া শান্তাকে পূজা করিবে,  
আপনি কেমন হইবেন ।” আমরা এই কথা বলিলে তিনি জবাব দিলেন—

“কিং পন ইমস্মিং লোকে পণ্ডিতা বহু উদাহ দক্ষা”তি ?

“দক্ষা আচরিয়, বহু, পণ্ডিতা কতিপয়া”তি কথিতে—

“তেনহি পণ্ডিতা পণ্ডিতস সমগজ গোতমস সন্তিকং  
গমিঅন্তি, দক্ষা দক্ষস মম সন্তিকং আগমিঅন্তি, গচ্ছথ তুমেহ”তি  
বহা আগন্তুং নয়িচ্ছি ভস্তুে”তি ।

৫৫ । তং সূত্বা সখা “ভিক্ষবে, সঞ্জয়ো অন্তনো মিচ্ছাদিট্ঠিতায়  
অসারং সারোতি সারঞ্চ অসারোতি গণিহ । তুমেহ পন অন্তনো  
পণ্ডিততায় সারং সারতো অসারং চ অসারতো এত্বা অসারং  
পহায় সারমেব গণিহথা”তি বহা ইমা গাথা অভাসি — “

“অসারে সারমতিনো সারে চাসারদসিনো,

তে সারং নাধিগচ্ছন্তি মিচ্ছাসকলগোচরা । ১১

“এই সংসারে পণ্ডিত বেশী না মূর্থ বেশী ?”

“আচার্য্য, মূর্থ বেশী, পণ্ডিত কম ।” এইরূপ বলিলে তিনি  
কহিলেন— “তাহা হইলে পণ্ডিতেরা পণ্ডিত শ্রমণ গোতমের নিকট  
যাইবে, মূর্থেরা আমি যে মূর্থ আমার নিকট আসিবে, তোমরা যাও ।”  
এই বলিয়া তিনি আসিতে চাহিলেন না ।”

৫৫ । তাহা শুনিয়া শান্তা কহিলেন— “ভিক্ষুগণ, সঞ্জয় নিজে  
মিথ্যা দৃষ্টিভার জন্ম অসারকে সার আর সারকে অসার বলিয়া গ্রহণ করি-  
য়াছে । তোমরা নিজেদের পাণ্ডিত্যের কারণে সারকে সার এবং অসারকে  
অসাররূপে জানিয়া অসার ছাড়িয়া সারই গ্রহণ করিয়াছ ।” এই বলিয়া  
শান্তা এই গাথাও কহিলেন :—

“অসারেতে সারজানী সারে ভাবে যে অসার,

সে মিথ্যা-সকলকারী পেতে নাহি পারে সার । ১১

সারক সারতো ঐহা অসারক অসারতো,  
তে সারং অধিগচ্ছন্তি সম্মাসকল্পগোচরা”তি । ১২

৫৬ । তথ “অসারে সারমতিনো”তি— চন্ডারো পচ্চয়া, দস-  
বথুকা মিচ্ছাদিট্ঠি, তজ্জা উপনিশ্রয়ভূতা ধম্মদেসনাতি, অয়ং অসারো  
নাম, তস্মিং সারদিট্ঠিনোতি অথো ।

“সারে চাসারদজিনো”তি— দসবথুকা সম্মাদিট্ঠি, তজ্জা  
উপনিশ্রয়ভূতা ধম্মদেসনাতি, অয়ং সারো নাম, তস্মিং নাম্নং  
সারোতি অসারদজিনো ।

“তে সারং”তি— তে পন তং মিচ্ছাদিট্ঠিগহণং গহেহা  
ঠিতা কামবিতকাদীনং বসেন মিচ্ছাসকল্পগোচরা হহা সীলসারং,  
সমাধিসারং, পঞাসারং, বিমুক্তিসারং, বিমুক্তিঞাণদজ্ঞনসারং, পরমথ-  
সারং, নিব্বাণঞ্চ নাধিগচ্ছন্তি ।

সারে জেনে সার ব’লে অসারকে যে অসার,  
সে সাধু-সকল্পকারী নিশ্চয় পাইবে সার ।” ১২

৫৬ । তথায় “অসারেতে সার-মতি”— চারি ‘প্রত্যয়’ \* ও দশবিষয়িনী  
মিথ্যাদৃষ্টির উপনিশ্রয়ভূত ধর্ম্মদেশনারূপ অসার বিষয়কে যে সার বলিয়া  
মনে করে ।

“সারে যে অসারদর্শী”— দসবিষয়িনী সম্যকদৃষ্টির উপনিশ্রয়ভূত  
ধর্ম্মদেশনারূপ সারবিষয়কে যে অসার বলিয়া জ্ঞান করে ।

“সে মিথ্যা-সকল্পকারী পেতে নাহি পারে সার”— সে মিথ্যাদৃষ্টি  
পরায়ণ হইয়া কামবিতকাদির বশে মিথ্যাসকল্প কারী হইয়া সীলসার,  
সমাধিসার, প্রজ্ঞাসার, বিমুক্তিসার, বিমুক্তি জ্ঞান দর্শন সার ও পরমার্থসার  
নিব্বাণ প্রাপ্ত হইতে পারে না ।

\* (১) চীঘর, (২) পিওপাত, (৩) রোগীর পথ্য, ও (৪) ঔষধ ।

“সারংচা”তি— তমেব সীলসারাদি সারং সারো নাম অয়ং  
বৃত্তপ্লকারং চ অসারং অসারো অয়ন্তি এত্বা ।

“তে সারং”তি— তে পণ্ডিতা এবং সম্মাদজনং গহেত্বা  
ঠিতা নৈক্স্মসঙ্কল্পাদীনং বসেন সম্মাসঙ্কল্পগোচরা হত্বা তং বৃত্তপ্ল-  
কারং সারং অধিগচ্ছন্তীতি ।

গাথাপরিয়োসানে বহু সোতাপত্তিকলাদীনি পাপুণিংস্তু ।  
‘সম্মিপতিতানং সাম্পিকা ধ্বন্যদেসনা অহোসী’তি ।

“সারে জেনে সার ব’লে অসারকে বে অসার”—শীল সারাদিকে সার,  
উক্ত প্রকার মিথ্যাদৃষ্টিকে অসার বলিয়া জানিয়া ।

“সে সাধু-সঙ্কল্পকারী নিশ্চয় পাইবে সার”—সেই পণ্ডিত ব্যক্তি  
সম্যক দর্শন পরারণ হইয়া নৈক্স্ম্য সঙ্কল্পাদির বশে সম্যক-সঙ্কল্পকারী হইয়া  
উক্ত প্রকার সার প্রাপ্ত হয় ।

গাথা অবসানে বহুলোক সোতাপত্তি কলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিল ।  
সমবেত জনগণের পক্ষে ধ্বন্য দেশনা সার্থক হইয়াছিল ।

## নন্দথের বথু । ৯

১। “যথাগারং”তি ইমং ধর্মদেমনং সখা জেতবনে বিহ-  
রন্তো আমস্মন্তং নন্দং আরতু কথেসি ।

সখা হি পবত্তিত বরধম্মচকো রাজগহং গন্তা বেণুবনে  
বিহরন্তো “পুত্তং মে আনেহা দম্মেথা”তি শুদ্ধোদন মহারাজেন  
পেসিতানং সহস্র সহস্র পরিবারানং দসমং দূতানং সৰ্বপচ্ছতো  
গন্তা অরহত্তম্মভেন কালুদায়িথেৱেন গমনকালং ঐহা মগাবরনং

---

## নন্দ স্থবিরের উপাখ্যান । ৯

১। “যথাগার” এই ধর্মদেমনা শান্তা জেতবনে বাস করিবার সময়  
আমুগ্গান নন্দের কথা প্রসঙ্গে কহিয়াছিলেন ।

শান্তা শ্রেষ্ঠ ধর্মচক্র প্রবর্তন করিবার পর রাজগৃহে গিয়া বেণুবনে  
বাস করিতেছিলেন । শুদ্ধোদন মহারাজা সে সংবাদ শুনিয়া “আমার  
ছেলেকে আনিয়া আমাকে দেখাও” এই বলিয়া দশজন দূত পাঠাইয়া-  
ছিলেন । প্রত্যেক দূত হাজার জন অশ্বচরের দ্বারা পরিবৃত হইয়া গিয়া-  
ছিল । কিন্তু তাহারা কেহ ফিরিয়া না আসাতে সর্বশেষে কালুদায়ী গেলেন ।  
তিনিও প্রব্রজিত হইয়া অর্হর প্রাপ্ত হইলেন । অনন্তর তিনি সময় বুঝিয়া  
শান্তার কপিলপূরে গমনের প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য কপিলবাস্তুর মার্গশোভা



বল্লভা বীসতিসহস্র খীণাসবপরিবৃত্তো কপিলপুরং নীতো ঐতি-  
সমাগমে পোন্ধরবজ্রং অর্টুশ্চিৎ কহা বেঙ্গস্তরজাতকং কথেন্না  
পুনর্দিবসে পিণ্ডায় পবির্টো “উত্তির্টো নগ্নমজ্জেন্না”তি গাথায়  
পিতরং সোতাপত্তিকলে পতির্টাপেহা “ধম্মং চরে”তি গাথায়  
মহাপ্রজাপতিং সোতাপত্তিকলে রাজানঞ্চ সকদাগামিকলে পতির্টো-  
পেসি। ভক্তকিচ্চাবসানে পন রাহুল-মাতৃগুণকথং নিদ্রায় চন্দকিম্বর-  
জাতকং কথেন্না ততো দ্বিতীয়দিবসে নন্দকুমারস্ত অভিসেক-  
গেহগ্নবেসন বিবাহমঙ্গলেন্স বত্তমানেন্স পিণ্ডায় পবিসিত্বা নন্দকুমারস্ত  
হথৈ পত্তং দহা মঙ্গলং বহা উট্টায়াসনা পক্কমন্তো কুমারস্ত  
হথতো পত্তং নগগিহ।

বর্ণনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চেষ্টায় ভগবান বিংশতি সহস্র অর্হং পরিবৃত্ত  
হইয়া কপিলপুরে গমন করিলেন। তথায় জ্ঞাতি সমাগমে ভগবান পুত্র বৃষ্টি \*  
সম্বন্ধে কথা উত্থাপন করিয়া ‘বেঙ্গস্তর’ জাতক কহিলেন। পরদিবস ভিক্ষার  
জন্তু কপিল নগরে প্রবেশ করিয়া “উঠ, প্রমত্ত হওয়া অকর্তব্য” ইত্যাদি গাথায়  
পিতাকে সোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। “ধর্ম্মাচরণ করিবে” ইত্যাদি  
গাথায় মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে সোতাপত্তি ফলে এবং রাজাকে সকদাগামী  
ফলে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ভোজন সমাপন করিয়া ভগবান রাহুল-মাতার গুণ-  
কথা শ্রবণে ‘চন্দকিম্বর জাতক’ বলিলেন। ইহার পর দিবস রাজকুমার  
নন্দের অভিষেক, গৃহপ্রবেশ ও বিবাহ মঙ্গল ছিল। সে দিন ভগবান  
ভিক্ষার জন্তু রাজপুরীতে গমন করিয়াছিলেন। তিনি মঙ্গল সম্বন্ধে বলিয়া  
কুমার নন্দের হস্তে পাত্র দিয়া আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন।  
তিনি কুমারের হস্ত হইতে পাত্র গ্রহণ করিলেন না।

\* বোধিসত্ত্ব অথবা বুদ্ধের কোন বিশেষ কারণ বশতঃ এই পুত্র বৃষ্টি হইয়া থাকে ;  
এই বৃষ্টিতে যে ইচ্ছা করে সে সিদ্ধ হয়, যে ইচ্ছা না করে সে সিদ্ধ হয় না।

২। সোপি তথাগতে গারবেন পত্তং বো ভন্তে, গণহথাতি বত্তুং নাসম্মি, এবং পন চিস্তেসি—“সোপানসীসে পত্তং গণিহ-জ্জতী”তি। সথা তস্মিষ্পি ঠানে ন গণিহ। ইতরো—“সোপান-পাদমূলে গণিহজ্জতী”তি চিস্তেসি, সথা তথাপি ন গণিহ। ইতরো—“রাজ্জনে গণিহজ্জতী”তি চিস্তেসি, সথা তথাপি ন গণিহ। কুমারো নিবত্তিতুকামো অরুচিয়া গচ্ছন্তো সথুগারবেন “পত্তং গণহথা”তি বত্তুং ন সঙ্কোতি। “ইধ গণিহজ্জতি, এথ গণিহজ্জতী”তি চিস্তেস্তো গচ্ছতি। তস্মিং খণে জনপদকল্যাণিয়া আচিস্থিংসু—“অয্যো, ভগবা নন্দরাজ্জানং গহেহা গতো, তুমহেহি তং বিনা করি-জ্জতী”তি। স্মা উদকবিন্দুহি পগ্বরস্তেহেব অডুল্লিখিতেহি কেসেহি বেগেন গম্বা—“তুবটং খো অয্যপুত্ত, আগচ্ছেয়্যাসী”তি আহ।

২। কুমারও তথাগতের প্রতি গৌরব করিয়া “ভন্তে, আপনার পাত্র গ্রহণ করুন” এই কথা বলিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিয়াছিলেন—“সোপান শীর্ষে গিয়া ভগবান পাত্র গ্রহণ করিবেন।” কিন্তু ভগবান সেখানেও তাহা গ্রহণ করিলেন না। কুমার অতঃপর ভাবিলেন—“সোপান পাদমূলে গ্রহণ করিবেন, শাস্তা সেখানেও নিলেন না। কুমার ভাবিলেন—“রাজা-জনে নিবেন, শাস্তা সেখানেও নিলেন না। কুমার গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে ইচ্ছুক হইয়া, অনিচ্ছাসহেও বাইতে লাগিলেন, কিন্তু শাস্তার প্রতি গৌরব ভাব প্রযুক্ত “পাত্র গ্রহণ করুন” এই কথা বলিতে পারিলেন না। “এখানে নিবেন, ওখানে নিবেন” একরূপ ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন। সে সময়ে জনপদ কল্যাণীকে কে একজন গিয়া বলিল—“আর্য্যো, ভগ-বান নন্দরাজ্জাকে নিয়া গেলেন, আপনা হইতে তাঁহাকে বিজ্বিন্ন করিবেন।” তিনি অর্দ্ধ আঁচড়ান বা আলুলায়িত কেশে ছুটিলেন, সিন্ধুচুল হইতে জলবিন্দু পতিত হইতে লাগিল, বেগে গিয়া বলিলেন—“আর্য্য পুত্র, ত্বরায় আসিবেন।”

তং তজ্জা বচনং তজ্জ হৃদয়ে তিরিয়ং পতিত্বা বিয় ঠিতং ।

৩। সখাপি তজ্জ হৃদয়ে পতন্ত অগণিহাব তং বিহারং নেহা—“পবজ্জিসি নন্দা”তি আহ। সো বুদ্ধগারবেন “ন পবজ্জিঙ্গামী”তি অবহা “আম পবজ্জিঙ্গামী”তি আহ। সখা—“তেন হি নন্দং পব্বাজ্জেথা”তি আহ। সখা কপিলপুরং গম্বা ততিয়দিবসে নন্দং পব্বাজ্জেসি। সন্তমে দিবসে রাহুলমাতা কুমারং অলঙ্করিষা ভগবতো সন্তিকং পেসেসি, “পজ্জ তাত এতং বীসতিসহজ্জ সমণপরিবুতং সুবল্লবল্লং বুদ্ধরূপিবল্লং সমণং, অয়ং তে পিতা, এতজ্জ মহন্তা নিধয়ো অহেনুং, ত্যজ্জ নিচ্ছমণতো পট্টায় ন পজ্জাম। গচ্ছ, তং দায়জ্জং যাচ”—“অহং তাত, কুমারো অভিসেকং পহা চক্রবত্তি ভবিজ্জামি, ধনেন মে অথো,

তাঁহার সে বচন তাঁহার হৃদয়ে যেন প্রস্থাকারে পতিত হইয়া রহিল।

৩। এদিকে ভগবানও তাঁহার হস্ত হইতে পাত্র গ্রহণ না করিয়া ক্রমে তাঁহাকে বিহারে নিয়া গেলেন। বিহারে নিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“নন্দ, প্রব্রজিত হইবে?” তিনি বুদ্ধের প্রতি গোরব ভাব প্রযুক্ত “প্রব্রজিত হইব না” না বলিয়া কহিলেন—“হাঁ, প্রব্রজিত হইব।” ভগবান ভিক্ষু-দিগকে কহিলেন—“তাহা হইলে নন্দকে প্রব্রজিত কর।” ভগবান কপিল-পুরে গমনের তৃতীয় দিবসে নন্দকে প্রব্রজিত করিয়াছিলেন। সপ্তম দিবসে রাহুলমাতা রহুলকুমারকে অলঙ্কৃত করিয়া ভগবানের নিকট পাঠাইয়া দিলেন, বলিয়া দিলেন—“বৎস দেখ, বিশ হাজার শ্রমণের মধ্যে সুবর্ণ-বর্ণ, ব্রহ্মরূপী-বর্ণ ঐ শ্রমণ তোমার পিতা, তাঁহার যে বৃহৎ নিধিকুন্ত সকল ছিল, তাঁহার সংসার ত্যাগ করার পর ওসব আর দেখিতেছি না। যাও, এই বলিয়া তোমার সেই পৈতৃক ধনের উত্তরাধিকারী হইতে চাও—পিতা, আমি এখন কুমার, অভিষিক্ত হইয়া চক্রবর্তী হইব, আমার ধনের দরকার,

ধনঃ মে দেহি, সামিকো হি পুত্ৰো পিতৃসন্তকজা”তি ।

৪ । কুমারো ভগবতো সন্তিকং গম্ভাব পিতৃসিনেহং পটি-  
লভিষ্য ইষ্টচিন্তো—“সুখা তে সমগ ছায়া”তি বহা অপ্রতাপি বহঃ  
অন্তনো অনুরূপং বদন্তো অট্টাসি । ভগবা কতভক্তকিচ্ছো  
অনুমোদনং কহা উট্টায়াসনা পকামি । কুমারোপি—“দায়জ্জং  
সমগ, মে দেহি ; দায়জ্জং সমগ, মে দেহী”তি ভগবন্তঃ অনুবন্ধি ।  
ভগবা কুমারং ন নিবভাপেসি, পরিজনোপি ভগবতা সন্ধিং গচ্ছন্তঃ  
নিবন্তেতুং নাসন্ধি । ইতি সো ভগবতা সন্ধিং আরামমেব  
অগমাসি । ততো ভগবা চিন্তেসি—“যং অয়ং পিতৃসন্তকং ধনঃ  
ইচ্ছতি তং বট্টানুগতং, সবিসাভং । হন্দজ বোধিতলে পটিলজ্জং  
সন্তবিধং অরিয়ধনং দেমি, লোকুন্তর দায়জ্জজ্ঞানং সামিকং করোমী”তি ।

আমাকে ধন দাও, পুত্র পিতার সম্পত্তির অধিকারী ।”

৪ । কুমার ভগবানের নিকট গিয়াই পিতৃস্নেহে হৃষ্টচিত্ত হইয়া কহি-  
লেন—“শ্রমণ, আপনার ছায়া সুখস্পর্শ !” আরও তদনুরূপ বালক-মূলভ  
আলাপ করিয়া কুমার ভগবানের নিকট রহিয়া গেলেন । আহাৰ কাৰ্য্য  
শেষ হইলে ভগবান দানানুমোদন পূর্বক আসন ত্যাগ করিয়া প্রস্থান  
করিলেন । “শ্রমণ, আমাকে পৈতৃক সম্পত্তি দিন ,” ( শ্রমণ, আমাকে  
পৈতৃক সম্পত্তি দিন )” বলিতে বলিতে কুমার ভগবানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ  
গমন করিতে লাগিলেন । ভগবান কুমারকে নিবৃত্ত করিলেন না । পরিভ্রমণেরাও  
তাঁহাকে ভগবানের সঙ্গে বাইতে নিবৃত্ত করিতে পারিল না । তিনি  
ভগবানের সঙ্গে বিহারেই গমন করিলেন । তৎপর ভগবান চিন্তা  
করিলেন—“এ’ বালক পিতার নিকট বেই পৈতৃক ধন যাজ্ঞ করিতেছে,  
তাহা আবর্ত্যবহ ও হুঃখদায়ক । বোধিতলে প্রাপ্ত সন্তবিধ আর্ঘ্যধনই  
ওকে দিব, লোকোত্তর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিব ।”

আয়ুস্মন্তঃ সারিপুত্রং আমন্তেসি— “তেন হি হং সারিপুত্র, রাহুল  
কুমারং পৰ্ব্বাজেশী”তি । ধেরো কুমারং পৰ্ব্বাজেসি ।

৫ । পৰ্ব্বজিতে চ পন কুমারে রশ্ৰো অধিমন্তং দুষ্কং  
উপ্লজ্জি, তং অধিবাসেভুং অসক্কোন্তো ভগবতো নিবেদেহা— “সামু  
ভন্তে অয়্যা, মাতাপিতৃহি অনমুশ্ৰোতাং পুত্রং ন পৰ্ব্বাজেয়ু”তি  
বরং যাচি । ভগবা তজ্জ তং বরং দহা পুনেকদিবসং রাজ-  
নিবেসনে কতপাতরাসো একমন্তং নিসিয়েন রশ্ৰো— “ভন্তে,  
তুমহাকং দুষ্করকারিককালে একা দেবতা মং উপসংকমিহা ‘পুন্তো  
তে কালকতো’তি আহ । অহং তজ্জা বচনং অসদ্বহন্তো—  
‘ন ময়হং পুন্তো বোধিং অগ্গহা কালং করোতী’তি পটিচ্ছি-  
পিং”তি বুন্তে—

তিনি আয়ুয়ান সারিপুত্রকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—“তাহা হইলে সারিপুত্র,  
তুমি রাহুল কুমারকে প্রব্রজিত কর ।” সারিপুত্র হবির কুমারকে প্রব্রজ্যা  
প্রদান করিলেন ।

৫ । রাহুল কুমার প্রব্রজিত হইলে রাজা অতীব হঃখতি হইলেন ।  
রাজা তাহা সহ করিতে অক্ষম হইয়া ভগবানের নিকট তাঁহার মৰ্ণাস্তিক  
হঃখের কথা বলিয়া বর প্রার্থনা করিলেন— “ভন্তে আৰ্যা, পিতা-মাতার  
অমুমতি জ্ঞাত না হইয়া পুত্রকে প্রব্রজিত করাইবেন না ।” ভগবান  
তাঁহাকে সেই বর দিলেন । অল্প একদিন রাজ-প্রাসাদে তাঁহার প্রাতঃরাশ  
ভোজনের পর রাজা একপার্শ্বে উপবেশন করিয়া কহিলেন— “ভন্তে, আপনি  
যখন দুষ্কর তপশ্চর্য্যায় রত ছিলেন, তখন একজন দেবতা আমার নিকট  
আসিয়া বলিয়াছিলেন— ‘আপনার পুত্র কাল প্রাপ্ত হইয়াছে ।’ আমি  
তাঁহার কথা বিশ্বাস না করিয়া বলিয়াছিলাম— ‘আমার পুত্র বোধি না  
পাইয়া মরিতে পারে না ।’ এই বলিয়া তাঁহার বাক্য অগ্রাহ্য করিয়াছিলাম ।”  
রাজা এইরূপ বলিলে ভগবান কহিলেন—

“ইদানি কিং সদ্দহিভুধ, পুৰ্বেপি অট্টিকানি দজেহা  
‘পুত্তো তে মতো’ তি বৃত্তে ন সদ্দহিথা”তি । ইমিচ্ছা অট্টপ্পত্তিয়া  
মহাধম্মপাল জাতকং কথেসি । কথা পরিয়োসানে রাজা অনাগামি-  
ফলে পতিট্ঠহি ।

৬ । ইতি ভগবা পিতরং তীসু ফলেনু পতিট্ঠাপেহা ভিক্ষু-  
সঙ্ঘপরিবৃত্তো পুনদেব রাজগহং গন্ত্বা ততো অনাথপিণ্ডিকেন  
সাবথিং আগমনথায় গহিতপটিশ্রেণা নিট্ঠিতে জেতবন মহাবিহারে  
তথ গন্ত্বা বাসং কপ্পেসি । এবং সথরি জেতবনে বিহরন্তে  
আয়স্ম্য, নন্দো উক্খতিহা ভিক্ষুনং এতমথং আরোচেসি—  
“অনভিরতো অহং আবুসো, বুদ্ধচরিয়ং চরামি, ন সন্ধোমি  
বুদ্ধচরিয়ং সন্ধারেভুং, সিদ্ধং পচ্ছায়া হীনায়াবত্তিভামী”তি ।

“এখন কি বিশ্বাস করিবেন ? পূর্বে একজন অস্থি দেখাইয়া  
যখন বলিয়াছিল— “আপনার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে, তখনও আপনি বিশ্বাস  
করেন নাই ।” এই কথার অর্থ বুঝাইতে গিয়া তিনি মহাধর্মপাল  
জাতক কহিলেন । কথা শেষ হইলে রাজা অনাগামী ফলে প্রতিষ্ঠিত  
হইলেন ।

৬ । এই প্রকারে ভগবান পিতাকে ‘ফলব্রয়ে’ প্রতিষ্ঠিত করিয়া  
ভিক্ষুসঙ্ঘ-পরিবৃত্ত হইয়া পুনরায় রাজগৃহনগরে গমন করিলেন । ইতিমধ্যে  
জেতবন বিহারের নির্মাণ কাৰ্য্য শেষ হইল । অনাথপিণ্ডিক তাঁহাকে  
শ্রাবস্তীতে যাইতে নিমন্ত্রণ করিলেন । তিনি তাঁহার পুণ্ড্রপ্রতিশ্রুতি অনু-  
সারে রাজগৃহ হইতে জেতবন মহা বিহারে গমন করিয়া গন্ধকুটিতে বাস  
করিতে লাগিলেন । এইরূপে ভগবান যখন জেতবনে বাস করিতেছিলেন তখন  
আয়ুষ্মান নন্দ উৎকণ্ঠিত হইয়া ভিক্ষুদিগকে এইরূপ কহিলেন— “বদ্ধগণ, আমি  
অনিচ্ছায় ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছি, ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে আমি পারিব না,  
শিক্ষা ছাড়িয়া দিয়া আমি হীন গৃহবাদেই আবার প্রত্যাবর্তন করিব ।”

ভগবা তং পবন্তিঃ স্তুত্বা আয়স্বন্তঃ নন্দং পকোসাপেত্বা এতদবোচ—  
 “সচ্চং কিং ত্বং নন্দ, সম্বলানং তিস্কুনং এতমথং আরোচেসি—  
 ‘অনভিরতো অহং আবুসো, বৃক্ষচরিয়ং চরামি, নসকোমি বৃক্ষ-  
 চরিয়ং সন্ধারেতুং, সিন্ধুং পচক্ষায় হীনায়াবন্তিঙ্গামী”তি ?

“এবং ভন্তে”তি ।

“কিন্য় পন ত্বং নন্দ, অনভিরতো বৃক্ষচরিয়ং চরসি,  
 ন সকোসি বৃক্ষচরিয়ং সন্ধারেতুং, সিন্ধুং পচক্ষায় হীনায়া বন্তি-  
 ঙ্গামী”তি ?

“সাকিয়ানী মং ভন্তে, জনপদকল্যাণী ঘরা নিক্কমন্তুঅ অডুগ্গি-  
 থিতেহি কেসেহি অপলোকেত্বা এতদবোচ—“তুবটং থো অয়াপুত্ত,  
 আগচ্ছেয়্যাসী”তি । সো থো অহং ভন্তে, তদনুঅরমানো অনভি-  
 রতো বৃক্ষচরিয়ং চরামি, ন সকোমি বৃক্ষচরিয়ং সন্ধারেতুং,

ভগবান সে বৃত্তান্ত শুনিয়া আয়ুয়ান নন্দকে ডাকাইয়া এইরূপ বলিলেন—  
 “সত্য নাকি নন্দ ! তুমি তিস্কুদিগকে বলিয়াছ— “বন্ধুগণ, আমি অনিচ্ছায়  
 ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছি, বরাবর পালন করিতে পারিব না, শিক্ষা ছাড়িয়া  
 দিয়া হীন গৃহবাসে প্রত্যাবর্তন করিব ?”

“হাঁ ভন্তে ।”

“কি জন্ত নন্দ, তুমি অনিচ্ছুক হইয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছ,  
 ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারিবে না, শিক্ষা ছাড়িয়া দিয়া হীন  
 গৃহবাসে ফিরিয়া বাইবে ?”

“ভন্তে, আমি যখন গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিতেছিলাম,  
 তখন শাক্যকুমারী জনপদকল্যাণী অর্দ্ধ আলুলাসিত কেশে আসিয়া  
 আমার দিকে ডাকাইয়া এইরূপ বলিয়াছিল—“আর্য্যপুত্র, স্বরায় আসিবেন ।”  
 সে কথা ভন্তে, আমার মনে সব সময়ে জাগিতেছে । তাই আমি অনিচ্ছায়  
 ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছি, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারিব না ।

সিদ্ধং পঞ্চস্থায় হীনায়া বন্তিআমী”তি ।

৭ । অথ খো ভগবা আয়স্মন্তং নন্দং বাহায় গহেহা ইচ্ছিবলেন ভাবতিংসদেবলোকং নেন্তো অন্তরামগে একস্মিং কামক্কেভে কামখাগুকে নিসিন্নং ছিন্নকল্পনাসানজুট্টং একং পলুট্টমকটিং দজেহা ভাবতিংসভবনে সক্কজ দেবরঞ্জে উপট্টানং আগতানি ককুটপাদানি পঞ্চ অচ্ছরা সতানি দজেসি ।

ককুটপাদানীতি রত্নবগ্নতায় পারাপতপাদসদিস পাদানি । দজেহা চ পনাহ— “তং কিং মঞ্জসি নন্দ, কতমা মুখো অভিরূপতরা চ দর্শনীয়তুরা চ প্রাসাদিকতরা চ সাকিয়ানী বা জনপদকল্যাণী ইমানি বা পঞ্চ অচ্ছরাসতানি ককুটপাদানী”তি ?

শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া হীন গৃহবাসে কিরিয়া যাইব ।”

৭ । অনন্তর ভগবান আয়ুয়ান নন্দকে বাহুতে ধরিয়া ঋদ্ধিবলে ত্রয়োত্রিংশৎ দেবলোকের দিকে নিয়া গেলেন । পথিমধ্যে কোন এক দৃষ্ট ক্ষেত্রে দক্ষীভূত বৃক্ষকাণ্ডের ধ্বংসাবশেষে উপবিষ্ট ছিন্ন কর্ণ-নাসা-লাঙ্গুল বিশিষ্টা এক জীর্ণ বানরীকে দেখাইয়া ত্রয়োত্রিংশৎ দেবভবনে উপনীত হইলেন এবং সেখানে দেবরাজ ইন্দ্রের পরিচর্য্যার জন্ত আগত পঞ্চশত কপোত চরণা অপ্সরাকে দেখাইলেন ।

কপোত চরণা অর্থ— পারাবতের পায়ের জ্বায় রক্তিমবর্ণ বিশিষ্টা । অপ্সরাদিগকে দেখাইয়া ভগবান নন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন— “নন্দ, কাহাকে তুমি অভিরূপতরা, দর্শনীয়তরা, প্রাসাদিকতরা মনে কর ? শাক্যকুমারী জনপদ কল্যাণীকে, না এই পঞ্চশত কপোত চরণা অপ্সরাকে ?



“সেয়াখাপি সা ভস্তু, ছিন্নকরনাসানঙ্গুট্টা পলুট্টমকটী, এবমেব খো ভস্তু, সাকিয়ানী জনপদকল্যাণী ইমেসং পঞ্চমঃ অচ্ছরাসতানং উপনিধায় সম্বম্পি ন উপেতি কলম্পি ন উপেতি কলভাগম্পি ন উপেতি । অথ খো ইমানেব পঞ্চ অচ্ছরা সতানি অভিরূপত্তরানি চেব দম্মনীয়ত্তরানি চ পাসাদিকত্তরানি চা”তি ।

“অভিরম নন্দ, অহং তে পাটিভোগো পঞ্চমঃ অচ্ছরা সতানং পটিলাভায় ককুটপাদীনং”তি ।

“সচে মে ভস্তু ভগবা, পাটিভোগো পঞ্চমঃ অচ্ছরাসতানং পটিলাভায় ককুটপাদীনং, অভিরমিঙ্গামি অহং ভস্তু, ভগবী বুদ্ধ-চরিয়ে”তি ।

৮ । অথ খো ভগবা আয়স্মন্তং নন্দং গহেহা তথ অন্তরহিতো

“ভস্তু, শাক্যকুমারী জনপদ কল্যাণীর কাছে কাণ কাটা, নাক কাটা, লাজ ছেঁড়া, সেই জীর্ণ বানরী যেমন, এই পাঁচশত পায়রা-পাদ অপ্সরাদের কাছে জনপদকল্যাণীও তেমন । ইহাদের কাছে তাহার উপমা করা হয় না, সে ইহাদের এক আনাও হয় না, এক আনার ভগ্নাংশও না । এই পাঁচশত অপ্সরাই নিশ্চয় সুন্দরতরা, দর্শনীয় তরা, প্রাসাদিক তরা ।”

“নন্দ, তুমি ব্রহ্মচর্য্যে ব্রত হও, পাঁচশত পায়রা-পাদ অপ্সরা পাইবে, তজ্জন্ত আমি প্রতিভূ থাকিলাম ।”

“ভস্তু ভগবন, আপনি যদি পাঁচশত পায়রা-পাদ অপ্সরা লাভে আমার জামিন হন, তাহা হইলে ভস্তু, আমি ভগবানের বিধান অনুসারে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিব ।”

৮ । অতঃপর ভগবান আশ্বম্যান নন্দকে লইয়া সেখান হইতে অন্তরহিত হইয়া

জ্ঞেতবনে যেব পাতুরহোসি। অল্লোম্ং খো ভিক্ষু “আয়স্মা  
কির নন্দো ভগবতো ভাতা মাতৃচ্ছাপুত্তো অচ্ছরানং হেতু  
বৃক্ষচরিয়ং চরতি, ভগবা কিরজ পটিভোগো পঞ্চমং অচ্ছরাসতানং  
পটিলাভায় ককুটপাদীনং”তি। অথ খো আয়স্মতো নন্দজ  
সহায়কা ভিক্ষু আয়স্মন্তং নন্দং ভত্তকবাদেন চ উপকিতকবাদেন  
চ সমুদাচরন্তি— “ভতকো কিরায়স্মা নন্দো, উপকিতকো কিরা-  
য়স্মা নন্দো, অচ্ছরানং হেতু বৃক্ষচরিয়ং চরতি, ভগবা কিরজ  
পটিভোগো পঞ্চমং অচ্ছরাসতানং পটিলাভায় ককুটপাদীনং”তি।

৯। অথ খো আয়স্মা নন্দো সহায়কানং ভিক্ষুং  
ভত্তকবাদেন চ উপকিতকবাদেন চ অট্টয়মানো হরায়মানো  
জিগৃচ্ছমানো একো বৃপকট্টো অগ্নমত্তো আতাপী পহিতত্তো

জ্ঞেতবনে প্রাহুত্ব হইলেন। ভিক্ষুরা শুনিতে পাইলেন যে—  
“ভগবানের ভ্রাতা মাতৃশ্বপুত্র আয়স্মান্ নন্দ কপোত-চরণা অপরা লাভের  
জন্ত ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছেন; ভগবান নাকি তাঁহার পাঁচশত কপোত-  
চরণা অপরা লাভের প্রতিভূ হইয়াছেন।” অতঃপর আয়স্মান্ নন্দের  
সহায়ক ভিক্ষুরা বেতনভোগী ও উপকীতবাদে তাঁহার সহিত আলোপ  
করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন—“ও! ও! আয়স্মান্  
নন্দ মজুর! আয়স্মান্ নন্দ ভাড়াটে! তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য দেখিতেছি অপরা  
জন্ত, ভগবান তাঁহার পাঁচশত পাখরা-পাদ অপরা পাওয়ার পক্ষে প্রতিভূ  
হইয়াছেন।”

১০। অনন্তর আয়স্মান্ নন্দ ভিক্ষু বন্ধুদের ভূতাবাদে ও উপকীতবাদে  
নিজকে নিন্দিত, অবজ্ঞাত ও ঘৃণিত মনে করিয়া বস্ত্রকাম ও ক্লেশকাম  
হইতে পৃথক হইয়া একাকী অপ্রমত্ত ভাবে, উত্তমের সহিত, তন্ময় চিত্তে

বিহরন্তো ন চিরজ্জৈব যজ্ঞথায় কুলপুত্রা সন্মদেব অগারিস্থা  
 অনগারিয়ং পবজ্জন্তি তদনুত্তরং ব্রহ্মচারিয়পরিয়োদানং দিষ্টেবধম্মে  
 সয়ং অভিপ্রাণ সচ্ছিক্ত্বা উপসম্পজ্জ বিহাসি, খীণা জাতি, বৃষিতং  
 ব্রহ্মচারিয়ং, কতং করণীয়ং, নাপরং ইথস্তায়াতি অন্ত্রপ্রাণি, অপ্র-  
 তরো চ খো পনায়স্মা অরহতং অহোসি ।

১০ । অথেকা দেবতা রত্তিভাগে সকলং জেতবনং ওভাসেহা  
 সখারং উপসংকমিত্বা বন্দিত্বা আরোচেসি— “আয়স্মা ভন্তে, নন্দো  
 ভগবতো মাতৃচ্ছাপুত্রো আসবানং খয়া অনাসবং চেতোবিমুক্তিং পপ্রাণ-  
 বিমুক্তিং দিষ্টেবধম্মে সয়ং অভিপ্রাণ সচ্ছিক্ত্বা উপসম্পজ্জ বিহরতীতি ।  
 ভগবতো পি খো প্রাণং উদপাদি— নন্দো আসবানং খয়া অনাসবং

শ্রমণ-ধর্ম পালনে নিরত হওত অচিরেই, যাহার জন্ম কুলপুত্রেরা আগার  
 ত্যাগ করিয়া সমাক্রমে অনাগারিক ভাবে প্রব্রজিত হয়, সেই ব্রহ্মচর্যের  
 অনুত্তর পর্য্যাবসান বর্তমান শরীরে স্বয়ং অভিজ্ঞার দ্বারা সাক্ষাৎ করিয়া  
 ও সম্প্রাপ্ত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন । তাঁহার জন্ম ক্ষয় হইয়াছে,  
 ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হইয়াছে, করণীয় কৃত হইয়াছে, পুনর্জন্ম গ্রহণের জন্ম  
 আর যে কিছু বাকী রহিল না তাহা বিশিষ্টরূপে জ্ঞাত হইলেন । ভগ-  
 বানের অর্হৎ প্রাবকদের মধ্যে আয়ুস্থান নন্দও একজন অর্হৎ হইলেন ।

১০ । অতঃপর এক দেবতা রাতিভাগে সকল জেতবন আলোকিত  
 করিয়া ভগবানের নিকট গমন পূর্বক তাঁহাকে বন্দনা করিয়া কহিলেন—  
 “ভন্তে ! ভগবানের মাসতুতো ভাই আয়ুস্থান নন্দ আস্রবের [ তৃষ্ণার ]  
 ক্ষয় হেতু অনাস্রব ভাব, মুক্ত-চিত্ততা ও মুক্ত-প্রজ্ঞা বর্তমান-শরীরে স্বয়ং  
 অভিজ্ঞার দ্বারা সাক্ষাৎ করিয়া, সম্প্রাপ্ত হইয়া বাস করিতেছেন ।”  
 ভগবানও জানচক্ষু দেখিলেন— নন্দ আস্রবের ক্ষয় হেতু অনাস্রব ভাব,

চেতৌবিমুক্তিং পঞ্জাবিমুক্তিং দিষ্টৌব ধম্মে সয়ং অভিপ্রা সচ্ছিকত্বা  
উপসম্পজ্জ বিহরতী”তি ।

১১। সোপায়স্মা নন্দো তস্মা রত্তিয়া অক্সয়েন ভগবন্তঃ উপ-  
সংকমিত্বা বন্দিত্বা এতদবোচ—“যং মে ভন্তে, ভগবা পাটিভোগো  
পঞ্চমঃ অচ্ছরাসতানং পট্টিলাভায় ককুটপাদীনং, মুঞ্চামহং ভন্তে,  
ভগবন্তঃ এতস্মা পট্টস্বা”তি ।

“ময়্যাপি খো নন্দ, চেতসা চেতো পট্টিচ্চ বিদিত্তো—‘নন্দো  
আসবানং খয়া অনাসবং চেতো বিমুক্তিং পঞ্জা বিমুক্তিং দিষ্টৌব  
ধম্মে সয়ং অভিপ্রা সচ্ছিকত্বা উপসম্পজ্জ বিহরতী’তি ; দেবতাপি  
মে এতমথং স্মারোচেসি—‘আয়স্মা ভন্তে, নন্দো---পে—বিহরতীতি ।’  
ষদেব খো তে নন্দ, অনুপাদায় আসবেহি চিত্তং বিমুক্তং, অথাহং  
মুন্তো এতস্মা পট্টস্বা”তি । অথ খো ভগবা এতমথং বিদিত্তা

মুক্ত-চিত্ততা মুক্ত-প্রজ্ঞা বর্তমান শরীরে স্বয়ং অভিজ্ঞার দ্বারা সাক্ষাৎ করিয়া,  
সম্প্রাপ্ত হইয়া বাস করিতেছে ।”

১১। আয়ুস্থান নন্দও রাত্রিশেষে ভগবানের নিকট গিয়া তাঁহাকে  
বন্দনা করিয়া কহিলেন—“ভন্তে, ভগবান যে পাঁচশত কপোত চরণা  
অঙ্গরা লাভের জন্ত আমার প্রতিভূ হইয়াছেন, ভগবানকে আমি সে  
প্রতিশ্রুতি হইতে মুক্তি দিলাম ।”

• “নন্দ, আমিও [আমার] চিত্তের দ্বারা [তোমার] চিত্ত অবলম্বন  
করিয়া জানিয়াছি—‘নন্দ আস্রবের ক্ষয় হেতু অনাস্রব ঔাব, মুক্তচিত্ততা,  
মুক্তপ্রজ্ঞা বর্তমান শরীরে স্বয়ং অভিজ্ঞার দ্বারা সাক্ষাৎ করিয়া, সম্পন্ন  
করিয়া বিহরণ করিতেছে ।’ দেবতাও আমাকে তাহা বলিয়া গিয়াছে ।  
নন্দ, [তুমি আসক্তি বশে কিছু] গ্রহণ না করাতে আস্রব হইতে যে  
তোমার চিত্ত বিমুক্ত হইয়াছে, তাতেই আমি জামিনের দাবী হইতে মুক্ত  
হইয়াছি ।” অতঃপর ভগবান নন্দের অর্হক প্রাপ্তির বিষয় জানিয়া

ভায়ং বেলায়ং ইমং উদানং উদানেনি—

“যন্ন নিন্তিন্নো পক্কো চ মদিতো কামকণ্টকো,  
মোহক্কয়ং অনুগন্তো সুখদুস্কে ন বেগতী”তি ।

১২ । অথেক দিবসং ভিক্ষু তং আয়স্মন্তং নন্দং পুচ্ছিংসু—  
“আবুসো নন্দ, ত্বং উকণ্ঠিতোমহীতি পবেদেসি, ইদানি তে  
‘কথং’তি ?

“নথি মে আবুসো, গিহীভাবায় আলয়ো”তি । তং  
সুহা ভিক্ষু— “অভূতং আয়স্মা নন্দো কথেনি, অপ্রং ব্যাক-  
রোতি, অতীতদিবসেসু উকণ্ঠিতোমহীতি বহা ইদানি নথি মে  
গিহীভাবায় আলয়োতি কথেনি”তি । গন্তা তে ভগবতো তমথং  
আরোচেসুং ।

সেই সময় এই প্রীতি গাথা উচ্চারণ করিলেন—

“অতিক্রান্ত-পঞ্চদশ মদিত কাম-কণ্টক যার,  
সুখে দুঃখে সে জন অচল কর প্রাপ্ত মোহ তার ।”

১২ । অনন্তর একদিন ভিক্ষুরা আয়ুয়ান্ নন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন—  
“বক্কু নন্দ, তুমি উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলে বলিয়া বলিয়াছিলে, এখন তুমি  
কেমন আছ ?”

“বক্কু, গৃহী হইবার জন্ত আমার আর ইচ্ছা নাই ।” তাহা শুনিয়া  
ভিক্ষুরা কহিলেন—“আয়ুয়ান্ নন্দ অভূত কথাই বলিতেছে, অর্হন্ত ভাবের  
কথাই প্রকাশ করিতেছে । পূর্বে মন ছটফট করিতেছে বলিয়া এখন  
বলিতেছে গৃহী হইবার জন্ত আমার ইচ্ছা নাই ।” তাহার গিয়া ভগবানকে  
সে কথা কহিলেন ।

ভগবা— “ভিক্ষাবে, অতীত দিবসেন্ত নন্দজ অন্তভাবো দুচ্ছন্ন  
গেহসদিসো অহোসি, ইদানি সুচ্ছন্নগেহ সদিসো জাতো । অয়ং  
দিবচ্ছন্নানং দিষ্টকালতো পঠ্য পবজিতকিচ্ছন্ন মথকং পাপেতুং  
বায়মন্তো তং কিচ্ছং পন্তো”তি বহা ইমা গাথা অভাসি :—

“যথাগারং দুচ্ছন্নং বুট্ঠি সমতিবিজ্জতি,  
এবং অভাবিতং চিত্তং রাগো সমতিবিজ্জতি । ১৩  
যথাগারং সুচ্ছন্নং বুট্ঠি ন সমতিবিজ্জতি,  
এবং সুভাবিতং চিত্তং রাগো ন সমতিবিজ্জতী”তি । ১৪

• ১৩ । তথ— “অগারং”তি— যং কিঞ্চি গেহং । “দুচ্ছ-  
ন্নং”তি— বিরলচ্ছন্নং, ছিদ্দাবছিদ্দং । “সমতিবিজ্জতী”তি—  
বজ্জবুট্ঠি বিনিবিজ্জতি । “অভাবিতং”তি— তং অগারং বুট্ঠি বিয়  
ভাবনারহিতত্তা অভাবিতং চিত্তম্পি রাগো সমতিবিজ্জতি ;

ভগবান কহিলেন—“ভিক্ষুগণ, পূর্বে নন্দের আশ্রমভাব দুচ্ছন্ন গৃহের  
জায় ছিল, এখন সুচ্ছন্ন গৃহের জায় হইয়াছে । সে দিব্য অঙ্গরাগিককে  
দেখিয়া অবধি প্রব্রজিত কার্যের সাফল্যের জ্ঞাত যত্নপর হইয়া তাহা পাই-  
য়াছে ।” এই কথা বলার পর ভগবান এই গাথাদ্বয় ভাষণ করিলেন—

“যথা বুট্ঠি বিঁধে অতি হুরাচ্ছন্ন আগারে,  
তথা রাগ বিঁধে অতি অভাবিত মনере । ১৩  
যথা বুট্ঠি বিঁধে নাক সু-আচ্ছন্ন আগারে,  
তথা রাগ বিঁধে নাক সুভাবিত মনере ।” • ১৪

১৩ । তথায়— “আগারং”—যে কোন গৃহ । “হুরাচ্ছন্নং”—বিরল আচ্ছন্ন,  
ছিদ্দ বিছিদ্দ । “বিঁধে অতি”—বুট্ঠির জলে অত্যন্ত বিদ্ধ করে [বুট্ঠির জল পড়ে] ।  
“অভাবিতং”—দুচ্ছন্ন গৃহকে বিদ্ধ করিয়া যেমন বুট্ঠির জল পড়ে, তদ্রূপ  
ভাবনা বিরহিত হেতু অভাবিত চিত্তকে কামরাগে বিশিষ্টরূপে বিদ্ধ করে ;

ন কেবলং রাগোব দোস মোহ মানাদয়ো সর্বকিলেসা তথারূপং  
চিত্তং অতিবিস্ময় বিজ্ঞপ্তিয়েব। “সুভাবিতং”তি—সমথ-বিপজ্জনা ভাব-  
নাহি সুভাবিতং ; এবরূপং চিত্তং সুচ্ছন্নগেহং বুট্টি বিয় রাগাদয়ো  
কিলেসা অতিবিস্মিতং ন সাকোসু”তি ।

গাথা পরিয়োসানে বহু সোতাপত্তিকলাদীনি পাপুণিংসু ।  
মহাজনজ সাথিকা দেসনা অহোসি ।

১৪ । অথ ভিক্ষু ধর্মসভায় কথং সমুট্টাপেসুং— “আবুসো,  
বুদ্ধা নাম অচ্ছরিয়া, জনপদকল্যাণীং নিজায় উক্কট্টিতো নামা-  
য়স্মা নন্দো সথারা দেবচ্ছরা আমিসং কত্তা বিনীতো”তি ।

সথা আগস্তা—“কায়মুখ ভিক্ষবে, এতরহি কথায় সন্নিসিমা”তি  
পুচ্ছিয়া ইমায় নামাতি বুত্তে—“ন ভিক্ষবে, ইদানেব পুবেপেস ময়া  
মাতুগামেন পলোভেহা বিনীতো য়েবা”তি বহা অতীতং আহরি :—

কেবল রাগ নহে, ঘেব, মোহ ও মানাদি সকল ক্লেশ তজ্জপ চিত্তকে  
অতীত বিদ্ধ করে । “সুভাবিত”—শমথ-বিদর্শন ভাবনাদ্বারা সুভাবিত ;  
সু-আচ্ছন্ন গৃহকে বিদ্ধ করিয়া যেমন বৃষ্টির জল পড়িতে পারে না, তজ্জপ  
সুভাবিত চিত্তকে রাগাদি ক্লেশ অতি বিদ্ধ করিতে সক্ষম হয় না ।

গাথা অবসানে বহুলোক স্রোতাপত্তি কলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিল ।  
সমবেত জনগণের পক্ষে ধর্মদেশনা গার্হক হইয়াছিল ।

১৪ । অনন্তর ভিক্ষুরা ধর্মসভায় কথা তুলিলেন— “বহু, বুদ্ধের স্বাশ্চর্য্য  
কমতা, আবুয়ান, নন্দ জনপদ কল্যাণীর জন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন, শান্তা  
তাঁহাকে দেবাস্রার প্রলোভন দেখাইয়া সংযত করিলেন ।”

তগবান আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— “ভিক্ষুগণ, কি কথার জন্ত  
তোমরা এখানে সমাসীন হইয়াছ ?” তাঁহারা তাঁহাদের আলোচনার বিষয়  
বলিলে তিনি কহিলেন— “ভিক্ষুগণ, তথু এখন নয়, পূর্বেও একে জ্ঞার প্রলো-  
ভন দেখাইয়া সংযত করিয়াছি ।” ইহা বলিয়া অতীতের কথা কহিলেন—

১৫। “অতীতে বারাণসিয়ং বৃদ্ধদন্তে রজ্জং কারেস্তে বারা-  
ণসিবাসি কল্পটো নাম বাণিজো অহোসি। তজ্জেকো গদ্রভো  
কুস্তভারং বহতি, একদিবসেন সন্তয়োজনানি গচ্ছতি। সো  
একস্মিং সময়ে গদ্রভ ভারকেহি সন্ধিং তকসিলং গম্বা যাব তপুজ  
বিদ্রজ্জনং গদ্রভং চরিতুং বিদ্রজ্জেসি। অথন সো গদ্রভো  
পরিখাপিঠে চরমানো একং গদ্রভিং দিস্বা উপসংকমি। সা  
ভেন সন্ধিং পটিসম্বারং করোন্তি আহ— “কুতো আগতোসী”তি?”

“বারাণসিতো”তি।

• “কেন কস্মেনা”তি?

“বাণিজ্জকস্মেনা”তি।

“কিস্তকং ভারং বহসী”তি?

১৫। “পুরাকালে বারাণসীতে যখন ব্রহ্মদন্ত রাজা রাজ্য শাসন  
করিতেছিলেন তখন সে নগরে ‘কল্পট’ নামে এক বণিক বাস করিত।  
তাহার এক গাধা ছিল। সে তাহার মাটির কলসী হাঁড়িকুঁড়ি বহিয়া নিয়া  
যাইত। গাধাটি একদিনে সাত যোজন যাইত। বণিক একদিন গাধার  
পিঠে মাল বোঝাই করিয়া দিয়া তকশিলায় গেল। তথায় গিয়া মাল  
বিক্রী না হওয়া পর্যন্ত গাধাটিকে চরিত্বার জন্ত ছাড়িয়া দিল। অতঃপর  
গাধা পরিখা পার্শ্বে চরিতে চরিতে এক গাধী দেখিল। দেখিয়া সে তাহার  
কাছে গেল। গাধী তাহাকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া বলিল—

“কোথায় হইতে আসিয়াছ?”

“বারাণসী হইতে।”

“কি কাজে আসা হইয়াছে?”

“ব্যবসা উপলক্ষে।”

“কি বোঝা বহা গা?”



“কুস্তভারং”তি ।

“এস্তকং ভারং বহন্তো কতিরোজনানি গচ্ছসী”তি ?

“সন্তরোজনানী”তি ।”

“গতর্জানে কাচি তে পাদপরিকম্ম পিট্ঠিপরিকম্মকরা  
অখী”তি ?

“নখী”তি ।”

“এবং সন্তে মহাদুস্কং নাম অনুভোসী”তি ।

১৬ । কিঞ্চাপি হি তিরচ্ছানপতানং পাদপরিকম্মাদিকারকো  
নাম নখি, কামসংযোজনঘটনখং এবরূপং কথোতি । সো তজ্জা  
কথায় উকঠি । কল্পটোপি ভণ্ডং বিজ্জেক্কা তজ্জ সন্তিকং আগত্তা—  
“এহি তাত, গমিঙ্গামা”তি আহ ।

“গচ্ছথ তুম্হে, নাহং গমিঙ্গামী”তি ।

“ইড়িকুড়ির বোঝাই ।

“এই ভার নিয়া কত যোজন যাও ?”

“সাত যোজন ।”

“কোথানে যাও সেখানে পা-পিট্ঠ টিপিকার কোন দরদী আছে কি ?”

“না ।”

“তাহা হইলে বড়ই কষ্ট পাইতে হইবে !”

১৬ । তিব্বত প্রাণীর আবার পাদসেবাদি করিবার কেহ থাকে না,  
কাম-সভোগ ঘটাইবার জন্য এরূপ বলিতেছে । পাখা পাখীর কথা  
কামাকুল চিত্ত হইল । কল্পট পণ্য বিক্রয় করিয়া তাহার কাছে আসিয়া  
বলিল—“এস কাছা, এখন যাই ।”

“তুমি যাও, আমি যাব না ।”

‘অথ নং পুনঃপুনঃ যাচিহ্না অনিচ্ছন্তঃ ‘ভায়েহা নং নেজামী’তি চিস্তেহা ইমং গাথমাহ :—

“পতোদং তে করিজামি সোলসঙ্গুল কণ্টকং,  
সঙ্কিন্দিজামি তে কায়ং এবং জানাহি গদ্রভা”তি ।

১৭। তং স্ত্রী গদ্রভো—“এবং সন্তে অহম্পি তে কদ্রবঃ জানিজামী”তি বহা ইমং গাথমাহ :—

“পতোদং মে করিজসি সোলসঙ্গুল কণ্টকং,  
পুরতো পতির্টহিহান উকরিহান পচ্ছতো ;  
দন্তং তে সাবয়িজামি এবং জানাহি কপ্পটা”তি ।

তং স্ত্রী বাণিজো “কেন মুখো কারণেন এস এবং বদতী”তি চিস্তেহা ইতো চিতো চ ওলোকেন্তো তং গদ্রভিং দিস্বা “ইমায়েস

অতঃপর তাহাকে বার বার বলিলেও যখন সে ঘাইতে রাজি হইল না, তখন তাহাকে ‘ভয় দেখাইয়া নিয়া ঘাইব’ ভাবিয়া বলিল—

“বোল আঙ্গুল কাঁটা দিয়ৱ করব রে তোর পাচন বারি,  
জানরে গাথা একপেতে লইব গো তোর চামড়া ছিড়ি।”

১৭। তাহা শুনিয়া গাথা বলিল—“তাহা যদি হয়, আমিও তোমার কর্তব্য জানিব।” এই বলিয়া এই গাথাটি ভাষণ করিল—

“বোল আঙ্গুলকাঁটা দিয়ৱ পাচন আমার করবে ?

সামনের পায়ে ভর করিয়ে

পিছনের দুই পা উত্তোলিয়ে

ঝাড়ব তোমার দাঁত ক’পাটি এ’ কপ্পট, জান্বে।”

তাহা শুনিয়া বেপারী ভাবিল—“কেন সে এমন বলিতেছে ?”  
এদিক সেদিক দেখিতে দেখিতে সে গাধীকে দেখিতে পাইল। সে মনে

এবং সিদ্ধাপিতো ভবিষ্যতি, ‘এবরুপিং নাম তে গদ্রভিং আনে-  
জামী’তি মাতুগামেন নং পলোভেহা নেজামী’তি ইমং গাথমা—

“চতুঙ্গদিং সঙ্খমুখিং নারিং সব্বজ্জ সোভিনিং,  
ভরিয়ং তে আনয়িজামি এবং জানাহি গদ্রভা”তি।

তং শ্রুত্বা তুট্টচিন্তো গদ্রভো ইমং গাথমা—

“চতুঙ্গদিং সঙ্খমুখিং নারিং সব্বজ্জ সোভিনিং,  
ভরিয়স্মে আনয়িজসি কল্পট ভিয়ো থমিজামি—  
যোজনানি চতুদ্দসা”তি।

১৮। অথ নং কল্পটো—“তেন হি এই”তি গহেহা সৰ্কটানং  
অগমসি। সো কতিপাহচ্চয়েন তং আহ—“ননু মং তুমে ‘ভরিয়স্মে  
আনয়িজামী’তি অবোচুখা”তি ?

করিল—“এই গাথীই তাহাকে এমন বলিতে শিখাইয়া থাকিবে। সে  
বুদ্ধি আঁটিল—‘তোমার জন্ত এইরূপ একটি গাথী আনিব’ এইরূপে জী-  
লোভ দেখাইয়া তাহাকে নিয়া যাইব।” এই ভাবিয়া এই গাথাটি বলিল—

“চার পেয়ে এক শঙ্খমুখী ফিট্‌ফিটে-গা বো চেয়ে,  
এনে গাথা বে দিব তোর জানিসরে তা’ আর খেয়ে।”

তাহা শুনিয়া গাথা সন্তুষ্ট চিত্তে এই গাথা বলিল—

“চার পেয়ে এক শঙ্খমুখী ফিট্‌ফিটে-গা বো চেয়ে,  
এনে আমার বে দিবে, হ্যাঁ ! চল কল্পট, যাই খেয়ে ;  
বেতাম সাত যোজন, এখন বাব চৌদ্দ যোজন।”

১৮। অতঃপর কল্পট তাহাকে বলিল—“তাহা হইলে আস।” তাহাকে  
নিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। গাথা কিছুদিন পরে তাহাকে বলিল—  
“তুমি না আমার জন্ত বো আনিবে বলিয়াছিলে ?”

“আম বৃত্তং, নাহং অনুনো কথং ভিন্দিজামি, ভরিয়ন্তে  
আনেজামি, বটং পন তুয়হং এককজেব দজ্জামি, তুয়হং পন  
অন্তহুতিয়জ পহোতু বা মা বা হমেব জানেয়্যাসি, উত্তিয়ং বো  
সংবাসমম্বায় পুত্তাপি জায়িজন্তি, তেহি বহুহি সন্ধিঃ তুয়হং তং  
পহোতু বা মা বা হমেব জানেয়্যাসী”তি । গদ্রভো তস্মিং কথেষ্টে  
কথেষ্টে য়েব অনপেঙ্খো অহোসি ।

সখা ইমং দেসনং আহরিয়া—“তদা ভিক্ষবে, গদ্রভো  
জনপদকল্যাণী অহোসি, গদ্রভো নন্দো, বানিজো অহমেব । এবং  
পুৰ্ব্বেপেস ময়া মাতুগামেন পলোভেহা বিনীতো”তি জাতকং নিট্টা-  
পেসী”তি ।

“ই বলিয়াছিলাম, আমি প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিব না, তোমার জন্ত বো  
আনিব, কিন্তু তোমাকে খোরাক দিব একজনের, ইহাতে তোমাদের কুলাইবে  
কি না তাহা তুমিই জানিবে । তোমাদের উভয়ের সংসর্গে ছেলে মেরেও  
হবে, তাহাদের শুদ্ধ এতগুলির ঐ এক খোরাকে হইবে কি না তাহা  
তুমিই বুঝিবে ।” সে তাহা বলিতে বলিতেই গাথা বিয়ের ইচ্ছা ত্যাগ  
করিল ।

তগবান এই দেশনা আহরণ করিয়া কহিলেন—“ভিক্ষুগণ, তখন  
গাথী ছিল জনপদকল্যাণী, গাথা নন্দ, বেপারী ছিলাম আমি । এইরূপে  
পূর্বেও আমি ইহাকে জীব প্রলোভন দেখাইয়া সংযত করিয়াছিলাম ।”  
এই বলিয়া জাতক শেষ করিলেন ।

## চুন্দসূকরিক বণ্ড ১১০

১। “ইধ সোচতী”তি ইমং ধম্মদেসনং সথা বেলুবনে  
বিহরন্তো চুন্দসূকরিকং নাম আরত্তু কথেসি।

সো কির পঞ্চপল্লাস বজ্জানি সূকরে বধিহা খাদন্তো চ  
বিক্কিগন্তো চ জীবিকং কপ্পেসি। জাতকালে সকটেন বীহিং  
আদায় জনপদং গন্তা নালিঙ্ঘেনালিমন্তেন গামসূকরপোতকে  
কিণিহা সকটং পুরেহা আগন্তা পচ্ছানিবেসনে বজ্জং বিয় একং ঠানং পরি-  
চ্ছিন্দিহা তথৈব তেসং নিবাপং রোপেহা তেষু নানাগচ্ছে চ সরীর-  
মলঞ্চ খাদিহা বড্ডিতেসু। য়ং য়ং মাবেতুকামো হোতি তং তং

---

## শৌকরিক চুন্দের উপাখ্যান ১০

১। “ইহলোকে করে শোক” এই ধম্মদেশনা ভগবান বেণুবনে  
বাগ করিবার সময় শৌকরিক চুন্দের কথা প্রসঙ্গে কহিয়াছিলেন।

চুন্দ পঞ্চার বৎসর যাবৎ শূকর হত্যা করিয়া মাংস বিক্রয় করত  
জীবিকা নির্বাহ করিত। শূকরদের বাচ্চাদেওয়ার সময় সে গাড়ী করিয়া  
ধান লইয়া গ্রামে যাইত এবং সেসে চুন্দের হিসাবে ধান দিয়া গ্রাম্য  
শূকরের ছানা কিনিয়া গাড়ী ভরিয়া লইয়া আসিত। বাড়ীর পিছনে  
একটা স্থান ঠিক করিয়া ব্রজের মত করিয়া সে শূকরের তক্ষ্য [কচু ইত্যাদি  
গাছ-গুহ] লাগাইয়া রাখিত। শূকর শাবকেরা তাহা ও মলমূত্র পাইয়া  
বাড়িয়া উঠিত। যেটা যেটা মারিতে তাহার ইচ্ছা চাইত সেটা সেটা

আলাইনে নিচ্চলং বন্ধিত্বা সরীরমংসজ্জ উদ্ধুমায়িত্বা বহলভাবথং চতুরঙ্গরমুগগেন পোথেত্বা বহলমংসো জাতোতি ঞ্জত্বা মুখং বিব-  
রিত্বা অন্তরে দণ্ডকং দত্ত্বা লৌহখালিয়া পকট্ঠিতং উণেহাদকং  
মুখে আসিদ্ধতি ।

২ । তং কৃচ্ছিং পবিসিত্বা পকট্ঠিতং করীসং আদায় অধো-  
ভাগেন নিচ্ছমতি । যাব থোকম্পি করীসং অথি তাব আবিলং  
হত্বা নিচ্ছমতি, স্ত্বে উদরে অচ্ছং অনাবিলং নিচ্ছমতি । অথঙ্গ-  
অবসেসং উদকং পিট্ঠিয়ং আসিদ্ধতি । তং কালচন্দ্ৰং উল্লাটেত্বা  
গচ্ছতি । ততো তিগুন্মায় লোমানি ঝাপেত্বা তিণেহন অসিনা  
সীসং চিন্দতি । পগ্বরগকং লোহিতং ভাজনেন পটিগাহেত্বা মংসং  
লোহিতেন বড্ধেত্বা পটিত্বা পুণ্ডদারমঞ্জে নিসিন্মো খাদিত্বা সেসং  
বিক্শিপাতি ।

শ্মশানে নিয়াগিয়া বাহাতে নড়িতে চড়িতে না পারে এমন ভাবে  
বাধিত । শরীরমাংস ফুলিয়া বন্ধি পাইবার জন্য চৌপাট যুগ্ম দিয়া প্রহার  
করিত । মাংসের বন্ধিভাব জানিয়া মুখ মেলিয়া মুখের ভিতরে এক খানা কাঠ  
লাগাইয়া দিত । উত্তপ্ত গরম জল লৌহখালায় করিয়া মুখে ঢালিয়া দিত ।

২ । তাহা পেটের ভিতর গিয়া পরিপক্ব মল সহ গুহপথে বাহির হইত ।  
পেটের সামান্য মল থাকিলেও জল মলিন হইয়া বাহির হইত, পেটের  
সব পরিপক্ব হইয়া গেলে পরিষ্কার নিশ্চল জল বাহির হইত । অতঃপর  
অবশিষ্ট গরমজল পিঠে ঢালিয়া দিত । তাহাতে কালচন্দ্ৰ উঠিয়া বাইত ।  
তারপর খড়ের মশাল জালিয়া লোমগুলি পুড়িয়া ফেলিত । পোড়া হইলে  
ধারাল অস্ত্র দিয়া মাথা কাটিয়া ফেলিত । ধারা বহিয়া যে রক্ত পড়িতে  
পাকিত তাহা সে একটা পাত্রে ধরিয়া রাখিত । তাহা মাখাইয়া মাংস  
বাড়াইয়া লইত, কতেক পাক করিয়া স্ত্রী-পুত্র লইয়া ভোজন করিত, বাকী  
বাহা বিক্রয় করিত ।

৩। উজ্জ্বল ইমিলাব নিয়ামেন জীবিকং কল্পেস্তজ পঞ্চপঞ্চাশ  
বজ্রানি অতিকল্পানি, তথাগতে ধূরবিহারে বসন্তে একদিবসম্পি  
পুষ্পমুট্ঠিতেন পূজা বা কটচ্ছূমন্তং ভিক্ষাদানং বা অঞ্জলি বা কিঞ্চি  
পুঞ্জং নাম নাহোসি। অথন সন্ন্যাসে রোগো উল্লঙ্ঘ্য, জীবন্ত-  
জীব অবাচি মহানিরয়সম্ভাপো উল্লঙ্ঘ্য। অবাচিসম্ভাপো নাম  
যোজনসতে ঠুকা ওলোকেস্তজ অক্ষীণং ভিক্ষুসমমথো পরিলাহো।  
বুত্তম্পিচেতং—“সমস্তা যোজনসতং করিহা তিষ্ঠতি সৰ্বদা”তি।  
নাগসেনথেরেন পনজ পাকতিকঙ্গিসম্ভাপতো অধিমন্তায় অয়ং  
উপমা বুত্তা—“যথা মহারাজ কুটাগারমন্তো পাসাণোপি নৈরয়ি-  
কঙ্গিমিহ যথেন বিলয়ং গচ্ছতি, নিকন্ত সত্তা পনথঃ কন্মবলেন  
মাতুকুচ্ছিগতা বিয়ন বিলীয়ন্তী”তি।

৩। সে এভাবে জীবিকা নির্বাহ করিয়া পঞ্চাশ বৎসর কাটাইয়াছিল।  
তৎপরে তথাগত তাহার পথের ধারের বিহারে থাকিলেও সে কোন দিন  
তাঁহাকে এক মুষ্টি পুষ্প দেয় নাই, এবং এক চামচ ভাত দান করে নাই,  
কিংবা আর কিছু পুণ্যকাজ করে নাই। অনন্তর তাহার শরীরে রোগ  
হইল। জীবিতাবস্থাতেই সে অবাচি মহানরকের জ্বালা অনুভব করিতে  
লাগিল। অবাচি নরকের নাকি এমনি দাহিকা শক্তি, শতযোজন দূরে  
থাকিয়া যদি কেহ ইহার দিকে দৃষ্টিপাত করে, তাহা হইলে তাহান চক্ষু  
জলিয়া যায়। ইহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—“চারিদিকে শত যোজন বিস্তৃত  
হইয়া ইহা সর্বত্র অবস্থিত। নাগসেন স্ববির সাধারণ অগ্নি হইতে ইহার  
তাপাধিক্য বুঝাইবার জন্য এই উপমা দিয়াছেন—“যথা, মহারাজ! কুটা-  
গার প্রমাণ পাবাণ ও নৈরয়িক অগ্নিতে কণকাল মধ্যে বিলীন হয়, কিন্তু  
ইহাতে জাত প্রাণী কন্মবলে মাতৃ জঠরের জ্বালা অবস্থান করে; বিলীন  
হয় না।”

৪। তদ্ব তস্মিং সন্তাপে উপট্ঠিতে কস্মসন্নিধিকো আকারো উল্লজ্জি। গেহমঙ্ঘেয়েব সুকররবং রবিহা জন্মুকেহি বিচরন্তো পুন্নখিমবথুন্পি পচ্ছিমবথুন্পি গচ্ছতি। অথজ গেহমানুসকা তং দল্লং গহেহা মুখং পিদহন্তি। কস্মবিপাকো নাম ন সকা কেনচি পটিবাহিতুং। সো বিরবতেব, সমস্তা সন্তস্ত ঘরেন্স মনুজা নিদং ন লভন্তি। মরণভয়েন তজ্জিতজ তজ বহি নিস্কমনং বারেতুং সকে। গেহপরিজনো যথা অন্তো ঠিতো বিচরিতুং ন সকেতি, তথা গহেহা দ্বারানি থকেহা বহি গেহং পরিবারেহা রন্তো অচ্ছতি।

৫। ইতরো অন্তো গেহেয়েব নিরয়সন্তাপেন বিরবন্তো ইতো চিতো চ বিচরতি। এবং সন্তদিবসানি বিচরিহা সন্তমে দিবসে

৪। সেই সন্তাপ উপস্থিত হইলে তাহার কৰ্ম্মানুরূপ আকার উৎপন্ন হইল। সে বাড়ীর মধ্যেই শূকরের জায় রব করিয়া হাঁটুতে হামাগুড়ি দিয়া পূৰ্ব পশ্চিমে যাতায়াত করিতে লাগিল। বাড়ীর লোকেরা শব্দ করিয়া মুখ বাঁধিয়া দিল [বাহাতে শব্দ না হইতে পারে]। কৰ্ম্মের বিপাক কেহ রোধ করিতে পারে না। সে শূকরের জায় শব্দ করিতেই লাগিল। তাহার শব্দে চারিদিকে সাত বাড়ীর লোক ঘুমাইতে পারিত না। সে মরণ ভয়ে ভীত হইয়াছিল। গৃহপরিজনেরা সে বাহাতে বাহিরে আসিতে ও শব্দ করিতে না পারে, সে ভাবে তাহাকে ঘরের মাঝে পুরিয়া, দরজা বন্ধ করিয়া ঘরের চারিদিক ঘিরিয়া চৌকী দিতে লাগিল।

৫। সে ঘরের মাঝেই নরকের সন্তাপে তপ্ত হইয়া ইত্যন্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। একপে সাতদিন বিচরণ করার পর সপ্তম দিবসে



কালং কহা অবীচি মহানিরয়ে নিব্বত্তি । অবীচিমহানিরয়ো দেবদূতসুত্তন্তেন বণ্ণেতব্বো । ভিক্ষু তত্ত্ব ঘরঘারেন গচ্ছন্তা তং সদং সুহ্মা সুকরসন্দোতি সপ্রিনো হুহা বিহারং গম্বা সখু সন্তিকে নিসিগ্গা এবমাহংসু— “ভন্তে, চুন্দসুকরিকল্প গেহঘারং পিদহিহা সুকরানং মারিয়মানানং অঙ্ক সত্তমো দিবসো, গেহে কাচি মঙ্গলকিরিয়া ভবিজ্জতি মণ্ণে । এত্তকে নাম ভন্তে, সুকরে মারেত্ত্বা একম্পি মেত্তচিহং বা কারুণ্ণং বা নথি, ন বত এবরুপো কঙ্খলো করুসো সত্তো দিট্ঠপুবেবা”তি ।

৬ । সপা— “ন ভিক্ষবে, সো ইমে সত্তদিবসে সুকরে মারেতি, কল্পসরিস্বকং পনজ বিপাকং উদপাদি, জীবন্তজেব অবীচি মহানিরয়সন্তাপো উপট্ঠাসি । সো তেন সন্তাপেন সত্তদিবসানি সুকরবং রবন্তো অন্তোনিবেসনে বিচরিয়া অঙ্ক কালং কহা

প্রাণত্যাগ করিয়া অবীচি মহানরকে জন্মগ্রহণ করিল । অবীচি মহানিরয় ‘দেবদূত সূত্রান্ত’ অনুসারে বর্ণিতব্য । ভিক্ষুগণ তাহার ঘরের দ্বার দিয়া যাইতে তাহার সেই শব্দকে শূকর-শব্দ মনে করিয়া বিহারে গিয়া ভগবানের নিকট বসিয়া কহিলেন— “ভন্তে, আজ সাতদিন যাবৎ শূকর ওয়ালা চুন্দ ঘরের দ্বার বাঁধিয়া শূকর মারিতেই আছে ; তাহার বাড়ীতে বোধ হয় কোন মঙ্গল উৎসব আছে । ভন্তে, এতগুলি শূকর মারিতেছে তবু তাহার একটুও মৈত্রী চিন্তা বা করুণার সঞ্চার হইল না ! এমনতর কঠোর, নিষ্ঠুর লোক ত আর কখনও দেখি নাই !”

৬ । ভগবান কহিলেন— “ভিক্ষুগণ, সে সাতদিন ধরিয়া শূকর মারে নাই । তাহার কন্ধ্যামুরূপ অবস্থা হইয়াছে, জীবিতাবস্থাতেই অবীচি মহানরকের সন্তাপ অনুভব করিয়াছে । সে সেই সন্তাপের দ্বারা সাতদিন যাবৎ শূকরের দ্বার শব্দ করিতে করিতে ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আজ মরিয়া

অবীচিমিহ নিবন্তো”তি বত্না—

“ভন্তে, ইধ লোকে এবং সোচিয়া পুন গন্তা সোচনট্টা-  
নেয়েব নিবন্তো ?”তি বুন্তে—

“আম ভিক্সবে, পমন্তো নাম গহট্টো বা হোতু পবজিতো  
বা উভয়থ সোচতি য়েবা”তি বত্না ইমং গাথমাহ :—

“ইধ সোচতি পেচ্চ সোচতি পাপকারী উভয়থ সোচতি, .

“সো সোচতি সো বিহঞতি দিস্বা কস্মকিলিট্টনন্তনো”তি । ১৫

৭। তথ “পাপকারী”তি—নানপ্রকারজ পাপকস্মজ কারকো  
পুঞ্জলো—‘অকতং বত মে কল্যাণং, কতং পাপং’তি একংসেনেব  
মরণসময়ে ইধ সোচতি, ইদমজ কস্মসোচনং । বিপাকং অন্তুভোন্তো

অবীচি নরকে জন্ম নিয়াছে ।”

ভিক্ষুরা বলিলেন—“ভন্তে, ইহলোকে সে এত অনুশোচনা করিয়া  
আবার গিয়া অনুশোচনার স্থানেই জন্ম লইল ?”

“হাঁ ভিক্ষুগণ, যে প্রমত্ত সে গৃহস্থই হউক আর প্রব্রজিতই হউক  
উভয় স্থানেই শোক করে ।” ইহা বলিয়া ভগবান এই গাথাটি বলিলেন—

“ইহলোকে করে শোক, শোক পরলোকে.

পাপকারী করে শোক এ’উভয় লোকে ;

কলুষিত কৰ্ম্মই সে দেখি আপনার,

করে শোক, হত হয়, [করে হাহাকার] । ১৫

৭। তথায় “পাপকারী”—নানা প্রকার পাপকৰ্ম্মকারী ব্যক্তি—‘কল্যাণ  
কৰ্ম্ম করি নাই, পাপ কৰ্ম্ম করিয়াছি’ বলিয়া একান্তই মরণ-সময়ে ইহলোকে  
শোক করে, ইহা তাহার কৰ্ম্মশোচনা । পরে পাপকৰ্ম্মের বিপাক অনুভব

পন পেচ্চ সোচতি, ইদমজ পরলোকে বিপাকসোচনং । এবং  
সো উভয়ঞ্চ সোচতি য়েব । তেনেব কারণেন জীবমানো য়েব  
সো চুন্দসূকরিকোপি “দিশ্বা কন্মকিলিট্টং”তি—অন্তনো কিলিট্টকন্মং  
পজ্জিহ্বা সোচতি, নানম্লকারকং বিলপন্তো বিহংগতী,তি ।

গাথাপরিয়োসানে বহু সোতাপন্নাদয়ো অহেন্নং । মহাজনন্  
সাথিকা দেসনা জাতা’তি ।



করিতে করিতে শোক করে, টঁচা তাহার পরলোকে বিপাক শোচনা । এই-  
রূপে সে উভয় স্থানেই শোক করে । সেই কারণে শৌকরিক চুন্দও  
জীবন্ত থাকিতেই “কলুণ্ডিত কন্ম বেথি”— আপনার কলুণ্ডিত কন্ম দেখিয়া  
শোক করিতেছে, নানা প্রকার বিলাপ করিতে করিতে হঃখ পাইতেছে ।

গাথা অবসানে অনেকে স্রোতাপন্নাদি হইল । বেশনা জনগণের  
সাথক হইয়াছিল ।



## ধর্মিক উপাসকস বন্ধু । ১১

১। “ইহ মোদতী”তি ইমং ধর্মদেবনং সখা জেতবনে বিহ-  
রন্তো ধর্মিক উপাসকং আরতু কথেসি ।

সাবখিয়ং কির পঞ্চসতা ধর্মিক উপাসকা নাম অহেনুং ।  
তেসু একেকজ পঞ্চ পঞ্চ উপাসক সতানি পরিবারা । যো  
তেসং জেট্টকো তজ্জ সত্ত পুত্তা সত্ত ধীতরো । তেসু একেকজ একেকা  
সলাকয়াত্ত সলাকভত্তং পক্ষিকভত্তং নবচন্দভত্তং বঙ্গাবাসিকং ।

---

## ধার্মিক উপাসকের উপাখ্যান । ১১

১। “ইহ লোকে প্রমোদিত হয়” ভগবান জেতবনে বাস করিবার  
সময় ধার্মিক উপাসকের কথা প্রসঙ্গে এই বর্ণনাদেশনা করিয়াছিলেন ।

প্রাচীনতে পাঁচশত ধার্মিক উপাসক ছিলেন । তাঁহাদের প্রত্যেকের  
আবার পাঁচশত পাঁচশত উপাসক লইয়া এক একটি দল ছিল । তাঁহাদের  
মধ্যে বিনি প্রাণান, তাঁহার সাতপুত্র ও সাতকন্যা । তাহাদের প্রত্যেকের  
এক এক বার পালানুক্রমে যাগ, পালানুক্রমে ভাত, পাকিক ভাত,  
[ নূতন চন্দ্র উদ্ভিত হইলে ] নবচন্দ্র ভাত ও বঙ্গাবাসিক ভাত দিত ।

তেপি সবেব অনুজাতপুত্রা নাম অহেন্তুং । ইতি চুদ্দসন্নং  
পুত্রানং ভরিয়ায় উপাসকস্মাতি সোলস সলাকয়াণ্ড আদীন  
পবত্তন্তি । ইতি সো সপুত্তদারো সীলবা কল্যাণধম্মো দানসংবি-  
ভাগরতো অহোসি ।

২ । অথস্ম অপরভাগে রোগো উল্লজ্জি, আয়ুসস্মারো পরি-  
হারি । সো ধম্মং সোতুকামো অট্ট বা সোলস বা ভিক্ষু পেসে-  
স্মাতি সখুসন্তিকং পহিণি । সখা পেসেসি । তে গন্তা তস্ম মঞ্চং  
পরিবারেহা পশ্চত্তেহু আসনেহু নিসিন্না । “ভন্তে, অয়্যানং মে  
দসন্নং দুন্নভং ভবিজ্জতি, দুব্বলোমিহ, একং মে স্তত্তং সজ্জায়থা”তি  
বুত্তে—

“কত্তরং স্তত্তং সোতুকামো উপাসকা”তি ?

“সব্ববুদ্ধানং অবিজ্জহিতং সতিপট্টান স্তত্তং”তি বুত্তে—

তাহারা সকলেই অনুজাত পুত্র [ বাপ্‌কা বেটা ] হইয়াছিল । উপাসকের  
নিজের, জীর ও ছেলে মেয়ে চৌকটির দান লইয়া ঘোলটি পালানুক্রমে  
যাণ্ডদান ইত্যাদির অনুষ্ঠান হইত । এইরূপে জী-পুত্র-কন্তাগণ সহ তিনি  
শীলবান, কল্যাণধর্ম ও দাননিরত হইয়াছিলেন ।

২ । অনন্তর এক সময় তাহার রোগ হইল, আয়ু ফুরাইয়া আদিল ।  
তিনি ধর্ম শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া ভগবানের নিকট আটজন কি  
ঘোলজন ভিক্ষু চাহিয়া পাঠাইলেন । ভগবান ভিক্ষু পাঠাইলেন । তাহার  
গিয়া তাহার মঞ্চ খিরিয়া প্রদত্ত আসনে বসিলেন ।

উপাসক বলিলেন— “ভন্তে, আপনাদের বর্শন আমার পক্ষে দুন্নভ  
হইবে, দুব্বল হইয়া পড়িয়াছি, একটি স্তত্র পাঠ করিয়া আমাকে শুনান ।”

“কোন স্তত্র শুনিতে ইচ্ছা করেন উপাসক ?”

“সকল বুদ্ধের অপরিহার্য্য ‘সতিপট্টান’ স্তত্র ।”

বুঁতে “একায়নো অয়ং ভিক্ষবে, মগো সন্তানং বিহুঙ্কিয়া”তি  
সুস্তন্তং পঠিপেষুং ।

৩। তস্মিং খণে ছহি দেবলোকেহি সর্বালঙ্কারপতিমণ্ডিতা  
সহস্রসিদ্ধবযুতা দিয়জ্জয়োজনসতিকা ছ রথা আশমিংসু । তেহু তিতা  
দেবতা আমহাকং দেবলোকং নেজ্জাম অমহাকং দেবলোকং নেজ্জামাতি  
— “অন্তো, মত্তিকভাজনং ভিন্দিহা সুবল্লভাজনং গণহন্তো বিয়  
অমহাকং দেবলোকে অভিরমিতুং ইধ নিববভাহী”তি বদিংসু । উপা-  
সকো ধম্মসবণন্তুরায়ং অনিচ্ছন্তো—“আগমেথ, আগমেথা”তি আহ ।  
ভিক্ষু ‘অমেহ বারেতী’তি সংএগায় তুণ্ণিহ অহেসুং । অথল্ল পুত্তধীতরো—  
“অমহাকং পিতা ধম্মসবণেন অতিন্তো অহোসি, ইদানি পন ভিক্ষু  
পক্কোসাপেহা সঙ্কায়ং কারেহা সয়মেব বারেতি । মরণল্ল অভায়ন্তো

ভিক্ষুরা— “এই এক অয়ন ভিক্ষুগণ, এই এক মার্গ, সব্বদিগের বিহুঙ্কির”  
ইত্যাদি বলিয়া ‘সতিপট্টান’ হুত্রান্ত পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন ।

৩। সে সময় ছয় দেবলোক হইতে সর্বালঙ্কার-প্রতিমণ্ডিত, সন্ত  
অখযুক্ত, দেড়শত যোজন প্রমাণ ছয় খানি রথ আসিল । রথে স্থিত  
পাকিয়া দেবতার। নিজ নিজ দেবলোকে নিয়া যাইবার জন্ত তাঁহাকে ডাকিতে  
লাগিলেন । তাঁহারা কহিলেন—“ওহে, মাটির পাত্র ভাঙ্গিয়া সোণার পাত্র  
গ্রহণের ছায় আমাদের দেবলোক উপভোগ করিতে এখানে আস ।” উপা-  
সক ধর্মশ্রবণ কালীন তাঁহাদের এভাবে বাধা দেওয়া পছন্দ না করিয়া  
কহিলেন—“আপনার। এখন অপেক্ষা করুন, এখন অপেক্ষা করুন ।”  
ভিক্ষুরা “আমাদিগকে বারণ করা হইতেছে” এই মনে করিয়া নীরব হইলেন ।  
তাঁহার পুত্রকন্তারা এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিল— “আমাদের পিতা ধর্ম  
শ্রবণ করিয়া কোন দিন তৃপ্তি হয় নাই [অর্থাৎ ধর্ম যত শুনিতেন, তত  
শুনিবার ইচ্ছা করিতেন], এখন ভিক্ষুদিগকে ডাকাইয়া হুত্র পাঠে  
প্রবৃত্ত করাইয়া আবার নিজেই বারণ করিতেছেন, মরণকে ভয় করে না

নাম নথী”তি বিরবিংসু । ভিক্ষু ইদানি অনোকাসোতি উঠায় পকমিংসু ।

৪ । উপাসকো ধোকং বীতিনামেহা সতিং লভিস্বা পুতে পুচ্ছি—“কস্মা কন্দম্বা”তি ?

“তাত, তুম্হে ভিক্ষু পকোসাপেহা ধম্মং হুগন্তো সয়মেব বারয়িথ, অথ নয়ং মরণম্ অভায়নকসন্তো নাম নথী”তি কন্দিম্বা”তি ।

“অয়্যা পন কুহিং”তি ?

“অনোকাসোতি উঠায়াসনা পকন্তা”তি ।

“তাতা, নাহং অয়োহি সন্ধিং কথেমী”তি ।

“অথ কেন সন্ধিং কথেসি তাতা”তি ?

“ছহি দেবলোকেহি দেবতা ছ রথে অলঙ্করিষ্বা আদায় আকাসে ঠহা ‘অমহাকং দেবলোকে অভিরম, অমহাকং দেবলোকে

এমন কেহই নাই ।” ভিক্ষুগণ অসময় মনে করিয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন ।

৪ । উপাসক অলঙ্কণ পরে সজাগ হইয়া ছেলেদের জিজ্ঞাসা করিলেন—  
তোমরা কাঁদিতেছ কেন ?

“বাবা, আপনি ভিক্ষুদিগকে ডাকাইয়া আনিয়া ধর্ম শুনিতে শুনিতে নিজেই আবার তাহাদিগকে বারণ করিলেন, মরণকে ভয় করে না এমন কেহ নাই, এই মনে করিয়া আমরা কাঁদিতেছি ।”

“আর্যোরা কোথায় ?”

“অসম্ম বুঝিয়া তাঁহারা উঠিয়া চলিয়া গিয়াছেন ।”

“বাবারা, আমি ত আর্যদের সঙ্গে কথা কহি নাই !”

“তব্ব বাবা, কাহার সঙ্গে কহিয়াছেন ?”

“ছর দেবলোক হইতে অলঙ্কৃত ছরখানি রথে দেবতার আসিয়া আকালে থাকিয়া ‘আমাদের দেবলোকে অভিরমিত হও, আমাদের দেবলোকে

অভিরমা”তি সদং করোন্তি, তাহি সন্ধিং কথেমী”তি ।

“কুহিং তাত, রথা, ন ময়ং পজ্যামা”তি বুত্তে—

“অথি পন ময়ং গন্তিতানি পুন্দানী”তি ?

“অথি তাতা”তি ।

“কত্তর দেবলোকো রমণীয়ো”তি ?

“সব্ববোধিসত্তানং বুদ্ধমাতাপিতুম্বকং বসিতট্টানং তুসিতভবনং  
রমণীয়ং তাতা”তি ।

“তেনহি ‘তুসিতভবনতো আগত্তরথে লগাতু’তি পুন্দামং  
থিপথা”তি ।

৫ । তে থিপিংসু । তং রথধুরে লগিহা আকাসে ওলম্বি ।  
মহাজনো তদেব পজ্জতি, রথং ন পজ্জতি ।

উপাসকো—“পজ্জথেতং পুন্দামং”তি বজ্জা—

অভিরমিত হও ।’ এই বলিয়া শব্দ করিতেছেন, তাহাদের সঙ্গে কহিয়াছি ।”

“রথ কোথায় বাবা, আমরা ত দেখিতেছি না !”

“আমার জন্ত ফুলের মালা গাঁথিয়াছিলে, তাহা আছে ?”

“আছে বাবা !”

“কোন দেবলোক রমণীয় ?”

“বাবা, তুমিত দেবলোকই স্মরণ, সেখানে সকল বোধিসত্ত্ব আর  
বোধিসত্ত্বের পিতামাতা বাস করেন ।”

তাহা হইলে ‘তুমিত সর্ব হইতে যেই রথ আসিয়াছে তাহাতে লগ্ন  
হউক’ এই বলিয়া ফুলের মালা ছোড় ।”

৫ । তাহার ছাড়িল । মালা রথের চাকার লাগিয়া আকাশে ঝুলিতে  
লাগিল । সমবেত লোকেরা মালাটিই দেখিতে পাইল, রথ দেখিতে পাইল না ।

উপাসক জিজ্ঞাসা করিলেন—“তোমরা ফুলের মালা দেখিতেছ কি ?”



“আম পদ্মামা”তি বুন্তে—

“এতং তুসিতভবনতো আগতরথে ওলম্বতি, অহং তুসিতভবনং গচ্ছামি, তুমহে না চিন্তয়িত্ব, মম সন্তিকে নিকবন্তিতুকামা হুত্বা ময়া কতনিয়ামেনেব পুত্রানি করোথা”তি বহু কালং কত্বা রথে পতিষ্ঠাসি । তাবদেবজ্ঞ তিগাবুতপ্লমাণো সটি ঠসকটভারালঙ্কার পতিমণ্ডিতো অন্তভাবো নিকবন্তি । অচ্ছরা সহস্রং পরিবারেসি, পঞ্চ-বীসতি ষোড়শিকং কনকবিমানং পাতুরহোসি ।

৬ । তে ভিক্ষু বিহারং অনুগন্তে সখা পুচ্ছি—“মুতা ভিক্ষাবে, উপাসকেন ধর্মদেসনা”তি ?

“আম ভন্তে, অন্তরায়েব পন আগমেথাতি বারেসি । অথজ্ঞ পুত্তধীতরো কন্দিংসু । ময়ং ইদানি অনোকাসোতি

“ই দেখিতেছি ।”

“ইহা তুষ্টিত ভবন হইতে যেই রথ আসিয়াছে, তাহাতেই ঝুলিতেছে, আমি তুষ্টিত ভবনে যাইব, তোমরা চিন্তা করিও না, তোমরা আমার নিকট উৎপন্ন হইবার সঙ্কল্প করিয়া আমি যেই ভাবে পুণ্যকার্য্য সমূহ করিয়াছি সেই ভাবে পুণ্যকার্য্য করিতে থাক ।” উপাসক এই বলিয়া কাল প্রাপ্ত হইলেন এবং তুষ্টিত দেবলোকের রথে প্রতিষ্ঠিত হইলেন । তখনই তাঁহার ষাট গাড়ীর বোঝাই অলঙ্কারে প্রতিমণ্ডিত ত্রি-গবুতি প্রমাণ শরীর উৎপন্ন হইল । তিনি সহস্র অপ্সরা পরিবৃত হইলেন । তাঁহার জন্ত পঁচিশ বোজন\*প্রমাণ এক কনক বিমান প্রোত্তুত হইল ।

৬ । এদিকে ভিক্ষুগণ, বিহারে প্রত্যাবর্তন করিলে শাস্তা ভিজ্জাসা করিলেন—“ভিক্ষুগণ, উপাসক ধর্মদেশনা শুনিয়াছে ত ?”

“ই”ভন্তে, শুনিয়াছেন কিন্তু শুনিতে শুনিতে মাঝখানে ‘আপ-নারা অপেক্ষা করুন’ বলিয়া, ব্যরণ করিলেন । তারপর তাঁহার ছেলে-মেয়েরা কাঁদিতে লাগিল । আমরা তখন অসহন বুঝিয়া

উঠিয়াসনা নিব্বত্তা”তি ।

“ন সো ভিক্ষবে, ভূম্বেহি সন্ধিং কথেসি, ছহি পন দেব-  
লোকেহি দেবতা হ রবে অলকরিয়া আহরিয়া তং উপাসকং  
পকোসিংসু, সো ধম্মদেশনায় অন্তরায়ং অনিচ্ছন্তো তেহি সন্ধিং  
কথেসী”তি ।

“এবং ভন্তে”তি ?

“এবং ভিক্ষবে”তি ।

“ইদানি ভন্তে, সো কুহিং নিব্বত্তো”তি ?

“তুসিত ভবনে ভিক্ষবে”তি ।

“ভন্তে, ইদানি ইধ এগাতিমঙ্কে মোদমানো বিচরিয়া  
ইদানেব গন্তা পুন মোদনট্টানে য়েব নিব্বত্তো”তি ?

“আম ভিক্ষবে, অগ্নমত্তা হি গহট্টা বা পব্বজিতা বা সব্বথ

আসন হইতে উঠিয়া চলিয়া আসিয়াছি ।”

“ভিক্ষুগণ, সে তোমাদের সঙ্গে কথা কহে নাই । ছয় দেবলোক  
হইতে দেবতারা ছয়খানি রথ সাজাইয়া নিয়া আসিয়াছে, তাঁহারা উপা-  
সককে ডাকিতেছিল, সে ধর্মদেশনার দাখা দেওয়া পছন্দ না করিয়া দেব-  
তাদের সঙ্গেই কথা কহিয়াছিল ।”

“তাই নাকি ভন্তে ?”

“তাই ভিক্ষুগণ !”

“ভন্তে, এখন তিনি কোথায় জন্মিলেন ?”

“তুসিত ভবনে ভিক্ষুগণ !”

“এখনি ভন্তে, জ্ঞাতিগণ মাঝে আমাদের সহিত থাকি, আবার  
এখনি গিয়া পুনঃ আমোদ স্থানেই জন্মিলেন ?”

“ই ভিক্ষুগণ, অগ্নমত্তেরা গৃহস্থই হউক বা ভিক্ষুই হউক সবস্থানেই

মোদন্তি য়েবা”তি ববা ইমং গাথমাহ :—

“ইধ মোদতি পেচ্চ মোদতি কতপুণ্ণো উভয়থ মোদতি,  
সো মোদতি সো পমোদতি দিস্বা কস্মবিস্তুদ্ধিমত্তনো”তি । ১৬

৭। তথ “কতপুণ্ণো”তি—নান্যকারজ কুসলজ কারকো  
পুণ্ণালো, ‘অকতং বত মে পাপং কতং কল্যাণং’তি ইধ কস্ম-  
মোদনেন পেচ্চ বিপাক মোদনেন মোদতি, এবং উভয়থ মোদতি  
নাম ।

“কস্মবিস্তুদ্ধিঃ”তি—ধর্মিক উপাসকোপি অন্তনো কস্মবিস্তুদ্ধিঃ  
পুণ্ণকস্ম সম্পত্তিঃ দিস্বা কালকিরিয়তো পুবে ইধ লোকেপি মোদতি।

তাহারা আমোদিত হয়। এই বলিয়া এই গাথাটি কহিলেন—

“ইহলোকে পরলোকে কৃতপুণ্য জন,  
উভয় লোকেতে হয় প্রমোদিত মন ।  
বিস্তুদ্ধি দেখিয়া নিজ কর্ম অতিশয়;  
আমোদিত হয় রে সে প্রমোদিত হয় ।” ১৬

৭। তথ্য “কৃতপুণ্য”—নান্যপ্রকার কুশল কর্মের কারক । কৃতপুণ্য  
ব্যক্তি ‘আমি পাপ করি নাই, পুণ্যই করিয়াছি’ বলিয়া ইহলোকে কর্মের  
আনন্দ এবং পরলোকে পুণ্যকর্মের ফলভোগের আনন্দ পায় ; এইরূপে  
সে উভয়ত্র আনন্দিত হয় ।

“কর্ম-বিস্তুদ্ধি”—ধার্মিক উপাসক আপনার কর্ম-বিস্তুদ্ধি পুণ্য-  
কর্ম সম্পত্তি দেখিয়া মৃত্যুর পূর্বে ইহলোকে আনন্দিত হইয়াছে,

কালং কহা ইদানি পরলোকেপি অতিমোদতি য়েবাতি ।

গাথাপরিয়োসানে বহু সোতাপন্নাদয়ো অহেন্নং, মহাজনজ  
সাথিকা ধন্মদেসনা জাতাতি ।



মৃত্যুর পর এখন পরলোকেও অতীব আনন্দ পাইতেছে ।

গাথা অঙ্গসানে বহুলোক শ্রোতাপর ইত্যাদি হইয়াছিলেন, দেশনা  
জনগণের সার্থক হইয়াছিল ।



## দেবদত্তস্বয়ং বথু । ১২

১ । “ইধ তপ্ততী”তি ইমং ধন্যদেবদত্তঃ সখা জ্ঞেতবনে বিহ-  
রন্তো দেবদত্তং আরতু কথেসি ।

দেবদত্তস্য বথু পৰ্বজিতকালতো পট্টায় যাব পঠবিম্ববেসনা  
দেবদত্তং আরতু ভাসিতানি সৰ্বানি জাতকানি বিখ্যারেহা কথি-  
তং, অয়ং পনেন্থ সংখ্যেপো । সখরি অনুপিয়ং নাম মল্লানং  
নিগমো তং নিজায় অনুপিয়ম্ববনে বিহরন্তে য়েব তথাগতজ লক্ষণ-  
পটিগাহণ দিবসে য়েব অসীতি সহজেহি ঞ্ণাতিকুলেহি রাজা বা  
হোতু বুদ্ধো বা, খত্তিয়পরিবারোব বিচরিঅতীতি অসীতি সহজপুত্তা  
পটিঞাতা । তেহু য়েভুয়োন পৰ্বজিতেহু ভদ্রিয় রাজানং

---

## দেবদত্তের উপাখ্যান । ১২

১ । “ইহ লোকে পায় তাপ” এই ধর্মদেবদত্তা ভগবান জ্ঞেতবনে বাস  
করিবার সময় দেবদত্তের কথা প্রসঙ্গে কহিয়াছিলেন ।

দেবদত্তের প্রব্রজ্যাকাল হইতে পৃথিবী প্রবেশ পর্যন্ত তাহার জীবনের  
ঘটনাবলীর প্রসঙ্গে বর্ণিত সমস্ত জাতক বিস্তৃতরূপে কথিত হইয়াছে ।  
তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই— অমুপ্রিয় ছিল মল্লদের নগর । ভগবান  
সেই অমুপ্রিয় নগর আশ্রয় করিয়া অমুপ্রিয় আশ্রয় বনে বাস করিতেছিলেন ।  
তথাগতের জন্মের পর তাহার শরীর-লক্ষণ বিচারের দিন তাহার আশি  
হাজার জাতিরা চিন্তা করিলেন—“ইনি রাজা হউন অথবা বুদ্ধই হউন,  
কত্ৰিয় পরিহৃত হইয়াই বিচরণ করিবেন ।” এই চিন্তা করিয়া তাহাদের  
আশি হাজার কত্ৰিয় কুমার দিব্যর প্রস্তাব করিলেন । যথা সময়ে সেই  
কত্ৰিয় কুমারদের অনেকে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন । কিন্তু ভদ্রিয় রাজাদের মধ্যে

অনুরুদ্ধ, আনন্দ, ভগু, কিঞ্চিল, দেবদত্তজ ইমে ছ সকে অপব-  
জন্তে দিস্বা “ময়ং অননো পুন্তে পব্বাজেম, ইমে ছ সকা ন  
ঞাতকা মণ্ণে, তন্মা ন পব্বজন্তী”তি কথং সমুট্টাপেস্থং ।

২। অথ খো মহানামো সকে অনুরুদ্ধং উপসঙ্কমিস্বা—  
“তাং, অমহাকং কুলে পব্বজিতো নথি, হং বা পব্বজ অহং বা  
পব্বজিন্নামী”তি আহ ।

সো পন সুকুমালো হোতি সম্পন্নভোগো, নথীতি বচনম্পি  
তেন ন সূতপুৰং । এক দিবসং হি তেস্থ চস্থ ঋত্ৰিয়েস্থ গুল-  
কীলং কীলন্তেষু অনুরুদ্ধো পূবেন পরাজিতো, পূবথায় পহিণি ।  
অথজ মাতা পূবে সঙ্কেদ্বা পহিণি । তে খাদিস্বা পুন কীলিংসু ।

অনুরুদ্ধ, আনন্দ, ভগু, কিঞ্চিল ও দেবদত্ত এই ছয়জন শাক্যপুত্র তখনও  
প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন নাই । তাঁহারা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতেছেন না দেখিয়া  
লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল— “আমরা আপন পুত্রদের প্রব্রজ্যা  
দিয়া দিলাম, এই ছয়জন শাক্য-ত দেখিতেছি এখনও প্রব্রজ্যা নিল না,  
বোধ হয় তাহারা বুদ্ধের জাতি নয় ।”

২। অনন্তর মহানাম শাক্য অনুরুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন—  
“ভাই, আমাদের কুলের মধ্যে কেহই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে নাই ; হয়  
তুমি, প্রব্রজ্যা নাও, না হয় আমি নিই ।”

অনুরুদ্ধ ছিলেন সুকোমল, ভোগ বিলাসী । ‘নাই’ এই শব্দও কোন  
দিন শুনে নাই । এক দিবস তাঁহাদের ছয় ক্ষত্রিয়ের মধ্যে গুটিখেলা  
হইতেছিল । খেলার সময় অনুরুদ্ধ পিঠার দ্বারা বাকী রাখিল, সে পরাজয়  
হইলে পিঠা খাওয়াইবে । খেলা করিতে করিতে অনুরুদ্ধের পরাজয় হইল ।  
তিনি পিঠার জন্ত পাঠাইয়া দিলেন । তাঁহার মাতা পিঠা পাঠাইয়া  
পাঠাইলেন । তাঁহারা তাহা খাইয়া পুনরায় খেলিতে আরম্ভ করিলেন ।

পুনশ্চ নং তন্মৈব পরাজয়ো হোতি । মাতা পনশ্চ পহিতে তিক্তভুং  
পূবে পহিণিষা চতুথে বারে পূবং নখীতি পহিণি । সো নখীতি  
বচনশ্চ অন্ততপুৰ্ব্বতা “এসাপেকা পূববিকতি ভবিষ্যতী”তি মশ্রুমানো  
“নখিপূবং মে আহরথা”তি পেসেসি ।

৩ । মাতা পনশ্চ “নখিপূবং পন অয়ো, দেখা”তি বুভে  
“ষম পুন্তেন নখীতি পদং ন স্ততপুৰ্ব্বং, ইমিনা পন উপায়েন  
“এতমথং জানাপেদ্যামী”তি তুচ্ছং স্তবগ্গপাতিং অশ্রায় স্তবগ্গপাতিয়া  
পটিকুজ্জিহ্বা পেসেসি । নগর পরিগাহিকা দেবতা চিস্তেতুং  
“অমুরুকসকেন অন্নভার কালে অন্তনো ভাগভত্তং উপরিট্টপচ্চেক  
বুদ্ধজ দহা ‘নখীতি মে বচনশ্চ সবণং মা হোতুতি, ভোজমুপ্ততিয়া

বার বার তাহারই পরাজয় । তিনিও পুনঃপুন মাতার নিকট পিঠার জন্ত  
প্রেরণ করিলেন । মাতাও নাকি তিনবার পাঠাইয়া, চতুর্থ বারে পিসা  
নাই বলিয়াই ফিরাইয়া রিলেন । সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল ‘পিঠা নাই ।’  
তিনি যে ‘নাই’ শব্দ কোন দিন শুনে নাই, তাই তাহাও একপ্রকার  
পিঠা বিশেষ মনে করিলেন । তাহাকে পুনরায় এই বলিয়া পাঠাইয়া  
দিলেন—“যাও, আমার জন্ত ‘নাইপিঠা’ নিয়া আস ।”

৩ । সেও যাইয়া বলিল—“আর্য্যে, ‘নাইপিঠা’ দেন ।” অমুরুকের  
মাতা এই কথা শুনিয়া চিন্তা করিলেন—“আমার ছেলে ‘নাই’ শব্দ কোন  
দিন শুনে নাই, তাহাকে এই উপায়ে ‘নাই’ শব্দের অর্থ বুঝাইয়া দিব”  
এই চিন্তা করিয়া, শূত্র এক সোণার ভাজন অশ্র এক সোণার ভাজনের  
দ্বারা ঢাকিয়া পাঠাইয়া দিলেন । তখন নগর রক্ষক দেবতা চিন্তা করি-  
লেন—“অমুরুক শাক্য পূৰ্ব্বজন্মে অন্নভার নাম ধারণ করিয়া বধন জন্ম-  
গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন নিজের অংশের ভাত উপরিট্ট নামক ‘পচ্চেক’  
বুদ্ধকে দান দিয়াছিলেন । দান দিয়া এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন—  
‘কখনও ‘নাই’ শব্দ যেন আমি না শুনি, আর আহার উৎপন্ন

জাননং মা হোতু'তি পথনা কতা; সচায়ং তুচ্ছপাতিং পত্তিঅতি  
দেবসমাগমং পবিসিতুং ন লভিঅাম; সীসম্পি নো সন্তথা ফলেয়্যাতি ।

৪ । অথ নং পাতিং দিব্বপূবেহি পুণ্ণং অকংসু । তস্মা গুল্ল-  
মণ্ডলে ঠপেহা উগ্ঘাটিত মন্তায় পূবগন্ধো সকল নগরে ছাদেহা  
ঠিতো, পূবখণ্ডে মুখে ঠপিতমন্তমেব সন্ত রসহরণীসহজানি অনু-  
ফরি । সো চিস্তেসি—“নাহং মাতু পিয়ো, এত্তকং মে কালং  
ইমং নস্থিপূবং নাম ন পচি । ইতো পট্ঠায় অঞ্ঞং পূবং নাম  
ন খাদিঅামী”তি । গেহং গম্বাপি মাতরং পুচ্ছি—“অম্ম, তুমহাকং  
অহং পিয়ো অন্নিয়ো”তি ?

“তাভ, একস্মিনো অস্মি বিয় চ হৃদয়ং বিয় চ অতিপিয়ো  
মে”তি ।

কারণও যেন আমাকে জানিতে না হয় ।” তিনি যদি এই শূন্য পাত্র দেখেন,  
তাহা হইলে আমি আর দেব সমাগমে প্রবেশ করিতে পারিব না; মাথাও  
আমার সাতভাগে ফাটিয়া যাইবে ।”

৪ । অতঃপর দেবতা সেই পাত্রটি দিয়া পিঠার পরিপূর্ণ করিয়া দিলেন ।  
পাত্রটি গুল্ল-মণ্ডলে রাখিয়া ঢাকনি উল্টাইবামাত্রই পিঠার স্তূপকে সমস্ত  
নগর স্তূপাক্রম্য হইল । পিঠাখণ্ড মুখে দেওয়া মাত্রই সাতহাজার রস-  
হরণীতে বিস্তার লাভ করিল । তখন অমুরুদ্ধ চিন্তা করিলেন—“আমি  
মাতার প্রিয় নহি, এতদিন যাবৎ আমার জন্য এই ‘নাইপিঠা’ পাক  
করে নাই । এই হইতে আমি আর অন্য পিঠা খাইব না ।” তিনি  
গৃহে বাইয়াও মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“মা, আমি কি তোমার প্রিয়,  
না অপ্রিয় ?”

“বাবা, একচক্ষু বিশিষ্ট লোকের পক্ষে তাহার একচক্ষু যেমন প্রিয়,  
হৃদয় যেমন প্রিয়, সেইরূপ তুমিও আমার অতি প্রিয় ।”



“অথ কন্যা এতকং কালং ময়হং নখিপূবং ন পট্টিং  
অন্যা”তি ?

স্বা চুন্নুপট্টাকং পুচ্ছি— “অথি কিঞ্চি পাতিয়ং তাতা”তি ?

“পরিপূর্ণা অয়্যে, পাতি পূবেহি, এবরুপং পূবং নাম মে  
ন দিট্টপূবং”তি ।

স্বা চিন্তেসি— “ময়হং পুত্তো পুণ্ণবা কতাভিনীহারো ভবি-  
ঈত্তি, দেবতাহি পাতিং পূরেহা পূবা পহিতা ভবিম্বত্তী”তি ।

অথ নং পুত্তো— “অন্য, ইতো পট্টায়াহং অপ্রং পূবং  
নাম ন খাদিদ্দামি, নখিপূবমেব পচেয়্যাসী”তি ।

৫ । সাপিঙ্গ ততো পট্টায় “পূবং খাদিতুকামোম্বহী”তি বৃত্তে  
তুচ্ছপাতিমেব অপ্রায় পাতিয়া পটিকুজ্জিহ্বা পেসেতি ।

“তাহা হইলে কেন মা, এতদিন যাবৎ তুমি আমার জন্য এই  
‘নাইপিঠা’ পাক কর নাই ?”

তিনি সেই ছোট চাকরটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন— “বাবা, পাত্রে  
কিছু ছিল কি ?

“আবো, পাত্র পিঠার পরিপূর্ণ ছিল, এমন পিঠা আমি পূর্বে  
দেখি নাই ।”

ইহা শুনিয়া তিনি চিন্তা করিলেন— “আমার ছেলে পুণ্যান, পূৰ্ণ-  
কৃত প্রার্থনা থাকিতে পারে, বোধ হয় দেবতারাই পাত্র পূর্ণ করিয়া পিঠা  
পাঠাইয়া থাকিবেন ।”

অতঃপর অমরুদ্ধ মাতাকে কহিলেন— “মা, এই হইতে আমি আর  
অন্ত পিঠা খাইব না ; এই ‘নাইপিঠা’ই আমার জন্য পাক করিও ।”

৫ । সেই হইতে অমরুদ্ধ পিঠা খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনিও  
এক শূন্য পাত্র অন্ত এক পাত্রের দ্বারা ঢাকিয়া পাঠাইয়া দিতেন ।

যাব অগারমন্ডে বসি ভাবল দেবতা দিবসপূবে পহিণিস্থ। সো  
এতকম্পি অজানন্তোব পবজ্জা নাম কিং জানিঅতি, তস্মা  
“কা এসা পবজ্জা নামা”তি ভাতরং পুচ্ছিহা “ওহারিত কেস-  
মজ্জুনা কাসাব নিবসেন কট্টখরকে বা বিদলমঞ্চকে বা নিপ-  
জ্জিহা পিণ্ডায় চরন্তেন বিহাতকং, এসা পবজ্জা নামা”তি বুত্তে—

“ভাতিক, অহং সুকুমালো, নাহং সন্খিঅামি পবজ্জিতুং”  
তি আহ।

“তেনহি ভাত, কস্মন্তং উগাহেহা যরাবাসং বস, ন হি সকা  
অমেহন্তু একেন অপবজ্জিতুং”তি।

অথ সঃ—“কো এস কস্মন্তো নামা?”তি পুচ্ছি।

তত্তুট্টানট্টানম্পি অজানন্তো কুলপুত্তো কস্মন্তং নাম কিং  
জানিঅতি ?

অনুরুদ্ধ যতদিন গৃহবাসে ছিলেন ততদিন দেবতা তাঁহার জন্ত দিব্য পিঠা  
পাঠাইয়াছিলেন। তিনি এতদূরও জানেন না, প্রব্রজ্যার বিষয় আর কি  
জানিবেন! তাই ভ্রাতার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—“এই প্রব্রজ্যা কি?”  
তদন্তরে তিনি বলিলেন—“চুল ও গোঁপদাড়ী ছেদন করিতে হয়, কাষায়  
বস্ত্র পরিধান করিতে হয়, কাষ্ঠান্তরণে অথবা বেত্রমঞ্চে শুইতে হয়, পিণ্ডা-  
চরণ করিয়া জীবিকা নিষ্কাহ করিতে হয়, এই হইল প্রব্রজ্যা।”

তিনি এইরূপ বলিলে অনুরুদ্ধ কহিলেন—“দাদা, আমি সুকোমল,  
আমি প্রব্রজ্যা নিতে পারিব না।”

“তাহা হইলে তাই, কাজকর্ম শিখিয়া গৃহবাসে থাক, আমাদের  
একজনও প্রব্রজ্যা না নিয়া পারিব না।”

অতঃপর অনুরুদ্ধ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“এই কাজকর্ম কেমন?”

যেই কুলপুত্র ভাত উৎপদের স্থানও জানেন না, তিনি আবার কাজ-  
কর্মের বিষয় কি জানিবেন ?

৬। একদিবসং হি তিগ্নং খন্ডিয়ানং কথা উদপাদি—“ভত্তং নাম কুহিং উট্টহতী”তি ?

কিঞ্চিলো আহ—“কোট্টকে উট্টহতী”তি ।

অথ নং ভদ্বিয়ো—“অং ভদ্বুট্টানট্টানং ন জানাসি, ভত্তং নাম উত্থলিয়ং উট্টহতী”তি আহ ।

অনুরুদ্ধো—তুম্হে বেষি ন জানাথ, ভত্তং নাম রতন মকুলায় সুবল্লপাতিয়ং উট্টহতী”তি আহ ।

তেসু কিং কিঞ্চিলো এক দিবসং কোট্টকতো বীহিং ওতরিয়মানে দিস্বা ‘এতে কোট্টকেব জাতা’তি সপ্রিঃ অহোসি । ভদ্বিয়ো একদিবসং উত্থলিতো ভত্তং বড্ডিয়মানং দিস্বা ‘উত্থলিয়প্রোব উল্লমন্তি’ সপ্রিঃ অহোসি । অনুরুদ্ধেন পন নেব বীহিং কোট্টেস্তু,

৬। এক দিবস তিন ক্ষত্রিয়ের মধ্যে কথা উত্থাপিত হইল—“ভাত কোথায় উৎপন্ন হয় ?”

“কিঞ্চিল কহিলেন—“গোলায় উৎপন্ন হয় ।”

ভদ্বিয় কহিলেন—“তুমি-ত ভাত উৎপন্নের স্থান জান না, ভাত উৎপন্ন হয় পাত্রে ।”

অনুরুদ্ধ কহিলেন—“তোমরা দুই জনেই জান না, ভাত উৎপন্ন হয় বস্তু মুকুল সদৃশ সোণার থালায় ।”

তাহাদের মধ্যে কিঞ্চিল একদিন দেখিয়াছিলেন— গোলা হইতে খান পাড়িতেছে, তাহা দেখিয়া তিনি মনে করিলেন— ইহা গোলা-তেই উৎপন্ন হইয়াছে । ভদ্বিয় একদিন দেখিয়াছিলেন— পাতিল হইতে ভাত ঢালিয়া লইতেছে, তাহা দেখিয়া তিনি মনে করিলেন— ‘ভাত পাত্রীলাতেই উৎপন্ন হয় । অনুরুদ্ধ কিঞ্চিৎ খান ভানিতে,

ন ভন্তং পচন্তা, ন বজেস্তা দির্ঘপুষ্ণা, বজেস্তা পন পুরতো  
ঠপিতমেব পজতি ; মো ‘ভুঞ্জিতুকামকালে ভন্তং পাতিয়ঃ  
উর্টহতীতি সপ্রমকাসি ।’

৭। এবং তরোপি তন্তুর্টানট্যানং ন জানন্তি । ভেনায়ঃ  
কো এস কস্মন্তো নামাতি পুচ্ছিত্বা পঠমং খেতং কলাপেত-  
বন্তি । আদিকং সংবচ্ছরে সংবচ্ছরে কন্তব্বকিচ্চং স্ত্বা “কদা  
কস্মন্তানং অন্তো পপ্ৰায়িজতি, কদা ময়ং অশ্লোজুকো ভোগে  
ভুঞ্জিআমা”তি বহা কস্মন্তানং অপরিয়ন্ততায় অন্ধাতায় “তেন হি  
বপ্ৰেণ ঘরাবাসং বস, ন ময়হং এতেনথো”তি মাতরং  
উপসংকমিত্বা “অনুজানাহি অস্ম্য মং পরবজ্জিআমী”তি বহা  
তায় তিস্বন্তুং পটিচ্ছিপিআ “সচে তে সহায়কো ভদিয় রাজ্জা

ভাত রাঁধিতে অথবা ভাত ঢালিতে কোনদিন দেখেন নাই; কেবল  
দেখিয়াছেন—ভাত ঢালিয়া সম্মুখে স্থাপন মাত্রই, ইহাতে তিনি মনে  
করিলেন—‘ভোজনের ইচ্ছা উৎপন্ন হইলে, ভাত পাত্রে উৎপন্ন হয় ।’

৭। এইরূপ তিন জনেই ভাত উৎপন্নের কারণ জানেন না । তাই  
অনুরুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন—‘কাজকর্ম কেমন ?’ তদন্তরে ‘প্রথম ক্ষেত্র  
কর্ষণ করিতে হইবে’ ইত্যাদিরূপে বৎসরে বৎসরে কর্তব্য কর্মের কথা  
উনিয়া কহিলেন—“কখন এইসব কাজের অন্ত দেখা যাইবে ? আর  
কখন বা আমরা কাজ হইতে অবসর লাভ করিয়া সুখে ভোগ সম্পত্তি  
পরিভোগ করিব ।” এই বলিয়া কন্যাস্তের অদমাগ্নি ও অক্ষয়তা ভাব  
দেখিয়া জ্যেষ্ঠ ভাইকে বলিলেন—“তাহা হইলে আপনিই ঘরে থাকুন,  
আমার ইহাতে প্রয়োজন নাই ।” এই বলিয়া তিনি মাতার নিকট  
উপস্থিত হইয়া কহিলেন—“মা, অমুমতি দাও, আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব ।”  
মাতা তিনবার অস্বীকার করিয়া অবশেষে কহিলেন—“তোমার বন্ধু ভদ্রিয় রাজ্জা

পরজিজ্ঞাসিত তেন সন্ধিং পরজাহী”তি বুভে তং উপসংকমিষ্য “মম  
 ধো সন্ম পরজ্ঞা তর পটিবন্ধা”তি বহা তং নানরকারেহি সপ্রাপেহা  
 সন্তমে দিবসে অন্তন। সন্ধিং পরজ্ঞনথায় পটিপ্রং গণিহ ।

৮। ততো ভদ্রিয়ো সকারাজা অনুরুদ্ধো, আনন্দো, ভণ্ড, কিঞ্চিলো, দেবদত্তোতি ইমে চ খতিয়া উপালিকয়কসন্তমা দেবা  
 বিয় দিবসসম্পত্তিং সন্তাহং অনুভবিষ্য উয়্যানং গচ্ছন্তা বিয়  
 চতুরঙ্গিণিয়া সেনার নিস্কমিষ্য পরবিসয়ং পত্না রাজাণায়  
 সেনং নিবন্তেহা পরবিসয়ং ওকমিংস্তু । তথ চ খতিয়া অন্তনো  
 অন্তনো আভরণানি ওমুকিষ্য ভণ্ডিকং কহা “হৃদ ভনে উপালি  
 নিবন্তল্প, অলং তে এতকং জীবিকায়া”তি তন্ত অদংস্তু ।

সহি প্রব্রজিত হই, তবে তাহার সহিত প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিও ।”  
 মাতা এইরূপ বলিলে তিনি তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন—  
 “বন্ধু, আমার প্রব্রজ্যা তোমার সহিত প্রতিবদ্ধ” এই বলিয়া তাহাকে  
 নানা প্রকারে বুঝাইয়া সপ্তম দিবসে তাহার সহিত প্রব্রজ্যা গ্রহণের জ্ঞপ্তি  
 প্রতিকা করাইলেন ।

৮। তৎপর শাক্যরাজ-কুলের ভদ্রিয়, অনুরুদ্ধ, আনন্দ, ভণ্ড, কিঞ্চিল  
 ও দেবদত্ত এই ছয় কত্রিয় এবং নাপিতপুত্র উপালি সহ এই সাতজন  
 সপ্তাহ কাল দেবতার ন্যায় দিব্য সম্পত্তি অনুভব করিলেন । সপ্তম  
 দিবসে উদ্ধাহন যাওয়ার স্থায় চতুরঙ্গিনী সেনার সহিত বাহির হইলেন ।  
 তাহার। অপরাহ্ম্য সম্প্রাপ্ত হইলে সন্তগণকে নিবৃত্ত করিয়া পররাহ্ম্যে  
 প্রস্থান করিলেন । তথায় ছয় কত্রিয় আপন আপন আভরণ সবুহ  
 বলিয়া লইয়া পুটলি বাধিলেন এবং তাহা উপালিকে দিয়া কহিলেন—  
 “ওহে উপালি, তুমি বিরত হও, ইহাতেই তোমার জীবিকার জ্ঞপ্তি বধেই হইবে।”

সো তেনং পাদমূলে পবট্টেয়া পরিদেবিত্তা আগং অতিকমিতুং অসকোন্তো উট্ঠায় নিবত্তি । তেনং দ্বিখা জাতকালে বনং আরোদনপ্লভং বিয় পঠবী কম্পমানাকারপ্লভা বিয় অহোসি । উপালি ধোকং নিবত্তিত্তা “চণ্ডা ধো সাকিয়া, ইমিনা কুমারা নিপ্পাতিভা”তি ঘাভেয়্যাম্পি মং, ইমে হি নাম সাক্যকুমারা এবরুপং সম্পত্তিং পহায় ইমানি অনগ্গানি আভরণানি খেলপিণ্ডং বিয় ছেড্ধেয়া পবজ্জিঅন্তি, কিমঙ্গপনাহং”তি ভণ্ডিকং ওমুঞ্চিয়া তানি আভরণানি রুঞ্জে লগ্গেয়া “অথিকা গণহন্তু”তি বহা তেনং সন্তিকং গম্মা হতহি “কম্মা ন নিবত্তোসী”তি পুট্টো তমথং আরোচেসি ।

এই কথা শুনিয়া উপালি তাঁহাদের পায়ের উপর পড়িয়া গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের আদেশ অতিক্রম করিতে অসমর্থ হইয়া উঠিয়া নিবৃত্ত হইলেন । তাঁহাদের বিদায় কালীন বন যেন রোদন করিতেছে, পৃথিবী যেন কম্পিত হইতেছে এইরূপ মনে হইল । উপালি অল্পক্ষণ নিবৃত্ত থাকিয়া চিন্তা করিলেন—“শাক্যগণ উগ্র, হয়তঃ তাঁহারা ইহাও মনে করিতে পারেন—‘ইহা দ্বারা কুমারগণ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে।’ এই মনে করিয়া আমাকে বধও করিতে পারেন । এই শাক্য-কুমারেরা যদি এমনতর সম্পত্তি ত্যাগ করিতে পারেন, আর এই সমস্ত বহুমূল্য আভরণ সমূহ থুথুর ভাষ ছাড়িয়া প্রব্রজিত হইতে পারেন, আমার আর কথাই বা কি !” এই মনে করিয়া পুটলি খুলিয়া “যাহাদের প্রয়োজন তাহারা গ্রহণ করুক” এই বলিয়া আভরণ সমূহ বৃক্ষে লাগাইয়া রাখিলেন । অতঃপর তিনি যাইয়া তাঁহাদের সহিত একত্রিত হইলেন । তাঁহার জিজ্ঞাসা করিলেন—“কি হে, ফিরিয়া আসিলে যে ?” এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সেই বিষয় প্রকাশ করিয়া কহিলেন ।

৯। অথ নং তে আদায় সখু সন্তিকং গন্তু। “ময়ং ভন্তে, সাকিয়া নাম মাননিজিতা, অয়ং অমহাকং দীঘরত্তং পরিচারকো, ইমং পঠমত্তরং পব্বাজেথ, ময়মজ্জ পঠমত্তরং অভিবাদনাদীনি করি-  
জাম; এবং নো মানো নিম্মানয়িজ্জতী”তি বহা তং পঠমত্তরং পব্বা-  
জেত্বা পচ্ছা সয়ং পব্বজিঃসু।

১০। তেসু আয়স্মা ভদ্রিয়ো তেনেব অন্তরবজেন তেবিজ্জে।  
অহোসি; আয়স্মা অনুরুদ্ধো দিব্বচক্ষুকো হত্বা পচ্ছা মহাপুরিস  
বিতকসুত্তং সুত্বা অরহত্তং পাপুণি, আয়স্মা আনন্দো সোতাপত্তি  
ফলে পত্তিট্ঠহি; ভগুথেরো চ কিম্বিলথেরো চ অপরভাগে বিপজ্জনং  
বড্ঢেত্বা অরহত্তং পাপুণিঃসু, দেবদত্তো পোথুজ্জনিকং ইন্ধিং পত্তো।

৯। অতঃপর তাঁহারা উপালিকে লইয়া ভগবান সমীপে উপস্থিত  
হইলেন। ষাইয়া ভগবানকে কহিলেন—“ভন্তে, আমরা শাক্য মাত্রেই  
অভিমानी, এ আমাদের বহুদিনের পরিচারক, প্রথমতর ইহাকে প্রব্রজ্যা  
প্রদান করুন, আমরা প্রথমেই ইহাকে অভিবাদনাদি করিব; এইরূপ হই-  
লেই আমাদের অভিমান ধ্বংস হইবে।” এই বলিয়া প্রথমতর তাঁহাকে  
প্রব্রজ্যা দেওয়াইয়া পরে নিজেরা প্রব্রজিত হইলেন।

১০। তাঁহাদের মধ্যে আয়ুস্মান ভদ্রিয় সেই বর্ষাবাসের মধ্যেই জীবিত্য  
লাভী হইলেন; আয়ুস্মান অনুরুদ্ধ দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া পরে ‘মহাপুরুষ  
বিতর্ক সুত্র’ শুনিয়া অর্হৎ লাভ করিলেন; আয়ুস্মান্ আনন্দ সোতাপত্তি  
ফল লাভ করিলেন; অজ্ঞ সময় ভগু হবির ও কিম্বিল হবির বিদর্শন  
ভাবনা বর্দ্ধিত করিয়া অর্হৎ লাভ করিলেন; দেবদত্ত পৃথগ্জ্জন ঈন্ধি  
পাইলেন।

১১। অপরভাগে সখরি কোশস্থিয়ং বিহরন্তে সমাবক-  
সজ্জ তথাগতজ মহন্তো লাভসকারো নিব্বন্তি—বথুভেসজ্জাদি-  
হথা মনুজা বিহারং পবিসিত্বা “কুহিং সথা, কুহিং সারিপুত্তথেরো,  
কুহিং মোগ্গলানথেরো, কুহিং মহাকক্কপথেরো, কুহিং ভদ্রিয়থেরো,  
কুহিং অনুরুদ্ধথেরো, কুহিং আনন্দথেরো, কুহিং ভগুথেরো, কুহিং  
কিম্বিলথেরো”তি অসীতি মহাসাবকানং নিসিন্নট্টানং ওলোকেহা  
বিচরন্তি। “দেবদত্তথেরো কুহিং নিসিন্নো বা ঠিতো বা”তি  
বস্তাপি নথি। সো চিন্তেসি—“অহং এতেহি সন্ধিং য়েব পবজিতো,  
এতেপি খত্তিয়পবজিতা, অহম্পি খত্তিয়পবজিতো, লাভসকারহথা  
মনুজা এতে পরিয়েসন্তি, মম নামং গহেতাপি নথি; কেন নুখো  
সন্ধিং একতো হহা কং পসাদেহা মম লাভসকারং নিব্বন্তেয়্যন্তি।”

১১। অনন্তর ভগবান যখন কোশস্থিতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন  
ভগবান ও তাঁহার শ্রাবক সংঘের মহা লাভ সংকার উৎপন্ন হইয়াছিল।  
লোকেরা বজ্র-ভৈরব্যাদি হস্তে বিহারে যাইতেন। তাঁহারা বিহারে প্রবেশ  
করিয়া—“ভগবান কোথায়, শারিপুত্র স্থবির কোথায়, মোদগল্যায়ন স্থবির  
কোথায়, মহাকক্কপ স্থবির কোথায়, ভদ্রিয় স্থবির কোথায়, অনুরুদ্ধ স্থবির  
কোথায়, আনন্দ স্থবির কোথায়, ভগু স্থবির কোথায়, কিম্বিল স্থবির কোথায়?”  
এইরূপ বলিতে বলিতে অসীতি মহাশ্রাবক দিগের বাসস্থান সমূহ দেখিতে  
দেখিতে বিচরণ করিতেন। “দেবদত্ত স্থবির কোথায় উপবিষ্ট বা হিত”  
এই কথা বলিবারও কেহ ছিল না। তিনি চিন্তা করিলেন—“আমি ইহাদের  
সঙ্গেই প্রব্রজিত হইয়াছি; ইহারাও ক্ষত্রিয় প্রব্রজিত, আমিও ক্ষত্রিয় প্রব্র-  
জিত। মনুষ্যেরা দানীয় বস্তু হাতে করিয়া ইহাদিগকে তাণ্ডন করে,  
আমার নাম মুখে লইবারও কেহ নাই; আমি কাহার সহিত একত্র হইয়া,  
কাহাকে সন্তুষ্ট করিয়া আমার লাভ সংকার উৎপাদন করি।”



১২। অথঙ্গ এতদহোসি—“অয়ং খো রাজা বিম্বিসারো পঠম  
দজ্জনেবে একাদসহি নহুতেহি সন্ধিং সোতাপত্তিকলে পতিট্ঠিতো, ন  
সক্কা এতেন সন্ধিং একতো ভবিতুং। কোসলরঞা চ সন্ধিং  
ন সক্কা। অয়ং খো পন রঞো পুত্তো অজাতসত্তু কুমারো কজ্জচি  
গুণদোসে ন জানাতি, এতেন সন্ধিং একতো ভবিম্মামী”তি।

১৩। সো কোসম্বিতো রাজগহং গম্বা কুমারবল্লং অভিনিম্মি-  
‘গিত্বা চত্তারো আসিবিষে চতুস্স হথপাদেস্স, একং গীবায় পিল্লিকিত্বা,  
একং সীসে চুম্বটকং কত্ত্বা, একং একংসং করিত্বা ইমায় অহি-  
মেখলায় আকাসতো ওরুযহ অজাতসত্তুস্স উচ্ছঙ্গে নিসীদিত্বা  
তেন ভীতেন “কোসি ভুং”তি বৃন্তে “অহং দেবদত্তো”তি বত্তা  
তস্স ভয়বিনোদনথায় তং অভভাবং পটিসংহরিত্বা সজ্জাটিপত্ত-  
চীবরধরো পুরতো ঠত্বা তং পসাদেত্তা লাভসংকারং নিব্বত্তেসি।

১২। অতঃপর তিনি এই চিন্তা করিলেন—“এই বিম্বিসার রাজা  
ভগবানের প্রথম দর্শনেই এগার অযুত লোকের সহিত সোতাপত্তি ফল  
লাভ করিয়াছেন, ইনি সহিত মিলিতে পারিব না। কোশলরাজের সহিতও  
পারিব না। এই রাজপুত্র কুমার অজাতশত্রু কাহারও দোষগুণ সম্বন্ধে  
জানেন না, তাঁহার সহিত একত্র হইব।”

১৩। এই মনে করিয়া দেবদত্ত কোশলি হইতে রাজগৃহে গমন করি-  
লেন। তথায় যাইয়া কুমার-বর্ণ ধারণ করিলেন, চারিটি বিবধর সর্প চারি  
হস্ত-পদে ও একটি গ্রীবাতে বেষ্টন করিলেন, একটি মস্তকে পাগড়ীর জ্বার  
বেষ্টন করিলেন, একটি শরীরে একাংশ করিলেন। এইরূপে তিনি সর্পের  
দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া আকাশ পথে গমন করতঃ অজাতশত্রুর কোলের উপর  
গিয়া বসিলেন। অজাতশত্রু ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“আপনি কে?”  
“আমি দেবদত্ত” এই বলিয়া তাঁহার ভয়বিনোদনের জন্ত সেই বেশ পরিবর্তন  
করিয়া সংখ্যাটি পাত্র চীবর ধারী ভিক্ষুরূপে কুমারের পুরোভাগে স্থিত হইলেন।  
এইরূপে তাঁহাকে প্রসাদিত করিয়া লাভ সংকার উৎপাদন করাইলেন।

সো লাভসকারাভিভূতো “অহং ভিক্ষুসঙ্ঘং পরিহরিজামী”তি পাপকং  
চিন্তং উদ্ভাদেহা সহ চিন্তুদ্ভাদেন ইচ্ছিতো পরিহায়িত্বা সখারং  
বেলুবনবিহারে স রাজিকায় পরিসায় ধম্মং দেসেন্তুং বন্দিত্বা  
উট্টায়াননা অঞ্জলিং পগয়হ— “ভগবা ভন্তে, এতরহি জিগ্ধো বুদ্ধো  
মহল্লকো অম্লোজ্জুকো দিট্ঠধম্মসুখবিহারং অনুযুজ্জতু, অহং ভিক্ষু-  
সঙ্ঘং পরিহরিজামি, নীয়াদেথ মে ভিক্ষুসঙ্ঘং”তি বদ্ধা সখারা  
খেলাসিকাবাদেন অপসাদেহা পটিস্থিত্তো অনন্তমনো ইমং পঠমং  
তথাগতে আঘাতং বন্ধিত্বা পক্কমি ।

১৪ । অথন ভগবা রাজগৃহে পকাসনীয়কম্মং  
কারেসি । \* সো “পরিচ্ছত্তোদানি অহং সমণেন গোতমেন,

দেবদত্ত লাভ সংকার দ্বারা অভিভূত হইয়া চিন্তা করিলেন— “আমি  
ভিক্ষুসংঘ পরিচালনা করিব ।” এই পাপ-চিন্তা উৎপাদনের সঙ্গে  
সঙ্গেই তাঁহার ঋদ্ধি পরিহীন হইল । অনন্তর একদিবস ভগবান  
বেলুবন বিহারে পৃথগ্জন পরিমদের মধ্যে বসিয়া ধর্ম্ম দেশনা করিতে-  
ছিলেন । সেই ধর্ম্মদেশনার সময় দেবদত্ত ভগবানকে বন্দনা করিয়া  
আসন হইতে উঠিলেন এবং অঞ্জলি বদ্ধ হইয়া কহিলেন— “ভন্তে ভগবন,  
আপনি এখন জীর্ণ, বৃদ্ধ ও বয়সাত্তিকা হইয়াছেন ; এই হইতে আপনি  
নিষ্টিবিলি চিত্তে অবশিষ্ট জীবন সুখে বাস করুন, আমি ভিক্ষুসংঘ পরি-  
চালনা করিব, ভিক্ষুসংঘের ভার আমাকে প্রদান করুন । ভগবান তাঁহাকে  
শ্লেষ বাক্যে তিরস্কার করিয়া তাঁহার কথা প্রতিক্ষেপ করিলেন । দেবদত্ত  
তিরস্কৃত হইয়া দুঃখিত মনে ভগবানের প্রতি এই প্রথম শত্রুতা পোষণ  
করিয়া প্রস্থান করিলেন ।

১৪ । অতঃপর ভগবান রাজগৃহে তাঁহাকে ‘প্রকাশনীয়’ নামক দণ্ডকর্ম্মপ্রদান  
করিলেন । তিনি ভাবিলেন— “শ্রমণ গোতম আমাকে পরিত্যাগ করিলেন,

ইদানিঙ্গ অনথং করিঙ্গামী”তি অজাতসন্তুঃ উপসংকমিত্বা আই—“পূৰ্বে  
খো কুমার, মনুজা দীঘায়ুকা, এত্তরহি অম্নায়ুকা, ঠানং খো পনেতং  
বিজ্জতি যং ত্বং কুমারোব সমানো কালং করেয়্যাসি, তেন হি ত্বং  
কুমার পিতরং হস্তা রাজা হোহি, অহং ভগবন্তং হস্তা বুচ্ছো ভবি-  
ঙ্গামী”তি বত্তা তস্মিং রজ্জ পতিট্ঠিতে তথাগতঙ্গ বধায় পুরিসে  
পয়োজ্জেত্বা তেন্ন সোতাপত্তিকলং পত্তা নিবত্তেন্ন সয়ং গিচ্ছাকূটং অভি-  
ক্কহিত্বা “অহমেব সমণং গোতমং জীবিতা বোরোপেঙ্গামী”তি সিলং  
পবিত্তিত্বা রুধিরপ্লাদকম্মং কত্তা ইমিনাপি উপায়েন মারেতুং  
অসক্কোন্তো পুন নালাগিরিং বিম্বজ্জাপেসি । তস্মিং আগচ্ছন্তে  
আনন্দথেরো অন্তনো জীবিতং সথু পরিচ্চজিত্বা পুরজো অট্ঠাসি ।

এখন তাঁহার অনর্থ করিব ।” এই চিন্তা করিয়া দেবদত্ত অজাতশত্রুর  
নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন— “কুমার, পূৰ্বে ছিল মানুষের  
দীর্ঘায়ু, এখন হইয়াছে অল্পায়ু, হয়তঃ এমন কোন কারণও বিদ্যমান থাকিতে  
পারে, যে হেতু নাকি আপনার কুমার অবস্থাতেই মৃত্যু ঘটিতে পারে ।  
তাই বলিতেছি কুমার, আপনার পিতাকে বধ করিয়া আপনি রাজা  
হউন, আর আমি বুদ্ধকে হত্যা করিয়া বুদ্ধ হইব ।” অজাতশত্রু  
রাজা হওয়ার পর তথাগতকে বধ করিবার ভ্রম দেবদত্ত কয়েকজন লোক  
নিযুক্ত করিলেন । তাঁহারা সকলেই শ্রোতাপত্তিকল প্রাপ্ত হইয়া সেই হত্যা  
কাণ্ড হইতে বিরত হইলেন । দেবদত্ত “আমিই শ্রমণ গোতমের ক্লীবন  
নাশ করিব” এই মনে করিয়া স্বয়ং গৃধকূট পৰ্ব্বতে আরোহণ পূৰ্ব্বক শিলা  
নিক্ষেপ করিলেন । [শিলার ক্ষুদ্র কণার আঘাতে] ভগবানের পা হইতে  
[একবিন্দু] রক্ত বিগলিত হইল । এই উপায়েও বুদ্ধকে বধ করিতে না  
পারিয়া পুনরায় নালাগিরি হস্তী ছাড়িয়া দেওয়াইলেন । হস্তী আসিবার  
কালীন আনন্দ স্ববির নিজের জীবন বুদ্ধের জন্য বিসর্জন দিয়া বুদ্ধের  
পুরোভাগে স্থিত হইলেন ।

১৫। সখা নাগং দমেত্বা নগরা নিষ্কমিত্বা বিহারং আগন্ত্বা  
অনেকসহস্রেহি উপাসকেহি অভিহট মহাদানং পরিভূঞ্জিত্বা তস্মিৎ  
দিবসে সন্নিপতিতানং অর্টারসকোটিসম্ভাতানং রাজগৃহবাসীনং আনু-  
পুন্সিকথং কথিত্বা চতুরাসীতিয়া পাণসহস্রানং ধম্মাভিসময়ে জাতে,  
“অহো, মহাগুণো আয়ুস্মা আনন্দো তথাক্রমে নাম হিথিনাগে  
আগচ্ছন্তে অন্তনো জীবিতং পরিচ্ছজিত্বা সপ্ত পুরতো অর্টাসী”তি  
থেরস্স গুণকথং শ্রুত্বা “ন ভিক্ষবে, ইদানেব পুন্সেপেস মমথায়  
জীবিতং পরিচ্ছজিয়েবা”তি বহু ভিক্ষুহি যাচিতে চুলহংস মহা-  
হংস ককটকজাতকানি কথেসি।

১৫। বহু হস্তীকে দমন করিলেন এবং নগর হইতে বাহির হইয়া  
বিহারে চলিয়া আসিলেন। বিহারে বহু সহস্র উপাসকেরা যে সমস্ত দানীয়  
বস্তু নিয়া আসিয়াছেন, ভগবান সেই মহাদান পরিভোগ করিলেন।  
সেই দিবসে রাজগৃহবাসী আঠার কোটি লোক সমবেত হইয়াছিলেন।  
ভগবান তাঁহাদিগকে আনুপুন্সিক ভাবে ধর্মদেশনা করিলেন। ধর্ম শুনিয়া  
চুরাশি হাজার প্রাণীর ধর্মজ্ঞান হইয়াছিল। ভিক্ষুরা আনন্দ স্ববিরের গুণ  
কীর্তন করিতে লাগিলেন—“অহো, আয়ুস্মান্ আনন্দ মহাগুণ সম্পন্ন, এমনতর  
প্রকাণ্ড হাতী আদিবার কালীন নিজের জীবন পরিত্যাগ করিয়া  
ভগবানের পুরোভাগে স্থিত হইলেন!” স্ববিরের এই গুণ-কথা শুনিয়া  
ভগবান কহিলেন—“হে ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নয়, পূর্বেও দে আমার  
জন্ত জীবন ত্যাগ করিয়াছিল।” সেই অতীত কাহিনী প্রকাশ করিয়া  
বলিবার জন্ত ভিক্ষুগণ প্রার্থনা করাতে ভগবান চুলহংস, মহাহংস ও ককট  
জাতকাহি কহিলেন।

১৬। দেবদন্তরাজাপি কস্মৎ নেব পাকটং অহোসি তথা ব্রূণো  
 মারাপিতত্তা, ন বধকানং পয়োজিতত্তা, ন সিলায় পবিদ্ধত্তা ;  
 পাকটং অহোসি যথা নালাগিরি হৃথিনো বিজজ্জিতত্তা, তদা হি  
 মহাজনো—“রাজাপি দেবদন্তেনেব মারাপিতো, বধকা পয়োজিতা,  
 সিলাপি অপবিদ্ধা । ইদানি পন তেন নালাগিরি বিজজ্জাপিতো  
 এবরূপং নাম পাপকং গহেত্তা রাজা বিচরতী”তি কোলাহলমকাসি ।  
 “রাজা মহাজনজ্ঞ কথং স্তুত্বা পঞ্চথালিপাকসতানি নীহরাপেত্তা ন  
 পুন তজ্জুপট্টানং অগমাসি । নাগরাপিজ্ঞ কুলং উপগতজ্ঞ ভিক্ষা-  
 মন্তুস্পি ন অদংস্তু ।

১৭। সো পরিহীন লাভসঙ্কারো কোহণ্ণেন জীবিতুকামো

১৬। দেবদন্ত রাজার প্রাণবধ করাইল, ভগবানের প্রাণ নাশের জন্ত  
 বধক নিয়োজিত করিল, শিলা ক্ষেপণ করিল ; এইসব করাতেও জন-সমাজে  
 তাহার কস্মৎ সম্বন্ধে তত প্রকাশ পায় নাই ; কিন্তু যখন নালাগিরি হস্তী  
 ছাড়িয়া দেওয়াইল, তখনই তাহার কস্মৎ সমূহ বিশেষ ভাবে প্রকাশ হইয়া  
 পড়িল । তখন সকলেই এই বলিয়া কোলাহল করিতে লাগিল—  
 “দেবদন্ত রাজাকেও বধ করিয়াছে, ভগবানের জন্ত বধক নিয়োজিত করি-  
 য়াছে, শিলাও ক্ষেপণ করিয়াছে, এখন আবার নালাগিরি ছাড়িয়া দিয়াছে,  
 এরূপ পাপীকে লইয়াও নাকি রাজা বিচরণ করে !” রাজা লোকজনের  
 এইসব কথা শুনিয়া, মঙ্গলাদি দিবসে দেবদন্তের জন্ত যেই পাঁচশত পাতিল  
 ভাত দেওয়া হইত, তাহা বন্ধ করিয়া দিলেন । পুনরায় তিনি আর  
 তাহার সেবার্থ আসিলেন না । ভিক্ষার জন্ত উপস্থিত হইলেও নগরবাসীরা  
 তাহাকে ভিক্ষা দিলেন না ।

১৭। দেবদন্তের লাভ সংকার পরিহীন হইল । অগত্যা কুহক  
 ভাবের দ্বারা [বক-ধার্মিকের দ্বারা] জীবিকা নির্বাহ করিবার মানসে

সংসারং উপসংকমিষ্য পঞ্চবৎস্নি যাচিষ্য ভগবতা—“অলং দেবদত্ত, যো ইচ্ছতি সো অরপ্রকো হোতু”তি পটিন্ধিতো । “কদ্যাবুসো বচনং সোভনং, কিং তথাগতজ উদাহ মম বাতি ? অহং হি উক্টবসেন এবং বদামি—‘সাধু ভন্তে, ভিক্ষু যাবজ্জীবং অরপ্রকো অজ্ঞ, পিণ্ডপাতিকা, পংসুকুলিকা, রুক্ষমূলিকা, মচ্ছ-মংসং ন খাদেয়ুস্তি’ যো দুষ্ণা মুঞ্চিতুকামো সো ময়া সঙ্ঘিঃ আগচ্ছতু”তি বহা পকামি । তজ্জ বচনং শ্রুত্বা একচে নবক-পবজ্জিতা মন্দবুদ্ধিনো—“কল্যাণং দেবদত্তো আহ, এতেন সঙ্ঘিঃ বিচরিস্সামা”তি তেন সঙ্ঘিঃ একতো অহেসুং ।

ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া পঞ্চ বিষয় যাচ্যা করিলেন । ভগবান কহিলেন—“দেবদত্ত, নিম্নয়োজন, যে ইচ্ছা করে সে অরণ্যবাসী হউক ।” এই বলিয়া প্রতিক্লেপ করিলেন । তখন দেবদত্ত ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—“আবুস, কাহার কথা মনোজ্ঞ, কি তথাগতের, না আমার ? আমি উৎকৃষ্ট বশে এরূপ বলিতেছি—‘ভাল ভন্তে, (১) ভিক্ষুগণ যাবজ্জীবন অরণ্যে বাস করিবেন, (২) ভিক্ষা করিয়া খাইবেন ; (৩) পাংসুকুল বা ধূলা মাটিতে যেই কাপড় কুড়াইয়া পাইবেন কেবল তাহাই পরিধান করিবেন ; (৪) বৃক্ষমূলে বাস করিবেন ; (৫) কখনও মাছ-মাংস খাইবেন না ।’ যে চঃখ হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা কর, সে আমার সঙ্গে আস ।” এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন । দেবদত্তের কথা শুনিয়া নূতন প্রব্রজ্যা লব্ধ কোন কোন মন্দবুদ্ধি সম্পন্ন ভিক্ষুরা এইরূপ চিন্তা করিলেন—“দেবদত্ত, ভালইত বলিতেছেন, আমরা ইনিহ সহিত বিচরণ করিব ।” এই বলিয়া তাহার সহিত মিলিত হইলেন ।

১৮। ইতি সো পঞ্চসতেহি ভিক্ষুহি সন্ধিঃ তেহি পঞ্চহি  
বথুহি লুপ্তসন্নং জনং সপ্রাপেষ্টো কুলেষু বিপ্রাপেষ্টা বিপ্রা-  
পেষ্টা ভুঞ্জন্তো সজ্জভেদায় পরকমি । সো ভগবতা—“সচ্চং কির  
হং দেবদত্ত, সজ্জভেদায় পরকমসি চক্কেভেদায়”তি পুটেঠা “সচ্চং”তি  
বহা “গরুকো খো দেবদত্ত, সজ্জভেদো”তি আদীহি ওবদিতোপি  
সথু বচনং অনাদিয়িহা পক্কেস্তো আয়স্মন্তুং আনন্দং রাজগাহে পিণ্ডায়  
চরন্তুং দিস্বা—“অজ্জতগ্গে জানাহং আবুসো আনন্দ অপ্রব্বেষ  
ভগবতা অপ্রব্বে ভিক্ষুসুজ্জেন উপোসথং করিঙ্গামি সজ্জকম্মং করি-  
ঙ্গামী”তি আহ ।

১৯। থেরো তমথং ভগবন্তুং আরোচেসি । তং বিদিস্বা  
সথা উল্লম্ব ধম্মসংবেগো হহা “দেবদত্তো সদেবকম্ম লোকম্ম অনথ-

১৮। এইরূপে দেবদত্তের পাঁচশত ভিক্ষু জুটিয়া গেল । তিনি সেই  
পাঁচশত ভিক্ষুর সহিত সেই পাঁচটি বিষয় সম্বন্ধে মন্দবুদ্ধি সম্পন্ন লোক  
গুলাকে বুঝাইয়া তাহাদের হইতে যাজ্ঞা করিয়া করিয়া খাইতে লাগিলেন ।  
সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি সংঘ-ভেদের জ্ঞাত ও পরাক্রম করিলেন । ভগবান  
জিজ্ঞাসা করিলেন—“সত্য নাকি দেবদত্ত, তুমি সংঘভেদ, চক্রেভেদের  
জ্ঞাত পরাক্রম করিতেছ ?” দেবদত্ত উত্তর দিলেন—“হাঁ, সত্য ।” ভগবান  
কহিলেন—“দেবদত্ত, সংঘভেদ গুরুতর কাজ ।” ইত্যাদিরূপে উপদেশ  
দিলেও ভগবানের বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়া গেলেন । যাইবার সময়  
রাজগৃহে আয়ুস্মান্ আনন্দকে পিণ্ডাচরণে দেখিতে পাইয়া কহিলেন—“আবুস  
আনন্দ, অজ্ঞ হইতে জানিয়া রাখ ভগবান ও ভিক্ষুসংঘকে বাদ দিয়া উপো-  
সথ করিব ও সংঘকর্ম করিব ।”

১৯। স্থবির সেই কথা ভগবানকে জানাইলেন । তাহা জ্ঞাত হইয়া  
ভগবানের ধর্ম সংবেগ উৎপন্ন হইল । “দেবদত্ত দেব-মহুঘ্রলোকের এই অনর্থ

নিজিতং অন্তনো অবীচিম্হ পচনক কন্মং করোতী”তি পরিবিতক্কেহা—

“স্করানি অসাধুনি অন্তনো অহিতানি চ,

যং চে হিতঞ্চ সাধুঞ্চ তং বে পরমদুষ্করং”তি ।

ইমং গাথং বহা পুন ইমং উদানং উদানেসি :—

“স্করং সাধুনা সাধু সাধু পাপেন দুষ্করং,

পাপং পাপেন স্করং পাপমরিয়েহি দুষ্করং”তি ।

২০ । অথ খো দেবদত্তো উপোসথদিবসে অন্তনো  
পরিসাম্য সন্ধিং একমন্তুং নিসীদিত্বা— “যজ্ঞিমানি পঞ্চবথু নি

করার দরুণ নিজকে অবীচিতে পক্ষ করার কারণ করিতেছে।” এই চিন্তা  
করিয়া ভগবান সংবেগ চিত্তে এই উদান গাথা ভাষণ করিলেন :—

“আপন অহিত অন্ত যাহা

করম করিতে স্কর তাহা ;

মঙ্গল কুশল করম যাহা

সাধিতে পরম দুষ্কর তাহা ।”

এই গাথা কহিয়া পুনরায় এই উদান গাথা ভাষণ করিলেন :—

“সাধুজনে সাধুকাজ করিতে স্কর,

পাপীজনে সাধুকাজ করিতে দুষ্কর ;

পাপীজনে পাপকাজ করিতে স্কর,

আর্য্যগণে পাপকাজ করিতে দুষ্কর ।”

২০ । অতঃপর দেবদত্ত উপোসথ দিবসে আপন পরিবদের সহিত কোনও  
এক স্থানে উপবেশন করিয়া কহিলেন— “বাহার এই পাঁচটি বিষয়



ধর্মস্থি সো সলাকং গংহতু”তি বহা পঞ্চসতেহি বজ্জিপুত্তকেহি নবকেহি  
 অগ্নকতপ্পহি সলাকায় গহিতায় সজ্জং ভিন্দিহা তে ভিক্ষু আদায়  
 গয়াসীসং অগমাসি । তত্র তথ গতভাবং সুহা সখা তেসং ভিক্ষু নং  
 আনয়নথায় ধে অগ্গসাবকে পেমেসি । তে তথ গহ্ণা  
 আদেসনা পাটিহারিয়ানুসাসনিয়া চ ইন্ধি পাটিহারিয়ানুসাসনিয়া  
 চ অনুসাসন্তা তে অমতং পায়েরা আদায় আকাসেনাগমিংসু ।

২১। কোকালিকো পি খো—“উঠেছি আবুসো দেবদত্ত, নীতা  
 তে ভিক্ষু সারিপুত্তমোগ্গল্লানেহি, নমু বং ময়া বুত্তো ‘মা আবুসো,  
 সারিপুত্তমোগ্গল্লানে বিজাসী’তি । পাপিচ্ছা সারিপুত্তমোগ্গল্লানা  
 পাপিকানং ইচ্ছানং বসং গতা”তি বহা জম্মুকেন হৃদয়নঞ্জে পহরি ।

মনোনীত হয় সে শলাকা [ টিকেট ] গ্রহণ কর।” নূতন প্রব্রজিত অন্নবুদ্দি  
 সম্পন্ন পাঁচশত বজ্জিপুত্র শলাকা গ্রহণ করিলেন । দেবদত্ত সেই ভিক্ষু-  
 গণকে লইয়া সংঘভেদ করিয়া গয়াশিরে আগমন করিলেন । তিনি তথায়  
 গিয়াছেন শুনিয়া সেই ভিক্ষুগণকে আনিবার জ্ঞাত ভগবান অগ্রশ্রাবকদ্বয়কে  
 পাঠাইয়া দিলেন । তাঁহারা তথায় যাইয়া প্রোতিহার্য্য বৃত্ত দেশনা অনুশাসন  
 দ্বারা ও ঋদ্ধি প্রোতিহার্য্য অনুশাসন দ্বারা অনুশাসন করতঃ ভিক্ষুগণকে  
 অর্হৎপদ প্রাপ্তি করাইলেন এবং তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া আকাশ মার্গে  
 আগমন করিলেন ।

২১। তখন কোকালিক \* যাইয়া দেবদত্তকে সংবাদ দিল—“আবুস  
 দেবদত্ত, শয্যা ত্যাগ কর, সারিপুত্র-মৌদগল্যায়ন তোমার ভিক্ষুগণকে লইয়া  
 যাইতেছে ; আমি নাকি তোমাকে বলিয়াছিলাম—‘আবুস, সারিপুত্র-মৌদগ-  
 ল্যায়নকে বিশ্বাস করিও না ; তাহারা পাপ ইচ্ছা পরায়ণ, পাপ ইচ্ছার  
 বশীভূত ।’ এই বলিয়া সে জাম্বুরদ্বারা দেবদত্তের হৃদয়ে প্রহার করিল ।

ভক্ত-তথ্যেব উৎসঃ লোহিতঃ মুখতো উগগ্ধি । অয়স্মন্তঃ পন  
সারিপুত্রঃ ভিক্ষুসঙ্গপরিবৃতঃ আকাসেনাগচ্ছন্তঃ দিশ্বা ভিক্ষু  
আহংসু—“ভস্তু, আরম্ভা সারিপুত্রো গমনকালে অন্তহুতিয়ো  
গতো, ইদানি মহাপরিবারো আগচ্ছন্তো সোভতী”তি ।

সখা—“ন ভিক্ষাবে, ইদানেব, তিরচ্ছানয়োনিয়ং নিব্বত্ত-  
কালেপি মম পুত্রো মম সস্তিকং আগচ্ছন্তো সোভতি য়েবা”তি  
বহা—

“হোতি সীলবতঃ অথো পটিসম্ভারবুত্তিনং,

লক্ষণং পজ্জ আয়স্তুং এগাতিসঙ্গ পুরদ্ধতং ;

অথ পজ্জসিমং কালং সুবিহীনং ব এগাতিহী”তি ।

সেখানেই দেবদত্তের মুখ দিয়া গরম রক্ত বমি হইল । ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত  
হইয়া আয়ুয়ান্ শারিপুত্রকে আকাশ মার্গে আসিতে দেখিয়া ভিক্ষুগণ  
ভগবানকে কহিলেন—“ভস্তু, আয়ুয়ান্ শারিপুত্র বাইবার সময় সঙ্গে  
করিয়া একজন মাত্র নিয়াছিলেন, কিন্তু এখন বহুজন পরিবৃত হইয়া আসি-  
বার কালীন শোভা পাইতেছে ।”

ভগবান কহিলেন—“ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নয়, পশুকুলে উৎপন্ন  
হইয়াও আমার পুত্র আমার নিকট আসিবার কালীন শোভা পাইয়াছিল ।”  
এই বলিয়া লক্ষণমুগ জাতক বর্ণনার পর এই গাথাটি কহিলেন :—

“সদাচারী সদালাপী উপদেষ্টা জন,

ইহ-পর লোকে হয় কল্যাণ ভাজন ।

লক্ষণ ফিরিছে, হের, জাতিগণ সাথে,

হয়নি বিনষ্ট কেহ পথে যাতায়াতে ।

কিন্তু কালমুগে সবে কর ধ্বংসন,

আসিতেছে পরিহীন হয়ে জাতিগণ ।”

ইদং জাতকং কথেসি ।

২২ । পুন ভিক্ষুহি—“ভন্তে, দেবদত্তো কির য়ে অগাসাবকে উতোসু পস্সেসু নিসীদাপেত্তা ‘বুদ্ধলীলায় ধম্মং দেসিআমী’তি তুমহাকং অনুকিরিয়ং করী”তি বুত্তে—

“ন ভিক্ষবে, ইদানেব, পুৰেষপেস মম অনুকিরিয়ং কাতুং বায়মি, ন পন সন্ধী”তি বত্তা—

“অপি বীরক পস্সেসি সকুনং মঞ্জুভাগকং,

ময়ুরগীবসংকাসং পতিং ময়হং সবিত্তকং ।”

“উদক খল চরস্স পস্সিনো নিচ্চং আমক মচ্ছ ভোজিনো,

তস্সামুকরং সবিত্তকো সেবালে পল্লিগুত্তিতো মত্তো”তি ।

২২ । পুনরায় ভিক্ষুগণ কহিলেন—“ভন্তে, দেবদত্ত ‘বুদ্ধলীলায় ধম্ম-  
দেশনা করিব’ এই মনে করিয়া অগ্রশ্রাবকদ্বয়কে তাহার উত্তর পার্শ্বে  
বসাইয়া আপনার অনুকরণ করিয়াছিল ।” ভিক্ষুরা এইরূপ বলিলে ভগবান  
বলিলেন :—

“ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্বেও সে আমার অনুকরণ করি-  
বার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু পারে নাই ।” এই বলিয়া সেই পুরাতন  
কাহিনী বীরক জাতক কহিলেন এবং অবসানে এট গাথা দুইটি কহিলেন :—

“মধুর ভাবী ময়ুর-গ্রীব পতি মম সবিত্তক,

নেখেছ যদি, বলগো মোরে, কোথা তিনি হে বীরক !”

বীরক কহিল :— “ভলে স্থলে বিচরে পাখী,

সর্বদা কাঁচা মৎস্ত ভোজী ।

সবিত্তক অনুকরণ করিয়া তাহার মতন,

শৈবালে জড়িয়া তার ঘটিল মরণ ।”

আদিয়া জাতকং কথেন্না অপরাপরেসুপি দিবসেসু তথাকুপি-  
মেব কথং আরব্বু :—

“অচরি বতায়ং বিতুদং বনানি

কট্টঙ্গকুশ্বেসু অসারকেসু,

অথাসদা খদিরং জাতসারং

যথাব্ৰিদ্ধা গরুলো উত্তমঙ্গং”তি ।

“লসী চ তে নিফলিতা মথকো চ বিদালিতো,

সক্বা তে কাসুকা ভগ্গা অঙ্গু খো হং বিরোচসী”তি চ ।

এবমাদীনি জাতকানি কথেসি ।

২৩ । পুন অকতপ্রু দেবদত্তোতি কথং আরব্বু :—

এই জাতক কহিয়া পরে পরে অন্যান্য দিবসেও সেইরূপ কথা  
প্রসঙ্গেই কন্দগলক জাতক ও বিরোচন জাতক বর্ণনা করিয়া এই গাথাটির  
কহিলেন :—

“অসার কাষ্ঠের বনে করি বিচরণ,

চঞ্চুদিয়া করিয়াছে তাহা বিদারণ;

কিন্তু যবে সারবান খদিরে ঘা দিল,

গরুড়ের তুণ্ড-শির বিচূর্ণ হইল ।”

“মস্তক তব বিদলিত, মস্তিষ্ক হল বিগলিত,

সকল অস্থি চূণীকৃত, আজ হলেবে বিরোচিত ।”

২৩ । পুনরায় দেবদত্তের অকৃতজ্ঞতা সত্ত্বে জবাবকূন জাতকটি কহিয়া  
এই গাথাটির ভাষণ করিলেন :—

“অকরমহস তে কিচ্চং যং বলং অহবমহসে,  
মিগরাজ নমোত্যথু অপি কিঞ্চি লভামসে।”

“মম লোহিত ভক্ষ্য নিচ্চং লুদানি কুব্বতো,  
দন্তন্তরগতো সন্তো তং বহং যম্হি জীবসী”তি।

আদীনি জাতকানি কথেসি। পুন বধায় পরিসকনং পনল  
আরতু :—

“এগাতমেতং কুরুজ্জয় যং স্বং সেপল্লি সেয়াসি,  
অপ্রাং সেপল্লিং গচ্ছামি ন মে তে কচ্চতে ফলং”তি।

আদীনি জাতকানি কথেসি।

“নমস্কার মৃগরাজ, যথাশক্তি তবকাজ  
করেছি, হয় কি স্মরণ ?

প্রতিদান কিছুতার ভাগ্যে আছে কি আমার  
জানিতে উৎসুক বড় মন।”

মৃগরাজ কহিল :— “নিত্য করি পশুবধ রকুপান তরে,  
প্রবেশিয়া তুই মম দন্তের ভিতরে ;  
তবুও তুই যে ওহে, আছিস্ বাচিয়া,  
এই বহু প্রতিদান, স্বাথ্রে ভাবিয়া।”

পুনরায় বধের উপক্রম করার কথা শ্রবণে কুরঙ্গমৃগ জাতক কহিয়া  
এই গাথাটি বলিলেন :—

“ওহে সপ্তপর্নী, আজি কেলিতেছ কল যাহা,  
কুরঙ্গ মৃগের কাছে অবিদিত নহে তাহা ;  
সেই হেতু চলিলাম অন্ত সপ্তপর্নী তলে,  
কিছু মাত্র কচি মম নাহি তব এই কলে।”

২৪। এবং রাজগৃহে বিহরন্তো পুন উভতো পরিহীনো  
দেবদত্তো লাভসকারতো চ সামগ্র্যতো চাতি কথাসু পবন্তমানাসু—  
“ন ভিক্ষবে, ইদানেব পুৰ্বেপেস পরিহীনো য়েবা”তি বহা—

“অশ্বি ভিন্না পটো নট্টো সখীগেহে চ ভগ্নং,

উভতো পট্টকশ্মন্তো উদকমিহ খলমিহ চা”তি।

আদীনী জাতকানি কথেসি। এবং রাজগৃহে বিহরন্তো  
দেবদত্তঃ আরবু বহুনি জাতকানি কথেন্না রাজগৃহতো সাবণিং  
গন্তা, জেতবনবিহারে বাসং কপ্পেসি।

২৪। এইরূপে ভগবান রাজগৃহে অবস্থান কালীন দেবদত্তের লাভ-  
সংকার ও শ্রামণ্যধর্ম এই উভয়ের পরিহীন হওয়াতে সেই কথা লইয়া  
ভিক্ষুদের মধ্যে আলোচনা হইতে লাগিল। তখন ভগবান কহিলেন—  
“ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে পূর্বেও তাহার এইরূপ পরিহীন হইয়াছিল।”  
এই বলিয়া সেই পূর্ব কাহিনী উভতোপ্রষ্ট জাতক কহিলেন। জাতক  
বলার পর এই গাথাটি কহিলেন :—

“পতির গেল চক্ষুগল, বস্তুচুরী আর,

সখীর ঘরে বিবাদ করি পত্নী খায় মার;

বড়শী জীবী প্রহুই মনে অগ্নায় আচারী;

জলে স্থলে দুই দিকেতে বিপত্তি হল তারি।

ভগবান রাজগৃহে অবস্থান কালীন দেবদত্ত সপক্ষে এইরূপ অনেক-  
গুলি জাতক কহিয়া রাজগৃহ হইতে শ্রাবস্তীতে গেলেন। তথায় তিনি  
জেতবন বিহারে বাস করিতে লাগিলেন।

২৫। দেবদত্তোপি খো নবমাসে গিলানো, পচ্ছিনে কালে  
সথারং দট্টুকামো হুহা অন্তনো সাবকে আহ— ‘অহং সথারং  
দট্টুকামো, তং মে দগ্গেখা’তি বুত্তে—

“হং সমথকালে সথারা সন্ধিং বেরী হুহা অচরি, ন ময়ং  
তং তথ নেজ্জামা”তি বুত্তে—

“মা মং নাসেথ, ময়া সথরি আঘাতো কতো সথু পন  
ময়ি কেসঙ্গমত্তোপি আঘাতো নথি। সো হি ভগবা—

“বধকে দেবদত্তমিহ চোরে অঙ্গুলি মালকে,  
ধনপালে রাহুলে চেব সবথ সম মানসো”তি ।

২৫। দেবদত্তও নাকি নয়মাস যাবৎ পীড়িত অবস্থায় থাকিয়া অন্তিম  
কালে ভগবানকে তাঁহার দেখিবার ইচ্ছা উৎপন্ন হইল। তিনি তাঁহার  
শ্রাবকগণকে কহিলেন— “আমি ভগবানকে দেখিতে ইচ্ছা করি, তাঁহাকে  
আমায় দেখাও ।”

তাঁহার কথা শুনিয়া শ্রাবকেরা কহিল— “তোমার যখন শক্তি ছিল,  
তখন ভগবানের সহিত শত্রুতা আচরণ করিয়াছ ; আমরা তোমাকে তথায়  
নিব না ।”

“আমাকে নাশ করিও না, আমি ভগবানের প্রতি শত্রুতা পোষণ  
করিলেও, ভগবান কিন্তু আমার প্রতি কেশাগ্রমাত্রও শত্রুতা পোষণ করেন  
নাই। সেই ভগবানই একসময় বলিয়াছিলেন :—

“বধক দেবদত্ত যেমন,  
চোর অঙ্গুলীমালা তেমন ;  
ধনপাল, রাহুলও আর,  
সর্বত্র সম চিত্ত আমার ।”

“দজ্জেথ মে তং ভগবন্তং”তি পুনঃপুনঃ যাচি ।

২৬। অথঃ নং তে মঞ্চকেনাদায় নিব্বাণিংসু । তজ্জ আগ-  
মনং সুহা ভিক্ষু সখু আরোচেসুঃ— “ভন্তে, দেবদত্তো কির  
তুমহাকং দম্মন্থায় আগচ্ছতী”তি ।

“ন ভিক্ষবে, সো তেনত্তভাবেন মং পজ্জিতুং লভিঙ্গতী”তি ।

ভিক্ষু কির পঞ্চমং বধুং আয়াচিতকালতো পট্টায় পুন  
বুদ্ধে দট্টং ন লভন্তি, অয়ং ধম্মতা ।

“অমুকট্টানং চ অমুকট্টানং চ আগতো ভন্তে”তি ।

“যং ইচ্ছতি তং করোতু ; ন সো মং ভিক্ষবে, পজ্জিতুং  
লভিঙ্গতী”তি ।

“ভন্তে, ইতো যোজনমন্তঃ আগতো, অড্ডয়োজনং,

“আমায় সেই ভগবানকে দেখাও ।” এই বলিয়া তিনি পুনঃপুনঃ  
যাক্কা করিতে লাগিলেন ।

২৬। অতঃপর তাহারা তাঁহাকে মঞ্চকের উপর লইয়া বাহির হইল ।  
দেবদত্ত আসিতেছেন, এই সংবাদ শুনিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানকে কহিলেন—  
“ভন্তে, দেবদত্ত না-কি আপনাকে দেখিবার জন্ত আসিতেছে ।”

“ভিক্ষুগণ, তাহার এ জীবনে আমাকে দেখিতে পাইবে না ।”

ভিক্ষুরা পাঁচটি বিষয় যাক্কা করা অবধি পুনঃ আর বুদ্ধের দর্শন  
পায় না ; এইটা ধর্ম্মতঃ নিয়ম ।

“ভন্তে, সে অমুক অমুক স্থানে আসিয়াছে ।”

“ভিক্ষুগণ, ওর যাহা ইচ্ছা তাহা করুক ; সে কিন্তু আমার দর্শন  
লাভ পাইবে না ।”

“ভন্তে, সে জেতবন হইতে এক বোজন ব্যবধানে আসিয়াছে, অর্দ্ধ বোজন,



গাবুতং, জেতবন পোন্ধরগী সমীপং আগতো”তি ।

“সচে অন্তো জেতবনংপি পবিসতি নেব মং পঞ্জিতুং লভিঅত্তী”তি ।

২৭ । দেবদত্তং গহেহা আগতা জেতবনপোন্ধরগীতীরে মঞ্চং ওতারেহা পোন্ধরগিঃ নহায়িতুং ওতরিংসু । দেবদত্তোপি খো মঞ্চতো বুট্টায় উভো পাদে ভূমিয়ং ঠপেহা নিসীদি । পাদা পঠবিং পবিসিংসু । সো অনুকমেন যাব গোপ্ফকা; যাব জম্বুকা, যাব কটিতো, যাব খনতো, যাব গীবতো পবিসিহা হনুকট্টিকজ ভূমিয়ং পতিট্ঠিত কালে :—

এক গব্যুতি \*, জেতবন পুঙ্করিণীর সমীপে আসিয়াছে ।”

যদিও বা সে জেতবন অভ্যন্তরেও প্রবেশ করে, তথাপি সে আমার দর্শন লাভ পাঠবে না ।”

২৭ । দেবদত্তকে লইয়া যাহারা আসিয়াছে, তাহারা জেতবন পুঙ্করিণীর তীরে মঞ্চ নামাইয়া রাখিয়া স্নান করিবার জন্য পুঙ্করিণীতে অবতরণ করিল । দেবদত্তও নাকি মঞ্চ হইতে উঠিয়া পাদদ্বয় ভূমিতে রাখিয়া বসিলেন । তখন তাহার পাদদ্বয় পৃথিবীতে প্রবেশ করিল । অনুক্ৰমে তাহার পায়ের গোড়ালি, জাম্বু, কটি, স্তন ও গ্রীবা পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়া যখন হনুকাস্থি ভূমিতে সংলগ্ন হইল তখন এই গাথাটি বলিয়া বুকের শরণাপন্ন হইলেন :—

“ইমেহি অট্ঠীহি তমগাপুগলঃ  
 দেবাতিদেবং নরদম্ম সারথিঃ,  
 সমন্তচক্ষুঃ সতপুত্রলক্ষণং  
 পাণেহি বুদ্ধং সরণং গতোন্মী”তি ।

ইমং গাথমাহ ।

২৮ । ইদং কির ঠানং দিয়া তথাগতো দেবদত্তঃ পবাজেসি ।  
 সচে হি সো ন পবজিঅ গিহী হুয়া কস্মঞ্চ ভারিয়ং অকরিঅ;  
 আয়তিভবজ চ পচয়ং কাতুং ন সম্বিজ। পবজিহা পন কিঞ্চাপি  
 কস্মং ভারিয়ং করিঅতি, আয়তিভবজ পচয়ং কাতুং সম্বিজ-  
 তীতি । তেন তং সথা পবাজেসি । সো হি ইতো সতসহজ-  
 কল্পমথকে অট্ঠিঅরো নাম পচেক বুদ্ধো ভবিঅতি ।  
 সো পঠবিং পবিসিহা অবীচিমিহ নিব্বত্তি । নিচ্চলে বুদ্ধে

“দেবাতিদেব, সমন্তচক্ষু, নরদম্ম সারথি,  
 এই কঙ্কালে ত্রীপদে তব করিতেছি প্রণতি;  
 অগ্রপুদগল ওহে বুদ্ধ, শত পুণ্য লক্ষণ,  
 জীবন ব্যাপী শরণে তব করিতেছি গমন ।”

২৮ । এই কারণ দেখিয়া তথাগত দেবদত্তকে প্রব্রজ্যা দিয়াছিলেন ।  
 যদি সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ না করিত, তবে সে গৃহী হইয়াও গুরুতর কৰ্ম্ম  
 করিত, আর ভবিষ্যৎ জন্মেরও উদ্ধারের কোন কারণ করিতে পারিত না ।  
 কিন্তু প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া গুরুকৰ্ম্ম করিলেও ভবিষ্যৎ জন্মে উদ্ধারের  
 কারণ করিতে পারিবে । তাই ভগবান তাঁহাকে প্রব্রজ্যা দিয়াছিলেন ।  
 তিনি এই হইতে লক্ষকল্প পরে ‘অট্ঠিসূত্র’ নামক ‘পচেক’ বুদ্ধ হইবেন ।  
 তিনি পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া অবীচি নরকে উৎপন্ন হইলেন । নিশ্চল বুদ্ধের প্রতি

অপরকভাবে পন নিচ্চলো হুয়া পচ্চত্ত্বি যোজনসতিকে অস্তো  
 অবীচিম্হি যোজন সতুব্বেধমেবল সরীরং নিব্বত্তি । সীসং যাব কল্প-  
 সঙ্খলিতো উপরি অয়কপালং পাবিসি, পাদা যাব গোম্ফকা  
 হেট্টা অয়পঠবিয়ং পবিট্টা । মহাতালঙ্কর পরিমাণং অয়সূলং  
 পচ্ছিমভিত্তিতো নিব্বমিত্তা পিট্ঠিমঙ্কং ভিন্দিয়া উরেন নিব্বমিত্তা  
 পুরথিমং ভিত্তিং পাবিসি । অপরং দক্ষিণ ভিত্তিতো নিব্বমিত্তা  
 দক্ষিণপজ্জং ভিন্দিয়া উত্তরপঞ্চেন নিব্বমিত্তা উত্তর ভিত্তিং পাবিসি ।  
 অপরং উপরি কপল্লতো নিব্বমিত্তা মথকং ভিন্দিয়া অধোভাগেন  
 নিব্বমিত্তা অয়পঠবিং পাবিসি । এবং সো তথ নিচ্চলো হুয়া  
 পচ্চত্তি ।

২৯ । ভিক্ষু— “এতকং ঠানং আগন্ত্বা দেবদত্তো সখারং  
 দর্ষ্টুং অলভিত্বাব পঠবিং পবিট্টো”তি কথং সমুট্টাপেত্তং ।

অপরাধ করার দরুণ নিশ্চল ভাবে পরিপক হইবার জন্য শত যোজন  
 উচ্চতা সম্পন্ন অবীচি অভ্যন্তরে তাঁহার শত যোজন উচ্চ শরীর উৎপন্ন  
 হইল । তাঁহার মস্তক কর্ণের উপরিভাগ পর্য্যন্ত উপরের লৌহপাটে  
 প্রবেশ করিল, পায়ের গুল্ক পর্য্যন্ত নীচের লৌহপাটে প্রবেশ করিল,  
 মহাতাল বৃক্ষ প্রমাণ লৌহশূল পশ্চিম ভিত্তি হইতে বাহির হইয়া পৃষ্ঠের  
 মধ্যদেশ ভেদ করিয়া বক্ষঃস্থল দিয়া বাহির হওতঃ পূর্বদিকের ভিত্তিতে  
 প্রবেশ করিল । অত্র একটি দক্ষিণ ভিত্তি হইতে বাহির হইয়া তাঁহার  
 দক্ষিণ পার্শ্ব ভেদ করিয়া উত্তর পার্শ্বে বাহির হওতঃ উত্তর ভিত্তিতে  
 প্রবেশ করিল । অত্র একটি উপরের লৌহপাট হইতে বাহির হইয়া মস্তক  
 ভেদ করিয়া অধঃভাগে বাহির হওতঃ লৌহ পৃথিবীতে প্রবেশ করিল ।  
 এইরূপে তিনি তথায় নিশ্চল হইয়া পরিপক হইতে লাগিলেন ।

২৯ । ভিক্ষুগণ কথা উত্থাপন করিলেন— “দেবদত্ত এতদূর আসিয়া  
 ভগবানের দর্শন লাভ না পাইয়াই পৃথিবীতে প্রবেশ করিল ।”

সখা—“ন ভিক্ষাবে, দেবদত্তো ইদানেব ময়ি অপরজ্জিহ্বা  
পঠবিং পাবিসি, পুৰোপি পবিট্টো য়েবা”তি বহা হস্তিরাজ কালে  
মগ্গমূল্লং পুরিসং সমজ্জাসেহা অন্তনো পিট্ঠিং আরোপেহা খেমন্তং  
পাপিত্তেন তেন পুন তিচ্ছন্তুং আগন্তা অগট্টানো, মজ্জিমট্টানো,  
মূলোতি এবং দন্তে চিন্দিহা ততিয়বারে মহাপুরিসজ্জ চক্কুপথং  
অতিক্কমন্তজ্জ পঠবিং পবিট্টভাবং দীপেতুং—

“অকুতঞ্জ পোসজ্জ নিচ্চং বিবরদঙ্গিনো,

সব্বং চে পঠবিং দজ্জা নেব নং অভিরোধে”তি ।

৩০ । ইমং জাতকং কথোহা পুনপি পুনপি তথৈব কথায়  
সমুট্ঠিতায় খন্তিবাদীভূতে অন্তনি অপরজ্জিহ্বা কলবুরাজভূতজ তজ্জ

ভগবান কহিলেন—“ভিক্ষুগণ, দেবদত্ত যে কেবল এখন আমার  
প্রতি অপরাধ করিয়া পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়াছে তাহা নয়, পূর্বেও সে  
এইরূপ প্রবেশ করিয়াছে ।” এই বলিয়া শীলব হস্তিরাজকালে পঞ্চদশ পুরুষকে  
আখ্যাস দিয়া নিজের পৃষ্ঠদেশে বসাইয়া নিরাশঙ্ক স্থানে পৌছাইয়া দিল ;  
সে পুনঃপুন তিনবার আসিয়া হস্তিরাজের দন্তের অগ্রভাগ, মধ্যম ভাগ  
ও মূলভাগ ছেদন করিয়াছিল । তৃতীয় বারে মহাপুরুষের চক্কুপথ অতি-  
ক্রম করা মাত্রই পৃথিবীতে প্রবেশ করিল । তাহা বর্ণনা করিবার জন্য  
এই গাথাটি কহিলেন :—

“অকুতজ্জ জন, সন্না করে চিত্ত অবেশণ,

দিলেও সবপৃথ্বী, তার হয় না তৃপ্ত মন ।”

৩০ । এই শীলব নাগরাজ জাতক কহিয়া, পদ্যেও সেইরূপ কথা  
পুনঃপুন উত্থাপিত হওয়াতে, ক্ষান্তিবাদী হওয়ার দরুন কলবুরাজ নিজে

পঠবিং পবিট্ঠভাবং দীপেতুং খন্তিবাদীজাতকং, চুল্লধম্মপালভূতে  
অন্তনি অপরাধিয়া মহাপ্রতাপরাজভূতস্স তস্স পঠবিং পবিট্ঠভাবং  
দীপেতুং চুল্লধম্মপালজাতকঞ্চ কথেসি ।

৩১ । পঠবিং পবিট্ঠে পন দেবদত্তে মহাজনো হট্ঠভূট্টো  
ধজপটাকা কদলিয়ো উজ্জাপেহা পুণ্ণঘটে ঠপেহা “লাভা বত নো \*”  
তি মহন্তঃ ছনং অনুভোতি, তমথং ভগবতো আরোচেন্নং ।  
ভগবা— “ন ভিক্ষবে, ইদানেব দেবদত্তে মতে মহাজনো তুজ্জতি,  
পুণ্ণেপি তুজ্জিষেবা”তি বহা সৰ্বজনস্স অগ্নিয়ে, চণ্ডে, ফরুসে  
বারাণসিয়ং পিঙ্গলরাজে নাম মতে মহাজনস্স তুট্ঠভাবং দীপেতুং—

অপরাধ করিয়া তাহার পৃথিবী প্রবেশ সহকে বর্ণনা করিবার জন্ত ক্ষান্তি  
বাদী জাতক कहিলেন । বোধিসত্ত্ব চুল্লধম্মপাল হইয়া জন্মগ্রহণ করিলে  
তাহার প্রতি মহাপ্রতাপরাজা নিজে অপরাধ করিয়া পৃথিবীতে প্রবেশ  
করিয়াছিল; সেই সহকে বর্ণনা করিতে যাইয়া চুল্লধম্মপাল জাতক  
কহিলেন ।

৩১ । দেবদত্ত যখন পৃথিবীতে প্রবেশ করিলেন, তখন মনুষ্যেরা সন্তুষ্ট  
হইয়া ধ্বজা-পতাকা উড়াইল, কদলীবৃক্ষ গাড়িয়া দিল, পূর্ণঘট স্থাপন করিল ।  
“আমাদের লাভ হইয়াছে” এই বলিয়া মহাউৎসব করিতে লাগিল ।  
ভিক্ষুরা এই কথা ভগবানকে কহিলেন । ভগবান বলিলেন— “ভিক্ষুগণ,  
দেবদত্তের মৃত্যুতে লোকেরা এখন যে কেবল উৎসব করিতেছে তাহা  
নহে, পূর্বেও উৎসব করিয়াছিল ।” এই বলিয়া সকলের অপ্রিয়, উদ্ধত,  
নিষ্ঠুর ঝারাসীরাজ পিঙ্গলের মৃত্যুতে জনগণের সন্তুষ্টিভাব বর্ণনা করিবার  
জন্ত ভগবান এই গাথা দুইটি কহিলেন —

“সবে। জনো হিংসিতো পিজলেন,  
তন্মিঃ মতে পচয়া বেদিয়ন্তি ;  
পিয়ো নু তে আসি অকণহনেতো,  
কন্ম্য নু স্বং রোদসি দ্বারপাল ।”

“ন মে পিয়ো আসি অকণহনেতো,  
ভায়ামি পচাগমনায় তজ ;  
ইতো গতো হিংসেয়া মচ্চুরাজং,  
সো হিংসিতো আনয়েয়া পুন ইধা”তি ।

ইদং পিজলজাতকং কথেসি ।

৩২ । ভিক্ষু সখারং পুচ্ছিঃসু— “ইদানি ভন্তে, দেবদত্তো  
কুহিং নিবন্তো”তি ।

“পিজলের উৎপীড়িত সকল মানব,  
মরিলে সে, করে সবে আনন্দ উৎসব ;  
প্রিয় তব ছিল বৃষ্টি পিজল নয়ন !  
কেন তুমি দ্বারপাল ! করিছ ক্রন্দন ?”

“ছিল না গো প্রিয় মম পিজল নয়ন,  
ভয় হয়, পরে তার হয় আগমন ;  
এখান হতে যেয়ে সে, মৃত্যু রাজে যদি হিংসে,  
মৃত্যু রাজ উৎপীড়িত হয়ে সেইখানে,  
নিশ্চয় আনিয়া দিবে পুনঃ এই স্থানে ।

এইরূপে ভগবান এই পিজলজাতক কহিলেন ।

৩২ । ভিক্ষুরা ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন— “ভন্তে, এখন দেবদত্ত  
কোথায় উৎপন্ন হইয়াছে ?”

“অবীচি মহানিরয়ে ভিক্ষবে”তি ।

“ভস্বে, ইধ তপ্পন্তো বিচরিত্বা পুন গত্ত্বা তপ্পনট্টানে য়েব নিব্বত্তো”তি ?

“আম ভিক্ষবে, পব্বজিতা বা হোন্তু গহট্টা বা পমাদ-  
বিহারিনো উভয়থ তপ্পন্তি য়েবা”তি বত্তা ইমং গাথমাহ :—

“ইধ তপ্পতি পেচ্চ তপ্পতি

পাপকারী উভয়থ তপ্পতি,

পাপং মে কতন্তি তপ্পতি

ভীয়ো তপ্পতি দুগ্গতিং গতো’তি । ১৭

৩৩ । তথ— “ইধ তপ্পতী”তি—ইধ কস্মতপ্পনেন দোমনজ-  
মস্তুেন তপ্পতি ।

“অবীচি মহানরকে ভিক্ষুগণ !”

“ভস্বে, সে ইহলোকে অমৃতপ্ত হইয়া বিচরণ করিয়াছে, পুনঃ কি  
অবার অমৃতপ্তস্থানেই যাইয়া উৎপন্ন হইল ?”

“ইহা ভিক্ষুগণ, যাহারা প্রেমন্ত হইয়া বাস করে, তাহারা প্রব্রজিত  
হউক অথবা গৃহী হউক, উভয় স্থানেই তাহারা অমৃতপ্ত হয় ।” এই  
বলিয়া এই গাথাটি কহিলেন :—

“ইহলোকে পায় তাপ, তাপ পর লোকে,

পাপকারী পায় তাপ এ’উভয় লোকে ;

‘করিয়াছি পাপ’ ব’লে তাপ পায় মনে,

ততোধিক পায় তাপ হুগতি গমনে ।” ১৭

৩৩ । তথায়— “ইহলোকে তাপ পায়”— ইহলোকে পাপকর্ম করিবার  
সময় দোষ্মনস্তের দ্বারা তাপ পায় ।

“পেচা”তি—পরলোকে পন বিপাক তপ্পনেন অতি দারুণেন অপায়দুশ্চেন তপ্পতি ।

“পাপকারী”তি—নানাপ্রকারপাপপাশ কস্তা ।

“উভয়থা”তি—ইমিনা বুভপ্পকারেন তপ্পনেন উভয়থ তপ্পতি নাম ।

“পাপশ্মে”তি—সো হি কস্ম তপ্পনেন তপ্পন্তো পাপশ্মে কতন্তি তপ্পতি তং অগ্নমন্তকং তপ্পনং, বিপাকতপ্পনেন পন তপ্পন্তো ।

“ভীয়ো তপ্পন্তি দুগ্গতিং গতো”তি—অতি করুসেন তপ্পনেন অতিদ্বিয় তপ্পতি ।

গাথাপরিয়োসানে বহু সোতাপন্নাদয়ো অহেশুং, দেসনা মহাজনপ সাত্থিকা জাতাতি ।

“তাপ পরলোকে”—পরলোকে বিপাকতাপে, অতি দারুণ অপায় দুঃখে তপ্ত হয় ।

“পাপকারী”—নানা প্রকার পাপ কর্মের কর্তা ।

“উভয়লোকে”—ইহ-পর-লোকে, উক্তপ্রকার তাপের দ্বারা তপ্ত হয় ।

“করিয়াছি পাপ’ ব’লে তাপ পায় মনে”—সে ‘পাপ কর্ম করিয়াছি’ বলিয়া পাপকর্মের তাপে তপ্ত হয় । সে তাপ কিন্তু অতঃপূ মাত্র ।

“ততোধিক পায় তাপ দুর্গতি গমনে”—দুর্গতি স্থানে গমন করিয়া অধিকতর নিদারুণ বিপাক-দুঃখ ভোগ করে ।

গাথা অবসানে বহুলোক শ্রোতাপন্ন ইত্যাদি হইয়াছিলেন; দেশনা জনগণের সার্থক হইয়াছিল ।



## সুমনাদেবিনা বথু : ১৩

“ইধ নন্দতী”তি ইমং ধন্যদেসনং সখা জেতবনে বিহরন্তো।  
সুমনাদেবিং আরত্তু কথেসি ।

১। সাবথিয়ং হি দেবসিকং অনাথপিণ্ডিকজ্জ গেহে ধে ভিক্ষু  
সহজানি ভুঞ্জন্তি । তথা বিসাখায় মহাউপাসিকায় । সাবথিয়ং চ যো  
যো দানং দাতুকামো হোতি সো সো তেসং উভিন্নং ওকাসং লভিস্বাব  
করোতি । কিং কারণা ? তুম্মাকং দানগং অনাথপিণ্ডিকো বা  
বিসাখা বা আগতা”তি পুচ্ছিহ্বা “নাগতা”তি বুত্তে সতসহজং বিম্বজ্জেন্না  
কত্তদানম্পি “কিং দানং নামেতং”তি গরহন্তি । উভোপি তে  
ভিক্ষুসজ্জজ্জ রুচিং চ অনুচ্ছবিককিচ্চানি চ অতিবিয় জ্ঞানন্তি ।

## সুমনাদেবীর উপাখ্যান : ১৩

“ইহলোকে নন্দিত হয়” এই ধর্ম দেশনা ভগবান জেতবনে অবস্থান  
করিবার সময় সুমনাদেবীর কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন ।

১। শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের গৃহে প্রতিদিন দুই হাজার ভিক্ষু  
ভোজন করেন । সেইরূপ মহাউপাসিকা বিশাখার গৃহেও । শ্রাবস্তীতে  
না-কি যাহারা দান দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অনাথপিণ্ডিক ও বিশাখা  
এই দুই জনের ‘অবকাশ লইয়াই দানকার্য্য আরম্ভ করেন । কেন না,  
লোকেরা জিজ্ঞাসা করেন — “তোমাদের দানকার্য্যে অনাথপিণ্ডিক অথবা  
বিশাখা আসিয়াছেন কি না ?” যদি আসেন নাই” বলিয়া বলেন, তাহা-  
হইলে সতসহজ টাকা ব্যয় করিয়া দান করিলেও “সেই আবার একটা  
কি দান !” বলিয়া উপহাস করেন । তাঁহারা উপাধক উপাসিকা দুইজনেই  
ভিক্ষুসংঘের অতিক্রিচি ও অমুরূপ কাজ সধকে খুব ভাল জানেন ।

তেষু বিচারন্তেষু ভিক্ষু চিত্তরূপং ভুঞ্জন্তি, তস্মা সৰ্ব্বং দানং দাতু-  
কামা তে গহেত্বাব গচ্ছন্তি । ইতি তে অন্তনো ঘরে ভিক্ষু  
পরিবিসিতুং ন লভন্তি । ততো বিসাখা—“কো সু খো মম ঠানে  
ঠদ্বা ভিক্ষুসজ্জং পরিবিসিঅতী”তি উপধারেন্তি পুত্তজ ধীতরং দিস্বা  
তং অন্তনো ঠানে ঠপেসি । সা তজ্জা নিবেসনে ভিক্ষুসজ্জং  
পরিবিসতি । অনাথপিণ্ডিকোপি মহাসুভদং নাম জেষ্ঠধীতরং  
ঠপেসি । সা, ভিক্ষুং বেয়্যাবচ্চং করোন্তি, ধম্মং সুণন্তি,  
সোতাপন্ন হত্বা পতিকুলং অগমাসি । ততো চুল্লসুভদং ঠপেসি ।  
সাপি তথৈব করোন্তি, সোতাপন্ন হত্বা পতিকুলং গত্বা ।

২ । অথ সুমনাদেবিং নাম কণিষ্ঠ ধীতরং ঠপেসি ।

ভিক্ষুদের খাবার সময় সেখানে যদি তাঁহারা বিচরণ করেন, তাহা হইলে ভিক্ষুরা  
বথাকুটি আহাৰ করিতে পারেন । তাই সকলে দান দিবার ইচ্ছায়  
তাঁহাদিগকে লইয়া যান । এই হেতু তাঁহারা নিজের ঘরে ভিক্ষুদের পরি-  
বেশন করিতে পারেন না । তাই বিসাখা চিন্তা করিলেন—“আমার স্থানে  
কে থাকিয়া ভিক্ষুগণকে পরিবেশন করিবে ।” এই চিন্তা করতঃ তাঁহার  
পুত্রের কণ্ঠকে উপযুক্ত মনে করিয়া তাঁহাকে নিজের কাজে নিযুক্ত করি-  
লেন । তিনি তাঁহার ঘরে ভিক্ষুসংঘকে পরিবেশন করিতে লাগিলেন ।  
অনাথপিণ্ডিকও তাঁহার মেয়ে মহাসুভদ্রাকে তাঁহার কাজের ভার অর্পণ করিলেন ।  
এই অবসরে মহাসুভদ্রা ধর্মকথা শুনিয়া শ্রোতাপত্তি যথু লাভ করিলেন ।  
অনন্তর তিনি স্বামীর ঘরে চলিয়া আসিলেন । তৎপর তাঁহার কণ্ঠা ছোট  
সুভদ্রার উপর এই কাজের ভার অর্পণ করিলেন । তিনিও সেইরূপ ভাবে  
ভিক্ষুদের পরিচর্যা করিতে করিতে শ্রোতাপন্ন হইয়া পতিকূলে চলিয়া  
গেলেন ।

২ । অতঃপর তাঁহার ছোট মেয়ে সুমনাদেবীকে এই কাজে নিযুক্ত করিলেন ।

স্নান পান সন্ধ্যাগামিকলং পত্নী কুমারিকাব হৃদা তথারূপেন অক্ষা-  
ন্থকেন আতুরা আহারূপচ্ছেদং কত্বা পিতরং দর্শ্যু কামা হৃদা  
পঙ্কোসাপেসি । সো একস্মিং দানগে তজ্জা সাসনং সূহাব আগস্থা—  
“কিং অন্ম সূমনে ?”তি আহ ।

সাপি নং আহ—“কিং তাত কণিষ্ঠভাতিকা”তি ?

“বিপ্ললপসি অন্মা”তি ?

“ন বিপ্ললপামি কণিষ্ঠভাতিকা”তি ।

“ভায়সি অন্মা”তি ?

“ন ভায়ামি কণিষ্ঠভাতিকা”তি ।

৩ । এতকং বহ্নায়েব পন সা কালমকাসি । সো সোতাপন্নোপি  
সমানো সেট্ঠীধীতরি উপ্পন্নসোকং অধিবাসেতুং অসক্কোন্তো ধীতু  
সরীরকিচ্চং কারেত্বা রোদন্তো সখু সন্তিকং গস্থা “কিং গহপতি,  
ইনি সন্ধ্যাগামী ফল লাভ করিলেন । ইনি না-কি কুমারী অবহাতেই  
ছিলেন । এসময় তাঁহার রোগ হয় ; রোগাবস্থায় আহারে অনিচ্ছা  
প্রকাশ করিলেন । মৃত্যুর আসন্ন কাল বুঝিয়া পিতাকে দেখিবার ইচ্ছায়  
ডাকাইয়া পাঠাইলেন । তখন অনাথপিণ্ডিক ছিলেন এক নিমন্ত্রণ গৃহে ।  
তিনি মেয়ের রোগসংবাদ শুনিয়াই চলিয়া আসিলেন । আসিয়া মেয়েকে  
জিজ্ঞাসা করিলেন—“মা সূমনে, তুমি কি বলিতে চাও ?”

মেয়েও তাঁহাকে কহিলেন—“কি বলিতেছ কনিষ্ঠভ্রাতা ?”

“না, প্রলাপ বকিতেছ ?”

“না, প্রলাপ বকিতেছি না কনিষ্ঠভ্রাতা ?”

“ভয় পাইতেছ মা ?”

“হ্যাঁ, ভয় পাইতেছি না কনিষ্ঠভ্রাতা ?”

৩ । এতদূর বলিয়াই তাঁহার মৃত্যু হইল । শ্রেষ্ঠী সোতাপন্ন হইলেও  
মেয়ের মৃত্যুতে শোক সঞ্চরণ করিতে পারিলেন না । মেয়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া  
সম্পাদন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন ।

হুঙ্কি হুঙ্মনো অঙ্গুমুখো রুদমানো উপাগতোসী”তি বুন্তে—

“ধীতা মে ভন্তে, সুমনাদেবী কালকতা”তি আহ ।

“অথ কস্মা সোচসি ? নমু সবেসং একংসিকং মরণং”তি ?

“জানামেতং ভন্তে, এবরুপা পন মে হিরোন্তপ্লসপ্পয়া ধীতা, সা মরণকালে সতিং পচ্চুপট্টাপেতুং অসকোন্তি বিপ্ললপমানা মতাতি মে অনপ্লকং দোমনপ্পং উপ্পজ্জতী”তি ।

“কিং পন তায় কথিতং মহাসেট্ঠী”তি ?

“অহং তং ভন্তে, ‘অম্ম সুমনে’তি আমন্তেসিং, অথ মং আহ ‘কিং তাত কণিট্ঠাভাতিকা”তি ? ততো “বিপ্ললপসি অম্মা”তি ? “ন বিপ্ললশামি কণিট্ঠাভাতিকা”তি । “ভায়সি অম্মা”তি ?

ভগবান তাঁহাকে কহিলেন— “কি গৃহপতি, তুমি যে হঃখিত মনে, অশ্রু-  
মুখে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিতেছ ?” এইরূপ বলিলে শ্রেষ্ঠী কহিলেন—  
“আমার মেয়ে ভন্তে, সুমনাদেবী মারা গিয়াছে ।”

“তবে সেই জন্ত এত অশ্রুশোচনা কেন ? তুমি কি জান না,  
সকলেরই মৃত্যু একান্ত অনিবার্য ?”

“তাহা-ত জানি ভন্তে, আমার মেয়ে যে ছিল লজ্জাশীলা. পাপকে  
বড় ভয় করিত ; আমার এরূপ মেয়ে না-কি মরণকালে স্মৃতি ঠিক রাখিতে  
পারিল না, প্রলাপ বকিতে বকিতেই মারা গেল, তাই আমার অন্তরে বড়  
দুঃখ উৎপন্ন হইতেছে ।”

“তোমার মেয়ে কি বলিয়াছিল মহাশ্রেষ্ঠী ?”

“আমি ভন্তে, তাহাকে ‘মা সুমনে’ বলিয়া ডাকিলাম ; সে, আমাকে  
জবাব দিল— ‘কি কনিষ্ঠ ভ্রাতা ।’ তৎপর আমি বলিলাম— ‘প্রলাপ  
বকিতেছ মা ?’ ‘না, প্রলাপ বকিতেছি না কনিষ্ঠভ্রাতা ।’ ‘ভয় পাইতেছ মা ?’

“ন ভায়ামি কণিষ্ঠ ভাতিকা”তি । অন্তকং বহা কালমকাসী”তি ।

৪ । অথ নং ভগবা আহ— “ন তে মহাসেট্টি ধীতা বিঘ্নল-  
পতী”তি ।

“অথ কস্মা এবমাহা”তি ?

“কণিষ্ঠভায়েব, ধীতা হি তে গৃহপতি মঙ্গফলেহি তয়া  
মহল্লিকা, ত্বং হি সোতাপন্নো, ধীতা পন তে সৰুদাগামিনী ; সা  
মঙ্গফলেহি মহল্লিকতা এবমাহা”তি ।

“এবং ভন্তে”তি ?

“এবং গৃহপতী”তি ।

“ইদানি কুহিং নিক্কতা ভন্তে”তি ?

“তুসিতভবনে গৃহপতী”তি বুত্তে—

“ভন্তে, মম ধীতা ইধ ঞ্জাতকানং অন্তরে নন্দমানা বিচরিত্বা

‘না, তয় পাইতেছি না কনিষ্ঠ ভ্রাতা ।’ এতদূর বলিয়া সে মারা গেল ।”

৪ । অতঃপর ভগবান তাঁহাকে কহিলেন— “মহাশ্রেষ্ঠি, তোমার মেয়ে  
ঞ্জাপ বকে নাই ।”

“তবে এরূপ বলিল কেন ?”

“তুমি কনিষ্ঠ বলিয়াই ; তোমার কন্যা মার্গফল হিনাবে তোমা হইতে  
বড় । তুমি নাকি সোতাপন্ন, তোমার মেয়ে হইল সৰুদাগামিনী, সে মার্গ-  
ফলের দ্বারা তোমার বড় বলিয়াই এইরূপ কহিয়াছে ।”

“তাই নাকি ভন্তে ?”

“হাঁ, গৃহপতি ! তাই আর কি ।”

“ভন্তে, এখন সে কোথায় উৎপন্ন হইয়াছে ?”

“তুসিত ভবনে গৃহপতি ।”

“ভন্তে, আমার মেয়ে এখানে জ্ঞাতি গণের মধ্যে আনন্দ মনে বিচরণ করিয়া,

ইতো গন্তাপি নন্দনর্টানেয়েব নিব্বত্তা”তি ?

অথ নং সথা— “আম গহপতি, অগ্নমত্তা নাম গহট্টা বা পবজিতা বা ইধলোকে চ পরলোকে চ নন্দন্তি য়েবা”তি বহা ইমং গাথমাহ :—

“ইধনন্দতি পেচ্চ নন্দতি কতপুণ্ণো উভয়থ নন্দতি,  
পুণ্ণস্মে কতন্তি নন্দতি ভিয়ো নন্দতি সুগতিং গতো”তি । ১৮,

৫ । তথ—“ইধা”তি—ইধলোকে কস্মিনন্দনে নন্দতি ।

“পেচ্চা”তি—পরলোকে বিপাক নন্দনে নন্দতি ।

“কতপুণ্ণো”তি—নানগ্নকারস পুণ্ণস কত্তা ।

পুনঃ এখান হইতে যাইয়াও আনন্দময় স্থানেই উৎপন্ন হইল ?”

অতঃপর ভগবান তাঁহাকে কহিলেন— “হাঁ গৃহপতি, যাহারা অপ্রমত্ত হইয়া বাস করে তাহারা গৃহী হউক অথবা প্রবজিত হউক, তাহারা ইহলোকেও আনন্দিত হয় পরলোকেও আনন্দিত হয় ।” এই বলিয়া ভগবান এই গাথাটি কহিলেন :—

“ইহলোকে পরলোকে কৃতপুণ্যবান,

উভয় লোকেতে হয় আনন্দিত প্রাণ ;

ভুলোকে নন্দিত হয় কুশল করিয়া,

অধিক নন্দিত হয় ছালোকে যাইয়া ।”

৫ । তথায় “ইহলোকে”—ইহলোকে কস্মিনন্দে আনন্দিত হয় ।

“পরলোকে”—পরলোকে বিপাক আনন্দে আনন্দিত হয় ।

“কৃতপুণ্যবান”—নানা প্রকার পুণ্যকর্মের কর্তা ।

“উভয়থা”তি—ইধ কতং মে কুসলং, অকতং পাপস্তি নন্দতি ;  
পরম্ব বিপাকং অনুভবন্তো নন্দতি ।

“পুণ্যস্যে”তি—ইধ নন্দন্তো পন পুণ্যস্যে কতস্তি সৌম-  
নঙ্গমন্তকেন বা কস্মিনন্দনং উপাদায় নন্দতি ।

“ভীয়ো”তি—বিপাক নন্দনেন পন স্তুগতিং গতো সন্ত-  
পপ্রাঙ্গ বজ্রকোটয়ো সট্ঠিক বজ্রসতসহজানি দিব্বসম্পত্তিঃ অনুভ-  
বন্তো তুসিতপুরে অতিবিয় নন্দতী”তি ।

গাথাপরিয়োসানে বহু সোতাপন্নাদয়ো অহেতুং । মহাজ-  
নঙ্গ সাথিকা ধম্মদেশনা জাতা’তি ।

“উভয় লোকে”—ইহলোকে কুশল করিয়াছি, অকুশল করি নাই,  
এই মনে করিয়া আনন্দিত হয়; পরলোকে কুশল কর্মের ফল অনুভব  
করিয়া আনন্দিত হয় ।

“আমি পুণ্য করিয়াছি”—ইহলোকে আনন্দিত হইবার কারণ হই-  
তেছে—‘আমি পুণ্যকাজ করিয়াছি’ এই সৌমন্ত্রের দ্বারা অথবা কস্ম  
আনন্দের দ্বারা আনন্দিত হয় ।

“অধিক”—বিপাক নন্দন হইল—দেবলোকে যাঁহারা সাতপঞ্চাশ কোটি  
যাটি লক্ষ বৎসর যাবৎ দিব্য সম্পত্তি অনুভব করত তুমিত পুরে অধিকতর  
আনন্দ পায় ।

গাথা শেষ হইলে বহুজন শ্রোতাপন্নাদি ফল প্রাপ্ত হইলেন । সম-  
বেত মনুষ্যগণের পক্ষে ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল ।

## দে সহায়ক ভিক্ষুনং বণ্ণু । ১৪

“বহুস্পি চে”তি ইমং ধম্মদেসনং সখা জেতবনে বিহরন্তো  
দে সহায়কে আরতু কথেসি ।

১ । সাবথি বাসিনো হি দে কুলপুত্তা সহায়কা বিহারং  
গন্ত্বা সখু ধম্মদেসনং স্ত্বা কামে পহায় সাসনে উরং দত্ত্বা  
পবজিতা পঞ্চ বজ্জানি আচরিয়ুপজ্জায়ানং সন্তিকে বসিত্বা সখারং  
উপসংকমিত্বা সাসনে ধুরং পুচ্ছিত্বা বিপজ্জানাধুরঞ্চ গম্ভধুরঞ্চ বিথারতো  
স্ত্বা ঐকোত্তাব “অহস্তন্তে, মহল্লককালে পবজিতো, ন সন্ধিআমি  
গম্ভধুরং পুরেতুং, বিপজ্জানাধুরং পন পুরেজামী”তি যাব অরহন্তা

## দুই বন্ধু ভিক্ষুর উপাখ্যান । ১৪

“বহুও” এই ধর্মদেশনা ভগবান জেতবনে অবস্থান করিবার সময়  
দুই বন্ধুর কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন ।

১ । শ্রাবস্তীবাসী দুইজন কুলপুত্র বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন । একদিন  
উভয়ে বিহারে যাইয়া ভগবানের মুখে ধর্মকথা শুনিলেন । তাঁহারা  
ধর্ম শুনিয়া কামলালসা বর্জন দিয়া অতি শ্রদ্ধার সহিত বুদ্ধ শাসনে প্রবেশ্য  
গ্রহণ করিলেন । পাঁচ বৎসর যাবৎ তাঁহারা আচার্য্য উপাধ্যায়ের নিকট  
বাস করার পর একদিন ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া বুদ্ধ শাসনে  
কয়টি ধর্ম তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন । বিদর্শন ধর্ম ও গ্রন্থধূরের কথা বিস্তারিত  
ভাবে শুনিয়া প্রথমত একজন কহিলেন—“ভন্তে, আমি অধিক বয়সে  
প্রবেশ্য নিয়াছি ; তাই গ্রন্থধূর পূর্ণ করিতে পারিব না, বিদর্শন ধর্মই পূর্ণ  
করিব । বিদর্শন সহজে বর্ণনা করিবার জন্ত তিনি ভগবানের নিকট  
প্রার্থনা করিলেন । ভগবানও তিনি যাহাতে অর্হৎ লাভ করিতে পারেন,



বিপজ্জনং কথাপেত্তা ঘট্টেস্শো বায়মন্তো সহ পটিল্লভ্জিদ্ধাহি অরহন্তং  
পাপুণি ।

২ । ইতরো পন “অহং গম্বধুরং পুরেজামী”তি অনুকমেন  
তেপিটকং বুদ্ধবচনং উগ্গণিহ্বা গতগতট্টাণে ধম্মং দেসেতি, সর-  
ভঞং ভণতি, পঞ্চমং ভিক্ষুসুতানং ধম্মং বাচেত্তো বিচরতি,  
অট্টারসম্মং মহাগগানং আচরিয়ো অহোসি । ভিক্ষু সথু সন্তিকে  
কম্মট্টানং গহেত্তা ইতরজ্জ থেরজ্জ বসনট্টানং গম্বা তম্মোবাদে ঠহা  
অরহন্তং পহা থেরং বন্দিহা— “সথারং দট্টুকামম্হা”তি বদন্তি ।

থেরো— “গচ্ছথাবুসো, মম বচনেন সথারং বন্দিহা অসীতি  
মহাথেরে বন্দথ, সহায়কথেরম্পি মে ‘অমহাকং আচরিয়ো তুম্হে  
বন্দতী’তি বন্দথা”তি ।

ততদূর বর্ণনা করিয়া কহিলেন । তিনিও বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিয়া প্রতি-  
সম্ভিদ্ধার সহিত অর্হন্ত লাভ করিলেন ।

২ । অপর ভিক্ষু চিন্তা করিলেন— “আমি গ্রন্থধূর পূর্ণ করিব ।”  
অনুক্রমে তিনি ত্রিপিটক বুদ্ধবচন শিক্ষা করিলেন । তিনি যেখানে  
যান মধুর স্বরে ধর্মদেশনা করেন । পাঁচশত ভিক্ষুকে তিনি ধর্ম শিক্ষা  
দেন; আঠারটি মহাগণের ( পরিষদের ) আচার্য্য ছিলেন । ভিক্ষুরা ভগ-  
বানের নিকট কর্মস্থান গ্রহণ করিয়া অপর অর্হন্ত-স্ববিরের নিকট যাইতেন  
এবং তাঁহার উপদেশ মত চলিয়া অর্হন্ত প্রাপ্ত হইতেন । অতঃপর তাঁহারা  
স্ববিরকে বন্দনা করিয়া বলিতেন— “ভগবানকে আমরা দেখিতে ইচ্ছা করি ।”

স্ববির তাঁহাদিগকে কহিতেন— “যাও আবুস, তোমরা আমার হইয়া  
ভগবানকে বন্দনা করিও, তৎপর আশিজন মহাপ্রাবককে বন্দনা করিও ।  
আমার বন্ধু স্ববিরের নিকট যাইয়াও ‘আমাদের আচার্য্য আপনাকে বন্দনা  
করিতেছেন’ এই বলিয়া বন্দনা করিও ।”

৩০। তে বিহারঃ গম্বু সখারঞ্চ খেরে চ বন্দিত্বা “ভন্তে, অম্বাহকং আচরিয়ো তুম্হে বন্দতী”তি বুন্তে ইতরেন চ “কো নাম এসো”তি বুন্তে “তুম্বাহকং সহায়কভিক্ষু ভন্তে”তি বদন্তি। এবং খেরে পুনঃপুনঃ সাসনং পহিনন্তে সো ভিক্ষু খোকং কালং সহিত্বা অপরভাগে সহিতুং অসকোন্তো “অম্বাহকং আচরিয়ো তুম্হে বন্দতী”তি বুন্তে “কো এসো”তি বত্বা “তুম্বাহকং সহায়কভিক্ষু”তি বুন্তে “কিম্পন তুম্হেহি তঙ্গ সন্তিকে গহিতং, কিং দীঘনিকায়াদিশ্চ অপ্রতরো নিকায়ো, তীস্ পিটকেসু একং পিটকং”তি বত্বা “চতুস্পদিকম্পি গাথং ন জানাতি, পংসুকুলং গহেত্বা পব্রজিতকালে- য়েব অরঞ্জে পবিট্টো, বহু বত অন্তেবাসিকে লভি, তঙ্গ আগত- কালে ময়া পঞ্চে পুচ্ছিতুং বট্টতী”তি চিস্তেসি।

৩। তাঁহারা বিহারে বাইরা ভগবান ও স্ববিরদিগকে বন্দনা করিয়া কহিলেন—“ভন্তে, আমাদের আচার্য্য আপনাদিগকে বন্দনা করিতেছেন।” ভিক্ষুরা এইরূপ বলিলে স্ববিরের বহুভিক্ষু জিজ্ঞাসা করিলেন—“সে কে?” স্ববির এইরূপ বলিলে ভিক্ষুরা কহিলেন—“আপনার বহু ভিক্ষু ভন্তে!” এইরূপে স্ববির পুনঃপুনঃ সংবাদ পাঠাইলে সেই ভিক্ষু দীর্ঘ- দিন এই সংবাদ সহ্য করিতে পারিলেন না। পুনরায় “আমাদের আচার্য্য আপনাকে বন্দনা করিতেছেন” এই কথা বলিলে, তিনি কহিলেন—“সে কে?” “আপনার বহু ভিক্ষু।” “তোমরা তাহার নিকট হইতে কি শিক্ষা করিয়াছ? দীর্ঘনিকায়াদির মধ্যে কোন্ নিকায়? ত্রিপিটকের মধ্যে কোন্ পিটক?” ইত্যাদি বলিয়া চিন্তা করিলেন—“সে চারি পদ যুক্ত একটা গাথাও জানেনা, পংসুকুল অঙ্গ লইয়া প্রব্রজিত কাল হইতেই অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছে, এখন ত দেখিতেছি বহুশিষ্য জুটাইয়া কেলিয়াছে। সে আসিলে আমি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব।”

৪। অথাপরভাগে ধেরো সখারং দট্টুমাগতো সহায়কধৈরজ  
সন্তিকে পন্তচীবরং ঠপেয়া গন্তা সখারং চেব অসীতিমহাধেরে চ  
বন্দিত্বা সহায়কজ বসনট্টানং পচাগমি। অথজ সো বন্তং কারেয়া  
সমপ্লমাণং আসনং গহেয়া পঞং পুচ্ছিজামীতি নিসীদি। তন্নিং  
ধণে সখা—“এস এবরুপং মম পুত্তং বিহেঠেয়া নিরয়ে নিব-  
ভেয়া”তি তন্নিং অমুকম্পায় বিহারচারিকং চরন্তো বিয় তেসং  
নিসিন্নট্টানং গন্তা পঞন্তে বুদ্ধাসনে নিসীদি।

তথ তথ নিসীদন্তা হি ভিক্ষু বুদ্ধাসনং পঞাপেয়াব  
নিসীদন্তি। তেন সখা পকতিপঞন্তে য়েব আসনে নিসীদি।

৪। অনন্তর একদিন হুবির ভগবানকে দেখিবার জন্য আসিলেন।  
বজ্রহুবিরের নিকট পাত্রচীবর রাখিয়া, যাইয়া ভগবানকে বন্দনা করিলেন।  
পরে আশিজন মহাহুবিরকে বন্দনা করিয়া বজ্রর আবাসে ফিরিয়া আসি-  
লেন। অতঃপর আবাসিক ভিক্ষু আগন্তুক-ব্রত সম্পাদনের পর সমান  
আসন লইয়া “প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব” এই মনে করিয়া বসিলেন। তখন  
ভগবান তাহা জানিতে পারিয়া চিন্তা করিলেন—“এই ভিক্ষু আমার এই-  
রূপ পুত্রকে তুচ্ছ তাচ্ছল্য করিয়া নরকে উৎপন্ন হইবে।” এই ভাবিয়া  
ভগবান তাঁহার প্রতি অমুকম্পা পরবশ হইয়া যেন বিহার চারিকার  
বিচরণ করিতেছেন এইরূপ ভাবে যাইয়া তাঁহাদের উপবিষ্ট স্থানে উপস্থিত  
হইলেন এবং প্রজ্ঞাপ্ত বুদ্ধাসনে উপবেশন করিলেন।

যে কোন স্থানে ভিক্ষুরা বসিবার সময় বুদ্ধের জন্ত বসন্ত আসন  
একখানা প্রস্তুত করিয়াই বসেন। তাই ভগবান আসিয়া তাঁহার জন্ত  
স্থাপিত নির্দিষ্ট আসনেই বসিলেন।

৫। নিমজ্জ খো পন গম্বিকভিক্ষুঃ পঠমঙ্কানে পঞ্হং  
পুচ্ছিয়া তস্মিং কথিতে ত্ততিয়ঙ্কানং আদিং কহা অট্টমুপি  
সমাপত্তীসু রূপারূপে চ পঞ্হং পুচ্ছি, ইতরো সবং কথেসি।

অথ নং সোতাপত্তিমগো পঞ্হং পুচ্ছি। ইতরো কথেতুং  
নাসম্বি। ততো খীণাসবত্থেরং পুচ্ছি। থেরো কথেসি। সথা  
“সাধু সাধু ভিক্ষু”তি অভিনন্দিয়া সেসমগোমুপি পটিপাটিয়া  
পঞ্হং পুচ্ছি, গম্বিকো একম্পি কথেতুং নাসম্বি, খীণাসথো  
পুচ্ছিতং পুচ্ছিতং কথেসি। সথা চতুসু ঠানেসু তস্ম সাধুকারং  
অদাসি। তং সুহা ভুস্মদেবে আদিং কহা যাব বুদ্ধলোকা  
সব্বদেবতা<sup>১</sup> চেব নাগসুপপ্পা চ সাধুকারমদংসু।

৫। ভগবান বসিয়াই নাকি জ্বিপিটকধারী ভিক্ষুকে প্রথম ধ্যান  
সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার উত্তর প্রদান করিলে, দ্বিতীয়  
ধ্যানাদি অষ্ট সমাপত্তি ও রূপারূপ ধ্যান সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।  
ইনি স্তম্ভ প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

অতঃপর ভগবান তাঁহাকে স্রোতাপত্তি মার্গ সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা  
করিলেন। ইনি উত্তর দিতে পারিলেন না। তৎপর অহঁত স্থবিরকে  
জিজ্ঞাসা করিলেন। স্থবির উত্তর দিলেন। ভগবান “সাধু! সাধু!! ভিক্ষু”  
বলিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন। তৎপর অগ্গাচ্ছ মার্গ সম্বন্ধে ও  
পাটিপাটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। গ্রহধারী ভিক্ষু একটি প্রশ্নেরও উত্তর  
দিতে পারিলেন না। কিন্তু কীণাসব ভিক্ষু জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন সকলের উত্তর  
প্রদান করিলেন। ভগবান চারি স্থানেই তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিলেন।  
তাহা শুনিয়া ভূমিবাসী দেবতা হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত  
দেবগণ এবং নাগ-সুপর্ণেরাও সাধুবাদ প্রদান করিলেন।

৬। তং সাধুকারং স্তুত্বা তন্ন অস্ত্বেবাসিকা চেব সন্ধিবিশায়িনো  
চ সখ্যারং উচ্চাষিংসু—“কিং নামেতং সখ্যারা কতং, কিঞ্চি অজ্ঞানন্তু  
মহল্লকণ্ঠেরন্ন চতুস্ ঠানেসু সাধুকারং অদাসি, অমহাকং পনাচরিয়ন্ন  
সবপরিয়ত্তিধরন্ন পঞ্চম্নঃ ভিক্ষুসতানং পামোচ্ছন্ন পসংসামন্তপ্পি ন  
করী”তি ।

অথ নে সখা—“কিং নামেতং ভিক্ষবে, কথেষা”তি পুচ্ছিত্বা  
তস্মিং অথে আরোচিতে ভিক্ষবে, তুমহাকং আচরিয়ো মম সাসনে  
ভতিয়া গাবো রক্ষণক সদিসো । মযহং পন পুত্তো যথা রুচিয়া  
পঞ্চগোরসে পরিভুঞ্জনক সামিসদিসো”তি বস্তা ইমা “গাথা  
অভাসি—

৬। সেই সাধুবাদ শুনিয়া গ্রন্থধারী ভিক্ষুর শিষ্য ও তাঁহার সঙ্গী  
ভিক্ষুরা ভগবান সহজে কাণাঘূষা করিতে লাগিলেন—“ভগবান একি  
করিলেন ; এই বৃদ্ধ হবির কিছুই জানেন না, অথচ তাঁহাকে চারিবার  
সাধুবাদ দিলেন ; আর আমাদের আচার্য্য যিনি নাকি সমস্ত ত্রিপিটক  
ধারণ করেন, পাঁচশত ভিক্ষুর প্রমোক্ষ, তাঁহাকে প্রশংসা মাত্রও করি-  
লেন না ।”

অতঃপর ভগবান তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“ভিক্ষুগণ, তোমরা  
কি বলিতেছ ?” ভিক্ষুরা সেই কথা বলিলে ভগবান কহিলেন—“ভিক্ষুগণ,  
তোমাদের আচার্য্য আমার শাসনে বেতন ভোগী গোপালকের মত । আমার পুত্র  
কিন্তু যথাক্রমে পঞ্চগোরস পরিভোগকারী স্বামী সদৃশ ।” এই বলিয়া এই  
গাথা দুইটি বলিলেন—

“বহুস্পি চে সহিতং ভাসমানো  
ন তক্করো হোতি নরো পমত্তো,  
গোপোব গাবো গণয়ং পরেসং  
ন ভাগবা সামঞ্জস্য হোতি ।” ১৯

“অল্পস্পি চে সহিতং ভাসমানো  
ধম্মজ হোতি অমুধম্মচারী,  
রাগঞ্চ দোসঞ্চ পহায় মোহং  
সম্মঞ্জ্ঞানো সুবিমুক্তচিত্তো ;  
অমুপাদিয়ানো ঈধ বা তরং বা  
স ভাগবা সামঞ্জস্য হোতী”তি । ২০

৭। তথ—“সহিতং”তি—ত্রেপিটকজ বুদ্ধবচনসম্ভেদং নামং ।  
তং আচরিয়ে উপসংকমিত্বা উগ্গণিহিত্বা বহুস্পি পরেসং “ভাসমানো”

“প্রমত্ত নরের তাহা কাজে নাহি আসে,  
ত্রিপিটক বুদ্ধবাণী যদি বহু ভাসে ।  
গোপালক নথা গণে গাভী অপরের,  
কভু সে হয় না ভাগী সেই গোরসের ।” ১৯

“ধম্ম-অমুধম্ম সেবা করে আচরণ,  
ধম্মকথা অল্প যদি সে করে ভাষণ ।  
রাগ ঘেন মোহ ধম্ম প্রতীণ করিয়া,  
সুবিদিত সুবিমুক্ত চিত্ত সে হইয়া ।  
ইহ-পরলোকে কভু উৎপন্ন না হয়,  
শ্রামণ্য ফলের ভাগী সে হয় নিশ্চয় ।” ২০

৭। তথায়—“সহিতং”—ইহা ত্রেপিটক বুদ্ধ বচনের নাম । আচার্যের  
নিকট উপস্থিত হইয়া তাহা শিক্ষা করতঃ অধিকতররূপে পরকে বলিলেও

বাচেস্তো, তং ধন্যং স্তুত্বা যং কারকেন পুণ্যলেন কন্তব্যং  
 তং করো ন হোতি । কুকুটজ পঞ্চপহরগমস্তম্পি অনিচ্ছাদি বসেন  
 যোনিসোমনসিকারং নল্পবন্তেতি ; এসো যথা নাম দিবসং ভতিয়া  
 গাবো রক্ষন্তো গোপো পাতোব পটিচ্ছিহা সায়ং গণেশা সামি-  
 কানং নিয়্যাদেশা দিবসভতিমন্তং গণহাতি, যথারুচিয়া পন পঞ্চ-  
 গোরসে পরিভুঞ্জিতুং ন লভতি, এবমেব কেবলং অন্তেবাসিকানং  
 সন্তিকা বন্তপটিবন্তকরণমন্তজ ভাগী হোতি, সামপ্রজ্ঞ পন ভাগী  
 ন হোতি । যথা পন গোপালকেন নিয়্যাদিতানং গুণং গোরসং  
 সামিকাৱ পরিভুঞ্জন্তি, তথা তেন কথিতং ধন্যং স্তুত্বা কারকপুণ্যা  
 যথানুসিট্টং পটিপজ্জিহা কেচি পঠমজ্ঞানাদীনি পাপুণন্তি, কেচি  
 বিপজ্ঞনং বদন্তেহা মগফলানি পাপুণন্তীতি— গোসামিকা গোরসজ্জিব  
 সামপ্রজ্ঞ ভাগিনো হোন্তি । ইতি সখা শীলসম্পন্নজ বহুত্নতজ

শিক্ষা দিলে, সেই ধন্য শুনিয়া, মানবের যে একটা কর্তব্য কাজ আছে  
 সেইরূপ কিছু করা হয় না । মুরগীর পঞ্চপ্রহারণ সময় মাত্রও অনিত্যাদি  
 বশে চিন্তের সম্যক একাগ্রতা লাভ করা যায় না । যেমন দৈনিক বেতন  
 ভোগী গরু রক্ষাকারী গোপালক প্রাতে গরু বুঝিয়া লইয়া আবার সন্ধ্যার  
 সময় গরু গণনা করিয়া স্বামীকে আনিয়া দেয় এবং দিনের বেতন গ্রহণ  
 করে, কিন্তু যথাক্রমে পঞ্চগোরস পরিভোগ করিতে পারে না ; সেইরূপ  
 গ্রন্থধারী ভিক্ষুও কেবল শিষ্যদের নিকট হইতে মাত্র ব্রত-প্রতিব্রতেরই ভাগী  
 হয়, কিন্তু শ্রামণ্য বর্ষের ভাগী হইতে পারে না । যেমন গোপালক গরু  
 আনিয়া গচ্ছিত করিয়া দিলে, স্বামীই সেই গোরস পরিভোগ করে;  
 সেইরূপ তাহাদের কথিত ধন্য শুনিয়া কর্মীলোকেরা যথানুশাসিত মতে  
 প্রতিপালন করিয়া কেহ কেহ প্রথম ধ্যানাবধি প্রাপ্ত হয়, আর কেহ কেহ  
 বিশ্রাম বর্ধিত করিয়া মার্গফল সমূহ প্রাপ্ত হইয়া তাহারা গরুর কর্তার  
 গোরসের স্তায় শ্রামণ্যফলের ভাগী হয় । এইরূপে ভগবান শীলসম্পন্ন, বহুশ্রুত,

প্রমাদবিহারিনো অনিচ্ছাদিবসেন যোনিসোমনসিকারে অগ্নবত্তজ  
ভিক্ষুনো বসেন পঠমগাথং কথেসি, ন দুস্সীলজ ।

৮। দ্বিতীয় গাথা পন যোনিসো মনসিকারে কস্মং করোন্তজ  
কারকপুগলজ বসেন কথিতা ।

তথ—“অগ্নম্পি চে”তি—থোকং একবগ্গা দ্বিবগ্গমত্তম্পি

“ধম্মজ হোতি অনুধম্মচারী”তি—অথমপ্রণয়, ধম্মমপ্রণয়,  
নবলোকুত্তরধম্মজ অনুরূপধম্মং পূর্বভাগপটিপদাসম্মাতং চতুপারিসুচ্ছি  
সীল, ধুতঙ্গ, অন্ততকস্মট্টানাদিভেদং চরণতো অনুধম্মচারী হোতি,  
অজ্জ অজ্জিবাতি পটিবেধং আকস্মন্তো বিচরতি । সো ইমায়  
সম্মাপটিপত্তিয়া রাগঞ্চ দোষঞ্চ পহায় মোহং সম্মা হেতুনা নয়েন

প্রমাদবিহারী, অনিত্যাদিবশে সম্যক একাগ্রতার সহিত যেই ভিক্ষু প্রবর্তিত  
হয় না, তাঁহার জন্তই প্রথম গাথা বলিয়াছেন, চঃশীলের জন্ত নহে ।

৮। দ্বিতীয় গাথা সম্যক একাগ্রতার সহিত যাহারা কর্ম করেন, সেই  
কর্মান্নলোকের জন্ত বলা হইয়াছে ।

তথায়—“অগ্নত্ত” — সামান্ত, একবর্গ দুইবর্গ মাত্র ।

“ধম্ম অনুধম্ম যেনা করে আচরণ”—অর্থজ্ঞাত ও ধর্মজ্ঞাত হইয়া নয়  
লোকোত্তর ধর্মের অনুরূপ ধর্ম মর্গফল লাভের পূর্বভাগ শিক্ষাস্বরূপ চারি  
পরিশুদ্ধ শীল, ধুতঙ্গ ও অন্তত কর্মস্থানাদি ভেদে আচরণ করিলে অনুধম্মচারী  
নামে কথিত হয় । অজ্ঞ, অজ্ঞ না হইলে আগামীকাল্য জ্ঞাত হইব, এই  
আকাঙ্ক্ষা করিয়া বিচরণ করে । সম্যক প্রতিপালন করিবার এই ধর্মের  
দ্বারা সে রাগ, বৈষ ও মোহ প্রলীণ করিয়া সম্যক হেতু ও ত্রায়ের দ্বারা  
পরিত্যক্ত হইবার ধর্ম পরিত্যক্ত হয় । পরিত্যক্ত হইয়া তদঙ্গ বিমুক্তি  
অর্থাৎ কামাবচর কুশলচিত্ত উৎপন্ন হইয়া পাপধর্ম হইতে অল্পকণের জন্য



পরিজানিতবধশ্চে পরিজানন্তো তদজ, বিক্কম্বন, সমুচ্ছেদ, পটিল্লজ্জি,  
নিজরণ বিমুত্তীনং বসেন সুবিমুত্তিভো ।

“অমুপাদিয়ানো ইধ বা জরং বা”তি ইধলোক পরলোক  
পরিয়াপন্নো বা অজ্ঞাতিকবাহিরা বা খন্ডায়তনধাতুয়ো চতুহি উপা-  
দানেহি অমুপাদিয়ন্তো মহাখীণাসবো মগসম্মতিজ সামঞ্জস্য বসেন  
আগতজ ফলসামঞ্জস্য চেব পঞ্চ অসেক্ক ধম্মক্কম্ম চ ভাগী  
হোতী’তি ।

বিমুক্ত হয় । পৃথক করা বিমুক্তি অর্থাৎ রূপানন্দের ও অরূপাবচর কুশল  
চিত্ত উৎপন্ন হইয়া দীর্ঘদিনের জন্ম পাপধর্ম হইতে পৃথক করিয়া রাখে,  
সেই দীর্ঘদিন পাপধর্ম হইতে চিত্ত বিমুক্ত থাকে । সমুচ্ছেদ বিমুক্তি অর্থাৎ  
লোকান্তর কুশলচিত্ত উৎপন্ন হইয়া পাপধর্মকে সমূলে ভেদন করে, অকুশল  
ধর্মের মূলচ্ছেদ করিয়া পাপধর্ম হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হওয়ার নাম সমুচ্ছেদ  
বিমুক্তি । প্রতিপ্রশান্তি বিমুক্তি অর্থাৎ লোকান্তর বিপাক চিত্ত উৎপন্ন  
হইয়া অকুশল ধর্মের প্রশান্তি হয়, অকুশল ধর্ম হইতে বিমুক্ত হইয়া  
‘চিত্তের প্রশান্তি লাভ করার নাম প্রতিপ্রশান্তি বিমুক্তি । নিঃসরণ বিমুক্তি  
অর্থাৎ লোকান্তর কুশলচিত্ত নিক্রম অবলম্বন দ্বারা পাপধর্মকে সমূলে  
ভেদন করিয়া সংসার ভংগ হইতে নিষ্কমণ করিয়াছে বলিয়া নিঃসরণ বিমুক্তি  
বলা হয় । এই তদজ, পৃথক করা, সমুচ্ছেদ, প্রতিপ্রশান্তি ও নিঃসরণ বিমুক্তি  
বশে চিত্ত সুবিমুক্ত ।

“ইধলোকে পরলোকে উৎপন্ন না হয়”— ইধলোকে পরলোকে  
উৎপাদন শীল অথবা আধ্যাত্মিক-বাহ্যিক ক্ষয় আয়তন ধাতু চারি উপাদান  
দ্বারা উৎপন্ন না হইয়া মহাখীণাসব মার্গ ও কল শ্রামণোর এবং অরহতের  
পঞ্চক্কম্মের ভাগী হয় ।

রতনকূটেন বিয় অগারজ অরহন্তেন দেসনাকূটং গণহী'তি ।

গাথা পরিয়োসানে বহু সোতাপন্নাদয়ো অহেসুং, দেসনা মহাজনজ সাথিকা জাতাতি ।

যমকবগ্গ বগ্গনা নিট্ঠিতা

পঠমো বগেগা ।

অর্থাৎ অরহতের মন কাম-উপাদান, দৃষ্টি-উপাদান, শীলব্রত-উপাদান ও আত্মবাদ-উপাদান এই চারি প্রকার উপাদানের দ্বারা ইহলোক, পরলোক, নিজের শরীর বা অতের শরীর আশ্রয় না করিয়া তৃষ্ণা হইতে প্রশমিত মার্গ ও ফল এবং অর্হতের বিমুক্ত পঞ্চস্কন্ধের ভাগী হয় ।

গৃহী রত্নকূট গ্রহণের ত্রায় অর্হৎ হইয়া ধর্ম্মকূট গ্রহণ করিলেন ।

গাথা শেষ হইলে বহুজন সোতাপন্নাদি হইলেন । সববেত জন সমূহের পক্ষে ধর্ম্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল ।

প্রথম ভাগ

যমক বর্গ বর্গনা সমাপ্ত ।





---

Printed at

THE BUDDHIST MISSION PRESS

11, Upper Macao Street

MACAU, CHINA

---











